আনজুমনী ২০১০

২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা

(১৮১০ - ২০১০)

Nun. By the Pen and by the (Record) which (men) write.
(Surah Al Qalam:1)

নূন– শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ে
যা তারা লিপিবদ্ধ করে (সুরা-আল-কালাম-১

Chunati.com
Please... village based website

আন্‌জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা

আনজুমন ২০১০

২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা

(১৮১০ - ২০১০)

Nun. By the Pen and by the (Record) which (men) write.
(Surah Al Qalam: 1)

আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা

আনজুমান '১০

সম্পাদনা উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ
প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী
ড. আহসান সাইয়েদ
ড. হেলাল উদ্দীন মোহাম্মদ নোমান

নির্বাহী সম্পাদক

মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ

সহকারী সম্পাদক

অধ্যাপক রুহু রুহেল
জে.ইউ.এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী

সার্বিক সহযোগিতায়

মছিহুল আজীম খান ছিদ্দিকী
মোহাম্মদ নাঈম
মুহাম্মদ সাদুর রহমান
মুহাম্মদ আজিজুল ওয়াদুদ হেলাল
মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন
মুহাম্মদ সাজেদ খান
মুহাম্মদ হাসান শরীফ

প্রকাশকাল

১৫ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
১০ সফর ১৪৩২ হিজরি
২ মাঘ ১৪১৭ বাংলা

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Anjuman '10
Chunati, Lohagara, Chittaong..

PUBLISHED
15 January '11

VISUALIZATION & COVER DESIGN
Zahirul Hoque

TYPOGRAPHY
Zahirul Hoque

C.G. DESIGN
Jewel, Dipu

LOGISTIC SUPPORT
Momin, Jahangir, Shahin

IDEA SHARE
Ruhu Ruhel, Jewel, Dipu

PRODUCTION
DCW, ctg.
Cell : 01818-165688, 01819-904202

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার

২০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে

আলহুমনী '১০

সংখ্যা প্রকাশনার

সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ
নির্বাহী সম্পাদক

অধ্যাপক রুহু রুহেল
সহকারী সম্পাদক

জে.ইউ.এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক

বাণী

রাষ্ট্রপতি

চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ২০০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একটি প্রতিষ্ঠানের দু'শ বছর পূর্তি অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়।

বিগত দু'শতাব্দী ধরে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা প্রশংসনীয়।

এ মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিক অবদান রাখবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি মাদ্‌রাসার বর্তমান ও প্রাক্তন সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সুদীর্ঘ ২০০ বছর ধরে এ মাদ্‌রাসা চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিশিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষাবিদসহ আধুনিক প্রগতিশীল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। শান্তির ধর্ম ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীকে ধারণ করে এ মাদ্‌রাসা অতীতের মত আগামী দিনেও শিক্ষার্থীগণকেও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত রাখবে- এ প্রত্যাশা করছি।

ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষকে আমি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Chunati.com
pioneer village based website

বাণী

শিক্ষাই মানব জাতির গৌরবী অলংকারের বাহন, আর এই শিক্ষার মূলে রয়েছে পারিবারিক পরিসর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলায় আবর্তিত নন্দিত সার্থক ফসলের সুউচ্চার্য এক নাম। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের শিক্ষার আলোকভূমে মুসলিম শিক্ষার যে ভিত সূচিত হয়েছিল মাদরাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে, সে মাদরাসা শিক্ষার আলো নিয়ে স্বদেশের শিক্ষার ইতিহাসে যে অবদান রেখে চলছে তার মধ্যে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা অন্যতম ।

১৮১০ সনে যার যাত্রা সূচিত হয়েছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার চুনতি গ্রামে, শিক্ষার ইতিহাসে এ এক আনন্দঘন বিস্ময়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা সমবেত হয়ে যে দু'শ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্যে যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দু'শ বছর পূর্তি উদযাপন ও একটি তথ্যবহুল সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন **"আনজুমন ২০১০"** প্রকাশের, এ সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও শিহরণ অনুভব করছি ।

এ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রের মধ্যে এক গভীর সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। আমি এ গ্রামের সন্তান হিসেবেও আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার দাদা মরহুম মাহবুবুর রহমান (সাব রেজিস্ট্রার) বিশ শতকের গোড়ায় এই চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার সুদীর্ঘদিন সেক্রেটারি হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এই জন্যও আমার অন্তকরণ আজ সত্যিই আনন্দে উদ্বেলিত।

আমি জানি দেশ বরেণ্য বহু কৃতি সন্তান এ প্রতিষ্ঠান হতে বেরিয়ে দেশের সুউচ্চ সেবায় নিবেদিত রয়েছে। আমি তোলবায়ে সাবেক্বীনের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং সংশ্লিষ্ট সবার মঙ্গল কামনা করি, কামনা করি এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক।

ড. সুলতান হাফিজ রহমান
ডাইরেক্টর জেনারেল
এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক
ম্যানিলা, ফিলিপিন্স

chunati.com
Pioneering village based website

বাণী

বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষিত জনপদ ঐতিহাসিক চুনতি গ্রামে অবস্থিত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুদীর্ঘ ২০০ বছরের মাইল ফলক স্পর্শ করার গৌরব অর্জন করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির সাথে জড়িয়ে আছে ভারত উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অন্যতম খলিফা, চুনতির প্রবাদ পুরুষ হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ)-র দূরদর্শী প্রয়াস। পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বৃটিশ সাব জজ ওয়াজিউল্লাহ খান সামী, ভারতের বিখ্যাত আজমগড়ী (রহ.)-র খলিফা শাহ মৌলানা নজির আহমদ, বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর হযরত মৌলানা মীর মুহাম্মদ আখতার ও হযরত মৌলানা আব্দুল জব্বার এবং চুনতির ১৯ দিনব্যাপী মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সঃ)-র প্রবর্তক হযরত মওলানা হাফেজ আহমদ শাহ সাহেবসহ অসংখ্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় ও বরণীয়। গৌরবময় ঐতিহ্যে লালিত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র সমিতি 'আনজুমানে তোলবায়ে সাবেক্বীন' এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ ইতিহাস, বিবর্তন ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে "আনজুমন-২০১০" (২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা) নামে বিশাল কলেবরের স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণকে স্বাগত জানাই। এটি একটি ঐতিহাসিক লিখিত দলিল হিসাবে দেশ-বিদেশের অসংখ্য গুণগ্রাহী ও প্রাক্তন ছাত্রগণের সংরক্ষণে থাকবে নিঃসন্দেহে।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ইসলামের মৌলিক অহিংস শিক্ষা বিস্তারের যে প্রয়াস যুগ-যুগান্তর ধরে চালিয়ে আসছে আমি তার সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে আশা রাখছি। একই সাথে ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সফলতা ও স্মারক প্রকাশনার সার্থকতা কামনা করছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক ও বাহক চট্টগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক এক নাম "চুনতি" চট্টগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে চুনতি মাদ্‌রাসার ব্যাপক অবদান রয়েছে। বহু জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, আলেম- ওলামা, পীর মাশায়েখ, বিশেষতঃ বিশ্ববরেণ্য ওলিকুল শিরোমনি, আশেকে রাসুল (সঃ) ও ১৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সীরতুন্নবী (সঃ) মাহফিলের প্রবর্তক শাহ হাফেজ আহমদ (রঃ) প্রকাশ (শাহ সাহেব কেবলা চুনতির) জন্মস্থান। যার বিকাশ পরিক্রমায় চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ব্যাপক অবদান রয়েছে। এ মাদ্‌রাসারই প্রতিষ্ঠার "২০০ শত বর্ষপূর্তি" উদযাপন - এতদঞ্চলে এক বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষ্যে "আঞ্জুমানে ত্বোলবায়ে সাবেক্বীন" বিশেষ স্মরণিকা **"আঞ্জুমান- ২০১০"** প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রকাশনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি, চুনতির ইতিহাস সংরক্ষণ এবং নবীন-প্রবীন ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ মহতী আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলের দীর্ঘায়ু ও আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

(আলহাজ্ব মঞ্জুরুল আলম)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

Chunati.com
pioneer village based website

বাণী

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশদ্বার। এই চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা উপমহাদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। সমকালীন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, যার গগনচুম্বী মিনার থেকে বিচ্ছুরিত আলো বিগত ২০০ বছর ধরে বিশাল অঞ্চলকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে চলেছে। এই মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে গঠিত 'আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন' মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার 'দুশ'তম বর্ষপূর্তি' উপলক্ষ্যে "আঞ্জুমন- ২০১০" শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। গাজীয়ে বালাকোট হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ), উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মৌলানা নজির আহমদ (রহ.), হযরত শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.), হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহঃ) ও বায়তুশ শরফের সম্মানিত পীর ছাহেব হযরত শাহসূফী মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার সাহেব (রহ.) প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের স্মৃতিবিজড়িত চুনতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সংরক্ষণে এই স্মরণিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ করে চুনতির 'শাহ সাহেব কেবলা' খ্যাত মরহুম হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) প্রবর্তিত বার্ষিক ১৯ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক সীরতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলকে ঘিরে দীর্ঘকাল ধরে চুনতি দেশের সর্বপ্রান্ত হতে আগত লক্ষ লক্ষ তাওহীদি জনতার এক ধর্মীয় মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশবাসীকে অসংখ্য আলেমে দ্বীন, দা'ঈ ইলাল্লাহ, ইসলামী জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষক ও সামাজিক নেতৃত্ব উপহার দিয়েছে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। এ মাদ্‌রাসার ছাত্র হিসেবে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই সকল সম্মানিত উস্তাদদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমি এবং আমার মতো অনেকেই শাশ্বত আদর্শের আলোকে দেশ ও জাতির মহান খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়েছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে দোয়া করছি চুনতির ঐ সকল আলেমে দ্বীন ও পীর-বুজর্গদের জন্য, যারা বিগত শত শত বছর যাবৎ মানুষকে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোয় আলোকিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁদের হাতে গড়া আলেমদের এই সিলসিলা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে দুনিয়াতে যেরূপ সম্মানিত করেছেন, পরকালেও যেন সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেন এটাই আমাদের কাম্য।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার "দু'শতম বর্ষপূর্তি" উদ্‌যাপন এবং "আঞ্জুমন- ২০১০" প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি। এ আয়োজন সামগ্রিকভাবে এতদঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষকে সত্য ও সুন্দর কাজে প্রাণিত করুক- মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনাই করছি।

আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম
সংসদ সদস্য
২৯১ চট্টগ্রাম- ১৪ (লোহাগাড়া-সাতকানিয়া)

বাণী

শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা হযরত শাহ মাওলানা আবদুল হাকিম খাঁন ছিদ্দিকীর স্মৃতিধন্য দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা দুই শতাব্দীর এক প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যা পরবর্তী শতকের দোর গোড়ায় উপস্থিত। কত আলোক উজ্জ্বল প্রতিভা এ মাদ্‌রাসা হতে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক বাহক হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে "আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন।" সময়ের দাবীতে এ বিশেষ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পুণ্যভূমি চুনতিতে সর্বোপরি সারা বাংলাদেশে ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুনের যে চর্চা তা মূলত এই মাদ্‌রাসাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বলা যায়। আজ সত্যিই আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া এ জন্য যে আমার জীবনের এক বৃহৎ অংশ এ মাদ্‌রাসা অঙ্গণে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হিসাবে কেটেছে। আরও শুকরিয়া, আমার মরহুম আব্বাজানও এ মাদ্‌রাসার ছাত্র এবং পরবর্তীতে একজন শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। এছাড়া বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, আমার দুই মহান পীর মোর্শেদ শাহ সূফী হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) ও শাহ সুফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ) এর অনেক অবদান ও স্মৃতিচিহ্ন এখনো এ মাদ্‌রাসায় বিদ্যমান।

বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাস পরিক্রমার বিষয় নিয়ে যে তথ্যপূর্ণ সুন্দর ম্যাগাজিন "আনজুমন ২০১০" প্রকাশিত হচ্ছে তা জেনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। আমি এই সুন্দর ও মহতী আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

আশা করছি যে, "আঞ্জুমন ২০১০" পরবর্তী শতাব্দীর শিক্ষার্থীদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে।

'আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন' এর স্মারক গ্রন্থটির সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন সবার জন্য আন্তরিক দোয়া করছি। মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে সফলতা দান করুন। আমীন।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন

(আলহাজ্ব শাহসূফী মাওলানা) মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন
পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ,
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।

বাণী

বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ চুনতি। এ অঞ্চল তথা দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ২০০ তম মাইল ফলক স্পর্শ করার গৌরব অর্জন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য গাঁথায় বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে গাজী শাহ মাওলানা আব্দুল হাকিম খান সিদ্দিকী (রহ.) সহ অগণিত পীর, মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের স্মৃতি ও কর্মকান্ডের গৌরব বিজড়িত। ইতিহাস ও কালের সাক্ষী এ প্রতিষ্ঠানের ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্র সমিতি আঞ্জুমন এ তোলবায়ে সাবেক্বীন'র উদ্যোগে একটি স্মরণিকা "আঞ্জুমন" প্রকাশনাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। একই সাথে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

"আঞ্জুমন" হোক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়। স্মরণিকা প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ।

প্রফেসর ড. এম. আলাউদ্দিন
ভাইস-চ্যান্সেলর
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া।

Chunati.com
Pioneer village based website

বাণী

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে ১৮১০ সনের এক শুভক্ষণে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় একটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। প্রতিষ্ঠানটির দ্বিশত বার্ষিকী উদযাপন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন' কর্তৃক "আনজুমন ২০১০" শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে শুনে আমি আনন্দিত।

প্রতিষ্ঠানটির সুন্দর আয়োজনের সফলতা কামনা করে আয়োজন সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

ফয়েজ আহমদ
জেলা প্রশাসক
চট্টগ্রাম।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বাণী

শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিতে অগ্রসর চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার "চুনতি" এলাকা, শিক্ষার আলোয় আলোকিত জনপদ হিসেবে বহুকাল ধরেই এর সুনাম ও সুখ্যাতি সর্বত্র সমাদৃত হয়ে আসছে। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষকে গুণানুকরণে উদ্বুদ্ধ করে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা নিকেতন চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অবদান অপরিসীম। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে বিকিরিত জ্ঞানের আলোয় সুবাসিত এ প্রতিষ্ঠানের দু'শত বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা "আঞ্জুমন- ২০১০" বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ছাত্র সমাজকে জাগ্রত করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে সাহিত্য চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টিসহ ভবিষ্যতে আগত ছাত্রদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলের সফলতা কামনা করি।

মোঃ এহছানে এলাহী
উপ-সচিব
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রাম
ও
সভাপতি
চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বাণী

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিচিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা' এ অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী সুযোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে পরবর্তী সময়ে চুনতিতে আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা ও মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্মলাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার দু'শত বছর পূর্তি উৎসব এবং এ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা "আনজুমন ২০১০" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ আয়োজন নবীনের উৎসাহ, প্রবীনের পরামর্শ এবং তারুণ্যের উদ্দীপনার সমন্বয়ে সময়োচিত পদক্ষেপ। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল লেখক ও পাঠক তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ মহতী উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সুন্দর সার্থকতা কামনা করছি।

২৭/১২/২০১০

পরিমল সিংহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Chunati.com
Pioneer village based website

বাণী

বাগে হাকিমী গুলজারে নজীরীর প্রাক্তন ছাত্র সমিতি আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার দ্বিশত বার্ষিকী পূর্তি অনুষ্ঠান সফল হোক মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা রইল।

আ ন আতিক আহমদ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

Chunati.com pioneer in village based website

শুভেচ্ছা বাণী

সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা দুই শতকের পূর্ণতার আনন্দে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি (আলহামদু লিল্লাহ)। এ উপলক্ষে একটি তথ্যবহুল সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন **'আনজুমন ২০১০'** প্রকাশ করছে এ প্রতিষ্ঠানেরই 'আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন' এর কৃতিজনেরা। তাদের এই আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হোক। দেশ ও জনগণের কল্যাণে শিক্ষা সেবার ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করবে এ আমার আন্তরিক আশা ও দৃঢ় প্রত্যয়।

মহান আল্লাহর দরবারে 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ মহান আয়োজনের গৌরবী অংশীদারিত্ব দান করুন এই কামনা করি।

দু'শ বছরের (১৮১০-২০১০) আলোকময় প্রভা পৌছে যাক সবার অন্তরে।

(আলহাজ্ব সাইফুল আলম মাসুদ)
চেয়ারম্যান
এস. আলম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
আছদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

Chunati.com
pioneer to village based website

সূচিপত্র

- সভাপতির কথা
- সাধারণ সম্পাদকের কথা
- সম্পাদকীয়
- প্রচ্ছদ বিশ্লেষণ

ইতিহাসের আলোয় চুনতি মাদ্‌রাসা

- In Passing — ২৯
  Dr. Shabbir Ahmad (Prof. Rtd. CU)
- অবিরাম জ্ঞান সাধনাই হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান লক্ষ্য — ৩২
  আহমদ ফরিদ
- চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসাকে কামিল স্তরে উন্নীত করা প্রসঙ্গে — ৩৬
  আলহাজ্ব কাজী মাওলানা নাছির উদ্দিন
- স্মৃতি অম্লান "চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা" — ৩৮
  মুহাম্মদ হাফিজুল হক
- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার দুই শতাব্দী পরিক্রমা — ৪৬
  ড. হেলালউদ্দীন মোহাম্মদ নোমান
- শিক্ষার ঐতিহাসিকতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির নন্দিত এক বিশ্ব চুনতি মাদ্‌রাসা — ৫২
  রুম্পু রুহেল
- চুনতি মাদ্‌রাসার পত্তন বিকাশ ও বিবর্তন — ৫৭
  মুহাম্মদ সাজ্জাদ খান

ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ধারা পরম্পরা

- প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন — ৬৩
  প্রফেসর ড. মুইনুদ্দীন আহমদ খান
- ক্রান্তির ক্ষণে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা — ৯২
  মুহাম্মদ আজিজুল হক
- ফাজিল ও কামিলের মান প্রদান প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি — ৯৯
  প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের
- মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার ও আজকের ভাবনা — ১০২
  লুৎফুল কাদের

স্মৃতি আলেখ্য

- গোধূলিতে ভোরের স্মৃতি — ১০৭
  মোবাশ্বের আহমদ
- আমার স্মৃতি রাজ্য চুনতি — ১১০
  ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
- স্মৃতির পাতায় চুনতি মাদ্‌রাসার খণ্ডচিত্র — ১১৮
  ড. আহসান সাইয়েদ

Chunati.com
Pioneer in village based website

আলোকিত চুনতি	■ আধ্যাত্মিকতা চর্চায় চুনতি প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী	১২৫
	■ ভাবনার মঞ্জরীতে চুনতি মাদ্‌রাসা ও আমার ওস্তাদবৃন্দ মৌলভী ওবাইদুর রহমান (আবেদ)	১৩২
	■ চুনতি মাদ্‌রাসা ও তোলবায়ে সাবেক্বীন সম্পর্কে আমার চিন্তা প্রিন্সিপাল দীন মোহাম্মদ মানিক	১৩৬
	■ আলোকিত চুনতির দিশারী আবু দরদা মোহাম্মদ আবদুল বাসেত (দুলাল)	১৩৮
	■ চুনতির ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি পরিবার জে. ইউ. এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী	১৪৩
	বিবিধ বিষয়	
বিবিধ বিষয়	■ আমাদের অর্থোপার্জন-একটি পর্যালোচনা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন	১৫১
	■ খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী	১৫৮
	■ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চুনতি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের অবদান মোঃ এরশাদুল হক	১৬৬
	■ সাধারণ সমস্যা অবহেলায় ভয়াবহ পরিণাম ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী (আবু)	১৭০
সাক্ষাৎকার	■ ড. ইমরান হোসেন-এর সাথে একান্ত আলাপে চুনতি ও চুনতি মাদ্‌রাসা ড. আহসান সাইয়েদ	১৭২
কৃতীদের পরিচিতি	■ চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্রদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান মোঃ ওবাইদুল্লাহ	১৭৭
আরবি প্রবন্ধ ও তৎকালীন একটি রিপোর্ট	■ القضاء في ضوء القرآن والسنة আ.ফ.ম. ওয়াহিদুর রহমান	২১৫
	■ طالبانِ علومِ نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں . আল্লামা ফজলুল্লাহ	২২০
কবিতাগুচ্ছ	■ শাহ সূফি মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন	২২৮
	■ ড. শব্বির আহমদ	২২৯
	■ ড. আনওয়ারুল হক খতিবী	২৩০
	■ মুসলিম খান	২৩১
	■ ড. মুহাম্মদ ঈসা শহিদী	২৩৩
	■ মুহাম্মদ সৈয়দ নূর (কবিতার ভাবানুবাদসহ)	২৩৪
	কমিটি সমূহ	২৩৮
	অ্যালবাম	২৪৯
অ্যালবাম	■ দৃশ্যপটে চুনতি মাদ্‌রাসা ■ চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র	

chunati.com
Pioneer in village based website

সভাপতির কথা

মুহাম্মদ হাসান রউফী

আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন এর পথচলা ও কর্ম তৎপরতা

পাহাড় উপত্যকা পরিবেষ্টিত, সবুজ শ্যামল বন-বনানী গাছ-গাছালি আর হরেক রকম পাখ-পাখালির কলতানে মুখরিত এবং নিশির-শিশির ভেজায় সিক্ত অনুরক্ত, অগণিত দ্বীনদার মোমেন আল্লাহ্পাকের জয়গানে, স্মরণে, জান্নাতি সুধায় আচ্ছাদিত, পুষ্পিত সৌরভে সুবাসিত নন্দন কানন চুনতি। সত্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বকীয় শিল্প সংস্কৃতির অনন্যতায় পুণ্যময় ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত লওহে মাহফুজ কর্তৃক নির্বাচিত শাশ্বত পয়গামের উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণের সুউচ্চ আরশ ছোঁয়া অনির্বাণ দ্বীনি ঈদগাহ্-চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

জান্নাতি শোভায় আভায় ছায়ায় মায়ায় বর্ণিল রঙিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্ফুটিত সাবেক্বীনদের সোনালি বন্ধনের গুঞ্জরিত নাম 'আনজুমন'। মাদ্‌রাসার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আর উৎকর্ষ সাধনে আনজুমন বিভিন্ন আয়োজনে প্রামাণ্য স্বাক্ষর রেখেছে। গাজীয়ে বালাকোট এর (মাওলানা আব্দুল হাকিম রহ.) নামের আধ্যাত্মিক শানের স্পন্দন মাদ্‌রাসার অন্তরে বাইরে সঞ্চারিত। সর্বোপরি সাবেক্বীনদের হৃদ্যতা বিশ্বাসের মমতাও ওতপ্রোতভাবে প্রোথিত। মাদ্‌রাসার পথচলায় এবং ক্রমিক উত্তরণ ও সমৃদ্ধিতে দু'বাহু বাড়িয়ে সাবেক্বীন'রা আগলে ধরেছে এ মাদ্‌রাসাকে।

আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সা.)'র শান-মানের চর্চা সীমা ছাড়িয়ে অসীমে পৌঁছে দিতে এবং পথহারা পথভ্রষ্ট মানুষকে দিশা দিতে, দ্বীনে হক্বের তালিম তরবিয়তের সৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের কোন এক শুভক্ষণে সাবেক্বীন'রা চট্টগ্রামস্থ 'ইসলামিয়া লাইব্রেরি' অফিস কক্ষে গঠন করলো আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীন। বিশাল এক অনুপম অনুভূতি যা সামষ্টিক সুচিন্তনের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অঙ্গীকারে আনজুমনের যাত্রা। অধ্যয়নরত এবং সাবেক্বীনদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, শিক্ষার উন্নয়ন, মেধাবী শিক্ষার্থীকে অফুরন্ত প্রেরণা প্রদান, স্থানীয় মুসলিম সমাজে দ্বীনের আবহ সৃষ্টি, গরিব অথচ মেধাবী কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে আর্থিক-সার্বিক সাহায্য প্রদান, সাবেক্বীনদের যাপিত জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন এবং সর্বোপরি নিজকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা আর কর্মসূচি গ্রহণ বাস্তবায়নই আনজুমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আনজুমনের প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মাওলানা মুঈজুদ্দীন সিদ্দিকী, মাওলানা বদরুল কামাল চৌধুরী। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁদের নেতৃত্বে আনজুমনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত নতুন কোন সংসদ গঠন হয়নি এবং কার্যক্রমও তেমন চলেনি। এমতাবস্থায় আনজুমনকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যে কয়েকজন মহৎপ্রাণ সদস্য অগ্রসর হন তাদের মধ্যে অধ্যাপক সিরাজুল আরেফিন সিদ্দিকী, অধ্যাপক ড. আবু বকর রফিক, মাওলানা ওসমানুল হক, মাওলানা মুসলিম খাঁ ও মাওলানা সমশুল হুদা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় আনজুমন আবার সতেজ হয়ে উঠে। ঐ সালে ঘটা করে সম্মেলন ডেকে মাওলানা আযহার হোছাইন সিদ্দীকী ও মাওলানা মোজাহের হোছাইনকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে আনজুমনের কাজ শুরু করা হয়। উল্লেখিত সাবেক্বীনদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগে ১৯৭৯ সালে আনজুমনের প্রথম গঠনতন্ত্র পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোমধ্যে শ্রদ্ধেয় বড়ভাই আনজুমনের জন্য সপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ড. আবু বকর রফিক সাহেবও কয়েক সেশন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন যদিও সঠিক সনটা আমার জানা নেই।

১৯৮৫-'৮৬ সনে নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আলহাজ্ব মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ হাছান আনজুমনের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপরে ১৯৮৮ সাল থেকে জানুয়ারি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাওলানা ওসমানুল হক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে মাওলানা ওসমানুল হকের ইন্তেকাল হলে আমাকে (মুহাম্মদ হাসান রউফি) আনজুমনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। উক্ত সালেই আনজুমনের বার্ষিক সভায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ১৯৯৬-'৯৭ দু'সেশন দায়িত্ব পালনের পর ১৯৯৮-'৯৯ সালে মাওলানা ড. শব্বির আহমদ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি আমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছি।

১৯৯৬ সালের পর আনজুমনে এক নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। আনজুমনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ও বৃহৎ আকারে মহাসম্মেলন উদযাপন করা হয়। যাতে মাদ্‌রাসার তাবৎ সাবেক্বীনদের অধিকাংশের উপস্থিতিতে এক মননশীল সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। আনজুমন প্রতি বছর মেধা, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণসহ বিভিন্ন সময় সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। সাবেক্বীনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসায় ফিকহ্ বিভাগ চালু ও ফিকহ্ ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০০৩ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আবু বকর রফিকের একান্ত সহযোগিতায় আধুনিক আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। ৫০ জন শিক্ষার্থী ১৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা কোর্সের প্রশিক্ষক ছিলেন। এর ফলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বর্তমানে মিশর ও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছে। সেই সালে আনজুমন সৌদি আরব ও দুবাই উপশাখার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে মাদ্‌রাসা ছাত্রাবাসে ৩টি ওয়াশরুম, পানির মোটর ও পানির ট্যাংক স্থাপন এবং পুকুর ঘাটের ছাউনী সম্পন্ন করে।

Ghunati.com

এভাবে মাদ্‌রাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে ও কল্যাণে আনজুমন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় বর্তমান মাদ্‌রাসা মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদ পরিচালনার আর্থিক সহায়তার নিমিত্তে দুটি দোকান ঘরও নির্মাণ করেছে। এছাড়াও আনজুমন ২০০৪ সালে দেশবরেণ্য মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) স্মরণে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। বর্তমানে মাদ্‌রাসার বিজ্ঞান ভবনের সাথে আনজুমনের স্থায়ী অফিস নির্মাণের জন্য সৌদি আরব উপ-শাখার পক্ষে আমাদের নিকট প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার মতো পাঠিয়ে দিয়েছে। এভাবে মাদ্‌রাসার বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে আনজুমনের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

কালান্তরে আনজুমন ৫০ বছরে উন্নীত এবং চুনতি মাদ্‌রাসা ২০০ বছরে উন্নীত। কখনো ধীরে চলা, কখনো সফলতা আবার কখনো সম্প্রীতির টানে-মোহে এ পর্যন্ত। আনজুমনের কেউ এপারে আবার কেউ পরপারে। আমরা মমতার বন্ধনকে সুদৃঢ়করণে সকলেই এক কাতারে একসূত্রে গাঁথা। সম্মেলনের আহ্বান ঐক্যের, ভ্রাতৃত্বের এবং ভালবাসার। আনজুমন মাদ্‌রাসার কল্যাণে ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষায়-নির্মাণে নিবেদিত থাকবে। চিরদিন চিরকাল আনজুমন স্বমহিমায় ইসলামের রঙে-বর্ণে-কীর্তিতে অম্লান, অক্ষয় থাকবে। প্রত্যেকের অন্তঃকরণ অকৃত্রিমতায় সুদৃষ্টিতে স্থিত হউক এই প্রার্থনা।

বর্তমান এবং অতীত সাবেক্বীনদের ইহকালীন-পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও মাগফেরাত কামনায় মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন সফল হোক। সাবেক্বীনরা মেধায় মননে আনজুমনের পথচলাকে গতিশীল করবে অনাগত দিনে- এই প্রত্যাশা সম্মেলনের।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সাধারণ সম্পাদকের কথা

"আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা"

মুহাম্মদ অলি উদ্দীন

আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে বিনয়াবনত চিত্তে অযুত কোটি শুকর আদায় করছি, যিনি সীমাহীন ব্যস্ততা ও বহুবিধ দায়িত্বের ফাঁকে আমাদেরকে আজকের এ মহাসম্মেলন আয়োজন করার তাওফিক দান করেছেন। 'আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেকীন' আমাদের অতীব প্রিয় নাম, আমাদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে এর উষ্ণ আবেশ। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ যাবতকাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যারা ছাত্রজীবনের কোনো একটি অধ্যায় এ প্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের সকলকে এ নামটি আবদ্ধ করেছে একটি অনুপম ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে। আমরা সকলেই এ সংগঠনটির অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। যদিও আমরা আজ সারা দেশে, এমনকি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছি এবং নানা পেশায় নিয়োজিত থেকে দেশ ও জাতির খেদমত করে যাচ্ছি, তথাপি আমাদের সন্তপ্ত হৃদয় আঞ্জুমনের সুশোভিত কাননের স্নিগ্ধ ছায়ার পরশ পেতে ব্যাকুল থাকে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা এবং মাদ্‌রাসার আর্থিক ও একাডেমিক অবস্থার উন্নতি বিধান প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৬২ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের এ অনন্য সংগঠনটির গোড়াপত্তন হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সংগঠনটি প্রায় প্রতি বছরই তার সদস্যদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। তা ছাড়া কয়েক বছর অন্তর আয়োজন করে এক মহা সম্মেলনের। এই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৮১০ থেকে ২০১০ সাল- দু' শ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছি।

বিগত ২০০৬ সালে তোলবায়ে সাবেক্বীনের বার্ষিক সম্মেলনে আমার ওপর সর্বপ্রথম এ সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন থেকেই এ যাবত আমি আমার সীমিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে শত ব্যস্ততার মধ্যেও এ সংগঠনের যাত্রাকে কিয়ৎ পরিমাণে হলেও অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে যা সাফল্য তার অংশীদার আপনারা সকলেই। আর ব্যর্থতার শত ভাগ নিজের স্কন্ধেই তোলে নিচ্ছি। আপনাদের আন্তরিক দু'আ পেলে আশা করি আমি আমার পূর্বসূরী মুরব্বিগণের অনুসৃত পথ ধরে সামনে এগুতে পারবো। আজকের এ শুভক্ষণে আমি বিশেষভাবে আমার পিতামহ হযরত হাকিম মাওলানা তফজ্জলুর রহমান ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম হাকিম মাওলানা মুহাম্মদ এয়াহয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে স্মরণ করছি। তাঁরা আজীবন পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ মাদ্‌রাসার সেবা করে গেছেন। বলতে গেলে তাঁরাই আমার কর্মপ্রেরণার একান্ত উৎস। আপনারা অবগত রয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যে আমাদের দুজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে হারিয়েছি। তাঁদের একজন হলেন- আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী মরহুম মাওলানা মুসলিম খান। তোলবায়ে সাবেক্বীনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে এর প্রতিটি পরতে পরতে তাঁর অজস্র

অবদান রয়েছে, যা সত্যিই আমাদের চলার পথে প্রেরণা সঞ্চার করে। অপর জন হলেন মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী। আজ এ মুহূর্তে তাঁদের শূণ্যতা আমরা দারুণভাবে অনুভব করছি। আমাদের পক্ষে তাঁদের অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা বাস্তবেই সম্ভব নয়। আমরা ২০০৭ সালে মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে আমাদের সীমিত পরিসরে এ দুজন প্রয়াত সদস্যের জন্য একটি বড় স্মৃতিসভার আয়োজন করে তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করেছি মাত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের খেদমতকে কবুল করুন এবং এর অসিলায় তাঁদের ক্ষমা করুন। আমীন!! ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা ও প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো বড় প্রোগ্রাম আয়োজন করতে পারিনি। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর ২০১০ সালে ২৮ জানুয়ারি আমরা একটি সম্মেলনের আয়োজন করি।

আমরা সকলেই অবগত রয়েছি যে, তোলবায়ে সাবেক্বীনের বৃহৎ অংকের কোনো তহবিল নেই। প্রতি বছর বার্ষিক সভার সময় সদস্যবৃন্দ থেকে নামে মাত্র কিছু চাঁদা সংগ্রহ করা হয়, তন্মধ্যে কিছু আপ্যায়ন খাতে খরচ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট টাকা ও বিশিষ্ট দাতাদের থেকে অনুদান সংগ্রহ করে আমরা ফি বছরই মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া আমরা মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নে যথাসাধ্য সার্বিক সহযোগিতা করে আসছি। বর্তমানে আমরা মাদ্‌রাসার একটি নতুন ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরু করেছি। উক্ত ভবনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আঞ্জুমনের নিবেদিত প্রাণ সদস্যবৃন্দের একান্ত সহযোগিতায় এ পর্যন্ত প্রায় দু লক্ষ দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই টাকা দিয়ে পুকুরঘাট ছাউনীর কাজ আনজাম দিতে প্রয়াস চলছে। এ ক্ষেত্রে আঞ্জুমনের সৌদী শাখার সদস্যদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

আজকের দিনটি আমাদের গৌরবের। ১৮১০ সালে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়, তা কালক্রমে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দু' শ বছর অতিক্রম করেছে। এটি সত্যিই গর্ব ও আনন্দের বিষয়। আমাদের পূর্বসূরী মুরব্বিদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমরা সকলেই ঋণী। হয়ত আমাদের পক্ষে তাঁদের এ ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়; কিন্তু আমরা তো পারি, তাঁদের স্মৃতিচারণ করতে এবং তাঁদের সমুজ্জ্বল কীর্তি থেকে আমাদের ভবিষ্যত পথ চলার পাথেয় সংগ্রহ করতে। বলতে গেলে এ প্রেরণা থেকেই আমরা ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে কার্যনির্বাহী কমিটির এক বৈঠকে দু'শ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করি। এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটিসহ নানা উপ-কমিটি। তাঁদের নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ঐকান্তিক ফল আজকের এ জমকালো সম্মেলন অনুষ্ঠান। আমরা এ উপলক্ষে একটি বৃহৎ কলেবরের স্মরণিকা প্রকাশের যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি তাতে অসংখ্য মেধাবী ও প্রতিভাবান কৃতী ধন্য দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ জন্য বিভিন্ন কমিটির সদস্যবর্গসহ আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

এ দ্বিশত বার্ষিকী উদযাপন আমাদের সুদীর্ঘ কর্মযোগের চূড়ান্ত পরিণতি নয়; বরং তা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আশা রাখি, আপনাদের ঐকান্তিক ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলে আমরা ভবিষ্যতেও নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রাক্তন ছাত্রদের এ সংগঠনটির ঐতিহ্য ধরে রাখতে ও তার কর্মকাণ্ড প্রসার করতে সমর্থ হবো, ইনশা' আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ তামান্না কবূল করুন! আমীন!!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদকীয়

আলহাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা আশ্‌রাফুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল্ মুরসালীন। উম্মুল মদারেস হিসাবে খ্যাত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শিক্ষাপীঠ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রাম চুনতিতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে দু'শতাব্দীর এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে। যার জন্ম ১৮১০ সালে, ২০১০ সালে এসে প্রতিষ্ঠার ২০০ বছর পূর্ণ হল আমাদের প্রাণ প্রিয় এই শিক্ষালয়ের। যা অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবী অভিধায় সিক্ত। দু'শতাব্দী প্রাচীন এই মাদ্‌রাসার ছাত্রদের বর্ণিল অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে এ দেশ ও সমাজ, দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই কৃতীজনেরা।

গাজিয়ে বালাকোট হযরত মওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) কর্তৃক ১৮১০ সালে দরসে নিযামিয়া পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কালক্রমে এ প্রতিষ্ঠান নানা বাধা-বিপত্তি এবং বিবর্তিত পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে কামিল মাদ্‌রাসা হিসাবে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা 'আনজুমন' এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা সম্পাদনার মত সমালোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব নেয়ার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও মেধা কোনটিই আমার নেই। কিন্তু স্নেহভাজন মোহাম্মদ অলিউদ্দিন (সাধারণ সম্পাদক), ড. নোমান, বাবর ছিদ্দিকী, রুহুল কাদের ও সাজ্জাদ খানসহ তোলাবায়ে সাবেক্বীনের সম্মানিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দের অনুরোধে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজটির দায়িত্ব আমার মত একজন অযোগ্যকে নিতে হলো।

২০০ বছর পূর্তি উদযাপন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক বাহরুল উলুম শাহ সূফি মওলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন (ম.জি.আ.) (পীর সাহেব বায়তুশ শরফ) শত ব্যস্ততার মধ্যেও এবং স্মরণিকার প্রধান উপদেষ্টা দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ গুরুতর অসুস্থতার ভেতরেও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন, ড. আনওয়ারুল হক খতিবী ও ড. আহসান সাইয়েদ এদের সোৎসাহপূর্ণ প্রেরণা এবং ম্যাগাজিনকে সমৃদ্ধপূর্ণ ও তথ্যবহুল করার ক্ষেত্রে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তা সবিশেষ স্মরণ্য। স্মরণিকা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের সার্বক্ষণিক নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ছাড়া এই স্মরণিকা সম্পাদনা করার কঠিন দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। মাদ্‌রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৌলানা আ. ন. ম. আতিক সহ সকল শিক্ষকবৃন্দ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

একটি প্রকাশনাকে সফলতার শেষ প্রান্তে পৌছাতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, কত যন্ত্রণার শিকার হতে হয় তা কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এই দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি

একটি ইতিহাস রচনার আনন্দের ক্ষণে- আল্‌হামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিক্ষালয় 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার' তোলবায়ে সাবেক্বীনের (প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের) উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির ২০০ বছর পূর্তি উদযাপনের মহতী অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষে এ তথ্যবহুল, সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন 'আনজুমন- ২০১০' প্রকাশনা ব্যাপারে।

যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ, তথ্য, লেখা, বাণী, বিজ্ঞাপন ও উৎসবের জন্য আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে এই উদ্যোগকে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে চট্টগ্রামে স্নেহাস্পদ মওলানা কাজী নাসিরউদ্দিনকে এবং ঢাকায় সাজ্জাদ খান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র হাসান শরীফকে বাণী সংগ্রহের জন্য অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহ তা'লা সবাইকে স্ব স্ব পরিশ্রমের যথাযথ যাজা দান করুন।

নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তোলবায়ে সাবেক্বীনের সম্মানিত সভাপতি মওলানা হাসান রউফী ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ অলিউদ্দিন এই ঐতিহাসিক স্মরণিকা প্রকাশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার যাবতীয় সরু-সামান সরবরাহ করে আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। রুহুল কাদের ও বাবর সিদ্দিকী প্রবন্ধ সংগ্রহ ও প্রুফ রিডিং এর মত কঠিন ও বিড়ম্বনাকর কাজের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। যাঁদের ঋণ কোন দিনও শোধ হবে না। মাদ্‌রাসার কৃতি প্রাক্তন ছাত্র চারুলিপি শিল্পী জহির আনজুমনের শৈল্পিক প্রচ্ছদ একে শোভা বর্ধন করেছেন। শ্রদ্ধাভাজন, প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধব অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যে সকল বরেণ্য ওস্তাদ, নিবেদিত প্রাণ কর্মচারী ও মাওলানা শামসুল হুদাসহ তোলবায়ে সাবেক্বীনদের আমরা হারিয়েছি আজ তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। বিজ্ঞাপন সংগ্রহসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে সর্বময় সঙ্গ দিয়েছেন আজিজুল ওয়াদুদ হেলাল, মসিহুল আজিম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ নছিম, সা'দুর রহমান, মোহাম্মদ নাঈম নিমু, সাজিদ খান এদের কর্মভোগকে সবিশেষ স্মরণ করছি।

২০০ বছর পূর্তি উদযাপনের এই ঐতিহাসিক স্মরণিকায় মাদ্‌রাসার সাবেক্বীনরা তাঁদের ছাত্রজীবনের নানা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন, তুলে ধরেছেন মাদ্‌রাসার গৌরবময় ইতিহাস, পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর খ্যাত নিবেদিত মহৎ প্রাণ আদর্শ ওস্তাদবৃন্দের।

'আন্‌জুমন' স্মরণিকার জন্য যে সমস্ত রচনা দ্বারা সাজানো হয়েছে সেগুলো প্রাজ্ঞ পাঠকের সুবিধার্থে আলাদা বিষয় শিরোনাম দ্বারা সুবিন্যস্ত করা হয়েছে- ইতিহাসের আলোয় চুনতি মাদ্‌রাসা, ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ধারা পরম্পরা, স্মৃতি আলেখ্য, আলোকিত চুনতি, বিবিধ বিষয়, সাক্ষাৎকার, কৃতীদের পরিচিতি, কবিতাগুচ্ছ এবং অ্যালবাম। যাতে সচেতন পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

একটি নির্ভুল ও সুন্দর স্মরণিকা উপহার দেয়ার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আন্তরিক প্রয়াস, ইচ্ছা ও চেষ্টার কোন কমতি ছিল না। তারপরও নানা প্রতিকূলতা- আমার অযোগ্যতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে, যার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। এ বিশাল কর্মযজ্ঞে সবার সার্বিক সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন সফলতা লাভ করুক, সুন্দর হোক, লাহেক্বীন ও সাবেক্বীনদের পদচারণায় এই মহান মিলন মেলা হোক নির্মল আনন্দে আনন্দময়। সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম।

মুহাম্মদ জহীরুল হক

প্রচ্ছদ বিশ্লেষণ

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্য গৌরবে মহিমান্বিত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র। মাদ্‌রাসার দু'শ বছর পূর্তি স্মারক "আনজুমন" এর প্রচ্ছদে ব্যবহৃত পুরনো টুকরো কাগজ, হরফ, আয়াতে করিমা, ক্যালিগ্রাফিক কলমের সমন্বয়ে সৃষ্ট প্যাটার্নে এ দেশে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ ও বিবর্তণের প্রতিফলন ঘটেছে। এতে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'নূন,'[১] শপথ কলমের এবং সে বিষয়ের যা তারা লিবিপদ্ধ করে- সূরা আল কলম'র মহিমান্বিত এ আয়াতকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে মানুষের সামগ্রিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও অর্জনের সারবস্তু রূপে, সভ্যতার সকল অর্জনই লিপিবদ্ধ গ্রন্থাবলীতে স্থিত।

তাই আয়াতে কারিমার হরফকে কুফী ও দিওয়ানি পদ্ধতিতে নানা রঙে রাঙিয়ে টুকরো কাগজের চাপে হালকা চালে ব্যবহার করে শত বছর পূর্বের মহাত্মা গণ যাঁরা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবে নিয়ে আসেন, স্বপ্নের সে অবয়বকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

তখনকার স্বপ্নের সাথে আজকের বাস্তবতা-র চিত্রটি তুলে ধরে হালকা হরফগুলো নানা আকারে, বিভিন্ন রঙ ও মোটিভে চৌহদ্দি থেকে বের করে এনে স্পষ্ট করার অর্থ সেই স্বপ্নের সাথে বর্তমান বাস্তবতার যোগসূত্র তুলে ধরা।

সোনালি ফ্রেমে সেই গৌরবের সোনালি অতীতকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে।

পুরনো টুকরো কাগজ দু'শো বছরের অতীতকে স্মরণ করানো।

কুরআন কারিমার আয়াতকে কলমের অবয়বে আনার অর্থ হচ্ছে, ইসলামি সংস্কৃতির ক্যালিগ্রাফি চর্চায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা।

১। 'নূন' অক্ষরটি একটি খন্ড বর্ণ। কুরআনে কোন কোন সুরার প্রথমে এ ধরনের খন্ডবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)ই এর প্রকৃত অর্থ জানেন। এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলম কিংবা ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও আমাদের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে ভাগ্যলিপির কলম বুঝানো যেতে পারে। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) এর রেওয়ায়তে রাসুল (সাঃ) বলেন- সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কলম পয়দা করেন এবং কলমকে লেখার আদেশ দেন। কলম আরয করে কি লিখব? তখন খোদায়ী তকদির লেখার আদেশ করা হল। আল্লাহর নির্দেশে কলম অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা নিয়ে নিল।

সহিহ মুসলিম শরীফের আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (সা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির তকদির আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছেন।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন- কলম আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত একটি বড় নে'মত। কেউ কেউ বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এ কলম সমগ্র সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টির তকদির লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দিয়ে পৃথিবীর অধিবাসীগণ লেখে এবং লিখবে। সুরা আলাক- এর আয়াতে এ কলমের কথাই বোঝানো হয়েছে।

সারকথা, আয়াতে কলম ও কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয় তার শপথ করে আল্লাহ তায়ালা দোষারোপ খন্ডন করে বলেছেন- وما انت بنعمة ربك بمجنون অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে بنعمة ربك দলিল দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কৃপা থাকে সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলেমগণ বলেন- কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুর শপথ করেন তা বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وما يسطرون বলে বিশ্ব ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইতিহাসের আলোয়
চুনতি মাদ্‌রাসা

ইসলামি শিক্ষার সূচনা
ও ধারা পরম্পরা

স্মৃতি আলেখ্য

Chhunati.com
Pioneer in village based website

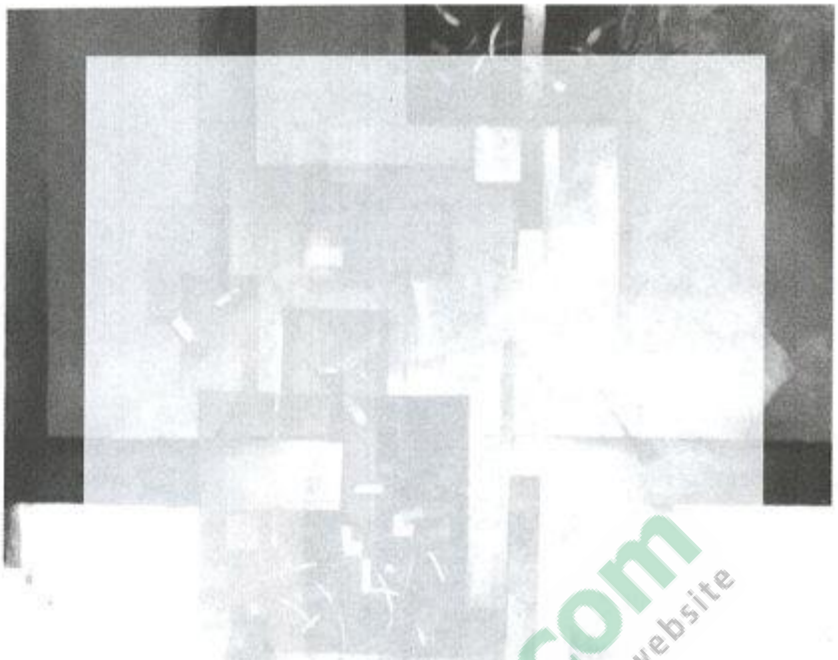

- In Passing
  Dr. Shabbir Ahmad (Prof. Rtd. CU)

ইতিহাসের আলোয় চুনতি মাদ্‌রাসা

- অবিরাম জ্ঞান সাধনাই হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান লক্ষ্য
  আহমদ ফরিদ
- চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসাকে কামিল স্তরে উন্নীত করা প্রসঙ্গে
  আলহাজ্ব কাজী মাওলানা নছির উদ্দিন
- স্মৃতি অম্লান "চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা"
  মুহাম্মদ হাফিজুল হক
- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার দুই শতাব্দী পরিক্রমা
  ড. হেলালউদ্দীন মোহাম্মদ নোমান
- শিক্ষার ঐতিহাসিকতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির নন্দিত এক বিশ্ব চুনতি মাদ্‌রাসা
  রুহু রুহেল
- চুনতি মাদ্‌রাসার পত্তন বিকাশ ও বিবর্তন
  মুহাম্মদ সাজ্জাদ খান

ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ধারা পরম্পরা

- প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন
  প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
- ক্রান্তির ক্ষণে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা
  মুহাম্মদ আজিজুল হক
- ফাজিল ও কামিলের মান প্রদান প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
  প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের
- মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার ও আজকের ভাবনা
  লুৎফুল কাদের

স্মৃতি আলেখ্য

- গোধূলিতে ভোরের স্মৃতি
  মোবাশ্বের আহমদ
- আমার স্মৃতি রাজ্য চুনতি
  ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
- স্মৃতির পাতায় চুনতি মাদ্‌রাসার খণ্ডচিত্র
  ড. আহসান সাইয়েদ

Dr. Shabbir Ahmed
Prof. Rtd. CU

In Passing

Chunati, a tiny village though, is capable of making lasting impressions on all that chanced to make it an abode as a student of 'Hakimia Madrasah' in particular.

"Chunu tia, a Moghi colloquial meaning a small cottage, is antiquated with the late 16 century at the earliest, having linkages with Arakani-Bengali Sultanate cross currents of ever more inference, deepening and widening political & socio Cultural implications. Moghi stewardship extending a cross the he locked and hill sided beds and plain lands, ranging from the Tipperah Assam, a long the Chittagong Hill track. Overwhelming Akiabs Mayanmar regions- Where in Chunati falls with in and yonder Adhunagar of Adhu Khan, the Chieftain acting as an Over seer. Under Mughal Over, lord shift.

Historical Shah Shuja Road

Grand, trunk road of Sheer Shah wrought up Bengal Burma route over stretching south East Asian regions. Even in water ways connection during the Ancient and Mediaeval Ages Chunati marked an edging point of Moghi Arakani Country land stretched out a long the elongated Hillsides. Bounded side by side, by the Bay of Bengal.

Bramhauttara, Rohinga ghuna, Ratar Kull and the like some certain surviving spots of by gone days memorizes of Moghi Arakani Hegemony still resounds, Arakanis, Burmese ruling nausea and overtones. Bengali Moghi numerically deferent as a populace. Continued without substantial oddities until the meeting era, of the two centuries, sixteenth and Seventeenth, when Bengalis were initially found settled up there hard presed from side ways and all around.

Since some times past, two brothers renowned as Bara Miaji and Chuto Miaji immerged therefrom in the northern portion of the elongated Hillock; while on the other end (southern) is domiciled by one, Abdur Rahman Khondakar Hailing from Baskhali, Had his son Mawlana Abdul Hakim left there in Chunati, who latterly made himself the famous deciple of Sayed Ahmad Berelavi

chunati.com

(Shahed E Ballakat). His progenies all high educated and held top most positions in the public service and made the first batch of Magistracy during East India Company Rule. Who in course of time made it hallooed sanctuary for intellectual advancement and spiritual attainments of square accomplishments.

Moulana Abdul Hakim achieved great, grant laudatory achievements with sword, and pen in hand (according to Usuf Selim Chisty) HIs bedchamber Happened to be the sixth next to Brelavi Shahed (K A Nezami) called him a boon companion.

Chunati Hakimia Madrasah is all along renowned to be his own handiwork, of unending acclaim far and wide; and thus the foundation date is handed down to be 1810; hence the Second Centenary of the madrasah is under way for celebration.

Needless to say, in making of actual pace-gaits is seldom calculated far from the numerical courses in this account. Some certain Flimsy opinions are unto counter it on feeble grounds. Such as a Mowlana Abdul Hakim a mere 15 years old cannot be consider to be a man to start a madrasah, on the other hand his assignments as a tutor of Tipu Sultans progenies indicate that he had been at that time 20-30 years old. This sounds simply ridicules because Malavi Abdul Hakim, son of Mawlana Abdul Rahman 'Khondakar'. A teacher by profession can by all stemmata be a teacher at least in Elementary Course at home full of subsequent courses as well.

Besides, some say, one standing document available at hand through the handwriting of Maulana Faiaz denotes that the same madrasah has ones by named as Samia. According to its founder "Wazihullah Sami" this is simply a bedeviled situation which suffaises it self to be a fact that he could well, rename it "Nasiria" after his elder brothers name. Who made an East India Company First batch of Magistracies. So Samia Madrasah, as such cannot be a decided factor to foist or foible the case of Hakimia. More over Samia Madrasah as reported, bespeaks, ran well for substantial times; The holy soul Shah Mawlana Nazir Ahmad got it full flagged institution and it was registered as a fazil madrasah under Bengal Education Board Calcutta Alias and renamed it himself Hakimia madrasah, instead of Samia. It continued as such unabated with the name Hakimiah. Without any question, what so ever any time anywhere. Since them 1937 and subsequently after words the time of Half a century Hakimia Madrasah unlike very many of its kind found currency at home an abroad remain 'if so fact to, In constant growth and development despite all crucial ups and downs in the country and beyond. Off course and exceptional fatra hindrance, interims of flight of six teachers from the top, quieted it at a time. Which was immediately fulfilled, they say, by 'local recruitment' and exceptional phenomena as well.

chunati.com

These states of affairs running uninterrupted poignantly denote the Second centenary of the madrasah in question, where in contrary opinions can't stand to make this 'second centenary doubtful'.

Chunati provides for some certain unique traits as regards its topography and dwelling populace that made it a spectacular entity of its own. Madrasah hill is found to gradually accommodate one Kamil Madrasah. One High School, on the north; a Girls college on the south west; a Mohila Fazil Madrasah on the East; A Primary School along side; The vast Sirat Maiden with Cultural Complex and a Capital Jamee Mosjid along with the Shrine Hafez Shah Shaheb.

This very village owns two big Jame Mosque Contains in its as many as seven to ten Family Mosques (Panjegana) where in regular assembly prayer is helled with tahajjud and Nowafel "more of ten then not".

The present author lift there as a student in six house holds. For full five year, 1952-1957 always abided in the Kachari ghor of yousuf Monjil with his father Head Mawlana Mujaffar which was the meeting center of all sorts, all the time.

In my keen awareness everything here impressed on me with out word and in word intoxications to say. My companionship with friends and play mat my outings a hunting. My fishing thrills with hooks and nets where in Pagli Khal and diferent ponds used to predominate; even in my ripe seventies I cant think of myself divorced of this transit period of five years up to puberty. Off all, I must recollect the holy souls like quarry Monir Ahmed with whom I always enjoyed hook fishing, Morhom Kazi Ismail, Mowlavi Taher Ahmed Khan, Mowlavi and Mowlana Fazle Hoque and Hakim Tufazzal brothers and Mowlana Abdur Rashid and Abul Quasem and Mawlavi Ekramul Haque. Abdus Subhan Khan, Mawlana Shah Habib Ahmad, Hakim Mowlana yahya, Mowlavi Muslim Khan and Mowlavi Abdur Gaffar and the like.

The gluing tribute for traditional elegants thereof should go to deputy bari, Yousuf Monjil, Monsef Bari, Munshi Bari and the like, of which some briliant Stal warts shall remain ever memorable Mowlana Abdul Hakim, Mowlana Nasiruddin, Wazihullah Sami, Shehabullah Khan, Kazi Yousuf Ahmad, Mowlana Abdul Majid, Shukur Ali Munsef, Khan Bahadur Md. Hassan, Faujul Kabir Monno mia, Deputy Mostafizur Rahman, Professor Ec Habib, Estafajur Rahman Khan, Shamsul Huda Khan Siddiqi and Professor Dr. M.U.A Khan, Dr. Hafiz and Shah Hafez Ahmed and the like, to name only a few are unforgettable characters all the time. The humble writer can never afford to exhaust reffering to chunati, that involbed him top to bottom unless "in passing" as you see it.

আহমেদ ফরিদ*

অবিরাম জ্ঞান সাধনাই হাকিমিয়া কামেল মাদ্‌রাসার প্রধান লক্ষ্য

আঠার শতকের মধ্যভাগ হতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সার্বিক অবক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণগুলি প্রকাশ হতে থাকে। এক সময়কার প্রবল শক্তিশালী মোঘল আধিপত্যের শক্তি ও পরিসর দিনদিন ক্ষীণতর হতে থাকে। তার সুযোগ নিয়ে অনেক নতুন নতুন শক্তির অভ্যুদয় হতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন অংশে পাঞ্জাব অঞ্চলে এ সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে দুর্বলতর অবস্থানে ছিল। দিল্লীর কেন্দ্রীয় নীতি ও প্রশাসনের নির্দেশ কার্যকরী করার ক্ষমতার অভাবে ভারত উপমহাদেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় ও স্থানীয় রাজারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে নেয়। উত্তর ভারতে শিখদের আধিপত্য ও মহারাষ্ট্র এলাকায় মারাঠাদের প্রবল চাপে মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। নানা বিভক্তি ও একতাহীনতার দরুন মুসলমানরা এ সব শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পুরোপুরি সক্ষম হয়ে ওঠেনি। যা হোক, কিছু সাহসী উলেমার নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলবীর সৈয়দ আহমদ শহীদ- এর নেতৃত্বে ১৮৩১ সনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বালাকোট নামক স্থানে শিখদের মোকাবিলা করার জন্য সমবেত হয়। এই সব উলেমা মুজাহিদদের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন চুনতির মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব (রহ.)। অচিন্তনীয় মনে হলেও একথা সত্য যে মাওলানা আব্দুল হাকিম ও তাঁর সঙ্গীরা পায়ে হেঁটে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার বালাকোটে গিয়ে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী শাহাদত বরণ করেন। তার পর মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব আবার পদযোগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে স্ব-গ্রাম চুনতিতে ফিরে আসেন।

মুসলমানদের এই চরম দুঃসময়ের দিনে জনাব মওলানা সাহেব গভীর চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সংঘর্ষ এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থায় আর মুসলমানদের মুক্তি আসতে পারে না। তাদের সামনে একমাত্র পথ হল জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমান উম্মার পুনর্জাগরণ ও শক্তি সঞ্চারের পথ অনুসন্ধান করা। পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ্য নিয়েই চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র। তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রাক্তন অফিসার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ইউএই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউএন-ইএসসিএপি, ব্যাংকক এর উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৭ সনে ইংরেজিতে বি.এ. সম্মান ও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন।

আব্বাজান মরহুম মাহবুবর রহমান ১৯২৪ সনে এই মাদ্‌রাসা কমিটির প্রথম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এই উদ্যোগের একজন পাইওনিয়ার ছিলেন। আজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০ বছর পূর্তির গৌরবময় ইতিহাস পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অনেক অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে এসে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটা সত্যিই আত্ম-শ্লাঘার বিষয়।

জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আত্মিক ও পার্থিব উন্নতি ও উৎকর্ষতার মহান উদ্দেশ্যে যে হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছিল সে আদর্শ ও লক্ষ্য আজও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক যে রকম প্রাসঙ্গিক সেটি ছিল ২০০ বছর আগেও। বরং বর্তমানের পরিবর্তিত পরিবেশে জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়েই অতীতে মুসলমানরা বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর ও পরাক্রমশালী জাতিতে উন্নত হতে পেরেছিল। চিন্তা করে দেখুন একদিনের মরু সন্তানরা কিভাবে ইসলামের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে তৎকালীন বিশ্বের কত বিশাল ভূখণ্ড বিজয় করে সেখানে জ্ঞানের মশাল জ্বালার জন্য শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। আজও আমাদের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যাপক পর্যায়ে জ্ঞান বিস্তারের নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। অনুরূপ উদ্যোগ নিয়েছিলেন মওলানা আব্দুল হাকিম (রহ.) সাহেব ও তাঁর সহযোগীরা। মানুষের জীবনে অনেকগুলি দিক আছে- তার আধ্যাত্মিক জীবন, পার্থিব জীবন, জ্ঞান সাধনার জীবন এবং পার্থিব জীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জীবন, সামাজিক সংগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের জীবন ইত্যাদি। ইসলামের নীতিমালার মধ্যে নিহিত আছে মানবজীবনের এই সকল দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সার্বিক শিক্ষা।

জ্ঞানসাধনার তাগিদ আজকের কোন নতুন ধ্যান-ধারণা নয়। আল-কোরানে রসুলের (স.) প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম নির্দেশ হল 'পড়! তোমার প্রভূর নামে'। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-সাধনার ধারার বিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ইসলামিক সাম্রাজ্যের বিশাল পরিধির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, তুর্কী, ইরান, দিল্লী, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং স্পেনসহ ইউরোপ- এর ব্যাপক এলাকায় মুসলমানরা যেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা সেখানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তার কিছু দৃষ্টান্ত পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করা গেল।

আল-কুরআনে জ্ঞানার্জনের ওপর জোর দেয়া

আল কুরআনে জ্ঞানার্জনের ওপর যে জোর দেয়া হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। ইউরোপীয় দেশ ফ্রান্স এর লেখক ডাঃ মরিস বুকাই তার লেখা বই "বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান" বইতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করার সময় বাইবেলে অনেক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ভুল ছিল তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আলকুরআন- এ অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যা আজ পর্যন্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে নির্ভুল ও অবিসংবাদিত সত্য বলে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে রসুল (স.) এর নিরন্তর প্রার্থনা ছিল, প্রভূ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। আল্লাহর রসুল (স.) মসজিদকেই জ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্থির করেন। যেখানেই কোন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সেখানেই তিনি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। তদুপরি তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক পাঠাতে থাকেন। বদরের যুদ্ধের সময় যে সব কু'রায়েশ বন্দী নিরক্ষর মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারত তাদের মুক্ত করে দেয়া হয়। খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দীর ৬৫৩ তে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবর্তিত হয়। প্রথমে মদিনায় এবং পরে দামেস্ক ও অন্যান্য স্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে। ৬ বছর বয়স থেকেই এ সব স্থানে শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে পড়তে আসত। তারপর ১০ম শতাব্দী হতে শিক্ষা ব্যবস্থা মসজিদ হ'তে ঘরে এসে প্রথমে শিক্ষকদের বাসস্থানে আসতে থাকে যে পর্যন্ত না মাদ্রাসার উদ্ভব হয়। ১০৬৬ সনের দিকে সেলজুক সুলতানরা নিজামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন বাগদাদে উজীর নিজামউল মুলক- এর নামানুসারে। এটিকেই বলা হয় প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত যথাযথ মাদ্‌রাসা যা ছিল নিয়মিত শিক্ষাদানের ভিন্ন ক্যাম্পাস ও শিক্ষাদানের

প্রতিষ্ঠান। এসব মাদ্রাসাগুলো সুন্দর অবকাঠামোতে তৈরি করা হয়, কোন খরচকেই অতিরিক্ত মনে করা হয়নি। বেশিরভাগ দালান ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ প্রথার মাধ্যমে সঙ্গতিবান বদান্য পুরুষ ও মহিলার দানে স্থাপিত হয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে। ১৫ শতাব্দীতে অটোম্যান বা উসমানিয়া তুর্কীরা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। বুরসা ও এড্রিন শহরে যেগুলোকে কুলীয়া আখ্যা দেয়া হয়। এ সব ক্যাম্পাসে শিক্ষার ক্লাস, মসজিদ, হাসপাতাল-চিকিৎসা কেন্দ্র, গণ-রান্নাগার ও হোস্টেল- এর খাবার এলাকা একসঙ্গে ছিল। অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক ছিল।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে "জামিয়া" বলা হয়। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হাজার বছরের ওপর উচ্চশিক্ষা বিতরণ করে চলছে। গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এটি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান। দৃষ্টি-বৈজ্ঞানিক ইবন আলহায়াতাম এবং সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত ইবন-খলদুন এখানে শিক্ষাদান করেন ১৪শ শতাব্দীতে। মরক্কোর ফেজ শহরের আল-কোয়ারউইন- এ ফাতিমা আল-ফিহরী নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ মহিলা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে এক বিশাল মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্স তৈরী করেন ৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। ক্রমে ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্ট্রনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান, কো'রান, ফিকাহ, থিওলজী বা ধর্মবিজ্ঞান, আইন, তর্কশাস্ত্র, কাব্য ও গদ্য লেখন পদ্ধতি, গণিত, ভূ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও রসায়ন শাস্ত্র পড়ান হয়। অনুরূপভাবে বাগদাদ- এর আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মাকোলজী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভৌতবিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়-গুলিতে শিক্ষালাভ করার জন্য সিরিয়া, ইরান ও ভারতবর্ষ হতে ছাত্রগণ আসত। আল-আজহার- এ অনেক বিদেশী ছাত্র পড়তে আসত। শিক্ষাদান করা হত শিক্ষার্থী গ্রুপে যেগুলো হ্লাকাত আল-ইলম বা 'হালাকা' নামে অভিহিত ছিল। আধুনিক ফ্রান্স দেশে যে শিক্ষা পর্যায়কে বাকালুরিয়েট আখ্যা দেয়া হয় তা নেয়া হয় আরবি শিক্ষা পর্যায় 'বাই-হাক্ক' আল-রিওয়ায়েহ' শব্দ থেকে। এটি আরবির-ল্যাটিন সংস্করণ থেকে পশ্চিমা লেখকরা নিয়েছেন।

অতীতে মুসলমানরা উচ্চশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দান করেন। তথায় ভর্তি পরীক্ষা ও ডিগ্রি দান ও বৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হত। স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে উমাইয়া শাসকদের গ্রন্থাগারে ৬,০০,০০০ এর অধিক বই মওজুদ ছিল। ১২৫৮ সনে যখন মোঙ্গলরা বাগদাদ ধ্বংস করে তার আগে বাগদাদ ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গমস্থল। সেখানে তারা কলা, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের চর্চা করতেন। বায়ত-অল হিকমা এবং দার-আল-বিসমি নামক একাডেমিতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শনসহ জ্ঞানের সকল বিভাগের পর্যালোচনা করতেন। জানা যায় যে এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে এক ইনটেগ্রেশন বা সমন্বয় ছিল। আমাদের সেকালের মনীষীরা একত্র জ্ঞানের অনেক শাখায় পারঙ্গম ছিলেন। তাদের মাঝে মহত্তম প্রতিভা ছিলেন আবু হামেদ আল-গাজালী (রহঃ) (১০৫৮-১১১১ সন)। তিনি একাধারে হুজ্জতুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, থিওলজিয়ান বা ধর্মবিজ্ঞানী ও সুফি সাধক ছিলেন। তিনি শরীয়াহ ও সুফীবাদের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন। অন্যান্য পুরোধাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় সবচেয়ে বড় দার্শনিক আলকিন্দি, আল ফারাবী, ইবন রুশ্‌দ, ইবনে সিনা, আল বাতানী ও আল নাসওয়াবীর নাম। মুসলমানরাই অঙ্কের সংখ্যাগুলির সঙ্গে শূন্য যোগ করে দিয়ে পূর্ণ গণিত বিজ্ঞান ও আধুনিক অঙ্ক গণনা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। আল খোয়ারিজমী এলজেব্রা শাস্ত্রের জনক বলে খ্যাত। ইবনে সিনার রচিত 'কানুন' গ্রন্থ ইউরোপে ৫০০ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রামাণ্য পাঠ্যবই ছিল।

আজ অতীতের হারানো জ্ঞানের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন উদ্যোগ প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পরিবর্তিত

Ghunati.com Pioneer in village based website

পরিস্থিতিতে, পশ্চিমা শক্তিগুলোর আধিপত্যের মূল কারণ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রেরণা যোগান উনবিংশ শতাব্দীতে জামাল উদ্দিন আফগানী ও মুফতী আব্দুহু প্রমুখ চিন্তানায়করা। এ ধারা এখনও জারি রয়েছে। আধুনিক শিক্ষাও ধর্মীয় শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ধীরেধীরে জোরদার হচ্ছে। আমি কিছুদিন আগে ভারতে লক্ষ্ণৌ এর নাদওয়াতুল ওলামা মাদ্রাসার সাবেক রেক্টর মরহুম মওলানা আবুল হাসান আলী নদওয়ীর জেয়ারত করতে গিয়েছিলাম। বর্তমান রেক্টর মওলানা রাবীর সঙ্গে নাদওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানান যে নাদওয়ায় এখন আরবি ও ধর্মশিক্ষার সাথে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আল-আজহার ইউনিভার্সিটিতে ধর্ম বিষয়ের সঙ্গে আধুনিক বিষয়গুলিও শিক্ষা দেয়া হয়। মালয়েশিয়ার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং ইসলামাবাদ- এর ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে সকল আধুনিক বিষয়গুলির সঙ্গে আরবিও পড়ান হয়। তুলনা করার উদ্দেশ্যে আমি নাদওয়ার কিছু ইংরেজি পাঠ্যবই ও সিলেবাস নিয়ে এসে তা চুনতী মাদ্রাসায় পৌঁছিয়ে দেই। বর্তমানে আরবি শিক্ষার সিলেবাসের সঙ্গে আধুনিক বিষয়গুলির পঠনও বিশেষ জরুরি। যুগের এই দাবি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সরকারের শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রাখা হয়েছে। চুনতী হাকিমিয়া কামেল মাদ্রাসা যত শীঘ্র এই নীতিমালা পুরোপুরিভাবে তাদের শিক্ষা পরিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন, ততই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ঘটবে এবং বাস্তব জীবনে তাদের সফলতার সুযোগ তত বাড়তে থাকবে। মনে রাখতে হবে, জ্ঞান চর্চা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন বিকল্প নেই। এটাই চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার আদর্শ হওয়া উচিৎ। হাদিসে আছে- "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন" (মুসলিম)। ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কথা মনে রেখে এ জীবন ও পরজীবন এ সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে যেতে হবে সকলকে।

Chunati.com Pioneer in village based website

আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন*

চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাকে কামিল স্তরে উন্নীত করা প্রসঙ্গে

শহীদে বালাকোট ছৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহঃ) এর অন্যতম খলিফা হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসা যুগের চাহিদা অনুযায়ী ফাজিল স্তর হতে কামিল স্তরে উন্নীত হওয়ার ইতিহাস।

যুগশ্রেষ্ঠ বহু উলামা মশায়েখ সরকারী বেসরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্মস্থান ও আবাসভূমি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার পূণ্যভূমি চুনতী ইউনিয়নে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগের চাহিদা অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ফাজিল স্তরে উন্নীত হলেও কামিল স্তরে উন্নীত করে হাদিস বিভাগ চালু করার সাহস হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহঃ) ছাড়া আর কারো হয়নি। বিশ্ব বরেণ্য অলীকুল শিরোমনি আশেকে রাসূল (সাঃ) মুজাদ্দিদে মাহফিলে সীরত হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) এর একক চিন্তা, সহযোগিতা, পরামর্শ ও উদ্যোগে কামিল হাদীস বিভাগ চালু হয়।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) মাদ্রাসার অফিসে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রায় বলতেন "এখান হতে মদিনা শরীফ পর্যন্ত পর্দা তুলে ফেলেছি। আমি রাসূল (সাঃ) থেকে দুটি জিনিসের অনুমতি নিয়েছি। তার মধ্যে একটি সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল অপরটি চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাকে হাদীস বিভাগে কামিল মাদ্রাসা করা"।

তখন মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ), অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহঃ), উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মুসা এবং নাজেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহঃ) ছিলেন। হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) প্রতিদিন একবার করে মাদ্রাসার অফিসে গিয়ে কামিল হাদীস বিভাগ খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দিতেন।

চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসাকে কামিল শ্রেণীতে উন্নীত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাকি বিল্লাহ ও পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ ঈসা পরিদর্শন করতে আসেন তখন তারা তৎকালীন মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তারের নির্দেশে একই উপজেলার আমিরাবাদের সুফিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। ঐ মাদ্রাসায় কামিল হাদিস বিভাগের ৭২ সেট কিতাব দেখানো হয়। যা এখনো মাদ্রাসার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

সেই সময় চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরিতে ২৪ সেট কিতাব সংরক্ষিত ছিল। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চুনতী মাদ্রাসাকে কামিল শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য ৫০ সেট কিতাব ১ সপ্তাহের মধ্যে পূরণ করার নির্দেশ দেন। ঐ সময় হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) চট্টগ্রাম শহরে আলহাজ্ব মকবুল আহমদ চৌধুরীর বাসায় অবস্থান করছিল। তৎকালীন অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা হাবিব আহমদ (রহঃ), গভর্নিং বডির সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী

* চুনতি মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গভর্নিং বডি চুনতী হাকিমিয়া কামিল এম.এ মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

এবং আলহাজ্ব মাওলানা মুসলিম খান সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মাগরিবের সময় মকবুল আহমদ চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দাবির কথা হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহ.) কে অবহিত করেন। তখন শাহ ছাহেব কেবলা ঐ রাতে আমাকে ডেকে কিতাবের কথা বললে আমি হারবাং নিবাসী ইত্তেফাক গ্রুপের চেয়ারম্যান ডাঃ আনোয়ারের নাম প্রস্তাব করলে শাহ ছাহেব কেবলা আমাকে এবং হাফেজ হারুন-অর-রশিদকে ঢাকা যাওয়ার যাবতীয় খরচ সহ ব্যবস্থা করেন। পরদিন আমি এবং হাফেজ হারুন সহ ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থানরত ডাঃ আনোয়ার সাহেবের বাসায় গিয়ে কামিল শ্রেণী খোলার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য প্রদান করার পর তিনি ঐ যুগে এককালীন ২৬ সেট কিতাব কামিল ক্লাস খোলার জন্য প্রদান করেন। যা চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসাকে কামিল শ্রেণীতে উন্নীত করার পথকে সুগম করে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দাবি পূরণ হয়। তখন চুনতী মাদ্রাসা পরিদর্শনের সময় মুহাদ্দেস হিসাবে দেখানো হয় বাইতুশ শরফের পীর ছাহেব কেবলা বাহরুল উলুম হযরত আলহাজ্ব শাহ ছুফি মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে।

এভাবে ১৯৭৬ সালে কামিল হাদিস বিভাগ চালু হয়। তবে সরকারী ভাবে কামিল খোলার অনুমতি লাভ করে ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই, আর মঞ্জুরি লাভ করে ১৯৭৮ সালে।- (১)

অতএব, চুনতী মাদ্রাসা কামিল স্তরে উন্নীত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কামিল মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার পিছনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ)।

সুতরাং ১৯৩৭ সালে আলিম-ফাজিল হয়ে যদি উক্ত সনকে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা সন বলা হয়। তবে ১৯৭৭ সালে কামিল হওয়ায় ১৯৭৭ সালকে প্রতিষ্ঠাসন বলতে হবে। আর আলিম-ফাজিল করে যদি হযরত শাহ ছুফি মাওলানা নজির আহমদ (রহঃ) কে প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তবে হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) কামিল করে মাদ্রাসাকে পূর্ণতা দেয়ার কারণে হযরত শাহ ছাহেব কেবলাকে প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে। কিন্তু তা বলা হয় না।

আর যদি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লিখিত তথ্য উপাত্ত খুঁজা হয় তবে মরহুম মওলানা কাজী ফৈয়াজুর রহমান এর এক প্রতিবেদনে লিখিত তথ্য পাওয়া যায় হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) এর পুত্র মাওলানা ওজিহুল্লাহ খান সামী ১৮৮৩ সালে (২) মাদ্রাসায়ে সামিয়া নামক একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তখন ৯০,০০০/- টাকার ফান্ড এই প্রতিষ্ঠানের নামে জমা রেখে যান। বর্তমান তার মূল্যমান কয়েক কোটি টাকা হবে। সুতরাং এ প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য মতে চুনতী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাসন ১৮৮৩ ইং এবং প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ খান সামী বলতে হবে। কিন্তু তাও বলা হয় না।

১৯৩৭ সালে চুনতী মাদ্রাসা আলিম ফাজিল এর স্বীকৃতি লাভ করার কারণে উক্ত সালকে যদি প্রতিষ্ঠা সাল বলা হয়, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে চুনতী মাদ্রাসা একই বছরে প্রথম শ্রেণী থেকে ফাজিল পর্যন্ত হয়েছে। অথচ তা একেবারেই সত্য নয়।

অতএব, ১৮১০ সাল চুনতী হাকিমিয়া কামিল এম.এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাসন এবং প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) হওয়া যুক্তিযুক্ত বিতর্কমুক্ত এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য।

তাছাড়া মানুষের বয়স বাড়লে যেমন মর্যাদার আসনে আসীন হয় তেমনি চুনতী মাদ্রাসাকে ১৯৩৭ ইংরেজী প্রতিষ্ঠাসন হিসাবে ২০১০ সালে ৭৩ বছর না বলে ১৮১০ ইং প্রতিষ্ঠাসন হিসাবে ২০১০ সালে ২০০ বছর বললে মাদ্রাসার মান মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে মাদ্রাসাকে মর্যাদার আসনে আসীন করবে। কারণ বয়স বাড়াটা একটা বুজর্গী।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আহমদুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক রচিত হযরত শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং-১৪৩ ও ১৪৪।

২। আঞ্জুমান' ০৬ তোলাবায়ে সাবেক্বীনের বিশেষ স্মরণিকা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মুহাম্মদ হাফিজুল হক*

স্মৃতি অম্লান "চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা"

یہ چنوتی مدرسہ ہے منبع رشد وھدی ☆ معدن علم وشریعت حضرت خیر الوری
یہ حکیمی گلستاں ہے اور نذیری بوستاں ☆ جلوئے علم نبوت ہونا ہے جس سے رونما
علم دیں کا یہ فوارہ تا ابد جاری رہے ☆ دست بستہ التجا ہے یہ امیں کا اے خدا

উসতাজুল আসাতেজা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উসতাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহঃ) রচিত লাইন কয়েকটি দিয়ে আমার লিখা শুরু করলাম।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও আল হাদীস সমূহ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত ওহী ভিত্তিক এদুই জ্ঞান ভান্ডারের চর্চা মুসলিম বিশ্বে চালু রয়েছে। এ জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভারতীয় উপ মহাদেশে অগণিত ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

জনশ্রুতি ও প্রাপ্ত দলিল গুলোর মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় ১৬০০ শতাব্দীর শুরুতে মুবাল্লিগীনের একটি কাফেলা চট্টগ্রাম জেলার সর্ব দক্ষিণে প্রাকৃতিক লীলাভূমি এই এলাকার মাটির গন্ধে বিমুগ্ধ হয়ে নিজেদের ইবাদত ও রিয়াজতের জন্য এ চুনতিকে নির্বাচিত করেছিলেন। এর কিছুদিন পর মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের ২য় পুত্র শাহ সুজা যখন চট্টগ্রাম হয়ে আরকানে চলে যাচ্ছিলেন যাত্রা পথে এই চুনতির পাহাড় বেষ্টিত ছায়াঘেরা নৈসর্গিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে এখানেই যাত্রা বিরতি করেন এবং চলে যাওয়ার সময় চিহ্ন স্বরূপ একটি খুঁটি গেঁড়ে দিয়ে যান। পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহানের রাজদরবারের অন্যতম শিক্ষক হযরত ইব্রাহীম খোন্দকার শাহ সুজার অনুসরণ করে দক্ষিণে রামু পর্যন্ত গিয়ে অবশেষে সেখান থেকে ফিরে বাঁশখালীর খান খানাবাদ এসে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনিও চুনতির এই চিহ্নিত স্থানটিতে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতির মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় বর্তমান চুনতি জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ঈদগাহ পাহাড়ে ইব্রাহীম খোন্দকার আপন বসতি স্থাপন করেন।

উনার একমাত্র ছেলে আব্দুর রশিদ তালুকদার তৎকালীন মোঘল সম্রাট কর্তৃক তাঁর পিতার জন্য প্রেরিত পিতার অবর্তমানে বিশাল জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁর ১ম পুত্র আব্দুল গনি সিকদারের ওয়ারিশগণই প্রধানত: চুনতিতে বসবাসরত। আমাদের মাতৃভূমি চুনতি গ্রাম প্রসিদ্ধ হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের অদম্য আগ্রহ ও ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য চুনতির পূর্ব পুরুষগণ সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাই তৎকালীন সময়ে এই পল্লীগ্রামে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষার আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আব্দুল গনি সিকদারের ওয়ারিশগণ তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের বসতবাড়ী ঈদগাহ পাহাড়েই। এই সময়ে আর এক বুজুর্গ বাঁশখালী থেকে এই চুনতিতে হিজরত করে

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র এবং খাদেম গভর্নিং বডি অত্র মাদ্‌রাসা। বর্তমানে সুখছড়ি খালেকীয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ

এসেছিলেন। তাঁর নাম আব্দুর রহমান মিয়াজী। তদ্বীয় পুত্র হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) ১৮১০ খৃস্টাব্দে এই এলাকায় দরসে নেজামিয়ার পদ্ধতি অনুসারে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাহাই হচ্ছে "চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা"।

আব্দুল গনি সিকদারের ১ম পুত্র মুহাম্মদ মুকিমের একমাত্র কন্যা বড় মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) এর প্রথমা স্ত্রী, যিনি খান বাহাদুর ওয়াজি উল্লাহ (সামী) এর মাতা।

ইতিহাস থেকে জানা যায় মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন।। ১৭৮০ হতে ১৭৯০ এর দিকে তিনি টিপু সোলতানের পুত্র সোলতান শুকরুল্লাহ এর সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় তিনি সে সময়ে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে রাজ পরিবারেও সমাদৃত ছিলেন। তখন উনার বয়স ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে বলে মনে করা হয়। জনাব আব্দুল গণি সিকদারের ওয়ারিশ ও মাওঃ আব্দুর রহমান মিয়াজীর পরবর্তী ওয়ারিশগণের প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষা মাওঃ আব্দুল হাকীম (রহ.) এর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাকেন্দ্রেই হত বলে জানা যায়। পরবর্তী সময়েও শিক্ষা ব্যবস্থার এই ধারাবাহিকতা পূণ্যভূমি চুনতির ঐতিহ্যকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন পরে ১৮৮৩ সালে উক্ত বড় মাওলানা হযরত আব্দুল হাকীম (রহ.) এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র চুনতির প্রখ্যাত জমিদার মাওলানা খান বাহাদুর ওয়াজিহুল্লাহ "সামী" যিনি তৎকালীন দিল্লীর এলাহাবাদে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আসীন ছিলেন- তিনি নিজ ফান্ড থেকে ৯০ হাজার টাকা প্রদান করে নিজের কাব্যিক নামানুসারে "মাদ্‌রাসায়ে সামিয়া" নামে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার নামকরণ করেন। এর কিছু দিন পর উনি ইন্তেকাল করলে তদ্বীয় পুত্র মৌলভী ফৌজুল কবীর খান ছিদ্দিকী প্রকাশ মন্নুমিয়া সামিয়া মাদ্‌রাসার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে মাদ্‌রাসা ১৯৩৭ সালে জমাতে উলা বর্তমান ফাজিল পর্যন্ত উন্নীত হয়। উহার প্রচার ও প্রসার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা দ্বীনি ইলম হাসিল করার জন্য আসতে শুরু করে। ছাত্র সংখ্যা ২০০ শতাধিক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে ১২ কার্তিক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে মাদ্‌রাসা মাটির সাথে মিশে যায়। এরপর বর্তমান মুন্সেফ বাজারে দোকানের সাথে এক খণ্ড জমির উপর মাদ্‌রাসা স্থানান্তরিত হয়ে কোনক্রমে ৫ বৎসর পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর আবার মাদ্‌রাসার উপর বিপদ নেমে আসল। আগুনে পুড়ে মাদ্‌রাসা সর্বসান্ত হয়ে গেল। তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হতে লাগল। মাদ্‌রাসার ঐ দুঃসময়েও যাঁরা খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন "মরহুম মাওলানা আব্দুচ ছালাম, মরহুম মৌলভী বজলুর রহমান, মাস্টার সিরাজুল হক ও মৌলভী আব্দুচ ছোবহান প্রমুখ। উনাদের প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসা জমাতে চাহারম পর্যন্ত (বর্তমান আলিম ১ম বর্ষ) জারি থাকল।

মাদ্‌রাসা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা সবসময় লেগেই রয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা আবার বড় মৌলানা পাড়া পুকুরের পূর্ব পাড়ে স্থানান্তরিত হল। কিছুদিন যেতে না যেতেই মাদ্‌রাসার অবস্থা খারাপের দিকে ধাবিত হল। ছাত্রদের মধ্যে অমনোযোগীতা ও লেখাপড়ায় ঘাটতি দেখা গেল। লেখাপড়ার মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হল। পরিশেষে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। মাদ্‌রাসা শুধু নামে মাত্র বাকী থাকল। এরই মধ্যে আবার এলাকার যুবকেরা এগিয়ে আসল। ঐ নাজুক পরিস্থিতিতে যারা আবার মাদ্‌রাসার হাল ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে মাস্টার ইলিয়াছ মিয়া, মৌলভী গোলাম মোস্তফা, মৌলভী হারুন, মৌলভী আবু মোস্তফা, মৌলভী তাহের আহমদ খান, সরওয়ার জামান খানসহ কিছু যুবক আনজুমনে খাদেমুল ইসলাম নামক সংগঠনের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা নিউ স্কীমের ভিত্তি দেওয়া হল। ২০০ টাকার উপর ভর করে মাদ্‌রাসা গৃহ নির্মিত হল। ৫০ টাকা সরকারি অনুদান ১০ টাকা স্থানীয় চাঁদা নিয়মিত আসতে লাগল। নতুন কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আমনতদার জনাব ইহসান আলী সাহেব নিযুক্ত হলেন। শিক্ষকদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হল।

Chunati.com Biggest online village based website

প্রবীণ মোদাররিস মৌলভী আব্দুল মাবুদ, ২য় মুদাররিস মৌলভী ফৌজুল কবীর, ৩য় মৌলভী আলীমুদ্দিন, মাস্টার মুফাজ্জলুর রহমান, মাস্টার নজির আহমদ এবং মাস্টার আব্দুচ ছোবহান। মাদ্‌রাসার লেখাপড়া অত্যন্ত যত্নের সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। জমাতে শশুম পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মাদ্‌রাসা চলতে থাকল। এরপর আবার বিষাদ মাদ্‌রাসার উপর চলে আসল। সরকারি সাহায্য হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। এক বৎসর পর পুনরায় ৬০০ টাকা একসাথে আসল। কিন্তু সেক্রেটারি জনাব ফৌজুল কবীর খান সাহেবের তত্ত্বাবধানে উহা আলোর মুখ দেখল না উল্লেখিত টাকার কোন হদিস পাওয়া গেল না। তাই উনার উপর সবার সন্দেহের সৃষ্টি হল। তাই মৌলভী ফৌজুল কবীর খানের পরিবর্তে জনাব আব্দুল ওয়াদুদ সিকদার সেক্রেটারি নিযুক্ত হল। এক বৎসর পর মাস্টার মুফাজ্জলুর রহমানের স্থলে মাষ্টার সোলতান আহমদ হেড মাস্টারের পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

এরপর মাদ্‌রাসা টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করা হল। মাদ্‌রাসা স্থান পরিবর্তন করে ডেপুটি বাড়ির কাচারিতে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বাড়িতে ও দহলিজে চলতে থাকে। এরই মধ্যে জনাব এস্তেফাজুল রহমান খানের দৃষ্টি মাদ্‌রাসার প্রতি নিবিষ্ট হয়। উনি সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। মাদ্‌রাসা আবার তার প্রাচীনতম নাম হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা ধারণ করে চুনতি মুন্সেফ বাজারে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মাদ্‌রাসা মক্তব এবতেদায়ি আকারে চলতে থাকে।

উচ্চ শ্রেণীতে লেখাপড়ার জন্য তখন সবাইকে চট্টগ্রামেই চলে যেতে হত। এ সময় মাওলানা শাহ নজীর মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসা ও দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করতেন। চুনতির প্রতিভাবান ছেলেদেরকে নিজ উদ্যোগে চট্টগ্রাম নিয়ে এসে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়ে দিতেন।

একসময় চুনতির তৎকালিন মুরব্বীগণ হুজুর মাওলানা শাহ নজীর আহমদের কাছে মুন্সেফ বাজার এ মাদ্‌রাসাটি সংস্কার করে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এখানেই করার প্রস্তাব করলে তিনি এতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হন। পরামর্শ সভা আহ্বান করা হল। পরিশেষে জনাব হাজী সৈয়দ আহমদ সাহেবের (শাহ সাহেবের পিতা) প্রস্তাবে মাদ্‌রাসা মুন্সেফ বাজার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান মাদ্‌রাসার পাহাড়ে পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত হল। এ পাহাড়ের মালিক ছিলেন এস্তেফাজুর রহমান খান (রহ.) উনার কাছে মাদ্‌রাসার জন্য জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব করা হলে তিনি সানন্দে মাদ্‌রাসার জন্য ৮ কানি (৩২০ শতক) জায়গা ওয়াকফ করেন। মাদ্‌রাসা পুনঃ নির্মাণে ঐ সময় যাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা ছিলেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান খান (রহ.) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০ টাকা, খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ হাছন (রহ.) প্রফেসর চট্টগ্রাম কলেজ ২০০ টাকা এবং অন্যান্য সবাই নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী এ মহতী কাজে শরিক হন। ঐ সময় জনগণের পক্ষ হতে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থের বাকীগুলো হুজুর শাহ মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.) দিয়ে ১৯৩৭ ইং ২৪ শে নভেম্বর "চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার" নবরূপ দান করেন। এদিক বিবেচনায় উনি এই মাদ্‌রাসার অন্যতম সংস্কারক হিসেবে খ্যাত।

তিনি নিজেই লোহাগাড়া থেকে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদের জন্য নিয়ে আসলেন মাওলানা আব্দুচ সোবহান সাহেবকে। ক্রমান্বয়ে মাদ্‌রাসার শিক্ষক সংখ্যা বর্ধিত করা হল। জমাতে দাহুম থেকে পঞ্জুম (বর্তমান দাখিল) পর্যন্ত উন্নীত করা হল। ঐ বৎসর পঞ্জোমের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মঞ্জুরির আবেদন করার জন্য কোন ছাত্র না থাকায় অবশেষে হুজুরের (মাওলানা শাহ নজীর আহমদ রহঃ) ছাত্র আমার মরহুম পিতা মাওলানা শাহরিয়ার (রহ.) কে হুজুর নিজেই চকরিয়ার একটি মাদ্‌রাসা থেকে নিয়ে আসেন এবং ১৯৩৭ সালে পঞ্জুমের সরকারি বোর্ড পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করেন। আল্লাহর মেহেরবাণিতে উনি কৃতিত্বের সাথে পাশ করে মাদ্‌রাসার সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হন। পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী চুনতি মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্র হিসাবে তৎকালীন সময়ে অনেকেই মাওঃ শাহরিয়ার (রহ.) কে পুরস্কৃত করেন। ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে

chunati.com pioneer village based website

আঞ্জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের মহা সম্মেলনে পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্র হিসাবে আমাদের সামনে আব্বা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এরপর মাদ্‌রাসা সরকারি মঞ্জুরি লাভ করলে চতুর্দিকে মাদ্‌রাসার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্র আসতে লাগল। মাদ্‌রাসার পরম্পরাগতভাবে তরক্কি হতে লাগল। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৪২ খৃস্টাব্দে মাদ্‌রাসা জমাতে উলা (বর্তমান ফাজিল) পর্যন্ত সরকারি মঞ্জুরি লাভ করল। সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর ছাত্র টাইটেল পরীক্ষায় সারা বাংলা ও আসামে ১ম স্থান অধিকারকারী ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন চুনতিরই সন্তান মাওলানা নুরুল হোসাইন সাহেব।

এসময় ম্যানেজিং কমিটিতে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন-

১. আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব- চুনতি
২. মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান সাহেব- সেক্রেটারি চুনতি
৩. মাষ্টার মুহসেন সাহেব, প্রেসিডেন্ট ইউ.পি. চুনতি
৪. মাওলানা বশির আহমদ সাহেব, চুনতি
৫. মৌলভী এস্তেফাজুর রহমান- চুনতি
৬. মৌলানা খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাছান- অবঃ শিক্ষক, চট্টগ্রাম কলেজ
৭. মৌলভী মুস্তাফিজুর রহমান খান অবঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম
৮. হাকীম মৌলভী মখছুদুর রহমান, চুনতি
৯. শাহ মাওলানা নজির আহমদ সাহেব, হেড মাওলানা দারুল উলুম মাদ্‌রাসা
১০. মৌলভী মুনতাছিরুল ইসলাম, বি.এ চুনতি
১১. মৌলানা নুরুল হোসাইন সাহেব সুপারিনটেন্ডেন্ট, চুনতি
১২. সাব ইনসপেক্টর অফ স্কুল সাতকানিয়া

মাদ্‌রাসার জন্য এলাকার সর্বস্তরের জনগণ অত্যন্ত দরদি মন দিয়ে নিজেদের তৌফিক অনুযায়ী দান সখাওত করতেন। মাদ্‌রাসা ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে মাওলানা শাহ নজির আহমদ (রহ.) এর আকস্মিক মৃত্যুতে মাদ্‌রাসার উপর তার প্রভাব পড়ল। ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে মাদ্‌রাসা কঠিন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

মাদ্‌রাসার এহেন সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে এসেছিলেন শাহ মাওলানা নজির আহম্মদ (রহ.) এর ছাত্র কুতুবুল আলম বায়তুশ শরফ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা হযরত কেবলা আলহাজ্ব মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) চুনতির সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ, জনাব মৌলভী ইলিয়াছ মিয়া সাহেব উনাকে চুনতি মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে মাদ্‌রাসার ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিচালনা কমিটির মধ্যে হতাশা বিরাজ করছিল। হযরত মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার বদৌলতে সে সময় চুনতি মাদ্‌রাসা একটি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রামের একটি শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। তিনি মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নের কঠিন দায়িত্ব ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন পরিচালনা কমিটি পুনঃবিন্যাস করা হয়। সত্যিকারের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে মাদ্‌রাসা কমিটি গঠন করা হয়। আর্থিক এ দৈন্য দশা থেকে মাদ্‌রাসাকে মুক্ত করার জন্য এসময় (১৯৪৮) এগিয়ে আসেন আর একজন একনিষ্ঠ সেবক আলহাজ্ব মাওলানা শামসুল হুদা খান ছিদ্দিকী। তিনি মাদ্‌রাসার আর্থিক সংকট মুকাবিলার জন্য সে সময় ১০,০০০ টাকা মাদ্‌রাসার ফান্ডে জমা দিয়ে মাদ্‌রাসাকে রক্ষা করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাদ্‌রাসার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন।
ষাটের দশকের প্রথম দিকে চুনতি মাদ্‌রাসার খ্যাতি অত্যন্ত সরব ছিল। বার্মা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

ghunati.com pioneer in village based website

শিক্ষার্থীরা জোয়ারের মত গুলশনে হাকিমী ও বাগে নজিরীর এ কাননে এসে ভীড় জমাতে শুরু করল। ফলে মাদ্রাসা ভবনের অপ্রতুলতা দেখা দিল। মাওলানা শাহ নজির আহমদ (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নির্মিত মূল ভবনটি ভেঙ্গে নতুন ভবনের পরিকল্পনা করা হল। ঘটনাক্রমে মাদ্রাসার সুনাম ও সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এলেন "মেমন খিদমত কমিটি" নামে এক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সংগঠন। তবে তাঁরা কামনা করছিলেন এ মহান কাজে যেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণও অংশগ্রহণ করুক। তখন সর্বপ্রথম এ মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আলহাজ্ব শমসুল হুদা খান ছিদ্দিকী (রহ.) মেমন খিদমত কমিটি ফাউন্ডেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ করলেন। শমসুল হুদা খান সহ কয়েকজন মিলে কক্ষসমূহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করলেন। যাতে মাদ্রাসা ভবনটি বৃহদায়তনে দোতলা ভবনে পরিণত হল। এখনও মরহুম শমসুল হুদা সাহেবের স্মৃতি ফলক উক্ত ভবনে সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত কেবলা (রহ.) এর ইনতিকালের পর হুজুরের যোগ্য উত্তরসূরী শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার (রহ.) আজীবন চুনতি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। বর্তমানেও বায়তুশ শরফের পক্ষ থেকে এ মাদ্রাসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন এ বাগানেরই প্রস্ফুটিত গোলাপ বর্তমান বায়তুশ শরফের পীর সাহেব শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দীন মঃজিঃআঃ। ১৯৭০ সালে এই মাদ্রাসার প্রথম কামিল ক্লাস চালু করার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে এলেন চুনতির শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এই সময় থেকে মাদ্রাসাকে ঘিরে তাঁর অন্তরের গোপন স্বপ্ন বাস্তবায়নের আকুলতা উনাকে অস্থির করে তুলতো। মাঝে মাঝে উনি হালতে উদাসীন থাকতেন এবং অদৃশ্যলোকে চলে যেতেন। হঠাৎ একদিন রাতের অন্ধকারে গভীর অরণ্য থেকে ফিরে এসে চুনতি দারুত্তাহ্ফীজের বড় হাফেজ হারুন সাহেবকে বললেন তিনি চুনতি মাদ্রাসার কামিল ক্লাস চালু করে রসুল (স.) এর হাদিসের চর্চা ও শিক্ষা দান করার অনুমতি লাভ করেছেন। হাফেজ হারুন সাহেবকে শীঘ্রই কামিল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। দেশবাসীর কাছে শাহ সাহেব কেবলার এ আগ্রহের কথা ব্যক্ত করা হল। শাহ সাহেব কেবলা নাজেমে আলা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি হাদিস পড়াতে পারবেন? তিনি উত্তরে বললেন আপনি যদি দোয়া করেন 'ইন্শাআল্লাহ পারবো'।

শাহ সাহেব কেবলার আগ্রহের কথা শুনে এর প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশিষ্ট শিল্পপতি ডাঃ আনোয়ার সাহেব ২৬ সেট কিতাব কেনার জন্য অনুদান প্রদান করেন। উক্ত অনুদানের মাধ্যমে কামিল ক্লাশের জন্য ২৬ সেট কিতাব ও আনুষঙ্গিক কাজ আরম্ভ করা হয়। কামিল ক্লাস পুরোদমে চালু হয়ে গেল। অনেক ছাত্র ইতিমধ্যে বাহির থেকেও আসল। এক বৎসর যেতে না যেতে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। যার কারণে ক্লাশের অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ ব্যহিত হওয়ায় ৫ বৎসরের জন্য কামিল ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে ২য় বারের মত আবার উদ্যোগ নেওয়া হল। ইহাতে গুলজারে হাকিমীতে নতুন বসন্তের ছোঁয়া লাগল এবং চুনতি মাদ্রাসার ইতিহাসে সোনালী অধ্যায় সংযোজিত হল।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা আবার সবাইকে ডেকে কামিল ক্লাস চালুর পুনঃ নির্দেশ দিলেন। প্রস্তুতি শুরু হল। এমতাবস্থায় তীব্রভাবে একজন উপযুক্ত মুহাদ্দিস নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অবশেষে ড. মাওলানা আবু বকর রফীক সাহেবের প্রস্তাবে উনার কলেজ জীবনের সহপাঠী মাওলানা আব্দুল হাই নিজামীকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তিনি ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস পদক প্রাপ্ত হন উনার মত একজন সৎ যোগ্য ও বুজুর্গ ব্যক্তিকে পল্লীগ্রামের এ প্রতিষ্ঠানে পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। শুধু দুটি কারণে তিনি আটকা পড়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। (১) হযরত শাহ সাহেব কেবলার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই উনার فراست বা درویشی নিজামী সাহেবকে সুতীক্ষ্ণ তীরের মত আঘাত করেছিল (২) নিজামী সাহেব শহীদে বালাকোটের অন্যতম খলিফা সূফি নূর মুহাম্মদ (রহ.) এর বংশধর আর অত্র প্রতিষ্ঠান বেরলভী (রহ.) এর খলিফা হযরত মৌলানা আবদুল হাকিম (র.) এর নামে নিবেদিত। তাই নিজামী সাহেব একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি চুনতি মাদ্রাসায় যোগদান করতে বাধ্য হন।

হযরত শাহ সাহেব কেবলার অবদানের গগনচুম্বী আলোচনা এ পরিসরে করে শেষ করা যাবে না। তাঁর

ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেশ বিদেশের বহু দানবীরগণ চুনতি মাদ্রাসার জন্য বিশেষ বিশেষ অনুদান দিয়েছেন। মোট কথা হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর জীবনের শেষ দশক ছিল চুনতি মাদ্রাসার সোনালী যুগ। তাঁর কারণে ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগত ফান্ড হতে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে বর্তমান চার তলা বিশিষ্ট অফিস ও ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মিত হয়। এ ছাড়াও শাহ সাহেব কেবলার ভক্তবৃন্দের এই মাদ্রাসার জন্য অজস্র অনুদান আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এভাবে চুনতি মাদ্রাসা এক এক সময় এক এক বুজুর্গ ব্যক্তির পরশে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত ১৯৯৬ সালে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কামিল হাদিস বিভাগের পাশাপাশি কামিল ফিক্হ বিভাগ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় কামিল ফিক্হ বিভাগের জন্য "আন্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন" ফিক্হ ভবন নির্মাণের ওয়াদা করে। আল্লাহর অসীম রহমতে ১৯৯৭ সালের শুরুতে এ ভবনের কাজ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়। এরপর ফিকহ বিভাগ চালু করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন গ্রহণ করে। ফিক্হ বিভাগের অনুমতি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এনে দেওয়া হয়। এরপর কামিল ফিক্হ ক্লাশ যথারীতি চালু হয়ে ২ বৎসর প্রায় ৪০ জনের মত ছাত্র বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাসার সুনাম আরও বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তোলবায়ে সাবেক্বীনের এই ত্যাগ ও কোরবানীর পরও তৃতীয় বৎসর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে ফিক্হ বিভাগ বন্ধ করেছেন। ফিক্হ বিভাগ চালু করার জন্য সবচেয়ে বেশী যিনি কষ্ট করেছিলেন তৎকালীন তোলাবায়ে সাবেক্বীনের সবচেয়ে প্রাণ চঞ্চল কর্মতৎপর সদস্য সাবেক সেক্রেটারী আলহাজ্ব শমসুল হুদা (রহ.)। ফিক্হ বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ায় এ সময়টি চুনতি মাদ্রাসার জন্য অত্যন্ত কালো অধ্যায় বলে বিবেচিত। যারা এ কাজ করেছে তারা মাদ্রাসার কল্যাণকামী বলে আমরা মনে করি না।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ মাদ্রাসার জন্য যাঁরা শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবার নাম উল্লেখ করা আসলে খুব কঠিন ব্যাপার। এখানে কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তিসহ অনেকের নাম বর্ণনায় এসেছে। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের সবার নাম উল্লেখ করলে কলেবর বৃদ্ধি ঘটবে এই আশংকায় এতটুকুতেই ক্ষান্ত হলাম।

শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য স্মরণ্য বরেণ্য আসাতেজায়ে কেরাম ও শিক্ষক মরহুমীনের নাম বরকতের জন্য লিপিবদ্ধ করলাম।

মাওলানা আব্দুচ সোবহান লোহাগাড়া- ১৯৩৭-৪০ইং সুপারিনটেন্ডেন্ট
মাওলানা নুরুল হোসাইন- ১৯৪২-৪৩ ইং সুপারিনটেন্ডেন্ট
মাওলানা গোলাম কাদের- ১৯৪২ শিক্ষকতা
মাওলানা আবুল হাশেম- শেরে খোদা- ১৯৪৩ শিক্ষকতা
মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা- ১৯৪৩-৬৩ শিক্ষকতা
মাওলানা জামালুদ্দীন ইউছুপ কলাউজান- ১৯৪২ শিক্ষকতা
মাওলানা রশিদ আহমদ- ১৯৪৩-৬২ শিক্ষকতা
মৌলভী হাশমত উল্লাহ- ১৯৪৫-৬৫ শিক্ষকতা
মৌলভী হারুন ছিদ্দিকী- ১৯৪২ শিক্ষকতা অনিয়মিত
মৌলভী হাকীম মুনীর আহমদ- ১৯৫৫ শিক্ষকতা
মাওলানা জিয়াউল হক ১৯৫২-৬০ শিক্ষকতা

Chunati.com Pioneer in village based website

মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন খাকী- ১৯৪৮-১৯৬৫ শিক্ষকতা
মাওলানা আবদুন নূর ছিদ্দিকী- ১৯৫০-৭৫ ইং শিক্ষকতা
ম্যাওলানা শাহরিয়ার- ১৯৫২-৫৪ ইং শিক্ষকতা
মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব- ১৯৬৩-১৯৭৯ নাজেমে আল
মওলানা মুজফফর আহমদ- ১৯৫০-১৯৭০ হেড মাওলানা
মাওলানা আহমদুল্লাহ- ১৯৫৪- চাহ্রুম সাহেব
মাওলানা মুহাম্মদ আমীন ১৯৫৬-১৯৯৩
শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ (রহঃ) ১৯৭৩-১৯৮৩ অধ্যক্ষ একাধারে ১০ বৎসর সেক্রেটারি ও আজীবন সদস্য, পীর সাহেব কেবলা চুনতি
মাওলানা শফিক আহমদ ১৯৫০-৭০ মুহতামিম
১৯৮৪-৮৬ অধ্যক্ষ
মাওলানা আবু তাহের নাজের সাহেব ১৯৪৪-৬৩ ইং সুপারিনটেন্ডেন্ট
মুফতি মাওলানা ইব্রাহীম ১৯৪৩-৪৯ পরবর্তীতে অনিয়মিত
কামালুদ্দিন মুছা খতিবী ১৯৬১-৯৩
হাকিম মাওলানা এয়াহয়া ১৯৮২-৮৫ মহিলা বিভাগ
মাওলানা আহমদ কবীর সাহেব
মাওলানা আশরাফ আলী
আরও অনেকে

প্রতিষ্ঠা সন ১৮১০ খ্রিঃ এর বাস্তবতা এবং এ সম্পর্কে জনশ্রুতি ও প্রাপ্ত দলিলাদির বিবরণ ঃ

বিগত প্রায় ৭০/৮০ বৎসর থেকে জনশ্রুতি রয়েছে যে ১৮১০ খ্রিঃ চুনতির এক মহাপুরুষ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) এর প্রধান খলীফা দেশ বরেণ্য আলেমে দ্বীন গাজীয়ে বালাকোট হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার গোড়াপত্তন করেন। আমার বয়স বর্তমানে ৫০ বৎসর ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ মুরব্বীগণের কাছ থেকে চুনতি মাদ্‌রাসার ব্যাপারে এ ১৮১০ খ্রিঃ এর কথাই শুনে আসতেছি।

১৯৫৮ খৃস্টাব্দে ২৬ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভার লিখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে "প্রকৃতপক্ষে এই মাদ্‌রাসার সূচনা প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে ব্রেলভীর ভারত বিখ্যাত অলিয়ে কামেল আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সুযোগ্য খলিফা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হাকীম (রহ.) এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।

১৯৬১ খৃস্টাব্দে ২৬ মার্চ বুধবার বার্ষিক সভার রিপোর্টে বলা আছে "আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসরেরও আগের কথা চুনতির সুপ্রসিদ্ধ পীরানে পীর হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) এই মাদ্‌রাসার সূচনা করেন।

উক্ত রিপোর্টদ্বয়ের লিখক ও পাঠক ছিলেন চুনতির সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বী তৎকালীন সেক্রেটারি আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ (রহ.)।

পরবর্তীতে বার্ষিক সভার প্রায় রিপোর্টে এ তথ্যটি পাওয়া যায়। যার ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১০ খৃস্টাব্দে বার্ষিক সভার পোস্টার, হ্যান্ডবিল এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০০ তম বর্ষপূর্তি পালন কথাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

১৯৬৩ খৃস্টাব্দে চুনতি মাদ্‌রাসার রোয়েদাদে ১৮১০ খৃস্টাব্দে মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) অত্র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন বলে লিখিত আছে বিভিন্ন তথ্য সহকারে।

আঞ্জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের প্রকাশিত যতগুলো স্মরণিকা আমার চোখে পড়েছে যেমন- ১৯৮৫ সালের আঞ্জুমন, ১৯৮৭ সালের আঞ্জুমন, ১৯৯৩ সালের আঞ্জুমন স্মরণিকা, ১৯৯৬ সালের আঞ্জুমনের ৩৪ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন প্রত্যেকটা ম্যাগাজিনে প্রবন্ধকারগণ চুনতি মাদ্‌রাসার ইতিহাস লিখতে গিয়ে ১৮১০ খৃঃ মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহঃ) এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন বলে লিখেছেন। ১৯৮৫ সালের ম্যাগাজিনে সাধারণ সম্পাদকের কলামে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রো-ভিসি চুনতি মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র এক সময়ের অধ্যক্ষ এবং পরবর্তীতে দীর্ঘদিন সেক্রেটারী ড. মাওলানা আবু বকর রফীক সাহেবের লিখায়ও এই ১৮১০ খৃঃ মাওঃ আব্দুল হাকীম (রহ.) অত্র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তথ্যটি পাওয়া যায়।

মাদ্‌রাসার রাইটিং প্যাড, মনোগ্রাম, ক্যালেন্ডার, সাইনবোর্ডসহ প্রত্যেকটি অফিসিয়াল ডকুমেন্টে স্থাপিত ১৮১০ সাল কথাটি লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ সরকারী বিভিন্ন অফিসে এবং মঞ্জুরীর নবায়নের জন্য আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১০ খৃস্টাব্দে লিখা হয়।

বিগত ১৯৯০ খৃস্টাব্দে মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে প্রকাশিত "আল লোমআত" নামে যে সাময়িকী বের হয়েছে উহার সম্পাদকীয় কলাম থেকে শুরু করে যারাই প্রবন্ধ লিখেছেন, বাণী দিয়েছেন উনারা সবাই চুনতি মাদ্‌রাসার ১৮০ তম বর্ষপূর্তি হিসেবে উহাকে আখ্যায়িত করেছেন এবং ১৮১০ সালে এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে শিরোভাগে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাই আমার ক্ষুদ্র তাহকীক এই যে অন্ততঃ আজ থেকে ৬০/৭০ বৎসর পূর্ব হতে মাদ্‌রাসা যাঁদের হাতে পরিচালিত হয়ে আসছে উনারা সবাই ১৮১০ এর এ তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সব সময় নিজেদের লিখার প্রথমেই স্থান দিয়েছেন।

অতএব ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম (রহ.) যে অত্র চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নাই।

উপসংহারে বলতে চাই দু'শতাব্দীর প্রাচীনতম এই দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান গুলশনে হাকিমী ও বাগে নজীরি এর ২০০ তম বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে ইহার ভীত আরও মজবুত হবে এবং যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গানে দ্বীনের পবিত্র হাতে গড়া এ মাদ্‌রাসা যেন তা কিয়ামত তরক্কি জারি থাকে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এ ফরিয়াদ রেখে ইতি টানলাম।

তথ্যসূত্র ঃ

১. চুনতির অধিকাংশ মুরব্বীগণের কাছ থেকে শ্রুত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী।

২. সুরতে হাল সালানা ২৭ নভেম্বর ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে উর্দু/ ফার্সি ভাষায় কৃতঃ মরহুম মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান সাহেব তৎকালীন সেক্রেটারি।

৩. বার্ষিক সভার রিপোর্ট ১৯৫৮, ১৯৬১ হতে ২০১০ পর্যন্ত।

৪. তোলবায়ে সাবেক্বীনের আঞ্জুমন স্মরণিকা ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৯৬, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ।

৫. ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত চুনতি মাদ্‌রাসা রোয়েদাদ।

৬. চুনতি মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভা স্মরণিকা ১৯৯০ "আল্‌লোমআত"।

Chunati.com pioneer in village based website

ড. হেলাল উদ্দীন মোহাম্মদ নোমান*

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার দুই শতাব্দী পরিক্রমা

দুই শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। এর রয়েছে এক সমৃদ্ধ, গৌরবদীপ্ত দীপ্যমান, সোনালী অতীত। ইতিহাস স্থির কোন বিষয় নয়। কোন কিছুর সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এর পটভূমি রচনার জন্য পেছনের ধারাবাহিকতা আলোকপাত করা প্রয়োজন। তাই এ প্রবন্ধে চুনতি মাদ্‌রাসা সৃষ্টি সম্পর্কে জানার সুবিধার্থে কলেবর সামান্য বড় হলেও কিছুটা পশ্চাতের ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। আর মাদ্‌রাসার মূল নামের সাথে যে মহান সাধকের নাম যুক্ত আছে তাঁর জীবনীও সম্যক আলোচনার দাবী রাখে। সাথে তৎকালীন চুনতির আর্থসামাজিক ও শিক্ষার ইতিহাস সামান্য তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান কালের কিছু গবেষক দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন যে, স্বয়ং সাহাবা-ই-কেরামের মাধ্যমে বাবুল ইসলাম খ্যাত চট্টগ্রামে ইসলামের সূচনা ঘটে। তাঁদের দাবী হুজুর (দ.) এর মামা সাহাবী আবু ওয়াককাস মালিক ইব্‌ন ওহাইব (রা.) সঙ্গীয় সাহাবী কায়স ইব্‌ন হুযাইফা (রা.), উরওয়া ইব্‌ন আছাছা (রা.) ও আবু কায়স ইব্‌ন হারিস (রা.) কে নিয়ে ৬১৭-৬২৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় সম্রাট নজ্জাশীর দেয়া জাহাজে করে চীন যাওয়ার পথে বঙ্গোপসাগরের অত্যন্ত সুবিধাজনক বন্দর চট্টগ্রামে জ্বালানী ও রসদ সংগ্রহের জন্য জাহাজ নোঙ্গর করান। এখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করার পর বেশ কিছু চাটগামী তাবেয়ী সহ চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হন এবং তথায় বিখ্যাত কেয়াং ট্যাং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। চীনের ক্যান্টন বন্দরে সাহাবী আবু ওয়াক্কাসের মাজার এখন চীনা মুসলমানদের পবিত্র জিয়ারতগাহ্। তাই ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ চট্টগ্রাম সম্পর্কে বলেন "ইহা ঐ পবিত্র ভূমি যেথায় আমাদের কাফেলা সর্ব প্রথম ওজু করেছে"।

মুসলমানগণ চট্টগ্রাম বিজয়ের বহু পূর্বে (উত্তর চট্টগ্রাম চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর দক্ষিণ চট্টগ্রাম সপ্তদশ শতাব্দীতে) এখানে আরব বণিক, মোবাল্লিগ ও পীর আউলিয়াদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার এখন প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস। বিশেষ করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলার তাড়া খেয়ে শাহ্ সুজার পলায়ন ও ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে উমেদ খান কর্তৃক আরকানী মগদের বিতাড়িত করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলে শিক্ষা দীক্ষায় এক বিপ্লব সূচিত হয়। কেননা ইসলাম ও শিক্ষা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। মহান আল্লাহ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (দঃ) কে যে তাগাদা দিয়েছেন, তা অন্য কোন ধর্ম কিংবা জাতীয়

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে গারাঙ্গীয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় আছেন।

ইতিহাসে বিরল। বাংলার মধ্যে চট্টগ্রামে মুসলমানদের শিক্ষার হার প্রসারিত রূপে অগ্রগণ্য। আর চট্টগ্রামের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম অপরাপর গ্রাম থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চুনতি মাদ্‌রাসার আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে তৎকালীন চুনতির শিক্ষা দীক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা জরুরি মনে করে সেকালের চুনতির শিক্ষা দীক্ষার উপর সম্যক আলোচনা দাবি এড়ানো অসম্ভব। ১৯৫১ সালের জাতীয় সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী চুনতি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শিক্ষিত গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষভাগে গৌড় থেকে চুনতি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন হযরত সূফি নসরত উল্লাহ খন্দকার। তাঁর পরবর্তীতে তাঁরই দুই সন্তান, শাহ্ শরীফ, শাহ্ আবু শরীফ (ওফাতঃ ১৫৪৫ মঘী) এবং আরকান হতে হিজরত করে আসা সূফি মুহাম্মদ মুকীম আল্ মুযাহিদ (ওফাতঃ ১৭৬০ খ্রিঃ) এ তিন পবিত্র আত্মার সংমিশ্রণে অত্র এলাকায় শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। তাঁরা মক্তব প্রতিষ্ঠা করে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

উল্লেখ্য যে, তখন এ সকল মক্তবে ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষার পাশাপাশি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ফার্সি, আরবি, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেয়া হত। সূফি মিয়াজী পরিবার ও ফারুকী বংশের ইতিহাস লেখক, জনাব ওহীদ উদ্দীন আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সূফি মুকীম আল মুযাহিদ ১৭১০ সালে আরকান হতে হিজরত করে বর্তমান আধুনগর সূফি মিয়াজী পাড়ায় বসতি গড়েন এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফার্সি এদেশের সরকারি ভাষা ছিল। তাই এ অঞ্চলে ফার্সি চর্চা ছিল বেশী। হযরত শাহ্ আবু শরীফ শেখ আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস নামে এক যুবককে বাঁশখালীর বাণিগ্রাম থেকে চুনতি নিয়ে আসেন। শেখ আব্দুল্লাহ উক্ত সূফিদের প্রভাবে অচিরেই শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন এবং মিয়াজী/মিরজী খান্দান থেকে বিয়ে করেন। তাঁর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার দূরদর্শিতা দেখে তাঁর হাতেই শিক্ষাগার মক্তবের সমস্ত কার্যভার ন্যস্ত হয়। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও জীবন যাপনের মানোন্নয়নের উভয়বিদ শিক্ষা প্রচলন করেন। শেখ আব্দুল্লাহর পুত্র আবদুর রহমানও একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও ক্বারী ছিলেন। তাঁর দরসগাহ্‌তে সূদুর হারবাং থেকে ছাত্ররা এসে ভর্তি হতো। একজন প্রথিতযশা ক্বারী ও মুয়াল্লিম হিসেবে তাঁর খ্যাতি স্বল্প সময়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য পূর্ণদ্যোমে সাহায্য সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ক্বারী আবদুর রহমানের ওফাতের পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা আবদুল হাকিম (১৭৮০-১৮৭৯/৮৩) পিতার এ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষে পরিণত হন। তাঁর বিজ্ঞ শিক্ষা দীক্ষায় এ এলাকার বহুসংখ্যক আলিম-উলামা সিদ্ধ দরবেশে পরিণত হন। কলকাতা মাদ্‌রাসায় পড়াকালে হযরত ইসমাঈল শহীদের শিষ্য হিসেবে সৈয়দ আহমদ শহীদের সাথে তাঁর পরিচয়। তাঁর নিকট হতে আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভ করে খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর জিহাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনী লিখক গোলাম রাসুল মেহেরও মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে, মাওলানা আবদুল হাকীম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে "সাইদুর" যুদ্ধে আহত হন। ১৮৩১ সালে তিনি বালাকোট যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। সূফি নুর মোহাম্মদ নিজামপুরী ও মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ.) উভয়েই তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রত্যেকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মাওলানা আবদুল হাকীম উত্তর প্রদেশের জজ বা বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ বড় লাট উইলিয়াম বেন্টিংক ফার্সির স্থলে ইংরেজী চালু করলে এবং শরীয়া আইন রহিত করলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। পড়াশুনা ও পবিত্র কুরআন কপি করে জীবনের বাকী সময় অতিবাহিত করেন।

ব্রিটিশদের আগে ৫৫০ বছর মুসলমানগণ এ দেশ শাসন করেন। তখন থেকেই শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম এডামের "রিপোর্ট অন ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন

বেঙ্গল এন্ড বিহার" এ চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের বিশদ বিবরণ রয়েছে। তিনি এসময়ে চট্টগ্রামে বহু শিক্ষা নিকেতন থাকার কথা স্বীকার করেছেন। ১৮৭৪ সালে চট্টগ্রামে সরকারী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, চুনতিতে বেসরকারী পর্যায়ে মাদ্‌রাসা ছিল। চুনতির আদি পুরুষ ইব্রাহীম খোন্দকার এর পুত্র আবদুর রশীদ তালুকদার মোগলদের জায়গীরদার ছিলেন এবং এখানে শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন। বিদ্যা সাধনা এখানকার সু-প্রাচীন ঐতিহ্য। ইংরেজ শাসন পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে এখানকার শিক্ষা প্রধানত ধর্মভিত্তিক তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। মুসলমানদের জন্য মক্তব মাদ্‌রাসা, হিন্দুদের জন্য টোল, পাঠশালা চতুষ্পটি এবং বৌদ্ধদের জন্য কেয়াং বা বিহার ছিল পঠন পাঠনের কেন্দ্র। আঠার শতকের মধ্য ও শেষভাগে চট্টগ্রামে দুইটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত, এছাড়াও সর্ব ভারতীয় নাম করা প্রতিষ্ঠান সমূহে চট্টগ্রামের ছাত্রদের চমকপ্রদ রেজাল্ট সর্ব ভারতের জন্য ঈর্ষনীয় ছিল।

এ সমস্ত ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে আপন পাঠ সমাপ্ত করে নিজ এলাকায় হালকায়ে দারস প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আলো বিতরণ করতেন। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামিদ উল্লাহ খান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আহাদীছুল খওয়ানীন" এবং চট্টগ্রামের আরো ইতিহাস লেখকগণ খ্রিস্ট্রিয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, হযরত মাওলানা আবদুল হাকীমের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে চুনতি গ্রামে শিক্ষার যথেষ্ট প্রাগ্রসরতা ছিল এবং তাঁর পিতার একখানা উচ্চমানের মক্তব ছিল। যেখানে দূর দূরান্ত হতে এসে বহু ছাত্র পড়াশুনা করতো। অধিকন্তু চুনতি গ্রামে জনবসতি ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস মাওলানা আবদুল হাকিমের জন্মেরও প্রায় এক শতাব্দী আগের। সুতরাং পুরো একটি শতাব্দী চুনতির মতো এলাকায় একটা প্রতিষ্ঠান থাকবে না বা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে এটা মনে করার সংগত কোন কারণ দেখি না। বন্দর শহর চট্টগ্রাম ও প্রান্তসীমা কক্সবাজার সৈকতের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত মনোরম ছায়া ঘেরা অনুচ্চ টিলা ও সমতলের চমৎকার সমাহারে গঠিত অপূর্ব এই ভূমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিহীন ছিল এটা মানার কোন যুক্তি দেখিনা। ইতিহাস লিখিত না থাকা এবং ইতিহাস না থাকা এক বিষয় নয়। কেননা ইতিহাসের উপাদান শুধু মাত্র লিখিত পান্ডুলিপি নয়। মোগল অধিকৃত (১৬৬৫ খৃঃ) দোহাজারী মুন্সেফবাড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল চুনতি গ্রাম। মোগল গণ মনসবদারদের অধীনে সিকদার নিয়োগ করতেন। এলাকার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতদেরকেই একাজে নিয়োগ দেয়া হতো। মনসবদারদের ১/৪ অংশ পেতেন বলেই এরা সিকদার। চুনতির বিখ্যাত আব্দুল গণি সিকদার ও তার ভাই কালা সিকদার এবং তাঁদের বংশের লোকজন শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের বংশে শুকুরআলী মুন্সেফ (রহ.) আবদুল আলী দরবেশ (রহ.) খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান (রহ.) প্রমুখ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং চুনতি শিক্ষা কার্যক্রমের যে ধারা চলে আসছিল তার সাথে চুনতি মাদ্‌রাসার ইতিহাসকে যুক্ত করে তার প্রতিষ্ঠাসন ১৮১০ বলা হলে তা অত্যুক্তি হবার কিছু নেই। ১৯৬২ সনের রোয়েদাদ থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সকল রোয়েদাদ ও লিখনীতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১০ সাল উদ্ধৃত হয়ে আসছে। যাঁরা এর প্রবক্তা সবাই মাদ্‌রাসা পরিচালনার সাথে জড়িত প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। অধিকন্তু ১৯৩৭ সাল তাদের খুবই নিকটবর্তী সময়। সুতরাং এরা এর ইতিহাস না জানার কথা নয়। মাদ্‌রাসার মনোগ্রামও একটি বড় দলিল। এ মনোগ্রাম যারা বানিয়ে ছিলেন নিশ্চয় তাঁরা অথরিটি ছিলেন। তাঁরা তথ্য উপাত্ত ছাড়া অলিক কিছু নিশ্চয় করেননি। যে কোন যুগের মনীষীদের তাদের ১০০ বছর আগের ইতিহাস নখদর্পণে থাকা খুবই স্বাভাবিক। অধিকন্তু একটা তথ্য একবার যখন ইতিহাসে স্থান পায়, তা মুছে ফেলা কঠিন।

১৮৩২-৪০ খ্রিস্টাব্দে বড় লাট এ্যালেনব্যুরো ডেপুটি কালেকটর পদ সৃষ্টি করেন এবং প্রথম ধাপেই চট্টগ্রামের ৩ জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এ পদ অলংকৃত করেন। এক শেখ আবদুল্লাহর পুত্র হামিদ উল্লাহ খান দুই

গারাঙ্গীয়ার আবদুল হামীদ। তিনি চুনতির নাছিরুদ্দীন খান (১৮২৫ সালে সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেন) ব্রিটিশদের চরম মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের সময় মুসলমান হিসেবে এক এলাকায় এতজন সরকারি উচ্চ পদে চাকুরী পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এ থেকে অনুমেয় যে, তখন এ এলাকার শিক্ষা-দীক্ষায় প্রসারতা কতটুকু ছিল।

১৮৮৩ সালে মাওলানা আবদুল হাকিমের বড় ছেলে জজ ওজীহুল্লাহ খান সামী ইন্তেকাল করেন। তিনি সৈয়দ আমির আলীর ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থ হিদায়ার উর্দু অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। নিজ এলাকার একটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি আজীবন লালন করেন এবং একাজের জন্য প্রচুর টাকা গচ্ছিত রেখে অকালে ওফাত পান। তাঁর ওফাতের পর তারই পুত্র ফৌজুল কবির খান (মন্নুমিয়া) পিতার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী পিতার নামে সামীয়া মাদ্‌রাসা নাম দিয়ে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

'সামী' যেহেতু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ফান্ড রেখে যান, সেহেতু পরবর্তীতে তাঁর পুত্র এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকারীগণ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) এর নাম না দিয়ে তাঁর নামেই মাদ্‌রাসার নাম দেন। এখান থেকে ইতিহাস বর্তমান সময় পর্যন্ত খুবই স্পষ্ট। শুধু ১৮৮৩ সালের পূর্বের ইতিহাস যেহেতু ধারাবাহিকভাবে লিখিত হয়নি, তাই এ সময়কার ইতিহাস নিয়ে কিছুটা ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত ফৌজুল কবির খানের চারটি রোজ নামচায় (ডায়েরি) সামীয়া মাদ্‌রাসার আগের পরের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। জনাব তাহের আহমদ খান (১৮৯৯-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত চুনতি গ্রামের আদিকথা, মাওলানা ফৈয়াজুর রহমানের (১৮৭৫-১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) স্ব-হস্তে লিখিত বার্ষিক রোয়েদাদ ও কবিতায় এ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। জনাব মাহবুবুর রহমান সাব রেজিষ্ট্রারের কাছে আবদুচ্ছোবহান খানের লিখিত চিঠিও এক্ষেত্রে একটি দলিল। মাওলানা আবদুল হাকিম সাহেবের শৈশব কালে চুনতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার ব্যাপারে উল্লেখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়। কিছু প্রশ্ন থাকে, তিনি নিজে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন কিনা? না তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠানকে তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে? ১৮১০ সালে মাওলানা আবদুল হাকিমের বয়স ১০/১৫ বছর। তিনি বালা কোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা কলকাতা মাদ্‌রাসায় পড়তে যাওয়ার আগে নিজ এলাকায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর জন্ম তারিখ নিয়েও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে ১০/১২ বছরের এক বালকের পক্ষে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় সূদুর কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তাঁর জন্ম আরো আগে। সামীয়া মাদ্‌রাসা ১৮৮৪ সালে বর্তমান মাদ্‌রাসা পাহাড়ের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। সেখানে আলিম পর্যন্ত পাঠদান করা হতো। ১৮৯৭ সালে প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ে মাদ্‌রাসাটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলে বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের দহলিজে কোন রকম পাঠদান অব্যাহত থাকে। ১৯০১-১৯০৫ সালে মাওলানা আবদুল হাকিমের পুকুরের পূর্বপাড়ে মাধ্যমিক মানের একটি মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। এ মাদ্‌রাসার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ফৌজুল কবির খান ও জনাব মুন্সী খায়েরুল্লাহ অন্যতম। পরবর্তীতে মাদ্‌রাসাটি ১৯২৪-২৬ সালে ইউসুফ মাওলানা সাহেবের টিলায় (যেখানে বর্তমান শাহ্ মঞ্জিল) স্থানান্তরিত হয়। জনাব মাহবুবুর রহমান সাব রেজিস্ট্রার সহ অনেকেই এ মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মাদ্‌রাসাটির অবস্থা এক কোণে এবং জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় হওয়াতে ছাত্ররা যেতে অনীহা দেখায়, ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে মুন্সেফ বাজার তেলশারিয়া পুকুরের পূর্বপাড়ে (সমিতি ঘরে) স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৭-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জনাব মাহবুবুর রহমান সাব রেজিস্ট্রারারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং জেলা বোর্ডের রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। তৎকালে এ মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল মালেক (মাওলানা আবদুল হাকিমের পৌত্র), বড়হাতিয়া নিবাসী মাওলানা আহসানুজ্জামান, চরম্বার মাওলানা ইয়াকুব ও চুনতির মাস্টার সিরাজুল হক প্রমুখ। প্রচুর আরকানী সহ এ মাদ্‌রাসায় অনেক ছাত্র

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছিল। স্থান সংকুলান না হওয়ায়, তদুপরি ইহা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় ইহা স্থানান্তর অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠে। ফলে চুনতি মুন্সেফ বাজারে সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয়। এ সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন, জনাব মাওলানা আবদুল গণি (রহ.) জনাব কাজী ফৈয়্যাজুর রহমান খান, (রহ.) জনাব হযরত মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.) (কোষাধ্যক্ষ) জনাব খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান, জনাব ডেপুটি মোস্তাফিজুর রহমান খান (রহ.) জনাব হাকিম তাফাজজলুর রহমান খান প্রমুখ। জনাব মাওলানা হাজী সৈয়দ আহমদ (রহ.) (শাহ্ সাহেব কেবলার আব্বাজান) বর্তমান মাদ্‌রাসা পাহাড়ে মাদ্‌রাসা স্থানান্তরের প্রস্তাব দিলে সবাই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন। এ জমির বন্দোবস্তি ছিল জনাব এস্তেফাজুর রহমান খানের নামে। তাকে এ প্রস্তাব অবগত করানো হলে তিনি সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করেন এবং উক্ত জায়গা মাদ্‌রাসার নামে ওয়াকফ করে দেন।

জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খান মাদ্‌রাসা ঘরের টিনগুলো নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দেন। খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান ও মাওলানা আবদুল গণি (রহ.) প্রমুখ প্রচুর আর্থিক সহায়তা দেন। সে অনুসারে ১৯৩৭ সালে বর্তমান মাদ্‌রাসার স্থানে ফাজিল পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শুরু হয় এবং খুব দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড হতে একটি ফাজিল মাদ্‌রাসা হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭ সাল থেকেই এ মাদ্‌রাসার নামের সঙ্গে হাকিমিয়া শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। মাদ্‌রাসার এ অধ্যায়ে শাহ্ মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.) (ওফাত- ১৯৪৪) বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তিনি চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দারুল উলুম মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা এবং ত্বরিকতের এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ভারতের হযরত হামেদ হাসান আজম গড়ী (রহ.) তার পীর ছিলেন। চুনতি মাদ্‌রাসা পুনঃ স্থাপিত হবার পূর্ব থেকেই এখানকার ছাত্রদের নিজের তত্ত্বাবধানে শহরে নিয়ে গিয়ে উচ্চতর লেখাপড়ায় সহায়তা করতেন। জনসাধারণে তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ, আরাকান সহ পুরা হিত্তায়ে বাঙ্গালে তিনি এককভাবে হুজুর হিসেবে এবং চুনতি মাদ্‌রাসা হুজুরের মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি তরিকতের সফরে আরকানে গেলে সেখানে মাদ্‌রাসার জন্য কালেকশন করতেন। তাঁর প্রচারের কারণে বহু আরকানী ছাত্র এখানে লেখাপড়ার জন্য আসত এবং তাঁর বহু ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাও করতেন। বিশেষ করে মাওলানা সৈয়দ আহমদ আরকানী দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.) এর ওফাতের পর জনাব তাহের আহমদ খান মাদ্‌রাসা দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। ১৯৪৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের প্রাণ পুরুষ হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) (ওফাত-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) চুনতি মাদরাসার পৃষ্ঠ পোষকতা গ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা পরিচালনার জন্য বিশাল অংকের অনুদান দিতেন। চুনতির অপর সিদ্ধ পুরুষ আশিকে রাসুল (দ.) হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) (১৯০৮-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) জনাব মাওলানা শামসুল হুদা খান ছিদ্দীকি (রহ.) (১৯০৬-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) মাদরাসার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। ১৯৭০-১৯৭১ সালে হযরত শাহ সাহেব কেবলার উদ্যোগে প্রথমে কামিল ক্লাশ শুরু হয়। কিন্তু দেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে পুনরায় হযরত শাহ সাহেব কেবলার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক পৃষ্ঠ পোষকতায় ১৯৭৬ সালে পুনরায় চালু হয়ে অদ্যাবধি অত্যন্ত সূচারুরূপে বিদ্যমান আছে। এ পর্যায়ে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর নামোল্লেখ করছি। সর্ব জনাব মাওলানা আবদুছোবহান, আমিরাবাদ (ওফাতঃ ১৯০৬-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা নুরুল হোছাইন চুনতি (১৯০৬-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা ফজলুল্লাহ, সাতকানিয়া (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের, চুনতি (ওফাতঃ ১৯২২-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা হাবিব আহমদ, চুনতি (ওফাতঃ ১৯১২-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা শফীক আহমদ, চুনতি। মাওলানা মুফতি ইব্‌রাহীম চুনতি (ওফাতঃ ১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা আবদুল বারী, মহেশখালী।

মাওলানা গোলাম কাদের, মইশামুড়া, সাতকানিয়া মাওলানা আবুল হাশেম শেরে খোদা, সাতকানিয়া, মাওঃ

Ghumati.com
Pioneer in village based website

মীর গোলাম মোস্তফা, সাতকানিয়া, (১৯১১-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা মুহাম্মদ আমীন, সাতকানিয়া (২০০১ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা কামালুদ্দীন মুসা খতিবী, কলাউজান (১৯৩৪-১৯৯৩), মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, জিরী পটিয়া, (১৯২৩-২০০০ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা আমিন খান রিজভী, চট্টগ্রাম (১৯২১-২০০২ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা আহমদ উল্লাহ, কলাউজান, (ওফাতঃ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা মোজাফ্ফর আহমদ, পদুয়া (১৯০৪-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা আবদুন নুর ছিদ্দিকী, চুনতি (১৯২৪-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা জামালুদ্দীন ইউসুফ, কলাউজান, (ওফাতঃ ১৯৬৫) মাওলানা নুরুল কবির নদভী, সাতকানিয়া (১৯৭০ দশকে ওফাত পান) মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন খাকী (ওফাতঃ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) মাওলানা জিয়াউল হক, চুনতি। মাওলানা রশিদ আহমদ, চুনতি। মাওলানা আকবর আলী, বারবাকিয়া প্রমুখ।

মাদরাসার আজীবন পৃষ্ঠ পোষক ও শুভানুধ্যায়ী যারা ইতিমধ্যে গতায়ু হয়েছেন তাদের কয়েকজনের নামোল্লেখ করা গেল। সর্ব জনাব শাহ মাওলানা ফজলুল হক (রা.) মাওলানা তাফজজলুর রহমান (রা.) মাওলানা জিয়াউল হক (রা.) মাওলানা তাহের আহমদ খান (রহ.) মাওলভী সৈয়দআহমদ (রহ.) হাকিম মুনির আহমদ (রহ.) মাওলানা কাজী ফৈয়্যাজুর রহমান খান (রহ.) মাওলানা বশির আহমদ (রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ দানিশ (রহ.) মাওলানা আবদুল সুবহান খান (রহ.) মাওঃ শাহ মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.) মাওলানা ইসমাঈল (রহ.) মোস্তাফিজুর রহমান খান (রহ.) এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান (রহ.) এস্তফাজুর রহমান খান (রহ.) মাওলানা ইজহার হোছাইন ছিদ্দিকী, মাওলানা মুসলিম খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো বহু দেশবরেণ্য উস্তাদ ও পরিচালকদের দক্ষ ও যোগ্য পরিচালনায় মাদ্‌রাসার উন্নতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতেই চলেছে। উল্লেখ্য যে, এখানে শুধুমাত্র পরলোকগত কতিপয় শিক্ষককেই শামিল করা হয়েছে এ স্বরণিকায় যেহেতু তাঁদের নিয়ে আলাদা প্রবন্ধ আছে তাই বিস্তারিত বর্ণিত হলনা।

চুনতি মাদ্‌রাসা দক্ষিণ পূর্ব বাংলার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পিছনে ক্বাবেলিয়াতের চেয়ে মাক্ববুলিয়াত-ই বড় নিয়ামক ছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের নিষ্ঠা ও পরিচালকদের ঐকান্তিকতা, শিক্ষকদের দক্ষতা। ছাত্রদের অনুপমতায় আজ দেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। এ মাদরাসার বহুমূখী বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করলে পৃথক আরেকটি প্রবন্ধ হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানকার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম নজর কাড়ার মতো ছিল। এ মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের উদ্যোগে পরচমে ইসলাম, আজাদিকাশ্মীর ঈমান, নাটিকার সফল মঞ্চায়নে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ছাত্রদের খেলাধুলা শারিরীক কসরৎ দেখার জন্য দর্শকদের ভীড় লেগে থাকত। বিশাল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। কওমী আলীয়ার সুন্দর সংমিশ্রণ ছিলো। কখনো কোন প্রকার বাড়াবাড়ী পরিলক্ষিত হতনা। মু'তাদিল ফিকহে হানাফীকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। তাই এ বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে আজ চারদিকে মতোয়ারা। শিক্ষা, ব্যবসা, সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা, সমাজ ও দেশের কর্তা দ্বীনের দায়ী ও মুজাহিদ তৈরীতে এ মাদরাসা তার বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ মাদরাসার প্রাক্তণ ছাত্রগণ আজ শুধু দেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব-প্রতিষ্ঠিত এবং মাদরাসার আলমবরদার হিসেবে মাদরাসার পরিচিতি আজ সব জায়গায় তুলে ধরছে। প্রাক্তনদের সংগঠন আঞ্জুমানে তোলবায়ে সাবেক্বীন আজ সুদীর্ঘ কাল ধরে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এ রকম সংগঠন দেশের অন্য প্রতিষ্ঠানে এত দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা সন্দেহ। নিশ্চয় ইহা অত্র মাদরাসার মকবুলিয়তের এক স্পষ্ট নমুনা। হাজারো চড়াই উতরাইয়ের পরও আঞ্জুমন দাঁড়িয়ে আছে। পরিশেষে অতীতের চেয়ে ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বলতর হউক, মৌসুমি খরা যেন বাগানকে উজাড় করতে না পারে। মালিরা যেন সজাগ থাকেন এর ইতিহাস যেন আরো সমৃদ্ধ হয় এ ফরিয়াদ করে শেষ করলাম।

রুহু রুহেল*

শিক্ষার ঐতিহাসিকতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির নন্দিত এক বিশ্ব চুনতি মাদ্‌রাসা

সময় ও কালকে স্পর্শ করে শিক্ষার গতিময় তরঙ্গে যে অভিঘাত তৈরি করেছিল ইউরোপের গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ শতকের সময় প্রেক্ষণে, দার্শনিক এ্যারিস্টটলের ছায়াঘেরা সেই বিদ্যায়তনের নাম ছিল 'লাইসিয়াম'। এই লাইসিয়ামই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের প্রথম সোপান হিসেবে, আজও স্বীকৃত সত্য ও স্মরণ্য দলিল। আমরা জানি এ্যারিস্টটল ছিলেন দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র, আর প্লেটো ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। এই তিনজনই জ্ঞান বিশ্বের পূজনীয় ব্যক্তিত্ব। এই ত্রয়ী সত্তার শেষের জনকে অর্থাৎ এ্যারিস্টটলকে বলা হয় "Father of Everything" যদিও অংক বিষয়টিই শুধু তার কাছে অপছন্দনীয় বিষয় ছিল। তাঁর সৃষ্ট এই লাইসিয়ামই প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অনন্য স্মারক।

আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজে শিক্ষার আদিভূমি হচ্ছে গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্‌রাসা কেন্দ্রিক। এভাবে আরো স্মরণ্য প্রাচীন ভারতের কোটিলীয় অর্থ শাস্ত্রের কথা যার শিক্ষাশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ধারণ করে আজো আমাদের শিক্ষা চিন্তার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ভূমিকার নমস্য সারথি।

ভারত উপমহাদেশের শিক্ষার ইতিহাস অনেকের কাছে সুখকর নয়। ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার বহুপূর্বে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকেই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হত। অখণ্ড ভারতে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় মেলে।

১) প্রচলিত আর্য বা হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা
২) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা
৩) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা।

আর বাংলাদেশের সেই শিক্ষা চিন্তাটাও সুদীর্ঘত্ব ধারণ করে নেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য সত্য যে, এদেশে আরব বণিক এসেছে, পর্তুগিজরা এসেছে (১৪৯৮ ভাস্কো দা গামা), ওলন্দাজরা এসেছে, ফরাসীরা এসেছে, ইংরেজরা এসেছে সর্বশেষে। এদের আগমনী পরিক্রমায় বিশেষত আরবীয়রাই ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে ধর্মীয় কর্মক্রিয়ায়। যার কারণে রাঢ় বঙ্গ, বরেন্দ্র অঞ্চল, সুম্মতট (সমতট) এবং হরিকেল এর মৃত্তিকাজাত

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় রত।

Ghunati.com Pioneer in village based website

সন্তানরা সহজেই ধর্মান্তরিত হয়েছে ইসলামের মহান আলোয়। এই অঞ্চলগুলোর মধ্য হতে বাবুল ইসলাম নামে খ্যাত চট্টগ্রামই ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল্যে ভাস্বর। অর্থাৎ হরিকেলের তটরেখায় অঙ্কিত হয়েছে ইসলামের একত্ববাদের শরিয়ত ও তরিকতের পরম্পরাগত প্রচল প্রথা।

এ কথা আমাদের জানা আছে যে, মধ্যযুগে সুদীর্ঘ সময় শাসন করেছে মোঘলরা। যারা মুসলিম ছিল, ভাষা যাই হোক, আরবি ফার্সির প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিল। বিশেষ করে ফারসি ভাষাটিই তাদের রাজ ভাষা ছিল। এই ফারসি ভাষার প্রভাব উপমহাদেশে যে কয়টি দেশের উপর সর্বাধিক পড়েছিল তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যার কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতার প্রধান চার ব্যক্তিত্ব ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ড. সুকুমার সেন। বহু ভাষার মধ্যে ফারসি ভাষাটিও ভালভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। ফলে ইতিহাস রচনা তাদের জন্য সহজ হয়েছিল। ফারসি ভাষার প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সংগৃহীত লোক সাহিত্যের যে বিশাল ভান্ডার পুঁথি সাহিত্য, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, খনার বচন, লোক গীতিকা তথা বা লোকজ উপাদান আছে সব শ্রেণীতে ঐ ফারসি ভাষার প্রভাব দুর্লক্ষণীয় নয়।

তাদের কর্মময় চিন্তার এই সব ফসলগুলো আজ আমাদের জাতি তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের প্রধান ও অনন্য সম্পদ হিসেবে প্রতিভাত হবে এবং হতে বাধ্য তা সবার কাছেই প্রবলভাবে অনুমেয় বৈকি। এ সম্পদগুলো যারা সৃষ্টি করেছেন তারা বহমান বাংলার জন মানুষ। গ্রামীণ জনপদের এই মানুষগুলো এ ধরনের সৃজনীক্রিয়ায় যে অমিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাদেরকে আমরা অনেকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী আখ্যা দিয়েছি, নিরক্ষর আখ্যা দিয়েছি, আসলে তারা উচ্চ শিক্ষিত না হতে পারে একেবারে অশিক্ষিত বলা যৌক্তিক হবে না। এভাবে বিচার্য চিন্তায় এই সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি যে সমগ্র ভূমি বাংলার জনপদে শিক্ষার আলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না পৌঁছলেও কিছু কিছু অঞ্চল শিক্ষার মহতী আলোয় প্রকীর্ণ হয়েছিল তা আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ সুন্দর প্রামাণিক আকর।

কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সনে তারও পূর্বে ইউরোপীয়রা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা ও চিন্তার মার্গভূমি ধারণ করে কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৮১ সনে। ১৮০১ সনে বাংলা বিভাগ চালু করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফলে এদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির মৌল প্রান্ত অনুধাবন করতে পেরেছিল। এর পর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির এই উদ্যোগ, ইউরোপিয়ানদের মনে যাই থাকুক, রাজনৈতিক হোক বা ধর্মীয় তা মূলত বাংলার জনপদের মানুষের কল্যাণ বয়ে এনেছে।

এই কল্যাণ ইউরোপীয়রা যেমন সৃষ্টি করেছিল তেমনি এদেরও বহুপূর্বে আরবভূমি হতে প্রত্যাগত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা, মোগল সম্রাটরা, এতদঅঞ্চলে বহুবিধ কারণে অবস্থান করায় শিক্ষার আলো ছড়িয়েছে গ্রামান্তরের জনপদে বাংলার মানস চিন্তায় ধর্মীয় ভাবনা গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত বিধায় প্রাতিষ্ঠানিক আমেজে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়ে যায় জনভূমি এই বাংলায় যা মাইকেল এডামের কাছে অজানা ছিল বিধায় তার শিক্ষা রিপোর্টে অর্ন্তভুক্তি করতে ব্যর্থ হন অনেকাংশে। তেমনি একটি শিক্ষিত জনপদের নাম চুনতি গ্রাম। বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণের প্রান্তবর্তী এক জনপদের পবিত্র এক নাম। ব্রিটিশদের উপনিবেশিক সময়কাল হতে সবচেয়ে শিক্ষিত এক গ্রামের নাম। এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছায়া সুনিবিড় পাহাড় বেষ্টিত, সবুজাভ পেলবতার এক মায়াচ্ছন্ন পরিবেশে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা চুনতি হাকিমিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা ১৮১০ সনের এক শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠার যাত্রা সূচিত হয়। যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)। তিনি গাজিয়ে বালাকোট হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং ইতিহাসের এক অনিন্দ্য সাক্ষী।

১৮৩১ সনে ভারত উপমহাদেশে হাজারা জেলার বালাকোট স্থানে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভি

রহঃ শিখদের সাথে যে যুদ্ধ করেছিলেন সেই যুদ্ধে গৌরবী অংশীদার ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহঃ)। তাঁর পবিত্র এই স্মৃতি ধন্য প্রতিষ্ঠান ২০১০ সনে ২০০ বছরের মাইল ফলক স্পর্শ করায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি "আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন ও এতদ অঞ্চলের মান্যবর ব্যক্তিত্বদের সমবেত উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে এক সুন্দর সুশৃঙ্খল মহিমাপূর্ণ অনুষ্ঠানের। যাকে ২০০ বছর পূর্তি উৎসব বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ, এই আনন্দ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্রকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে হৃদয় নিংড়িত আকুলতায়। ছাত্ররা আজ অতি আনন্দে উদ্বেলিত। শিহরিত ও সতত প্রণোদিত উতরোল কলরোলে।

চুনতির অবস্থান

ভারতবর্ষের অন্যতম মোগল সম্রাট জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবরের প্রপৌত্র শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) (মৃত্যু ১৬৬৬) ১৬৫৭ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো সিংহাসনের দাবিদার হলে তার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব মেনে না নিয়ে ভাই শাহ সুজাকে প্রণোদনা দিয়ে (১৬৩৯-১৬৬০) সনে নিজেকে বাংলা অঞ্চলের সুলতান ঘোষণা দিয়ে বসেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ সন্তান উভয়ই এ ঘোষণায় বিদ্রোহ হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের রাজকীয় বাহিনীকে বাংলা মুক্ত করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন ফলে শাহ সুজা retreat বা পিছু হটতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময় পরিসরে আওরঙ্গজেব এর সখ্যতার প্রস্তাব গ্রহণ না করে ভারত উপমহাদেশের উত্তর প্রদেশের খাজওয়া প্রান্তর থেকে বিতাড়ন খেয়ে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে আওরঙ্গজেবের নিয়োজিত সুবেদার মীর জুমলার তাড়া খেয়ে ১৬৬০ সনে চট্টগ্রামের (তদানীন্তন ইসলামাবাদ) দক্ষিণ পূর্বে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থী হন। শাহ সুজা আরাকান যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজারের মাঝামাঝি পাহাড় বেষ্টিত অরণ্যের নিসর্গ প্রতিম এক সুউচ্চ টিলা কেন্দ্রিক মনোরম স্থান আবিষ্কার করে সুচিহ্নিত করে যান যে জায়গাটি, সে জায়গাটিই আজ চুনতি নামে পরিচিত সূত্রসিদ্ধ আবহমান এই বাংলাদেশে দক্ষিণ চট্টলার প্রান্তসীমায় অবস্থিত কক্সবাজার জেলার শুরুর পূর্ব ইউনিয়ন এই চুনতি, শব্দটি চুনিদাহ ফারসি শব্দ হতে উদ্ভূত যার অর্থ করলে সুচিহ্নিত বোঝায়।

পরিচয়

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই এই দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যার নামে প্রতিষ্ঠিত তিনি কে ছিলেন সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করতে চাই। মাওলানা আবদুল হাকিম (রহঃ) চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮০ হতে ১৭৯০ সনের সময় পরিসরে তিনি টিপু সুলতানের পুত্র সুলতান শুকরুল্লাহর সন্তানদের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় সে সময় একজন উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী ছিলেন আর তাই রাজ পরিবারেও সমাদৃত হন সসম্মানে। উনার বয়স তখন ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে ধরে নেয়া হয়। মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) এর পিতা ছিলেন ক্বারী আবদুর রহমান। পিতার প্রতিষ্ঠিত উন্নতমানের মক্তবে তার লেখাপড়ার সূচনা। উচ্চ পর্যায়ের লেখাপড়ার জন্য কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় (১৭৮১) যান এবং সেখানে হযরত ইসমাঈল শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই সূত্র ধরে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। জেহাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন গৌরবদীপ্ততায়। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনীকার গোলাম রসূল মেহের ও মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী উভয়ই উল্লেখ করেছেন মাওলানা আবদুল হাকিম উত্তর ভারতে শিখদের বিরুদ্ধে সাইদুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আবার ১৮৩১ সনে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জিলার বালাকোট নামক স্থানে যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ ৬ মে তারিখে সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধের মহান গর্বিত অংশীদার ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ)। সে জন্য তাকে গাজিয়ে বালাকোট হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ও মাওলানা

chunati.com Pioneer in village based website

করমত আলী জৈনপুরী উভয়ই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

তার কর্মজীবন প্রথম দিকে পরিচালিত হয় জজ বা বিচারপতি হিসেবে। কিন্তু বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিংক শরিয়া আইন তুলে নিলে এবং ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালুর বিধিবিধান জারি করলে হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি ত্যাগ করে স্বগ্রাম জন্মস্থান চুনতিতে ফিরে আসেন। ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চাও করতেন এবং কুরআন শরীফও কপি করতেন। ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান তার কাব্য চর্চা সম্পর্কে বলেন-

A first grade a sufi mystic and a person of dedicated heart. He also wielded his pen to compose poetry of considerable beauty.

তার কর্মময় জীবন আধ্যাত্মিকতাকে ধারণ করে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারেরও নন্দিত প্রান্ত স্পর্শ করেছে বহুমাত্রিক আলোয়।

এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যস্নাত হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির স্বর্ণময় হাতকে যারা প্রসারিত করেছিলেন তাদের মধ্যে, যাঁদের নাম এখনো ভাস্বরিত হয়ে আছে প্রোজ্জ্বল্যে, তাঁরা হলেন হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা ফজলে হক (রহ.) এবং অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.) এবং ১৯ দিন ব্যাপী সীরতুন্নবী (স.) এর প্রবর্তক আশেকে রাসুল (স.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) যাঁর একান্ত সদিচ্ছা ও প্রেরণাময় কর্মতৎপরতায় কামিল শ্রেণী তথা এম.এ শ্রেণীর কার্যক্রম চালু করা হয় অর্থাৎ হাদিস পড়াবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আরো স্মরণ্য যাঁদের নাম শাহ সূফি মাওলানা মোহাম্মদ আখতর (রহঃ), খান বাহাদুর মোহাম্মদ হাসান, শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার, মরহুম এন্তেফাজুর রহমান খান, হাকিম মাওলানা তফজ্জলুর রহমান (রহ.) এবং বর্তমানেও যিনি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর হযরত শাহ সূফি মাওলানা কুতুবউদ্দীন যাঁকে বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সাগর) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এ ধরনের প্রমুখ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছেন স্বদেশের নন্দিত চরাচরে, শিক্ষার মহান আলোক ভূমে।

সংস্কৃতির ইংরেজি Culture শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে Cult ল্যাটিন Cultus শব্দটির সাথে সম্পৃক্ত। দুটো শব্দেরই উৎপত্তি ইন্দো ইউরোপীয়র শব্দমূল (Kwel) থেকে।

সংস্কৃতি শব্দটি সম্ + কৃতি যোগ সংঘটিত একটি শব্দ যা বোঝায় সঙ্গে যা কৃত হয়। অর্থ যত কর্ম সংঘটিত হয় স্বজাত ও সমাজগত রূপে সবই সংস্কৃতি। মূলত মানুষের যাবতীয় আচার আচরণ, ব্যবহার চলা কলা, খাওয়া পরা, জীবনধারণের যাবতীয় কর্মক্রিয়াই সংস্কৃতি লগ্নতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 'সংস্কৃতির শুরু সৃষ্টিযজ্ঞ তথা Progoque in Haven এর সাথে। সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি, দর্শন সহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস পারমার্থিক জগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে উচ্চকিত করে।

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের উপর ধর্মের অথবা মানুষের উপর স্বয়ং মানুষেরই (mans influence on himself) প্রভাবের ফলশ্রুতি, বলা যায় সংস্কৃতি হল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট।

আমাদের জাতি সত্তাকে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের সংস্কৃতিকেই জানতে হবে। আমরা যে সমাজে বাস করছি, যে অবস্থানে জীবন অতিবাহিত করছি তার চলা কলা, আচার-আচরণ, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, স্বাদ-আহলাদ অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনধারা সবকিছুই সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোত জড়িত।

আমি যে সমাজের কথা বলতে চাই সে সমাজ বাংলার গ্রামান্তরের এক সুপ্রিয় নাম দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন চুনতি গ্রামের কথা। চুনতি এমনই এক গ্রামের নাম এখানকার জনগোষ্ঠী একই বোধ ও

বিশ্বাসে বেড়ে ওঠা এক জনসমষ্টির নাম। পাহাড় পরিবেষ্টিত এই জনপদের নৈসর্গিক অপূর্বময়তার সাথে একীভূত হয়ে আছে এখানকার জনমানুষের নান্দনিক অভিরুচির এক বৈভবী বহুরূপতা।

চুনতি গ্রামের অধিবাসীদের জীবনধারা বাংলাদেশের অন্য গ্রামের মানুষের জীবনধারার সাথে তেমন একটা বৈপরিত্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিয়ে অনুষ্ঠান একটু আলাদ বৈকি। ছোট বেলা থেকে যখন বেড়ে ওঠছি এই চুনতি গ্রামে, তখন হতেই আমি জড়িয়ে আছি এর নাড়ি নক্ষত্রের সাথে। কারো বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করার একান্ত অভিজ্ঞতা আমারও আছে। যারা একটু বিত্তশালী এবং হৃদয়শালী তারা বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকেই শেরখানি'র আয়োজন করত। এই শেরখানিই চুনতির সভ্য সমাজের এক recreation মূলক আয়োজন যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাত। এই শেরখানি হচ্ছে একধরনের সমবেত কণ্ঠে গীত গান। এই গানগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিয়ে উপলক্ষ্যেই এই গানগুলো রচনা করেছেন এতদঞ্চলের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ। গানগুলি সত্যিই অদ্বিতীয় সত্তাজাত এবং মুগ্ধকারী। ড. শব্বির আহমদ তাঁর এক প্রবন্ধ "Chunati Its Culture And Heritage"- এ উল্লেখ করেছেন-

The People Here Are Innovative By Nature They Are Easeful In Life And Recreative All About It, They Hold Urda-Persian Mushanrah And Participate In It, Nuptial Songs Are Simply Unique And Overwhelming"
এখানকার (চুনতি) জনগোষ্ঠী স্বভাবগতভাবে নবত্বের প্রবর্তয়িতা, স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনে অভ্যস্থ এবং সকলেই বিনোদন প্রিয়। উর্দু ফারসি মোশায়েরার ধারক এবং এতে অংশগ্রহণকারীও। বিয়ের সংগীতগুলো অদ্বিতীয় সত্তাজাত এবং আচ্ছন্ন করে আছে অভিভূত ভাবে।

প্রশ্ন হচ্ছে শেরখানি কি? শেরখানিতে দুটো শব্দ রয়েছে। দুটোই বিদেশি শব্দ "شعرخواند/شعرخوانی"। শের شعر এটি আরবি শব্দ, নাম বাচক পুংলিঙ্গ শব্দ, অর্থ কবিতা বা শ্লোক, আর খানি শব্দের দুটো রূপ ধরে নিতে পারি, একটি হচ্ছে "خوان" (খা'ন) আর একটি হচ্ছে "خواند" খান্‌দ। শব্দদ্বয় ফার্সিজাত। "خوانی" খানি হলে খাঞ্চা বা থালার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বলতে পারি ডালি। আর যদি "خواند" খান্‌দ হয় তবে তার অর্থ হচ্ছে পঠন বা পাঠ। অতএব شعرخوانی (শেরখানি) যদি হয় তাহলে কবিতার ডালি। আর شعرخواند (শের খান্‌দ) হয় তা হলে বুঝাবে কবিতা পঠন। যাই হোক- কবিতার ডালি হোক কিংবা কবিতা পঠন বা পাঠ, মূলত এ শেরখানি হচ্ছে রাতের প্রথম প্রহর হতে ভোরের আগ পর্যন্ত জুনিয়র সিনিয়র ভিত্তিতে সমবেত কণ্ঠে যে গান করা হয় হারমনিয়াম বা তবলা ছাড়া তা-ই হচ্ছে শেরখানি যাকে Nuptial Songs আখ্যা দিয়েছে ডঃ শব্বির আহমদ। আর এ শেরখানি-ই চুনতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতির নন্দিত ঘরানার এক নব প্রান্ত।

চুনতি গ্রামের এই সংস্কৃতি চুনতি মাদ্‌রাসায়ও অনেকটা প্রভাব ফেলে, লক্ষ্যণীয় চুনতি মাদ্‌রাসায়ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- আরবি ভাষায় বিতর্ক, নাটক, মুশায়েরা (কবিতা পাঠের আসর) দেয়ালিকা প্রকাশ এসব কর্মময়তা নৈমিত্তিক ছিল। ছাত্রজীবনের স্বকীয়তাকে প্রমূর্ত করে তোলার জন্য এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মক্রিয়ার নানান আয়োজন ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভাকে প্রকীর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসবের নান্দনিক কর্মে আমার মনে পড়ে মাওলানা আজিজুল হক হুজুর এর নির্দেশনা ও পরিচালনায় ১৯৮৭ সালে মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভার রাতের অনুষ্ঠানসূচিতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে আমি অংশ নিয়েছিলাম সেদিন তাঁর নির্দেশনায় 'আন্‌নজম' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে চুনতি ও চুনতি মাদ্‌রাসা, শিক্ষা সংস্কৃতির নন্দিত এক বিশ্ব বললে অত্যুক্তি হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

মুহাম্মদ সাজ্জাদ খান*

চুনতি এবং চুনতি মাদ্‌রাসার পত্তন, বিকাশ ও বিবর্তন

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম জেলার সর্বদক্ষিণের জনপদ চুনতি। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা-লম্বি বিস্তৃত প্রায় ৬৫ বর্গকিলোমিটার; পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা বাঁশখালি উপজেলা, পূর্বে নয়নাভিরাম পার্বত্য জেলা বান্দরবান, উত্তরে বাণিজ্য কেন্দ্র আধুনগর এবং দক্ষিণে চুনতির প্রান্ত ঘেঁষে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র নগরী কক্সবাজার জেলার সীমানা তোরণ। চট্টগ্রাম হিলট্র্যাক্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ধিক্ষণে অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা বিধৌত অনুচ্চ অথচ বিস্তৃত টিলা-পাহাড়-সমতল সম্মিলিতব্যাহারে উর্বরা ও সুফলা চুনতির মাটির সাথে একাধারে শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, স্বকীয় সামাজিক ঐতিহ্য, ক্রীড়াসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনে বিস্তৃত চুনতির সূর্য্য সন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত অমূল্য ঐতিহ্য ধারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এসব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য অর্জনে এতদাঞ্চলের ২ শতাব্দী প্রাচীন চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সহ অন্যান্য প্রায় অর্ধ ডজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

চুনতি জনপদের নাম ও উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার গোড়া পত্তনের ইতিহাস জড়িত, সুতরাং চুনতি মাদ্‌রাসার পত্তন, বিকাশ ও বিবর্তন আলোচনার পূর্বে চুনতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রাসংগিক।

চুনতি নামের উৎস

'চুনতি বাংলা শব্দ নয়। উর্দূতে এর অর্থ 'প্রশংসনীয়' এবং হিন্দিতে অর্থ দাঁড়ায় 'চ্যালেঞ্জ'। এক প্রাচীন বর্ণনা মতে চুনতি শব্দটি ফার্সী 'চুনিদা' থেকে বিবর্তন হয়েও আসতে পারে, যার অর্থ হলো 'পছন্দকৃত'। উৎপত্তিগত দিক বিচারে 'চুনতি' স্বর্গীয় সুষমায় অবগাহিত অপরূপ প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত বলে অবশ্যই সকল স্তরের জনগণের কাছে এ জনপদ একটি অতি পছন্দনীয় স্থান এবং চুনতির অধিবাসীগণ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ ও ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি 'শিক্ষা বিস্তার' ও 'স্বকীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে' বংশ পরম্পরায় 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেন অবলিলায়। সুতরাং শাব্দিক উৎপত্তির সাথে চুনতি নামকরণের সার্থকতা প্রমাণিত।

তবে ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণে এ নামকরণের যথার্থতা খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হয় আজ হতে প্রায় ৩৫০ বছর পেছনে। ভারতবর্ষের অন্যতম সফল সম্রাট মোঘলে আজম জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের প্রপৌত্র

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী, চুনতির মরহুম মুসলিম খান সাহেবের ছেলে।

Chunati.com
pioneer in village based website

বিখ্যাত তাজমহলের নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান (রাজত্বকালঃ ১৬২৭-১৬৫৮ খৃ, মৃত্যু- ১৬৬৬ খৃঃ) ১৬৫৭ সালে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় পতিত হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'দারা শিকো' সিংহাসনের দাবিদার হন। কিন্তু ৩য় রাজকুমার আওরংগজেব এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি, তিনি ভাই 'শাহ সুজা কে (যিনি ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর ছিলেন) প্ররোচিত করেন এবং সরল শাহ সুজা ১৬৬০ সালে নিজেকে 'বাংলার সুলতান' হিসেবে ঘোষণা দেন। কিন্তু সুজার এই ঘোষণা সম্রাট শাহজাহান এবং দারা উভয়ই বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাজকীয় বাহিনীকে প্রেরণ করেন বাংলা মুক্ত করার লক্ষ্যে। ফলশ্রুতিতে শাহ সুজা পশ্চাদপসরণ (Retreat) করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি আওরংগজেব এর সখ্যতার প্রস্তাব উপেক্ষা করে ভারত উপমহাদেশের উত্তর প্রদেশের খাজওয়া প্রান্তর থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আওরংগজেবের সুবেদার মীর জুমলার দ্বারা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৬৬০ খৃঃ চট্টগ্রামের (তদানিন্তন ইসলামাবাদ) দক্ষিণ পূর্বে আরাকান রাজার আশ্রয় কামনা করেন।

চুনতির অন্যতম পথিকৃত শাহ মওলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) বিরচিত 'শজরাহ' (বংশ পরিচয়) মূলে জানা যায় ১৬৬০ খৃঃ ১২ই মে শাহ সুজা নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ২০০ জন একান্ত অনুগামী (যার মধ্যে ২২ জন ছিলেন আলেম উলামা) এবং ৩০০০ সৈন্য সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম তথা ইসলামাবাদ হয়ে আরাকানাভিমুখে যাত্রা করেন, এ যাত্রাপথে তিনি পর্তুগীজ জাহাজে ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছাড়াও প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী ও অস্ত্রসস্ত্র সংগে নেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত দুর্লভ কিছু হস্তলিপির ভাস্য মতে; চট্টগ্রাম হতে সাঙ্গু ও ডলু নদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে জাহাজ চলাচলোপযোগী পানিপথ সমাপ্ত হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান ও কবরস্থানের পাদদেশে নৌবহর নোঙ্গর করেন। তারপর পদব্রজে সামান্য দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সুপ্রশস্থ অনুচ্চ পাহাড় এবং চারদিকে জঙ্গলঘেরা প্রাকৃতিক দূর্গসদৃশ মনোরম, সুশীতল, নিরাপদ জায়গা দেখে শাহ সুজা সেখানেই আস্তানা স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং কাফেলার সংগীগণের উদ্দেশ্যে দাপ্তরিক ভাষা ফার্সীতে উচ্চারণ করেন 'চুনীদা'- অর্থাৎ পছন্দ করা হলো; পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে লোকমুখে ক্রমে তা চুনতি নামেই নামকরণ হয় এ জনপদের। অবশ্য শাহ সুজা কিছুদিন বিশ্রামের পর আরাকানি রাজের প্রতিশ্রুতিতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং তাঁর সফর সঙ্গীর ২২ উলামার মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ দেন এই এলাকায় স্থায়ী বসবাস করার জন্য। তাঁর নির্দেশে কয়েকজন এখানে এবং কেউ কেউ চলে যান বাঁশখালীর বানিগ্রাম এবং সাধনপুর গ্রামে। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় চুনতিতে বসতি স্থাপনের ইতিহাসের। পরবর্তীতে আবাদ হওয়া চুনতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দূরদূরান্ত হতে আরো কিছু লোক এখানে চলে আসেন আবাস স্থাপনের লক্ষ্যে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এ জনপদে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি লোকজনও নিরাপদে বসবাসের ক্ষেত্র হিসেবে চুনতিকে নির্বাচন করেন। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধের অসাধারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অমূল্য বন্ধনের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত চুনতি।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ইতিবৃত্ত ও বিবর্তন

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা একটি যুগ যুগান্তর ও কাল কালান্তরের বিবর্তনের সফল রূপ। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ এর মাঝামাঝি থেকে ১৮০০ সালের প্রারম্ভের চুনতির বাস্তব ইতিহাসের দিকে। এর মধ্যে বিগত ২৫০ বছরের চুনতির সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বাস্তব চিত্র-এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের অনিবার্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। ইতিহাস প্রসংগে একালের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও মৌলানা ভাসানী গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের সদ্য প্রকাশিত (দৈনিক প্রথম আলো, ১০।১১/২০১০) ভাস্য খুবই যৌক্তিক; তাঁর ভাষায় "কাগজে বা বই পরে যা লেখা হলো তাই ইতিহাস নয়, মানুষ যা জানে, তা-ই ইতিহাস"। তবে চুনতি মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে মানুষের জানার পাশাপাশি কাগজের প্রকাশিত লিখাও সত্য হিসেবে পরিগণিত।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন মূলতঃ কয়েকটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

এগুলো হলোঃ ১) প্রাক অবস্থা ২) প্রতিষ্ঠার বছর ১৮১০ খৃঃ ৩) ১ম নামকরণ- সামিয়া মাদ্‌রাসা ৪) আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ যুগ ১৯২৩-১৯৩৬ খৃঃ ৫) ২য় নামকরণ-হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা ১৯৩৭ খৃঃ ৬) শাহ সাহেব যুগ (১৯৮৩ খৃঃ পর্যন্ত) এবং ৭) বর্তমান অবস্থা (২০১০ খৃঃ পর্যন্ত)।

প্রাক অবস্থা

মরহুম তাহের আহমদ খান বিরচিত চুনতি গ্রামের আদি কথা (দ্রঃ ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান রচিত ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস- পৃ- ১৩৫) থেকে জানা যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাসে সুলতানী আমলের বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা সদরুল মুহিম মুহাম্মদ ইউসুফ খানের উত্তরসুরী মৌলানা হাফেজ খান মজলিস মোঘল রাজপুত্র শাহ সুজার সফর সংগী হিসেবে চুনতি হয়ে বাঁশখালীর বানিগ্রামে বসবাস শুরু করেন। এদিকে ১৬৯০-১৭০০ সালের গোড়ার দিকের কোন এক সময় গৌড় থেকে বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে হযরত শাহ সুফী নসরত উল্লাহ খোন্দকার হিজরত করে চুনতি গ্রামে চলে আসেন। তাঁর কাছে সুলতানী আমলের খান মজলিশ উপাধিধারি বংশের লোকজন সম্পর্কে সুধারণা ছিল, তাই তিনি বাঁশখালী থেকে খান সিদ্দিকী বংশের ৩৭ তম পুরুষ হযরত শেখ আব্দুল্লাহ খানকে চুনতি নিয়ে এসে পারিবারিক বন্ধন স্থাপন করে এলাকার জনগণকে ইসলামের মাযহাব শিক্ষা প্রদান করার গুরু দায়িত্ব অর্পন করেন। এ মহান লক্ষ্যে তাঁরা সর্বপ্রথম মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। হযরত শেখ আব্দুল্লাহ খানের সুযোগ্য পুত্র ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেবও পিতার লক্ষ্যকে আরো বেগবান করেন। তিনি মূলতঃ শুদ্ধভাবে কোরান পঠন পদ্ধতি এবং শরয়ী মসায়েল শিক্ষাদান করে সাবেক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতার রুপ প্রদান করেন। তাঁর অসাধারণ সবক প্রদানের প্রসার চুনতি গ্রাম ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী আধুনগর, হারবাং, বাঁশখালীসহ বিস্তির্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ছাত্রকুলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাঁর গুণদর সুপুত্র হযরত মৌলানা আব্দুল হাকিম খান সিদ্দিকী (রহঃ)। হযরত ক্বারী আব্দুর রহমানের (রহঃ) এই ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রসার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে দলে দলে পদব্রজে লোকজন ছুটে আসতে থাকেন শিক্ষান্বেষনে। এভাবেই কয়েক ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে লোকজন তাঁদের বাড়ন্ত শিশুদেরকে এ জ্ঞানার্জনের কাফেলায় চুনতির ভাগ্যবান সন্তানগনের কাতারে শামিল করার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ততদিনে ক্বারী সাহেবের সুযোগ্য সন্তান হযরত মৌলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) পিতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে উঠেন।

প্রতিষ্ঠার বছর ঐতিহাসিক ১৮১০ খৃঃ চুনতির মাদ্‌রাসার আত্মপ্রকাশ

অত্যন্ত খুরধার মেধা, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধীমান মৌলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ); যাঁর ললাটে সীমানা ও যুগের গন্ডি পার হওয়ার উজ্জ্বল শুভ্র আভা তাঁর শিক্ষাগুরু ও জন্মদাতা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই লালিত স্বপ্ন তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়নের প্রয়াস পান। এ প্রয়াস হচ্ছে চুনতির বুকে একটি পূর্ণাংগ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান প্রয়াসের সাথে সর্বোচ্চ সমর্থন, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন চুনতি গ্রামের সমসাময়িক সকল বয়োজ্যেষ্ঠকুল। তাঁরা সকলে অনুধাবন করেন এ আপাতত প্রচলিত সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগে শিক্ষা প্রদানকে যদি সামগ্রিকভাবে উন্নত করা না হয় এবং একই সাথে ভারতে প্রচলিত উচ্চমান সম্পন্ন ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের ন্যায় যদি এটিকে একটি 'প্রাতিষ্ঠানিক রূপ' প্রদান করা না হয় তাহলে কালের গর্বে তা হারিয়ে যেতে বাধ্য। ফলে ভবিষ্যতে এর অস্থিত্ব বিলীন হলে পূর্ব পুরুষগণের লালিত ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন ভুলুণ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি এই সম্ভাবনায় প্রোজ্জল চুনতির ললাটে অমানিষার প্রবল নিকষ আচ্ছাদিত হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আলোকবর্তিকা থেকে দূরে রেখে বিপথগামী করবে। সুতরাং এ পরিনামদর্শী পবিত্র ইচ্ছাকে মহান আল্লাহ তায়ালাও অত্যন্ত বরকতময় করে বাস্তবায়ন করে দিলেন। এ অনন্য সাধারণ প্রয়াসের ফলে চুনতি বাসী একটি দিকৃজয়ী ধর্মীয়

Chunati.com Pioneer in village based website

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি উপহার পেল। প্রতিদিন নিয়মিত পাঠদান, নির্ধারিত শিক্ষক ও ছাত্র সমন্বয়ে একাডেমিক নিয়ম কানুনের গোড়া পত্তন করে পূর্বতন মক্তবটিকে একটি মোটামুটি পূর্ণাংগ মাদ্‌রাসায় রূপান্তর করে নির্ধারিত সিলেবাসানুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিচালনার যে সুতিকাগার স্থাপন করা হয়েছিল- সেই অমূল্য দিনটি ছিল খৃষ্টীয় ১৮১০ সালের কোন এক সুন্দর সকাল। বিগত দিনগুলোর পরিশ্রমের পূর্ণতার বছর ১৮১০ খৃষ্টাব্দ। একটি উজ্জ্বল শুভ্র পথ চলার শুভ সূচনা ১৮১০ খৃষ্টাব্দ। ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার পূর্বতন রূপে প্রতিষ্ঠার বছর এ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ। তখন পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা না হলেও সকলের কাছে তা 'মাদ্‌রাসা' নামেই পরিচিত ছিল। এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে গাজীয়ে বালাকোট হযরত শাহ মৌলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) তরুণ বয়সে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার স্বীকৃতি পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে দিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও দিয়ে যাবে। তাঁর বংশীয় এবং এলাকার উত্তরসূরীগণ পরবর্তিতে প্রথমে এর নামকরণ করেন 'সামিয়া মাদ্‌রাসা, হিসেবে এবং পরে 'চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা' হিসেবে। এ মহান মকবুল প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা ২০১০ সালে ২ শতক পেরিয়ে আরেকটি নতুন শতকের আলোকময় প্রভাতে এসে উপস্থিত। সুতরাং চুনতি তথা সমগ্র চট্টগ্রামের এবং বৃহদার্থে সমগ্র বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ধর্মীয় পথ প্রদর্শক চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি একটি যুগান্তকারী মাইলফলকের গৌরবময় অধ্যায়।

গাজীয়ে বালাকোট প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক মরহুম মৌলানা আবদুল হাকিম ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীনতম চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার গোড়াপত্তন করেন এই প্রসঙ্গে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার অন্যতম পরিচালক এবং সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ও সেক্রেটারী প্রখ্যাত পীর আলহাজ্ব শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ (রহঃ) ১৯৫৮ সালের বার্ষিক সভার প্রতিবেদনে যথার্থই লিখেছেন (২৬/২/১৯৫৮)

"প্রকৃতপক্ষে এই মাদ্‌রাসার সূচনা হয় প্রায় ১৫০ (দেড় শত) বৎসর পূর্বে। ভারতের বেরেলভীর বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল আমিরুল মোমেনিন হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)-র সুযোগ্য খলিফা হযরত মৌলানা শাহ আব্দুল হাকিম সাহেব (রহঃ) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। তিনি যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, নিজেই ইহা পরিচালনা করিয়াছিলেন"

আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ যুগ ১৯২৩-১৯৩৬ খৃঃ

মাদ্‌রাসার দুই মহান অভিভাবক হযরত বড় মৌলানা সাহেব মরহুম এবং তদীয় পুত্র হযরত ওয়াজি উল্লাহ খান সামী মরহুম সাহেবের ওফাতের পর পরবর্তি ২ দশক যাবত এ প্রতিষ্ঠান সংগিন অবস্থায় পতিত হয়। আলহাজ্ব শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ (রহঃ) সাহেবের ভাষায়- (বার্ষিক সভা প্রতিবেদন-২৬/০২/১৯৫৮) "তখনকার দিনে মাদ্‌রাসার এই অবস্থাদৃষ্টে কওমের কয়েকজন দরদি খাদেম ইহাতে কায়মনোবাক্যে একত্রিত হন এবং ইহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। তাঁহারা হইতেছেন; বারদোনার জনাব মৌলানা আমিন উল্লাহ সাহেব, চুনতির জনাব মৌলানা আব্দুস সোবহান খান সাহেব ও কাজী ফররুখ আহমদ সাহেব। তাঁহাদের মধ্যে চুনতির মরহুম মৌলানা শাহ ফজলুল হক সাহেব, মরহুম মৌলানা ফয়েজ আহমদ সাহেব, মরহুম মৌলানা শাহ আব্দুল গণি সাহেব, মরহুম খান বাহাদুর মৌলানা মোহাম্মদ হাছন সাহেব, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবি মোস্তাফিজুর রহমান খান সাহেব, কাজী মৌলানা ফৈয়াজুর রহমান খান সাহেব প্রমুখ সহৃদয় বুজুর্গানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত মহোদয়গণ 'আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ' নামে এক সমিতি গঠনপূর্বক ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইহা পরিচালনা করেন..."

তাঁদের ক্রান্তিকালিন সুনিপুণ পরিচালনা এবং আর্থিক, কায়িক ও সার্বিক মনোনিবেশে এ মাদ্‌রাসার উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহনের পথ সুগম হয়।

Chunati.com Pioneer village based website

উক্ত আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ সমিতির সভাপতি ছিলেন মরহুম শাহ সুফী মৌলানা আব্দুল গণি সিদ্দিকী সাহেব। ফখরুল মোহাদ্দেসীন মরহুম মৌলানা আমিন উল্লাহ সাহেব ছিলেন মোবাল্লেগ। মরহুম মৌলানা আব্দুস সোবহান খান সাহেব ছিলেন প্রধান নির্বাহী। মাষ্টার এনামুল হক সাহেব ছিলেন সম্পাদক এবং অবশিষ্ট সবাই ছিলেন সদস্য। সকলের সমন্বিত উদ্যোগে সুদীর্ঘ ১৪ বছর ব্যাপি মাদ্‌রাসা পরিচালনার পর সভাপতি হযরত শাহ সুফী মৌলানা আব্দুল গণি সিদ্দিকী সাহেব বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে মাদ্‌রাসার জন্য একজন সুপার নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতভাবে গৃহিত হয়। এ লক্ষ্যে মৌলানা আব্দুস সোবহান খান সাহেব (রহঃ) তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু চট্টগ্রামস্থ দারুল উলুম মাদ্‌রাসার সম্মানিত হ্যাড মৌলানা নজির আহমদ (রহঃ)-র নাম প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহিত হয়।

বর্তমান অবস্থা, ১৯৮৩-২০১০

১৯৮৩ সালে চুনতির শাহ্ সাহেব কেবলা পরলোক গমন করলে অভিজ্ঞতা ও বয়োজ্যষ্ঠতার বিচারে আলহাজ্ব শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ (রহঃ), আলহাজ্ব মৌলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী এবং আলহাজ্ব মৌলানা মোহাম্মদ মুসলিম খান (রহঃ), ড. অধ্যাপক শব্বির আহমদ সাহেবান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অভিভাবকে পরিণত হন। তন্মধ্যে আলহাজ্ব মৌলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী একাধিক মেয়াদে পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী এবং আলহাজ্ব শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ (রহঃ) পরিচালনা কমিটির সর্বোচ্চ মেয়াদের সেক্রেটারী ও প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেছেন। আলহাজ্ব মৌলানা মুসলিম খান (রহঃ) একটানা ১৯৬২ ইংরেজী সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৩ বছর যাবত অত্যন্ত পারংগমতার সাথে মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির মেম্বার সহ মাদ্‌রাসার সম্প্রসারিত দালান, ছাত্রাবাসসহ নতুন নির্মিত ফিকহ্ ভবন নির্মাণে তাঁর একনিষ্ট তত্ত্বাবধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীতি ও মাদ্‌রাসার স্বার্থের পক্ষে লৌহ কঠিন দৃঢ়তায় আপোষহীন মরহুম মুসলিম খান সাহেব ও মাদ্‌রাসা পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সন্নিবেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। ডেপুটি বাড়ির স্বনামখ্যাত আইনজীবি জনাব হেমায়েত উল্লাহ কান এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার সাবেক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ (আনজুমন ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন সংখ্যার সম্পাদক) যাঁরা যথাক্রমে ১ ও ৩ মেয়াদ করে গভর্নিং বডির সেক্রেটারী ছিলেন। এছাড়াও সীরত (সঃ) মাহফিল ও চুনতি মাদ্‌রাসা অন্তপ্রাণ প্রখ্যাত আলেম আলহাজ্ব মৌলানা কাজী নাসির উদ্দিন সাহেব, মরহুম মৌলানা শামসুল হুদা সাহেব, জনাব মৌলানা হাফিজুল হক খোকন সাহেব এবং এডভোকেট মিনহাজুল আবরার সাহেব প্রমুখও অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে এ কাফেলার গর্বিত অংশীদার।

অবদান

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্নের শতবর্ষেরও অধিক পরে স্থায়ী ঠিকানার জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন অবারিত হাত নিয়ে: একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, মসজিদ, পুকুর ইত্যাদির জন্য দান করেন স্থাবর সম্পত্তি। অনেকে এগিয়ে আসেন নগদ অর্থ, বিশেষায়িত সহযোগিতা এবং নিঃস্বার্থ কায়িক শ্রম নিয়ে। তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াস ও অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা মাদ্‌রাসার জন্য জমি প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ- (১৯৬১) সালের পূর্বের রেকর্ড অনুযায়ী)

১। মরহুম মৌলানা এস্তেফাজুর রহমান খান সাহেব, চুনতি (মাদ্‌রাসার ভিত্তির জন্য- ৮ কানি বা ৩২০ শতক
২। মরহুম খান বাহাদুর মৌলানা জালালুদ্দীন সাহেব, হাড়বাং, চকরিয়া- ৫ কানি বা ২০০ শতক
৩। মরহুমা মোসাম্মত হামিদা খাতুন সাহেবা, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া- ০৫ গন্ডা বা ১০ শতক
৪। মরহুম শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ সাহেব, চুনতি- ৪ কানি বা ১৬০ শতক
৫। মরহুম মৌলানা ফয়েজ আহমদ সাহেব, চুনতি (ছাত্রাবাসের পুকুরের জন্য)- ১৫ গন্ডা বা ৩০ শতক

চুনতি মাদ্‌রাসার আকাশে নক্ষত্রের মেলা

চুনতি মাদ্‌রাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রায়শই অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন অতি উপযুক্ত এবং স্বনামধন্য আসাতিযা কেরামের নিয়োগ প্রদানকে। মাদ্‌রাসার ছাত্র সংখ্যার অব্যাহত বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আকি্‌দাবান ও মানসম্পন্ন উস্তাদগণকে নিয়ে এসে এর একাডেমিক কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস সবসময় পরিলক্ষিত হয়। ফলে অনেক বিদগ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ বুযর্গানের পদধুলিতে মুখরিত হয় এ মাদ্‌রাসা যুগে যুগে। যে সকল চির উন্নত শির শিক্ষক, আসাতিযায়ে কেরাম যুগে যুগে এ মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে জ্ঞানের মহাকাশে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার সুনামকে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় নক্ষত্রে পরিণত করেছেন তাঁদের অমূল্য অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। অগুনিত এ সকল নক্ষত্ররাজির মধ্যে পূর্বসুরী আসাতেযাগনের সাজানো বাগানের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীগণের মধ্যে অন্যতম ফখরুল মোহাদ্দেসীন মৌলানা আমিন উল্লাহ সাহেব (রহঃ), খলিফায়ে আজমগড়ী শাহ মৌলানা নজির আহমদ সাহেব (রহঃ), সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের (রহঃ), সাবেক হ্যাড মৌলানা মোজাফফর আহমদ সাহেব (রহঃ), নাজেমে আ'লা আল্লামা ফজলুল্লাহ সাহেব (রহঃ), মমতাজুল মোহাদ্দেসীন হযরত মৌলানা আব্দুর রশিদ সাহেব, মওলানা মোহাম্মদ আবদুস সোবহান (র.), মওলানা আবদুল বারী (র.), মওলানা মরহুম মুফতি ইব্রাহিম, মরহুম মওলানা গোলামকাদের, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আমিন, মরহুম মওলানা কামাল উদ্দীন মুসা খতিবী, মরহুম মওলানা জামাল উদ্দীন ইউসুফ খতিবী, মরহুম মওলানা আবদুল লতিফ, মরহুম মওলানা মীর গোলাম মোস্তফা, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ (রহঃ) এবং শাহ মৌলানা শফিক আহমদ (রহঃ) বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মৌলানা আব্দুল হাই নিজামী সাহেব, হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহবে, শাহ মৌলানা আব্দুন নূর সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), সাবেক প্রিন্সিপ্যাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদকপ্রাপ্ত স্কলার ড. প্রফেসর আ ক ম আব্দুল কাদের সাহেব, সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মৌলানা আজিজুল হক সাহেব, বর্তমান প্রধান মুহাদ্দিস মৌলানা হাফেজ শাহ আলম সাহেব প্রমুখ। তাঁদের প্রখর মেধার পূর্ণ আবরণে উদাত্ত শিক্ষার দীপ্ত আভায় আলোকিত ২০০ বছরের গৌরবময় পথ।

উপসংহার

যুগ ও কালের পরম্পরায় উল্লেখিত এবং নাম অনুল্লেখিত অগুনিত শিক্ষক, দাতা, শুভানুধ্যায়ী, গুণগ্রাহী ও ইসলাম দরদী জনতার অবর্ণনীয় শ্রম ও চিন্তা চেতনার ফসল এ চুনতি হাকিমিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা ২০১০ সালে ২০০ বছরের মাইলফলক স্পর্শ করার বিরল গৌরব অর্জন করেছে। এ জন্য সমস্ত কিছুর মূলে মহান আল্লাহ তা'লার পবিত্র আরশে প্রশংসার অবগাহনে মস্তকাবনত করি লক্ষ-কোটি-অযুত বার। প্রার্থনা করি- হে মহান প্রভু, তোমার মকবুল এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সুনিপুণতা দান করে মহা প্রলয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত বাধাহীন স্থায়ী কর, আমিন।।

তথ্যসূত্র

১। ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস- ড. প্রফেসর মঈন উদ্দিন আহমদ খান

২। চুনতির আদিকথা- মৌলবী তাহের আহমদ খান

৩। মৌলানা আব্দুল হাকিম (রহঃ) প্রণীত 'শজরাহ'

৪। মৌলানা ফৈয়াজ উল্লাহ খান প্রণীত চুনতি মাদ্‌রাসার রিপোর্ট- ১৯৩৮ সাল

৫। শাহ মৌলানা হাবিব আহমদ প্রণীত চুনতি মাদ্‌রাসার রিপোর্ট- ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬১ সাল

৬। History of Bengal, Shah Shuja part- Wikipedia

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান*

প্রাচ্য-প্রতিচ্যের জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন

পূর্ব কথা

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞান অন্বেষণ মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাগাদা। আরবি ভাষায় বিদ্যা ও জ্ঞানকে একই শব্দ 'ইলম' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। তবে কার্যক্ষেত্রে বিদ্যা চর্চাকে 'ইলম হাসিল' করা ও জ্ঞান অন্বেষণকে 'ইলম তলব' করা দ্বারা বুঝানো হয়। আদতে বিদ্যা চর্চা মানব প্রকৃতির মুদ্রাগত গুণ এবং জ্ঞান অন্বেষণ মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ তাগিদ বিশেষ। ঐ উভয় প্রকার মানব প্রকৃতির সুপ্ত গুণ, বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয় এবং ষোল কলায় ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তৃত পরিসর, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর অলৌকিক বাণী কুরআন মজিদে নিহিত। পবিত্র কুরআন কাব্য কবিতার মত অনুপ্রেরণার মাধ্যমে মানুষের মন থেকে উৎসারিত নয়। ইহা আল্লাহর দিক থেকে ইসলামের প্রবর্তক মহানবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ এবং কাব্য-কবিতার মত মস্তিষ্কের স্মৃতিতে সংরক্ষিত নয়; বরং মানুষের হৃদয়ের কন্দরে প্রোথিত ও অন্তরের অন্তঃস্থলে সংরক্ষিত। আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ আয়াত বা বাক্যে প্রথম শব্দ হল 'পড়', যা মহানবীর প্রতি আল্লাহর আদেশ এবং মহানবীর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সম্প্রসারিত নির্দেশ। তদুপরি উক্ত পঞ্চ আয়াতের শেষ কথা হল : "আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন অজানাকে জানার।"

আদতে মানব জাতিকে জ্ঞান ও জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর বুকে ও বহির-বিশ্বের মাঝেও মানুষকে ক্ষমতায়ন করেছেন। তাই মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিসর সমান্তরাল।

তাই বিদ্যা চর্চা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য এবং জ্ঞান অন্বেষার মাধ্যমে অজানাকে জানা জীবনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনের নিরিখে, মানুষকে একটি তিনস্তরীয় জীবন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথমত: তাকে একটি অনুভূতি সম্পন্ন শরীর দেয়া হয়েছে। চেতনার নৈপুণ্যে সে জীব শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির দীপ্তিতে সে প্রাণী শ্রেষ্ঠ ও আত্মার ইহ-পরকালীন উভয় জগতের সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা বলে সে সৃষ্টিকূল শ্রেষ্ঠ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে তার জন্য জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষকে

* অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি আর্টস, সোস্যাল সায়েন্সেস এণ্ড ল'

কার চেয়ে কে অধিকতর কল্যাণকর কর্ম সাধন করতে পারে এর পরীক্ষা করার জন্য এবং পরকালে তদানুযায়ী তাকে ভাল কর্মের পুরস্কার ও মন্দ কর্মের শাস্তি প্রদান করার জন্য একটি ন্যায়-নিষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে ভালবাসার পাত্র রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'ক্ষমাশীল, দয়ালু ও করুণাময় সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা' হিসেবে। মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মের কার্যকর স্বাধীনতা, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা, নৈতিক দায়িত্ববোধ, ভাল কর্ম সম্পাদন করার আদেশ ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে মহাপ্রভু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের নিকট যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে এ সব বিধি-বিধান ও আদেশ-নির্দেশ সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করেছেন এবং অশেষ ক্ষমাশীলতা, দয়া ও করুণা প্রদর্শন পূর্বক চুলচেঁড়া ন্যায় বিচারের জন্য একটি 'শেষ বিচারের' দিন নির্ধারণ করেছেন ও বিচার পরবর্তীতে মানুষের স্বইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কৃত সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিফল ভোগের জন্য মহাসুখময় উদ্যান ও অন্যদিকে ভয়ঙ্কর শাস্তিদায়ক অগ্নিকুন্ড সৃষ্টি করেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ পৃথিবীতে মানব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী ও পরীক্ষামূলকভাবে বৈধ-অবৈধ বিবেচনা ভিত্তিক উপভোগ্য করেছেন। মানুষের পার্থিব জীবনের কল্যাণকর ভাল উদ্দেশ্য ভিত্তিক সৎ কর্মকান্ডের মঙ্গলজনক প্রতিফল ও অকল্যাণকর মন্দ উদ্দেশ্য ভিত্তিক অসৎ কর্মকান্ডের প্রতিফল প্রদান করার জন্য মৃত্যুর পরে সবাইকে একই সঙ্গে পুনরুজ্জিবিত করা হবে এবং সৎ ও অসৎ উদ্দেশ্য ও কর্মের জন্য তাদের বিচার করা হবে। সৎ কর্মের জন্য তাদেরকে এক একটি অফুরন্ত জীবনের চিরকালীন মহাসুখময় জীবন ও আবাসস্থল প্রদান করা হবে আর অসৎ কর্মের জন্য তাদেরকে অসৎ কর্মের সমপরিমাণ সময়ের জন্য অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং শাস্তির সমাপ্তিতে তাদেরকেও সুখময় আবাস স্থলে প্রবেশ করানো হবে। এই চিরকালীন আবাস স্থলগুলিকে বিভিন্ন ধর্মেও স্বর্গ-নরক, দোযখ-বেহেস্ত, জান্নাত-নার, হেভেন-হেল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব, বলা যায়, এরূপ ইহ-পরকালীন মানব জীবনের ভাবধারায় সকল ধর্ম মোটামুটি একমত।

আল্লাহর পবিত্র বাণী, কুরআন মজীদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আদি মানব হযরত আদমকে সৃষ্টি করার পরক্ষণেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ আদমকে বস্তুনিচয়ের নামকরণের বিদ্যা শিক্ষা দেন। আদি পিতা আদমের উত্তরসূরী হিসাবে, বাস্তব অভিজ্ঞতামূলে বস্তুনিচয়ের (ক) পরিমাণ, (খ) পরিমাপ বা গুণাগুণ ও (গ) বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে, আমরা প্রত্যেকটি বস্তুকে আলাদাভাবে নামকরণ করতে পারি। কেননা, আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন যে, বৈচিত্রময়তা সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর একত্বের নিদর্শন।

আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ-আয়াতে (সুরা আলক ৯৬: ১:৫) সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ, ইসলামের বা শান্তিধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিশ্ব সৃষ্টির কৌশল অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানান এবং মহাসম্মানিত মহাজ্ঞানী বিশ্ব প্রতিপালক প্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী পড়া ও লিখার মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ করে, অজানাকে জানার জ্ঞান অন্বেষণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রথম প্রকারের 'নামকরণের বিদ্যা' 'ইলমুল আসমাআ' আল্লাহ, আদি পিতা হযরত আদমকে শিক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের অজানাকে জানার 'জ্ঞান', 'ইলম', ইলমে তাহক্বীক তথা বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান মহানবী (ছঃ) কে বিশেষভাবে শিক্ষা দেন। এতে মানব সমাজে পরিপূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। রাসূল (ছঃ) বলেন : "আল্লমানী রাব্বী ফা-আহসানা তালীমী"-

খোদ আল্লাহ আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব আমার জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম হয়েছে। উক্ত প্রথম প্রকারের বিদ্যার যুক্তিতত্ত্বকে হুজ্জাত, লজিক, ন্যায় শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রকারের অন্বেষণ, গবেষণা, তালাশ ও অনুসন্ধান মূলক জ্ঞানের যুক্তিতত্ত্বকে আল-কুরআনের ভাষায় 'বুরহান' বা

'এ্যাভিডেন্সিয়াল লজিক তথা বাস্তব নিদর্শনে'র বিশ্লেষণ মূলক বাস্তব ও সত্য জ্ঞান। মুসলিম ঐতিহ্যে প্রথমটির তর্কশাস্ত্রকে বলা হয় 'হুজ্জাত' ও দ্বিতীয়টির তর্কশাস্ত্রকে বলা হয় 'হদ্দ' ও 'বুরহান'। 'হুজ্জাত' মানে কথার যুক্তি (ফিলোসফি) ও 'হদ্দ' ও 'বুরহান' মানে বাস্তব নিদর্শন ও বাস্তব প্রমাণের যুক্তি (বিজ্ঞান)। অতএব, আল-কুরআনের 'জ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ' সর্বপ্রকার জ্ঞানকেই আওতাভুক্ত করে। তদুপরি মহানবী (ছঃ) এর অমোঘ নির্দেশমূলে 'জ্ঞান অন্বেষণ' প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য 'ফরয' করা হয়েছে। সুতরাং যে কোন প্রকার জ্ঞান মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা ও যে কোন জ্ঞানী লোক জাত-পাত নির্বিশেষে মুসলমান জনগণের সহায়। অতএব, মুসলমান ও জ্ঞান একান্তরীয়।

কিন্তু আধুনিক বিশ্বে জীবনের প্রতিস্তরে মুসলমানদের জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রফল, হিতে বিপরীত লক্ষ্য গোচর হয়। কেননা, দুনিয়া ব্যাপি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত সর্বস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মুসলিম উম্মার জন্য আত্মনিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে আত্মঘাতি প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা, মুসলিম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সর্বত্র শিক্ষিত গোষ্ঠীকে মানব জীবন ও জনজীবনের শিকড় থেকে উৎখাত করে উৎপাটিত ব্যক্তিবর্গের ভুবনে 'আত্মস্বার্থে' প্রতিষ্ঠা লাভের মোহে নিপতিত করেছে।

ফলে, ইসলাম যেখানে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা, সমগ্র মানব জাতির জন্য চালু করতে প্রয়াস পায় এবং মুসলমানদের জন্য জীবনভর শিক্ষা, মহানবীর (ছঃ) ভাষ্যে ঃ 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণের' ব্যবস্থা কায়েম করার প্রয়াস, সেখানে আজকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানেরা ভদ্রলোক সাজতে গিয়ে নিম্নস্তরের জনসাধারণ থেকে স্বস্তিকর দূরত্বে অবস্থান করতে ভালবাসে। অথচ তারা ভেবে দেখেনা যে, তাদের নিঃস্ফল, মন্দ, ক্ষতিকর, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের কারণেই মুসলিম জনসাধারণের বর্তমান দূরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের বিদেশী দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি আসক্তি, বিদেশী চালচলনের অনুকরণের মোহ, বিদেশী আইনের প্রতি ভালবাসা, বিদেশী আচার-ব্যবহারের আকর্ষণ, বিদেশী সাহায্য, বিদেশী ত্রাণ, বিদেশী উপদেষ্টা এবং সর্বোপরি বিদেশী কোম্পানীদের উচ্চহারে বেতন-যুক্ত চাকুরীর লোভ লালসাই জনসাধারণের দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে। ঐ সবের বদৌলতে তারা হয়েছে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শোষণকারী আধিপত্যবাসীদের দোসর।

মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোকদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র বটে। মুসলিম জনসাধারণের সাথে তাদের ঘনিষ্ট ভাবগতি ও একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়। তবে ইসলাম যেখানে চায় যে তাঁরা গোটা মানব জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান করুক, সেখানে তাঁরা কেবল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র।

নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে মশগুল। মানব জাতির যে কোন ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশের জন্য স্বতন্ত্র নেতৃত্ব মানে, খন্ডিত নেতৃত্ব। আর খন্ডিত নেতৃত্ব জাতি স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে। তাতে ইসলামের বিশ্বজনীনতার রূপ ক্ষুণ্ন হয়। এরূপ খন্ডিত নেতৃত্ববাদিতার রেশ ধরে, বিজাতীয় পন্ডিতদের প্ররোচনায়, খোদ আধুনিক মুসলিম শিক্ষিত সমাজ, মাদ্‌রাসা-শিক্ষিত আলেম সমাজকে মৌলবাদী, গোঁড়াপন্থী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ফতোয়াবাজ নামে আখ্যা দিয়ে, প্রকারান্তরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ ছড়াতে চেষ্টিত হয়েছে। মুসলিম উম্মার অভ্যন্তরে ফলতঃ দিন দিন এক প্রকারের মৌলবাদী-উদারপন্থী রেষারেষি, তর্ক-বিতর্ক, এমনকি সক্রিয় যুদ্ধ বিগ্রহ দানা বেঁধে উঠছে।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতার অভাবনীয় গতিশীল বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের শক্তিমত্তার অবারিত আকর্ষণ-বিকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত বিশ্বব্যাপী যত্রতত্র বিদ্যমান ও বিচরণশীল মুসলিম উম্মার স্থানীয় সংস্করণ, আঞ্চলিক মুসলিম সমাজ, বেসামাল হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অধঃপতিত মুসলিম সমাজের কতেক আপন সদস্যরাই দুর্নীতিবাজ, সস্তা আইনবাজী, আক্রোশপূর্ণ ঝগড়া ফেসাদে লিপ্ত

হয়ে ধর্মদ্রোহীতার অপবাদ, ধর্মবিরুদ্ধ ব্যঙ্গ, কুৎসা ও গালগপ্প ইত্যাদির শিকার হয়ে, মুসলিম জীবন অভ্যন্তরে ধর্মের বিরুদ্ধে নাক ছিটকানো মনোবৃত্তির জন্ম দিচ্ছে। ফলত: অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশের পাশ্চাত্যের অনুসারী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং যত্রতত্র ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ধর্মবিরোধী ভাবধারা প্রবল হচ্ছে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম বলেন, মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষায় উভয় ক্ষেত্রে সৃজনশীল চিন্তাধারার বন্ধ্যাত্বের কারণেই ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে তাদের সত্য অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা স্থিমিত হয়, গবেষণার উদ্যোগ অবহেলিত ও 'তজরিবা' বা এক্সপেরিমেন্টেশন, ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, নিস্প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয়। এ ব্যাপারটি তাঁর মতে প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে, অর্থাৎ ষোল শত খৃস্টাব্দের চত্বরে ঘটেছিল।

খ্রিস্টিয় আঠারো শতকে মুসলিম উম্মার শীর্ষস্থানীয় প্রাজ্ঞ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর আশু সংস্কারের জন্য উদাত্ত আহ্বান, কুরআন ও সুন্নাহর অনুপ্রেরণার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ এবং অন্ধ আইনী অনুকরণের আবর্জনা থেকে নিজেদের বিমুক্ত করার জন্য দুই শতাধিক রচনাগ্রন্থ প্রণয়ন তাদের টনক নাড়াতে সক্ষম হয়নি। অনুরূপভাবে উনিশ ও বিশ শতকের চত্বরে তুর্কি সমাজ বিজ্ঞানী, জিয়া গোকাল্প, পাক-ভারত-বাংলাদেশের ইসলামী পুণর্জাগরণের দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক শিবলী নোমানী, মহাকবি ইকবাল, বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের হাক-ডাক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে অপারগ প্রমাণিত হয়।

খ্রিস্টিয় বিশ শতকের প্রথম ভাগে সৈয়দ আমীর আলী জোরালোভাবে ইসলামের অব্যাহত আধুনিকতার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, একটি প্রবন্ধে ("ইসলাম এন্ড মডার্নিটি" লাইফ এন্ড ওয়ার্ক্স অব সৈয়দ আমীর আলী" কে. কে. আজীজ সম্পা, দ্রঃ) বলেনঃ "ইসলাম বিশ্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত করতে চেয়েছিল; পক্ষান্তরে সমসাময়িক মুসলিমগণ, এমনকি তাদের দ্বারপ্রান্তে জ্ঞানের আলো প্রদান করলেও, তা গ্রহণ করতে রাজি নয়।" তিনি সুনিশ্চিতভাবে তুলে ধরেন " "উন্মেষ কালে ইসলাম যেরূপ আধুনিক ছিল, এখনও সেরূপ আধুনিকতার ভাস্বর; ইসলামের জন্য কোন সংস্কারের প্রয়োজন নেই; কেবলমাত্র যে অনুপ্রেরণামূলে মহানবী (ছঃ) খোদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তারই পুনরুজ্জীবনের দরকার। মহাশিক্ষকের বাণী এখনও প্রথমবারের উচ্চারণের মতই তাজা এবং কার্যকর রয়েছে, কিন্তু শিষ্যরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।" তিনি মুসলিম জনসাধারণের ভুল ভাঙ্গাতে মুসলিম ভদ্রমন্ডলীর আত্মম্ভরিতার আস্ফালন নিরসন করতে "দি স্পিরিট অব ইসলাম" নামক একখানা পূর্ণমান পুস্তক রচনা করেন, যা বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু তারা এটার অনুসরণ করার চেয়ে অধিকতর এর পান্ডিত্বের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

বাংলাদেশে সৈয়দ আমীর আলীর বয়োজ্যেষ্ট সমসাময়িক মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, নওয়াব আবদুল লতীফের সম্মুখে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার "অর্গেনিক গ্রোথ" অর্থাৎ 'স্বমূলে বর্ধন' এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে 'গ্র্যাফটিং সিস্টেম' অর্থাৎ কলমী ব্যবস্থার, তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুঁড়িতে ইসলামী শিক্ষার কলমীকরণের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে সৈয়দ আমীর আলী এবং এ.কে.ফজলুল হক, নওয়াব আবদুল লতীফের ধ্যান ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন। নওয়াব আবদুল লতীফের ধ্যান ধারণার অনুরূপ, কলিকাতা মাদ্‌রাসায় সামগ্রিকভাবে আরবি-উর্দু-ফার্সি ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করা হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী মুসলিম ছাত্রদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম অকৃত্রিম পাশ্চাত্য শিক্ষার 'শাখা স্কুল' চালু করা হয়, যা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রশাসনের অদন্তে পরিচালিত হয়।

অনুমিত হয় যে, তাঁরা গ্র্যাফটিং সিস্টেমের আদলে শিক্ষার আদর্শ খন্ডন এবং শিক্ষার সাথে দীক্ষার বিভাজন হওয়ার আশংকায় শঙ্কিত হন, যাতে শিক্ষার আদর্শহানীর সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দীক্ষা বিহীন শিক্ষার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। তাতে শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিকতাবোধকে পেছনে ঠেলে দিয়ে মুনাফালোভী প্রভাতফেরির আল্পনা আঁকছে।

সে যাই হোক, পরবর্তী কালে পূর্বসূরীদের গ্র্যাফটিং এর আশংকাজনক পরিণতি ও ইসলামী আদর্শের মৌলিকতা ও প্রাধান্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপের গভীরতর চিন্তা-ভাবনার আহ্বানকে পাশ কাটিয়ে, আধুনিক মুসলিম সুধীজনরা ইসলামী ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরস্পর সংযোজন করার লক্ষ্যে, আধুনিক বিশ্বের মুসলমানদের জন্য। যুগোপযোগী নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করার প্রয়াস পান এবং একের পর এক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। এরূপে তারা একদিকে সম্পূর্ণরূপে যুগ-বিগর্হিত, আউটডেইটেড, সময় বিগত মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঁচ শতাধিক বছরের গতস্য সংগতিহীন অকার্যকর মুসলিম শিক্ষা-প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সাথে অত্যাধুনিক রেনেসাঁ-উত্তর কট্টর বস্তুবাদী-প্রগতিবাদী গ্রিক দর্শন ভিত্তিক, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গ্র্যাফটিং ধরণের সমন্বয় সাধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের চিন্তায় আসেনি যে, আধুনিক পাশ্চাত্য, মুসলমানদের কাছ থেকে যে ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধার করেছিল, তারাই একমাত্র তাদের নিকট থেকে মুসলমানেরা ফিরিয়ে নিতে পারে যা মুসলমানদের ভাঁজ করে রাখা বাস্তব নিদর্শন ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যা, তথা হদ্দ ও বুরহানের সাথে সংযুক্ত করতে পারে, যার অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের পন্ডিতেরা আঁচ করতে পারেনি।

তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি শাস্ত্র বিহীন বৈজ্ঞানিক নিচক ব্যবহারিক পদ্ধতির বদৌলতে, যদিও পাশ্চাত্যে বিপুল বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তবুও বিজ্ঞানের হাকিকত বা প্রকৃত প্রজ্ঞা তাদের হৃদয়ংগম হচ্ছে না। মূলতঃ তারা বিজ্ঞানকে উইসডম বা প্রজ্ঞানের জন্য ব্যবহার না করে, স্টেইটমেন্টশিপরূপে বা রাষ্ট্রনায়কত্বের প্রযুক্তিরূপে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে। তাই বিজ্ঞান তাদের অন্তর বিকশিত করার পরিবর্তে তাদের জন্য শোষণের হাতিয়ার তৈরি করে দিচ্ছে। পক্ষান্তরে আজকের মুসলমানেরা পাশ্চাত্যের নিকট থেকে বিপুলভাবে উৎকর্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ফেরত নিয়ে যদি তা কুরআনী বুরহান বা বাস্তব প্রমাণভিত্তিক যুক্তি শাস্ত্রের সাথে সংযোজন করতে সক্ষম হতো, তবে তারা বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করতে পারত। তখন বিজ্ঞানের দ্বারা মানব জাতির বস্তুগত উন্নয়নের সাথে মানবিক উৎকর্ষও সাধিত হতো। এ বিষয়টি আমার সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' অর্থাৎ 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ' শিরোনামের পুস্তিকায় বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে যা ঢাকা থেকে Bangladesh Institute of Islamic Thought কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

অথচ মুসলিম সম্মেলনকারী সুধীগণ বিংশ শতাব্দীব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শতশত শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে কুরআন ও হাদীছের শিকড় থেকে উদগত এবং কুরআন ভিত্তিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যার আদলে উদ্ভাবিত, মুসলমানদের জন্য যুগোপযোগী, সুসামঞ্জস্য ও প্রগতিশীল একটি টেকসই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করার চেষ্টা চালিয়ে যান। ফলতঃ এতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার বিরূপ সংমিশ্রণ ঘটে ও পাঠক্রমে বিক্ষিপ্ত সংযোজনের উদ্ভব হয়, কিন্তু উভয়ের একীভূতকরণ সুদূর পরাহত থেকে যায় এবং শেষ মেষ তাঁদের প্রচেষ্টা ফলহীন বৃক্ষের জন্ম হয়।

এ আধুনিক মুসলিম সুধীমন্ডলী বুঝে উঠতে পারেনি যে, প্রাচীন মুসলমানেরাই আল-কুরআনের 'হদ্দ ও বুরহান' এর যুক্তি থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সূত্র উদ্ভাবন করে। তদুপরি তাঁদের নব উদ্ভাবিত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বস্তরের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য, তাঁরা

আমূল পরিবর্তন পরিহার করে, নমনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে তাঁদের সংস্কার পাশ্চাত্যের মত বিজ্ঞানমুখী হওয়ার চেয়ে অধিকতর কলা, সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস মুখী হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ সংস্কার ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মুখে কোন প্রকার বিস্ময়কর নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়নি, অনুপ্রেরণাও সৃষ্টি করেনি অথবা ছাত্র-শিক্ষকদেরকে এমন কোন জোরালো শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেনি, যা তাদের আধুনিকতা অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে তুলনীয় হতে পারে।

বিবেচ্য বিষয়, আধুনিক মুসলিম সুধীজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দাবী করে থাকেন যে, মুসলমানদেরকে আধুনিক সভ্যতার প্রশস্ত দিবালোকে আনয়ন করার লক্ষ্যে, তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বিজ্ঞান ভাবাপন্ন, সেখানে মুসলিম আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কলাভাবাপন্ন। সত্যিকারভাবে আমাদের সুধীজনেরা ভাবতেও পারেননা যে, বিগত দিনে মুসলিম পন্ডিতরাই ব্যবহারিক বিজ্ঞান নির্মাণ বা উদ্ভাবন করেন; পক্ষান্তরে তাঁরা একমাত্র সাহিত্যগত পদ্য-গদ্য ছাড়া কোন কলা উদ্ভাবন করেননি। বিগত দিনে কলা ছিল ইউরোপের ছাত্র-শিক্ষকের একমাত্র পাঠ্য। মধ্যযুগের ইউরোপে কলাই শিক্ষা দেয়া হতো। মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসেই তারা বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়।

পক্ষান্তরে জাপান ও চিন, তাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্যের অনুসরণে প্রতিষ্ঠা করেছে; কিন্তু তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চেয়েও অধিকতর আধুনিক প্রতিপন্ন হয়, তবে এ জিজ্ঞাসা কে করবে যে মুসলিম বিশ্বের বেলায় কোথেকে এরূপ পার্থক্যের উদয় হয়?

অবশেষে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রাসুলুল্লাহ (ছঃ) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন : দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে। কিন্তু আজকের দিনে মুসলমানেরাই দুনিয়াব্যাপী তাদের প্রতিবেশীদের তুলনায় অধিকতর অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ। খৃস্টান মিশনারীদের ধকল সামলাতে এবং অন্যান্য সরকারদের আহ্বানে মুসলমানেরা তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশিক্ষিতের হারকে কমিয়ে আনার জন্য কথাবার্তা বলে থাকে, যদিও এতে বিশেষ ফলোদয় পরিলক্ষিত হচ্ছে না। জাপানের জাতীয় শিক্ষা গবেষণা সংস্থা (NIER) বর্তমানে 'লাইফ লং এডুকেশন' অর্থাৎ 'জীবনভর শিক্ষার নীতি' এখতিয়ার করেছে, অথচ আমরা এখনো ইউনেস্কো প্রবর্তিত 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিতেই টলমল করছি। এর লক্ষ্য অর্জন হবার আশাও অতিশয় ক্ষীণ। বাংলাদেশের কুদরতে খোদা শিক্ষা প্রতিবেদন (১৯৭৪ খৃঃ) বিবেচনা করে আমাদের এ অগ্রচিন্তার ইতি টানতে পারি। এর লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, (ক) এর দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি করা। (খ) ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে, তাদেরকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা। এক কথায়, তাদেরকে 'উপকারী শিক্ষায়' শিক্ষিত করে তোলা। এই প্রতিবেদনটিকে মূলতঃ বৃটিশ সরকারের প্রচলিত এদেশের শিক্ষা সংস্কারের ধারাবাহিকতার শেষপ্রান্তে চিহ্নিত করে, বৃটিশ ভারতের প্রথম প্রান্তের শিক্ষা প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৮৮০ খৃস্টাব্দে নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের ১৮৮২ খৃস্টাব্দের প্রতিবেদনে চেয়ারম্যান উইলিয়াম হানটার মন্তব্য করেন ঃ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হল একটি "ফিউটাইল এক্সারসাইজ" বা নিঃস্ফল ব্যায়াম, "ইন একোয়ারিং ইউসফুল নলেজ" অর্থাৎ উপকারী বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে, "ইনস্টেড অব প্রিপেয়ারিং দি মাইন্ড ফর ক্রিয়েটিভ থিংকিং" মনকে সৃজনশীল চিন্তার প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিবর্তে অর্থাৎ কিনা, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যেখানে মনকে সৃজনশীল চিন্তার প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে নিবেদিত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরী লাভের জন্য উপকারী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যাপৃত। আশ্চর্যের বিষয় ১৮৮২ খৃস্টাব্দে হানটারের চোখে যে শিক্ষার ধারাটি পরিত্যাজ্য ছিল, তাই আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুগে কুদরতে খোদার প্রতিবেদনে ধ্বনিত ও রণিত হচ্ছে এবং তাই দিয়ে ১৯৯৭

খ্রিস্টাব্দের নব বাংলার নব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তবে চিন্তাশীল বিজ্ঞ লোকেরা জোরালো প্রশ্ন তুলেছেন: এ প্রতিবেদনটি কি আদৌ কুদরতে খোদা কর্তৃক রচিত বা তাঁর নির্দেশনায় সম্পাদিত অথবা সত্যি সত্যিই তাঁর সম্মতি প্রাপ্ত?

অবশ্যই ভালোর সাথে মন্দের সমন্বয়ের যেমন মন্দের উদ্ভব হয়, তেমনি অপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা কোন চলমান সমাজ ব্যবস্থার স্রোতধারায় প্রবাহমান করলে, তা সে স্রোতেই ভেসে যায়। অতএব, বিগত শত বছর ধরে মুসলিম আধুনিকতাপন্থী সুধীজনেরা যতবারই মুসলিম শিক্ষার সংস্কার করতে চেষ্টা করেছেন, ততবারই তারা মুসলমানদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত অকার্য্যকর ও অসমর্থ করে ছেড়েছেন, অর্থাৎ পিছিয়ে দিয়েছেন : উপরোক্ত অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে ধারণ করে, আমরা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার পুংখানুপুঙ্খরূপে, চুলছেঁড়া পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হতে পারি।

শিক্ষা নামের তাৎপর্য

লেখা-পড়ার অভ্যাস, বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে পঠন পাঠনের অর্থে (ক) শিক্ষা (খ) তা'লীম (গ) এ্যাডুকেশন শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। আজকের দিনে এই শব্দগুলি বহুল প্রচলিত। প্রত্যেকের এগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা মূর্খতার শামিল এবং আজকের জীবনে মূর্খতার কোন স্থান নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে এ তিনটি বহুল প্রচলিত শব্দ হলেও এগুলির শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এগুলি সভ্যতার সূচক, ঐতিহ্যবাহী নামবাচক শব্দ। এ তিনটি শব্দ, তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতার দিক নির্দেশ করে এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে এ আকর্ষণীয় নামগুলি স্ব স্ব সভ্যতার আলোকবর্তিকার প্রতীক। তাই এগুলির অর্থ আয়ত্ব করা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষের জন্য আনন্দদায়ক, মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিশারী।

এর প্রথমটি আর্য সভ্যতার প্রতীক, দ্বিতীয়টি ইসলামী সভ্যতার প্রতীক এবং তৃতীয়টি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক। আজকের দুনিয়াতে এমন কোন সভ্য লোক নেই যে ঐ তিনটি সভ্যতার দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবান্বিত নয়। একটি গৌরবের বিষয় যে, মুসলমানেরাই প্রথম যুগের ইসলামের খিলাফতের চত্বরে ভারত ও ইউরোপকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে, এ তিনটি সভ্যতার সুসমন্বয় সাধন করে।

সে যাই হোক, শিক্ষার আলোকোজ্জ্বল তাৎপর্য হৃদয়ংগম করার জন্য শব্দ তিনটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত: 'শিক্ষা' একটি আর্য ধর্মগ্রন্থ বেদ ভিত্তিক, পারিভাষিক শব্দ। এর বানান হল : শিক্ষ+অ+আ। উচ্চারণ 'শিকষা। কার্যতঃ ইহা নেওয়া বা দেওয়া বুঝায়। এর অর্থ নিছক শিখানো নয়; বরং পাঠ বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া।

ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষার তিনটি স্তর চিহ্নিত করা যায়, যথা- (ক) পঠন-পাঠন, (খ) বিদ্যা শিক্ষা, (গ) জ্ঞান অন্বেষণ। গুরু বা শিক্ষকের নিকট থেকে শিষ্যগণ বা ছাত্রেরা শিক্ষা গ্রহণ করে। সাধারণতঃ এ তিনটি স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়।

তবে আর্য সভ্যতায়, শিক্ষা এককভাবে পূর্ণতা দান করেনা। শিক্ষার সমগামী জুড়ি হল দীক্ষা, যা শিক্ষার পরিপূরক। 'দীক্ষা'র বানান হল 'দীক্ষ+অ+আ' এবং এর সংস্কৃত উচ্চারণ 'দীকষা'। এর অর্থ হল ঃ তত্ত্বজ্ঞান বা মৃত্যুর পরকালে মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ। দীক্ষা দাতাকে দীক্ষাগুরু এবং গ্রহীতাকে শিষ্য বলে। তাই দীক্ষার পার্থিব মানে 'উপদেশ' ও পরমার্থিক মানে 'মন্ত্র'। অতএব, মন্ত্র গ্রহণেই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হয়। আর্য সভ্যতায়, শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত মানুষ দেবতুল্য এবং দীক্ষাবিহীন শিক্ষিত লোক দৈত্যের সমতুল্য।

অনুরূপভাবে আরবি শব্দ 'তা'লিম' পঠন-পাঠনকে বুঝায়। আরবি ব্যাকরণের তরতিব মূলে গঠিত মূলতঃ শব্দটি 'আলম' (নিদর্শক), 'ইলম'(নিদর্শনের মাধ্যমে জানা), 'আলম', (নিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞাত বস্তু) আলিম (নিদর্শনের মাধ্যমে যে জানে)। এরূপ নিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াকে বলে 'আল্লামা' অর্থাৎ ইলম শিক্ষা দেওয়া। 'ইলম' এর পারিভাষিক অর্থ 'বিজ্ঞান'। তাই 'আল্লামা' মানে বিজ্ঞান বা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। এর থেকে উদ্ভূত 'তা'লীম', অর্থাৎ বিদ্যা বা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার প্রক্রিয়া।

আরবি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এরূপ প্রক্রিয়া, ইসলাম-উত্তর যুগের সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী সভ্যতা গড়ে তুলতে আরব, ইরানি, তুরানি, ভারতীয় ইত্যাদি বহুজাতিক মুসলমান এমনকি সহযোগিতায় লিপ্ত অমুসলিম জ্ঞান-সাধকের অবদান অনস্বীকার্য। এতে ইসলামী সভ্যতার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ প্রাক-ইসলামী 'মুরূওয়া' বা মহানুভবতার রদবদলে ইসলামী মূল্যবোধের অবতারণা করা হয়। তাতে আদব বা তমীয্ এর ভিত্তিতে শিক্ষা বা তা'লীমের সূচনা করা হয়। এই প্রেক্ষিতে শেখ সা'দী বলেন ঃ 'হে সা'দী তুমি বদ-তমীয্ বা বে-আদবকে শিক্ষা দিওনা; কেননা, বদতমীয্ শিক্ষিত হলে, সে প্রথমে শিক্ষককেই আক্রমণ করবে"। তাই মুসলিম জীবন ব্যবস্থায়, প্রথমে আদব শিক্ষা দেয়া হয়; অত:পর বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় আদব-তমীয্ শিক্ষাকে বলা হয় তরবীয়ত'। এ স্থলে আর্য সভ্যতার মতই তরবীয়তের আদলে 'তা'লীম' পূর্ণতা লাভ করে। তাই শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রযুগলকে, বৌদ্ধ কৃষ্টির শীল ও বিনয়ের মতই, আদব বা তরবীয়তের উপর ইসলামী শিক্ষাক্রমে সমধিক জোর দেয়া হয়। আর্য সভ্যতার আলোচনায়, একটি বিশুদ্ধবাদী মানবতাবোধের বিশ্ববিস্তৃত সম্প্রসারণরূপে বৌদ্ধ কৃষ্টির কথা এসে যায়। বৌদ্ধ জ্ঞান চর্চা ত্রি-পিঠক নামে প্রসিদ্ধ, যাতে অভিধর্ম, জাতক ও বিনয়ের অনুশীলন নিহিত। বৌদ্ধ কৃষ্টিতেও মূল্যবোধের দীক্ষা হয় শিক্ষার দিশারী।

সার কথা প্রাচ্যের আর্য, বৌদ্ধ, মুসলিম সভ্যতার প্রশস্ত চত্বরে শিক্ষা বা তালিমের সাথে দীক্ষা বা তরবিয়তের মাধ্যমে শিক্ষা প্রক্রিয়া হৃদয়ে অংগম হয়, যাকে কিনা আমরা বলি হৃদয়ঙ্গম। বিদ্যা হৃদয়ে অংগম হলেই, তা জ্ঞানে পরিণত হয়। বিদ্যা মানুষকে অহংকারী করে, মানুষের মনে আত্মম্ভরীতার সৃষ্টি করে। আর জ্ঞান মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, বিনয়ী করে, বিকশিত করে। জ্ঞান মানুষকে মহত্ত্ব প্রদান করে মানবে পরিণত করে। জ্ঞানই সত্যিকারভাবে মানবতার উৎস। এখানেই প্রাচ্য-প্রতীচ্যেও বিষদ পার্থক্য। প্রাচ্যে বলে: জ্ঞান মানুষকে বিনয় শিক্ষা দেয়, মানুষকে বিনয়ী করে। প্রতীচ্য বলে : নলেজ ইজ পাওয়ার : জ্ঞান শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ কিনা, প্রতীচ্যে নলেজকে প্রাচ্যের জ্ঞান নয়, বরঞ্চ বিদ্যার সমতুল্য জ্ঞান রূপে প্রচার-প্রচলন করা হয়।

তাৎপর্যমূলে দীক্ষাকে বিশ্লেষণ করলে- আদর্শ মূল্যবোধ ও শিষ্টাচার পাওয়া যায়। শিক্ষা মানুষকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি মূলে সজাগ করে; আর দীক্ষা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। বিবেকহীন মানুষ পশুরু সমতুল্য। বিবেক মহত্ত্বের পরিচায়ক। বিবেক মানুষকে মহানুভব করে। বিবেক মানুষের সচরাচর অনুভূতিকে মহানুভবতায় পরিবর্তিত করে। কেননা, অনুভূতি স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত ও মহানুভবতা কল্যাণকামী চিন্তা। কবির ভাষায় ঃ

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অতএব, প্রাচ্য সভ্যতায়,ধর্মের আদর্শ, সমাজের মূল্যবোধ এবং মানবিক শিষ্টাচার, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। আর শিক্ষার মাধ্যমে মানবতা অর্জনের ক্ষেত্রে, দীক্ষার ভূমিকা মুখ্য ও দিশারী।

পক্ষান্তরে, এডুকেশন একটি ল্যাটিন-মূল শব্দ ঃ এডুকো (Educo) এডুকেটাম (Educatum) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নেতৃত্ব দেয়া, পালন বা প্রতিপালন করা, শেখানো (To lead forth, to bring up, to rear, to instruct) এবং দূরবর্তী অর্থে (remotely means) মানসিক, শৈল্পিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে এগিয়ে নেয়া, বিশেষতঃ শিক্ষাকর্ম বা বিদ্যায়তনের মাধ্যমে especially by teaching and schooling- (দি লেক্সিকন ওয়েবস্টার ডিকশনারি, ১ম, ১৯৮৩ খৃঃ পৃঃ ৩১৩) তবে শব্দতাত্ত্বিক দিক দিয়ে 'এডুকেশন' এর অর্থ প্রশিক্ষণ দেয়া বা শেখানো, যেমন ঘোড়াকে কদম শিখানো। অতএব, শাব্দিক দিক থেকে এটা সংস্কৃত শিক্ষা ও আরবি তা'লিম এর সমকক্ষ নয়। কেননা, এ দুটি প্রাচ্য শব্দ কেবল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য, পশু বা প্রাণীর বেলায় নয়। অবশ্য বর্তমান চলমান সভ্যতার প্রভাব-প্রতিভাবের টানা-পোড়েনে, প্রচলিত অর্থে এডুকেশন, শিক্ষা ও তা'লিমের সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও এডুকেশনের সাথে দীক্ষা ও তরবিয়তের মত যুগ্ম বা জুড়ি শব্দের উৎপত্তি পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযোজিত হয়নি। অতএব, নৈতিক তাৎপর্যের বিচারে প্রতীচ্যের এডুকেশন ও প্রাচ্যের শিক্ষা ও তা'লীম এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ বিদ্যমান।

সুতরাং প্রাচ্যে শিক্ষা বা তা'লিম বলতে দীক্ষা ও তরবিয়তের তাৎপর্য অবশ্যই তাতে উহ্য তাকে। কাজেই শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় পঠন-পাঠন বিদ্যা ও জ্ঞানের শিক্ষা প্রদানের স্তরে স্তরে নৈতিকতা, সদাচারণ, আদব-কায়দা, ভদ্রতা, বিনয় এবং সর্বোপরি সুশীল জীবন ধারার দীক্ষা বা তরবিয়ত, মানে প্রশিক্ষণ প্রদানের তাৎপর্য তাতে নিহীত থাকে; বিশেষত তখনই সত্যিকারের শিক্ষা হয় যখন শিক্ষার্থী স্বমতে ও স্ব-ইচ্ছায় তা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের এডুকেশনে, এরূপ নৈতিক, আদর্শিক ও সামাজিক প্রশিক্ষণের কোন নির্দেশিত ধারণা নেই। কেবল ব্যতিক্রমধর্মী, খৃস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের কাউনসেলিং বা সদুপদেশের নামে ধর্মযাজক বা ধর্ম শিক্ষকদের দ্বারা কিছু প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাচ্যের ধারণায় যথার্থ নৈতিক, আদর্শিক ও সদাচারণগত প্রশিক্ষণ ছাড়া যে কোন শিক্ষা 'লাগামহীন ক্ষমতা', দৈত্য-দানবের সৃষ্টি করে; তাতে ইপ্সিত ভদ্রজনোচিত জ্ঞানী ব্যক্তির উন্মেষ ঘটে না।

(গ) শিক্ষা দর্শন বনাম শিক্ষা ব্যবস্থা

পাশ্চাত্যের সভ্যতার ইতিহাসে দর্শন ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সক্রেটিস শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। প্রথম জীবনে তিনি পূর্বসূরী গ্রিক দার্শনিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানকে 'ধারণামূলক' বলে মনে করতেন। তখন তিনি বলেছিলেন 'নলেজ ইজ কনচেপচুয়াল (Conceptual) অর্থাৎ 'জ্ঞান হচ্ছে ধারণামূলক'। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, ধারণামূলক জ্ঞান নিছক কল্পনা ভিত্তিক, যা যুক্তির মাধ্যমে বিদ্যায় উপনীত হয় মাত্র, প্রকৃতজ্ঞানের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়না। কেননা, জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তখন তিনি তাঁর পূর্ব ধারণা সংশোধন করে বলেন ঃ 'Know thyself', আত্মকে জানো। তা ছিল ভারতীয় আর্যদের বৈদিক জ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত। স্মর্তব্য যে, মান্ডুক্য উপনিষদে বিবৃত হয়েছে ঃ "আত্মনং বিদ্ধি" অর্থাৎ তোমার আত্মাকে জানো। বৈদিক উপনিষদিক দর্শনে, প্রকৃত জ্ঞান, আত্মজ্ঞানে শুরু হয় এবং ব্রহ্ম জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত য়। সক্রেটিস Inner Voice বা আত্ম-নির্দেশের কথাও বলেছিলেন। তিনি আত্মনির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতেন না। কিন্তু গ্রিক পৌত্তলিকরা তাঁকে আর অগ্রসর হতে দেয়নি। হেমলক বিষপান করিয়ে হত্যা করে।

পরবর্তীকালে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল আত্মজ্ঞানকে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করতে পারেননি। তাই পাশ্চাত্যের কৃস্টি ও ঐতিহ্যের নামে ইউরোপের পন্ডিতরা 'কনচেপচুয়াল নলেজ' বা ধারণামূলক বিদ্যাকেই সর্বস্ব জ্ঞান রূপে প্রতিপন্ন করে চলেন।

প্রাচীন বিশ্বের অনন্য প্রতিভা গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভিত্তিক কনচেপচুয়াল বা ধারণামূলক

Ghunati.com
pioneer in village based website

জ্ঞানকে সহজবোধ্য, সুসামঞ্জস্য, যুক্তিনির্ভর ও ব্যাপকভাবে অনুশীলনযোগ্য করার লক্ষ্যে আরোহ-অবরোহ যুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন করেন। মধ্যযুগে এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা লজিক, তর্কশাস্ত্র ও মানতিক নামে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যদিকে প্রাচ্যের জ্ঞান চর্চা ছিল পাশ্চাত্যের প্রাচীনত্ব থেকেও বহু প্রাচীন। গ্রিকদের জ্ঞান চর্চা আড়াই হাজার বছর পুরানো হলে, প্রাচ্যের জ্ঞান চর্চা ছয় হাজার বছরের অধিক পুরানো। প্রাচ্যে জ্ঞানকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

বৈদিক সংস্কৃত ঃ ইন্দ্রিয় লব্ধ তথ্যজ্ঞান- তত্ত্বজ্ঞান- সত্যজ্ঞান- দিব্যজ্ঞান
বৌদ্ধত্তর আগমশাস্ত্র ঃ বিভু- তৈযস- প্রজ্ঞা- তুর্য।
ইসলামি আরবি ঃ শরিয়ত- তরিকত- হাকিকত- মারিফত।

রেনেসা-উত্তর পাশ্চাত্যের আধুনিক পন্ডিতবর্গ সক্রেটিসের প্রাথমিক যুগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্লেটো ও এরিস্টটলের অনুকরণে, নিছক অনুভূতি ভিত্তিক অর্থাৎ তথ্য ভিত্তিক তত্ত্বজ্ঞানকে দর্শন ও মানুষের চূড়ান্ত জ্ঞানরূপে কল্পনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত দর্শনসর্বস্ব মতবাদকে মানুষের চূড়ান্ত দর্শন ও চূড়ান্ত জ্ঞানে পরিণত করার প্রয়াস পায়। তাকে সত্যের বহুত্ব সৃষ্টি করে, সত্যকে 'যে যেরূপে দেখে' তদ্রুপ প্রতীয়মান করার প্রয়াস পায়। ফলে সত্য অসত্যে পরিণত হয়। তারা দর্শনের নামে মতবাদের দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দল-জোট ভিত্তিক ঠান্ডা লড়াই, উষ্ণ যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে উপণীত করেছে। এরূপ মতবাদী দর্শনের বাস্তবায়নকে তারা সত্য প্রতিষ্ঠার নাম দিয়ে, সবকিছুর পেছনে দর্শন সৃষ্টির প্রয়াস পায়। সেরূপ তারা শিক্ষা ক্ষেত্রেও নানা প্রকার দর্শন সৃষ্টি করে, সেগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে। অতএব, প্রতীচ্যের লোকদের দৃষ্টিতে জ্ঞানের উৎস এককভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভিত্তিক।

পক্ষান্তরে প্রাচ্যের সভ্যতাগুলি জ্ঞানের যুগপৎ দুটি উৎসের সন্ধান পেয়েছে। একটি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভিত্তিক অনুভূতির চত্বরে, যাতে প্রাণী জগতের সাথে মানুষও শরিক হয় এবং যা ষড়রিপুর তাড়নায় চলমান হয়। জ্ঞানের অন্য উৎসটি হল বিবেক যা অন্তরাত্মায় নিহিত এবং যা নির্বিকার ভাল-মন্দ বিচার করে, মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। প্রথম ধাপের দ্বিতীয় উৎস হল তত্ত্বজ্ঞান, যা অনুভূতিকে কল্যাণকামিতার পথে বিশ্বজনীন জ্ঞানে পরিণত করে। প্রাচ্যে, প্রাতীচ্যের নিছক মতবাদের বিপরীতে, এ তত্ত্বজ্ঞানকেই দর্শন বা যুক্তিজ্ঞান বলে। এটার অনুভূতি বিশ্বজনীন কল্যাণকামীরূপ প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় ধাপের প্রথম সত্যজ্ঞান, অর্থাৎ অন্তর-চক্ষুর মাধ্যমে সত্যের দর্শন। এরূপ সত্যজ্ঞানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রজ্ঞা বলে এবং মুসলমানেরা হাকিকত বলে। অতঃপর চূড়ান্ত জ্ঞান হল দিব্যজ্ঞান, অর্থাৎ সত্যকে সরাসরি দেখা। এ স্তরকে বৌদ্ধরা বলে তূর্য বা শূণ্য জ্ঞান; আর মুসলমানেরা বলে মারিফত। এ স্তরে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞাত একাকার হয়ে 'সত্যস্থিত' হয়ে যায়। কেননা, সত্য অবিমিশ্র একক।

এ কারণে লোকেরা সত্যের সন্ধানে যে শিক্ষার অনুশীলন করে তার জন্য কল্পনাভিত্তিক দর্শন উদ্ভাবন করার পরিবর্তে, অনুসন্ধান ও গবেষণামুখী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। অতএব, শিক্ষার দর্শনের কথা বললেও, কার্যত আমাদের আলোচনা শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই অধিকতর নিবিষ্ট থাকবে। কেননা, পাশ্চাত্যের পন্ডিত মন্ডলী মতবাদকে দর্শনে রূপায়িত করতে গিয়ে সত্যিকার প্রজ্ঞা বা Wisdom (প্রজ্ঞা) থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছেন। তাই সচরাচর দেখা যায় তারা প্রাচ্যের Wisdom (প্রজ্ঞা) ও পাশ্চাত্যের Statemanship (রাষ্ট্রনায়কত্ব) এর কথা বলে। পাশ্চাত্যের প্রজ্ঞা বা Western wisdom বলে আমাদের কোন কিছু জানা নেই। অথচ তারা Wisdom (প্রজ্ঞা) বলতে কিছু পূণ্যবান বা virtuous কর্মকান্ড বুঝায়। আর রাষ্ট্রনায়কত্ব বলতে চালবাজী চালাকী সম্পন্ন রাজনৈতিক মীমাংসা বুঝায়। তাই রাষ্ট্রনায়কত্বের আবেশে

তারা শিক্ষার দর্শন নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে; আমরা প্রজ্ঞার পক্ষাবলম্বন করে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই মূখ্যত মনোনিবেশ করব।

শিক্ষার সংখ্যা ও উদ্দেশ্য ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্যের প্রেক্ষিত

পাশ্চাত্যের ধাঁচে শিক্ষা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করলে এবং মানব জাতির জন্য তা প্রয়োগ করলে, আমাদের সম্মুখে একটি সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে পাশ্চাত্যের এ্যারিস্টটলীয় নমুনায় শিক্ষা 'কাহাকে বলে'? জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে বলতে হয় ঃ শিক্ষা হল পঠন-পাঠন, আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিবেচনা, আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে একের পরিশীলিত, সুচিন্তিত ও পরিমার্জিত ভাব-ধারণা অন্যের নিকট প্রচার করা, হস্তান্তর করা। শিক্ষার এ প্রক্রিয়াকে অনুশীলন বলা হয়। তবে এরূপ সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে প্রাচ্যের সভ্যতাগত শিক্ষাকে আঁচ করা যায় না। কেননা, প্রাচ্যের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ বিদ্যমান।

শিক্ষাকে বোধগম্য করতে হলে আবার জিজ্ঞেস করতে হয় ঃ শিক্ষা জিনিসটা আদতে কি? এর উত্তরে পাশ্চাত্য সূত্রে বলা হয় ঃ শিক্ষা একটি এমন প্রক্রিয়া যা দ্বারা প্রবীন লোকেরা নবীন লোকদের নিকট কষ্টার্জিত ধারণা, সফল অভিজ্ঞতা ও কার্যকর প্রজ্ঞা হস্তান্তর করার চেষ্টা করে, যাতে নবীনেরা অপেক্ষাকৃত সহজতর উপায়ে জীবনের সমস্যাদির সম্মুখীন হতে পারে এবং উন্নত ও সাচ্ছন্দ্যতর সুন্দর ভুবন তৈরী করার আশা পোষণ করতে পারে। (Comton's Encyclopedia, 1986, Vol. 7. p. 74)। শিক্ষাকে একটি সমাজের মূল্যবোধ ও সঞ্চয়িত জ্ঞান পরিবেশনরূপে দেখা যায় (Encyclopedia Britannica এর ভাষা)। শিক্ষা মানবিক উন্নয়নে প্রভাবশীল সব কিছুকে শামিল করে (James Hastings cd. Encyclodpedia of Religion and Ethics, 1981, Vol.v.p.166 এর ভাষ্য)।

আধুনিক পাশ্চাত্যের লোকেরা এরূপে শিক্ষাকে দীক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইহাকে মানসিক উন্নতি, মানসিক উন্নয়ন এবং পার্থিব জীবনে সুখ অর্জনের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। খৃস্টীয় দশম শতকের মুসলিম চিন্তাবিদ আবু নছর আল-ফারাবির ধারণায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ঃ 'সা'আদত আদ-দারাইন' অর্থাৎ ইহ-পরকালীন, উভয় জাগতিক সুখ এর অনুসন্ধান ও অর্জন। মানব জীবনের সুখ ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার উপরোক্ত পার্থক্য মনে রেখে আমরা উভয় পক্ষের ঐতিহ্যগত ভাব-ধারণাগুলি আরো ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষার পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ঃ বিস্তারিত আলোচনা

পাশ্চাত্যের শিক্ষার ঐতিহ্য গ্রিস থেকে আরম্ভ হয়। প্রাচীন যুগের গ্রিক পণ্ডিতদের মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে দু'টি স্মরণীয় অবদান ঃ ফিলোসফি ও ড্রামা, অর্থাৎ দর্শন ও নাটক। যদিও এগুলির উন্মেষ খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে দেখা যায়, তবুও এগুলির জ্ঞানের প্রসার খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকেই জোরদার হয়। তখন সফিস্ট বা জ্ঞানীজনদের হাতেই গ্রিক দর্শন ও নাটক, অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন বা মাধ্যমরূপে প্রতিভাত হয়।

এ সময়ের প্রাক-সক্রেটিস যুগে, সফিস্টরাই ছিল গ্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবী। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি একনিষ্টভাবে শিক্ষকতার দিকে ঝোঁকে এবং তারা শিক্ষক হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। Encyclopedia of Religion and Ethics এর মতে, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দিকে গ্রিসে, বিশেষত এথেন্সে শিক্ষার একটি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাতে দুটি স্রোতধারায় জ্ঞানীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা দেয়া হতো। একটি ছিল Music বা সংগীত ও অন্যটি ছিল Gymnastic বা ব্যায়াম প্রথমটি ছিল সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনে ও দ্বিতীয়টি ছিল শারীরিক উন্নতি বিধানে ব্যাপৃত।

তবে গ্রিক শিক্ষা কেবল নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। গ্রিক নগর রাষ্ট্রে, পূর্ণ নাগরিকদের তুলনায়, ক্রীতদাস

ও বিদেশী শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হলেও তাদেরকে কোন আইনগত অধিকার দেয়া হতোনা। অতএব, গ্রিকদের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল কেবল নাগরিক ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রের উপকার সাধনের জন্য তৈরি করা। আর মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অধীন ছিল।

রাষ্ট্রের মর্যাদা ছিল সর্বোপরি, রাষ্ট্রের উপর কিছুই ছিল না। এখানেই আধুনিক Sovereignty এর জন্ম। কেননা, গ্রিকরা পরকালে বা মৃত্যুর পরে শেষ বিচারে বিশ্বাস করত না। তারা একমাত্র পার্থিব জীবনে, অর্থাৎ secularism এ বিশ্বাস করত। সফিস্টদের সম্বন্ধে বলা হয়, তাদের উক্তি মূলে, তারা শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যবান বা উপকারী জ্ঞান বিতরণ করত। চরিত্র গঠনে হাত দিতনা। এ কারণে উপরোক্ত এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে, তাদেরকে Teacher (শিক্ষাদাতা) বলা যাবে, educator (শিক্ষক) বলা যাবে না (Vol. 1.p. 286. Vol.5.p.172 দ্রঃ)। তবে সক্রেটিস শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে virtue বা পূণ্যের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য প্লেটো virtue বা পূণ্য শিক্ষা দেয়া, education এর মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতেন (ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৬)।

মধ্যযুগের ইউরোপে যখন গ্রিক দর্শন ও রোমান রাজনৈতিক আধিপত্য, খৃস্টান ধর্মীয়-মানবিক আদর্শের সাথে যুক্ত হয়ে, খৃস্টীয় বিশ্ব দর্শন ও খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের জন্ম দেয়, তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ নতুন ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজম বা রোমান শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়। এ ব্যবস্থাটি ৭টি উদারনৈতিক আর্টস বা কলা এর সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং এগুলিকে ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রোভিয়াম, অর্থাৎ ত্রয়ী ও চতুর্থা নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ট্রিভিয়াম কলা ছিল ব্যাকরণ, রেটোরিক বা ভাষা অলঙ্কারশাস্ত্র ও ডাইলেকটিক বা লজিক---যুক্তিবিদ্যা। আর কোয়াড্রোভিয়াম কলা ছিল ঃ জ্যামিতি, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা ও সংগীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টাইন ও কাপেল্লা দ্য কার্থেজিয়ান এর প্রচেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তাদের প্রচেষ্টায় এ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মনাস্টারী ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলি পরবর্তীতে ইসলামী প্রভাবের আদলে ইউনিভার্সিটিতে পরিণতি হয়। এগুলি সাতটি স্বাধীন পেশা (ফ্রি আর্টস) এ পরিণতি লাভ করে, যথা- রাইডিং (ঘোড়া চালনা) সুটিং (তীর চালনা), হওকিং (শিকারী পাখি দিয়ে শিকার করা) সুইমিং (সাঁতার) বক্সিং (মল্ল যুদ্ধ), চেস্ প্লেয়িং (পাশা খেলা) ও ভার্স মেকিং (কবিতা তৈরি) (Encyelopedia of Religion and Ethics. Vol. 1.p. 172 দ্রঃ)।

পরবর্তী রেনেসার চত্বরে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা (ক) Humanists (মানবতাবাদী), যারা words বা ধ্যান ধারণার পক্ষ নেয় (খ) Realists (বাস্তববাদী) যারা work বা কর্মধারার পক্ষ নেয় এবং (গ) Naturalists (প্রকৃতিবাদী) যারা জীবনকে বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে মিলায়ে দেখার প্রয়াস পায় এবং শেষোক্তরাই অবশেষে জীবনের ব্যাখ্যায় স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে প্রকৃতিতেই বা Nature এর চত্বরে সব কিছুর বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করে (ঐ)। এ শেষোক্ত দল থেকেই পাশ্চাত্যে নেচারবাদী বা প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার জন্ম নেয়।

গর্ডন লেফ (Gordon Leff) এর পরবর্তী পি.এইচ.ডি গবেষণা থেকে আমরা অবগত হই যে, সেন্ট অগাস্টাইন (৩৫৪-৪৩০) খৃঃ ও তাঁর শিষ্য বোয়েথিয়াস (Boethius) (৪৭০-৫২৫ খৃঃ) এর মৃত্যুর সাথে রোমান সাম্রাজ্যের স্বাধীন দর্শন-চিন্তার অবসান ঘটে (Medieval Thought on St. Augustine to Ockam, Penguin, 1958, 1965) বোয়েথিয়াসের ছাত্র ক্যাসিডোরাস Cassidorus দক্ষিণ ইটালীতে 'ভিভেরিয়াম' নামক একটি মনাস্টারী বা খৃস্টান ধর্মীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উপরে বর্ণিত ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রোভিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন (পৃঃ ৫০)। আদতে ম্যারটিনাস ক্যাপেল্লা (Martinus

Capella)-ই ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রোভিয়ামের, ধর্ম-নিরপেক্ষ (Secular) শিক্ষাক্রমের উদ্ভাবন করেছিলেন, যাঁর থেকে বোয়েথিয়াস তা আহরণ করেন। ক্যাসিডোরাস-এর শিক্ষা নীতির ভিত্তি ছিল এই উদারনৈতিক শিক্ষাক্রম (পৃঃ ৫১)।

লেফ এর মতে, "ইউরোপের মধ্যযুগীয় সমাজে খৃস্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় ছিল ক্রুশ ধর্মযুদ্ধের বা ক্রুসেডের যুগ। এ দ্বাদশ শত বছরে ইসলামের অনবদ্য প্রভাব ইউরোপের সমাজ চেতনাকে ওলট-পালট করে দেয়।

এই শতকের দুই প্রান্তে ইউরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার অবস্থা একই ধরনের ছিল না। যুদ্ধে ও শান্তিতে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের মুসলিম সমাজের সাথে পরিচয়, ইউরোপের মধ্যে মুসলিম সভ্যতার ঢল বয়ে আনে এবং এর পূর্বাপর চিন্তাধারা, ভাব-ধারণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কিছুই একই প্রকার ছিলনা।" তিনি বলেন ঃ Yet this contact with the Moslem world by Crusade, pilgrimage and trade, had a fruitful influence upon the West. it intorduced it to a higher civilization and helped it to regain the full heritage of Greek culture as well as the riches of the Moslem world. Without these sources, scholasticism would have had a very different history and probably incomparably poorer one. Just as the West dependent on the East for so much of its trade and luxuries, it owned it a debt also for its civilazation" (p. 86).

"তবুও ক্রুসেড, তীর্থযাত্রা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে মুসলিম জাহানের সাথে এ সংযোগ পশ্চাত্যের উপর ফলদায়ক প্রভাব বয়ে আনে। ইহা পাশ্চাত্যকে একটি উচ্চতর সভ্যতার সাথে পরিচিত করল এবং তাদেরকে গ্রিক সংস্কৃতির পূর্ণ উত্তরাধিকার পনুরুদ্ধার করতে সাহায্য করল এবং মুসলিম বিশ্বের ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐশ্বর্যের সান্নিধ্যে উপণীত করল। এ উৎসগুলি ব্যতিরেকে (ইউরোপের মধ্যযুগীয়) স্কলাস্টিসিজম বা পান্ডিত্যবাদের ভিন্ন ইতিহাস হতো এবং সম্ভবতঃ তা অতিমাত্রায় দরিদ্র ও ক্ষীণ হতো। পাশ্চাত্য, বাণিজ্যের ও আয়াশী দ্রব্যের জন্য প্রাচ্যের উপর যেরূপ নির্ভরশীল ছিল, সভ্যতার জন্য তেমনি ঋণী (পৃ: ৮৬)।

তাঁর মতে, খৃস্টীয় বার শতক ইউরোপের জন্য ছেদনকারী (catalyst) যুগ ছিল, যা প্রথম 'অন্ধকার মধ্যযুগের' অবসান ঘটায়ে 'আলোকোজ্জ্বল মধ্যযুগের' সূচনা করে, যাতে পুরানো মনাস্টারী বা মঠ বিদ্যালয় ও ক্যাসল স্কুল বা দুর্গস্থিত বিদ্যালয়গুলি পর্যায়ক্রমে ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় ও জামিয়াহ গুলির অনুকরণের (imitation) মাধ্যমে (পৃঃ ৮৬-৮৭)। আদতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এ পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানের যুগে, ইসলামী সভ্যতার অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে, সেখানে জ্ঞান চর্চাও সর্বক্ষেত্রে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকোজ্জ্বল যুগের সূচনা হয়, যাকে লেফ 'প্রথম রেঁনেসা' নামে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন ঃ চিন্তার দিক থেকে, এগারো ও বারো শতক (ইউরোপের) সর্বত্র পুনজার্গরণের শতাব্দী ছিল। আলোচনার বিষয় যাই হোক না কেন, (আলোচনার) স্থান যেখানেই হোক না কেন, একটি বিশ্বজনীন আবিষ্কারের ভাব সর্বত্র বিরাজ করছিল" (পৃঃ ৮৯)।

"বুদ্ধিগতভাবে, বারো শতক ও তেরো শতকের মধ্যকার সন্ধিক্ষণের পার্থক্য ছিল, ইতিহাসের প্রশস্ম চত্বরে, ইসলামী বিশ্ব থেকে পাশ্চাত্যের বিচ্ছিন্নতা ও সান্নিধ্যের মধ্যে নিহিত। ইসলাম পাশ্চাত্যকে ডবল কল্যাণ উপহার দেয় ঃ একদিকে ইতোপূর্বে মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিস্মৃত এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলী এবং অন্যদিকে, ইসলামের নিজস্ব দার্শনিক ব্যবস্থা, উভয়ই তেরো শতকে পাশ্চাত্যের চিন্তার উন্নয়নে অপরিমেয় তাৎপর্যবহ

ছিল (পৃঃ ১৪১)।

কেননা, সপ্ত উদারনৈতিক কলা (seven liberal Arts) এর আওতায় সীমাবদ্ধ হোক, তখনকার পাশ্চাত্যের জনগণ বিজ্ঞানাদি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখতো না।

রিসার্স ম্যাথডোলজি (গবেষণা পদ্ধতি) বা এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয় জনসাধারণ মোটেই অবহিত ছিল না। তদুপরি, তারা সেন্ট পল (যিনি মূলতঃ একজন গ্রিক ইহুদী ছিলেন ও পরবর্তীতে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন) এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একত্ববাদী সেমেটিক ঈসায়ী ধর্মকে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেবতত্ত্বে (Theo-দেব, Logy-তত্ত্ব) পর্যবসিত করেছিল। গর্ডন লেফ বলেন ঃ "বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্টারীগুলো ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়নে তাদের ভাবধারা ছিল ডাইলেকটিক, যা তারা মুসলমানদের 'ইলমে কালাম' এর যুক্তিবিদ্যা থেকে আহরণ করে।

ক্রুশযুদ্ধকে বগলদাবা করে, বারো শতক থেকে তাদের তেরো শতকে উত্তরণ, শত্রুতা-মিত্রতায় মুসলমানদের সান্নিধ্যে, লেফের মতে, তাদের মধ্যে যে প্রথম রেনেসা এর সূচনা করেছিল, তা তাদের জ্ঞানচর্চাকে সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়ার speculative logic থেকে যুক্তিবাদী তর্কশাস্ত্রে (rational logic) পরিবর্তিত করে। তাতে মুসলমানদের নিকট থেকে বিপুলভাবে আহরিত বিষয়বস্তুগুলিকে কলা ও দর্শনে (Arts and Pholisophy) তে বিভক্ত করা হয়। তখনো বিজ্ঞান বা সায়েন্স শব্দের উৎপত্তি হয়নি। তারা মুসলমানদের বিজ্ঞানকে 'প্রাকৃতিক দর্শন' নামে অভিহিত করতে অভ্যস্থ ছিল।

তবে তারা মুসলমানদের 'তাজরিবী' বিজ্ঞানের আসল তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়নি, যেহেতু তারা কেবল এর 'তাজরিবী' পদ্ধতিই গ্রহণ করে, কিন্তু'তাজরিবী' বিজ্ঞানের উদ্ভব করা হয়েছিল, তা আহরণ করে নিতে বিরত থাকে অথবা বুঝে উঠতে সক্ষম হয়নি। কাজেই তারা এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার আরোহ বা ইনডাকটিভ লজিককে অযাচিতভাবে, তাদের নব আখ্যায়িত 'প্রাকৃতিক দর্শনে'র যুক্তিতাত্ত্বিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার নিস্ফল প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়।

আমাদের সাম্প্রতিক পুস্তক "Origin and Development of Experimental Science"- এ বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলে দেখানো হয়েছে যে, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা 'প্রাকৃতিক দর্শন'কে' 'সায়েন্স' বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যা বিগর্হিত অবস্থানে, পাশ্চাত্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক-দর্শন বিবর্জিত পার্থিব সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ারে এবং কিছু লোকের বৈষয়িক উন্নতি ও বহুজনের ধ্বংসের কারণরূপে লালিত হয়। 'হদদ্ ও বুরহান' এর যুক্তিবিদ্যা বিবর্জিত, ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা তাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশল আবিষ্কারের পরিবর্তে, গ্রিক peganistic ভাবধারার 'ইনডাকটিভ লজিক' ভাবাপন্ন 'এমপিরিসিজম' বা অভিজ্ঞতা মূলে তাদেরকে অন্ধভাবে সৃষ্টিজগতের প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে। ফলে, বিজ্ঞান চর্চা তাদের জন্য সৃষ্টির নিদর্শন মূলে স্রষ্টাকে জানবে পরিবর্তে, সৃষ্টি জগতের কলা-কৌশল উদঘাটন করে, বিজ্ঞান চর্চা তাদেরকে wisdom-এ উপণীত করার পরিবর্তে প্রকৃতির যাদুকরি শক্তি আহরণ করার দিকে ধাবিত করে। তাই তারা প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করে বলে "knowledge is power" শক্তিমত্তা বা power হাছিল করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা এও মনে করতে থাকে যে, তাদের সফলভাবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসূত টেকনোলজির সাথে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার (স্টেইটমেন্টশিপ) সংযোজনই তাদের হাতে সমৃদ্ধির চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে।

প্রাচীন যুগের শিক্ষার প্রাচ্য ঐতিহ্য

আদি প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞ পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আদিম কৌম সমাজে কোন না কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, যা যুগে যুগে বিরাজমান গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী, প্রাজাতি ও জাতিবাদী পরিবেশে বিশিষ্ট আকার ধারণা করত। এমনকি ধর্মীয় আদর্শবাদী বা শ্রেণীবাদী পরিস্থিতিতেও সহায়ক ও অনুগামী বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ, চীন দেশে অতি প্রাচীনকালে শিক্ষা সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে এবং পূর্বপুরুষদের পূজা-পার্বনাদির লালন করার মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যে শিক্ষা, জ্যোতিস্ক পূজা, রাজনৈতিক প্রভাব ও বাণিজ্যিক লেনদেন এর মাধ্যমরূপে এবং প্রাচীন ভারতে প্রথমত মহেঞ্জোদারো ও হরপপায় সভ্য জীবন যাপনের ও পরবর্তীতে আর্য সভ্যতার ব্রাহ্মণ্যবাদ সংশ্লিষ্ট বর্ণবাদের লালন-পালনের মাধ্যমরূপে প্রচলিত হয়। পারস্যে দ্বি-তত্ত্ববাদের আদর্শে, চীনদেশে ব্যবহারিক প্রযুক্তি, রাজন্যপূজা ও বাস্তবতাবোধের উন্নয়নে শিক্ষাক্রমের প্রয়োগ করা হয়। নিয়মিত শিক্ষা প্রদানের সর্বাধিক প্রাচীন প্রচেষ্টা ইরাকস্থিত মেসোপটেমিয়া বা ছাওয়াদে পরিলক্ষিত হয়।

ছাওয়াদ বা সুমেরিয়ায় শিক্ষা

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেকার (২০০০ খৃঃ পূঃ) সুমেরীয় সভ্যতার একটি লিখন একজন আমেরিকান আদিম শাস্ত্রবিদ, এস.এন. ক্র্যামার পাঠোদ্ধার করেন (Journal of the American Oriental Society, Vol.69.19.19.p.199.ff.) : "School days, a Sumerion Composition relating to the Education of Scribe"- "বিদ্যালয়ের দিনগুলি : লিপিকার শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত একটি লিখন"। নিম্নে এর থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল : "বিদ্যালয়ের ছাত্র! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" "আমি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম।" "বিদ্যালয়ে তুমি কি করেছ?" "আমি আমার ফলক পাঠ করলাম, আমার দ্বি-প্রহরের খানা খেলাম, আমার ফলক তৈরী করলাম, ইহাতে লিখলাম, ইহা পরিপাটি করলাম, অতঃপর বিদ্যালয়ে ছুটির পর আমি বাড়ি গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। (তথায়) আমার বাবা বসা ছিলেন, আমি আমার বাবার সাথে কথা বললাম, ফলকটি তাঁকে পড়ে শুনালাম, (এবং) আমার বাবা সন্তুষ্ট হলেন, আমি আমার বাবার সত্যিকারের আদর পেলাম। (আমি বললাম), আমি ঘুমাতে চাই, আমাকে খুব ভোরে জাগিয়ে দেবেন; আমার যাতে কিছুতেই বিলম্ব না হয়; অন্যথা আমার শিক্ষক আমাকে বেতাবেন। ভোরে যখন আমি জেগে উঠলাম, আমি আমার মায়ের মুখী হলাম এবং তাকে বললাম "আমার দ্বিপ্রহরের খানা দিন, আমি বিদ্যালয়ে যেতে চাই" : আমার মা আমাকে দুইটি মোড়ানো (রুটি) দিলেন। আমি বিদ্যালয়ে গেলাম।

ফলকঘরে মনিটর আমাকে বলল, "তোমার কেন বিলম্ব হল?" আমি ভয় পেলাম, আমার হৃৎপিন্ডের ধুক ধুক বেড়ে গেল; আমি আমার শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হলাম এবং (আমার) জায়গায় বসলাম। আমার বিদ্যালয়ের পিতা আমার ফলক পড়লেন (এবং) আমাকে বেতালেন। বিদ্যালয়ের কর্তব্য তত্ত্বাবধায়ক ঘরে ও রাস্তায় কারো উপর আপতিত হবার জন্য (ঘুরে) দেখলেন (এবং) আমাকে বেতালেন। (যে) সদর দরজার ভারপ্রাপ্ত ছিল। (বল্ল)ঃ আমি যখন এখানে ছিলাম না, তখন তুমি কেন দন্ডায়মান হয়েছিলে?" (অত:পর) সে আমাকে বেতালো (ef. Edna I : Kramer : The Nature and Growth of Modern Mathematics, Prineeton University Press. N.J. USA :1981.p.If.)।

ঘন ঘন বেতানো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার পরিবার শিক্ষকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। আপ্যায়ন শেষে সন্তুষ্ট হয়ে "শিক্ষক উৎফুল্ল চিত্তে বক্তব্য রাখলেন : 'যুবক! যেহেতু তুমি আমার কথায় অবহেলা করনি, তা পরিত্যাগ করনি, তুমি যেন লিপি শিল্পে উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছে যাও। ইহা পরিপূর্ণরূপে অর্জন কর! তোমার খচিত তুলি-কলমে যেন (ভাগ্য) তত্ত্বাবধায়ক রাণী 'নিবাদা' দেবী কৃপা দান করেন! তোমার ভ্রাতৃদের

মধ্যে তুমি যেন তাদের নেতা হও! তোমার সঙ্গীদের মধ্যে তুমি যেন তাদের সরদার হও! তোমার মর্যাদা যেন সর্বোপরি হয়! (ঐ)।

শিক্ষককে আরো তুষ্ট করার জন্য, তাঁকে বিদ্যালয়ের পাঠের বাইরে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করার ইঙ্গিত ও লিখনটিতে বিদ্যমান রয়েছে যা বর্তমান বাংলাদেশে যত্রতত্র নজরে পড়ে।

চীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

চীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভবতঃ আরো সুপ্রাচীন। অবিস্মরণীয় কাল থেকে চীনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স গ্রন্থে বলা হয় যে, আদিকাল থেকে চীন দেশে জনগণ শিক্ষার জন্য এতই উদগ্রীব ছিল যে, রাজারা স্বয়ং শিক্ষা ও বিদ্যালয় নিয়ে ব্যাপৃত হতেন। চীনারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ 'ভাল' থাকে এবং 'শিক্ষা' ব্যতিরেকে তাতে অবক্ষয় দেখা দেয়। অতএব, শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল "চরিত্র গঠন করা, যাতে মানুষ সমাজে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে, যাতে সে রাষ্ট্রে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে" (Vol. 5.p.183)।

চীন দেশে মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো, যথা- জ্ঞানী, চাষী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী এবং তাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মর্যাদা ছিল সর্বোপরি। চীনের নৈতিকতার দাবী হল ঃ "একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে হত্যা করা গেলেও, অপমানিত করা যাবেনা"। "জ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে শিক্ষা করে, কিন্তু শিক্ষার প্রক্রিয়া শেষ হতে দেয় না।" (ঐ)

প্রবাদ আছে যে, "একজন জ্ঞানী লোক যখনই কি ভাল তা শোনেন, তিনি তা তাঁর বন্ধুদেরকে বলেন; আর যখন তিনি কি ভাল তা দেখেন, তা তিনি তাদেরকে দেখান।" অর্থাৎ চীন দেশে জ্ঞানী লোকেরা সত্য প্রচার করেন, গোপন করেন না। কেননা, সত্য গোপন করা মহাপাপরূপে গণ্য হয়। পাঠ্য ও শিক্ষনীয় বিষয় ছিল ঃ নম্রতা ও ভালগুণ, সম্মান ও একাগ্রতা, দানশীলতা ও হৃদয়ের প্রশস্থতা, মানবতা ও ভদ্রতা, অনুষ্ঠানের কায়দা-কানুন, গান ও যন্ত্র সংগীত। এগুলিই মানবতার যোগ্যতা ও প্রকাশ রূপে গণ্য হতো" (ঐ)। একজন জ্ঞানী লোক এসব গুণ নিজের মধ্যে এক সাথে ধারণ করেন। কিন্তু তবুও তিনি কখনও পূর্ণাঙ্গ মানব বলে দাবী করেন না। "আদর্শ ও মানবতার জন্য তিনি এরূপ উচ্চ মর্যাদা অনুভব করেন যে, তিনি তা নিজের প্রতি আরোপ করতে অপারগতা বোধ করেন" বলা হয় যে, জ্ঞানী লোকেরা দরিদ্রতা বা দূরবস্থার কারণে, নিপতিত বোধ করেন না অথবা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। কিন্তু ধন অথবা উচ্চ মর্যাদার কারণে গর্বিত বা নিঃশেষিত হন না; তাই তাঁকে 'জ্ঞানী' বলা হয় (H cf.Li Chi xxxviii,3-9)। পুরা কাল থেকে চীন দেশে শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন। তাঁর কাজ ছিল গণ সমাজের নৈতিকতা ও সামাজিক কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া, জীবিত ও মৃতদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে অবহিত করা।

"বিশ বছর বয়সে কনফুসিয়াস ঐ সব ছাত্রকে শিক্ষা দেন যারা তার খ্যাতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর নিকট শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয় এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার আগ্রহ ও যোগ্যতা ধারণ করে। যতই অকিঞ্চিতকর ফিসই তারা দিতে পারুক না কেন; তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তাঁর শিক্ষা ছিল হেঁটে চলে বিচরণ করার মাধ্যমে (peripatetic) এবং তার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল কথোপকথন জনিত।

তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল কবিতার বই, ইতিহাসের বই এবং সম্পত্তি সংরক্ষণ করার নিয়ম-কানুন। তিনি নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন, আত্মার প্রতি সাধনা ও সত্যবাদিতা শিক্ষা দিতেন।

তাঁর শিষ্য মেনসিয়াসের কাছে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে শুনি যে, তা জন্ম-পূর্বাবস্থায় মায়ের আচরণ থেকে আরম্ভ

করে বাড়িতে প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সমাপ্ত হয়।

পরবর্তী হান বংশের সম্রাট, হান ওয়েন কুন (৭৬৮-৮২৪ খৃঃ) এর সময় আমরা উন্নতিশীল সরকারী বিদ্যালয় চাও-চৌ প্রিফেকচার বা সরকারী পদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করার কথা শুনতে পাই।

সেখানে ৭/৮ বছর বয়স থেকে শিক্ষা আরম্ভ হতো এবং পর্যায়ক্রমে Eight legged essay বা অষ্ট-পদ-রচনা নামের বহুল প্রচলিত শিক্ষা প্রদান করা হতো।

হ্যানলিন পেপারস নামক সংকলন এর ১ম সিরিজ (পৃঃ ৩৮) এ বলা হয় ঃ "একজন পরিপক্ক চৈনিক স্কলার বা জ্ঞানীলোকের তুলনা হল ঃ "জ্ঞানে শিশু, মননশীলতায় দৈত্য, স্মরণশক্তিতে বিস্ময়কর, তাঁর বোধ শক্তি সতেজ, তাঁর সাহিত্য কর্ম কর্মমুগ্ধকর" (পৃঃ১৮৪)।

বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি

পুরাকালে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও চীন দেশে শিক্ষণীয় ছিল। তবে কতেক বৈশিষ্ট্যতার কারণে বৌদ্ধ শিক্ষা মঠ-বিহারেই পরিবেশিত হতো। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা আবাসিক ও বিস্তারিত ধারাবাহিক ছিল : ৪০০-৫০০ খৃস্টাব্দে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন জ্ঞানের অন্বেষণে পাটনার পাটালি পুত্র, পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলিপ্তি বা তমলুক, পাঞ্জাব ও শ্রীলঙ্কা (সীলোন), গয়ার নালা বা নালন্দা পরিভ্রমণ করেন।

তিনি দেখতে পান যে, বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌখিক এবং মুখের কথার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদত্ত হতো। তবে আরো পূর্বাঞ্চলের ইন্দোনেশিয়ায়, বিনয় ও অভিধর্ম, লিখিত পাঠ্য থেকে শিক্ষা দেয়া হতো।

৬৪৫-৬৫৯ খৃস্টাব্দে হিউয়েন সিয়াং (Thuen Tsian) ভারতে আসেন এবং সেখান থেকে মধ্য এশিয়ায় গমন করেন। তিনিও শ্রীলঙ্কা ও নালন্দায় বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে আই-সিং (I-Tsing) ইন্দোনেশিয়ার শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন। এটা বিশ্ব প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজত্ব ছিল। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায় যে, সেখানে বালকদের শিক্ষা ১০ বছর বয়সে আরম্ভ হয়; তাদের ব্যাকরণ শিক্ষায় ৩ বছরের শিক্ষাক্রম দেওয়া হয়; (খ) ব্যাখ্যা শাস্ত্র পাঠ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে উচ্চতর পাঠ দান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন (মুখস্ত সহকারে) দ্বিতীয় পর্যায়ে চালু হয়; এ পর্যন্ত সাধারণ ও শ্রমণ একসাথে লেখাপড়া করে; (গ) তৃতীয় পর্যায়ে শ্রমণগণ বিনয়, সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, (ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে, অভিধর্মের উপর রচিত গ্রন্থাদির পাঠ দেওয়া হয় এবং প্রকাশ্য আলোচনার অনুষ্ঠান করা হয়, যাতে ধর্মদ্রোহী মতামত বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়।

প্রাচীন যুগের ভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা

ভারতে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা অধিকতর সঙ্কোচিত ছিল। তাতে শিক্ষা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারভুক্ত ছিল। শিক্ষার বিষয় ছিল বেদের স্তবক পাঠ ও বেদ এবং বেদ ব্যাখ্যা শাস্ত্র মুখস্ত করণ।

পরবর্তীতে উচ্চ বর্ণ ক্ষত্রীয়দের জন্য শিক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়; কিন্তু তাদেরকে বেদের স্তবক ছোঁয়া, পড়া, এমনকি আবৃত্তি শ্রবণ করারও অনুমতি দেওয়া হতো না। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পের বই, পুরাণ, নাটক এবং মহাকাব্য, যথা মহাভারত ও রামায়ণ রচনা করা হয়। তবুও নিম্নবর্ণ, যথা বৈশ্য ও শুদ্র এবং অচ্ছুত যারা বিপুল সংখ্যাধিক্য জনগণ ছিল, তাদেরকে লেখাপড়ায় অনুৎসাহিত করা হতো। এমনকি তাদের জন্য পবিত্র আবৃত্তি শোনা নিষিদ্ধ করা হয় এবং শ্রোতার জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়গণ শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চ মান রক্ষা এবং আলোকোজ্জ্বল সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান ছিল, যদিও তা সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মকে এ সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয় এবং মুসলমানগণ ভারত জয় করার সাথে সাথে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয় (Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol.5.p.183ff. দ্রঃ)।

নানা দেশে নানা জাতির শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার পরিবেশ, চাহিদা, উদ্যোগ ও জনগণের জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্নরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীন চীনদেশীয় লোকের ধারণা ছিল যে, মানুষের 'প্রকৃতি' মূলতঃ 'ভাল', যা অভ্যন্তরীণ কোন ভাব বা প্রবণতার বিরূপ প্রতিফলনের দ্বারা নয়, বরং বহির্ভূত অন্তরায়ের সংক্রমণের দ্বারা দূষিত হতে পারে। তাই তাদের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের 'প্রকৃতিগত স্বরূপ' সংরক্ষণের প্রয়াস পায়, যাতে তাকে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায়। অতএব, শিক্ষার মাধ্যমে তারা মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চায়নি, প্রকৃতিগত মেধা, ভাব ও প্রবণতাকে শানিত করতে চেয়েছে (ঐ)।

পক্ষান্তরে বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষকে তার প্রাকৃতিক নীচ প্রবণতা, যথা- কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য থেকে বিমুক্ত করে, তাকে উচ্চতর আত্মার সান্নিধ্যে উপণীত করার প্রয়াস পায়।

আধুনিক পাশ্চাত্যের শিক্ষা দর্শন

পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যিক চিন্তাধারায়, শিক্ষার সাথে দীক্ষার, তা'লিমের সাথে তারবিয়্যতের সংযোগ না থাকায়, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, সর্বস্তরের পাশ্চাত্য চিন্তাধারা শিক্ষাকে মানুষের পার্থিব উন্নয়নের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তাদের মধ্যে শিক্ষা হল ঃ মানসিক উৎকর্ষ সাধন, জীবনের উন্নয়ন এবং পার্থিব সুখ অর্জনের চাবিকাঠি। আজকাল পাশ্চাত্যের লোকেরা আধুনিক যুগকে চার ভাগে বিভক্ত করে, যথা- ক্লাসিক্যাল, মধ্যযুগীয়, আধুনিক ও আধুনিক উত্তর।

প্রারম্ভিক আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল এর মতে ঃ "আমাদের প্রকৃতির পূর্ণত্বের নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষ্যে, যা কিছু আমরা নিজেরা করি এবং অন্যেরা করে থাকে, সবই শিক্ষার আওতাভুক্ত। এ প্রকৃতিবাদী বা ন্যাচারবাদী ধারণা, পাশ্চাত্যের আদর্শবাদী বা আইডিয়ালিস্ট চিন্তাবিদরা অধিকতর এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়; যেমন ইতালীয় চিন্তাবিদ পেস্টালোজ্জির (Pestalozzi) ভাব-ধারণার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। পক্ষান্তরে জার্মেন শিক্ষা-ব্যবস্থা আদর্শবাদী, মানবতাবাদী, প্যারাডিগমেটিক বা পরিভাষিক বা পরিভাষিক কাঠোমোগত, জার্মান চিন্তাবিদ উইলহেম ডিলথাই (Wilhem Dilithy 1833-1911) এর দর্শন সম্মত বলে বর্ণনা করা হয়, যাতে বাস্তব লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গের সৃজনশীল উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি বিকাশ ঘটানোর উপর জোর দেয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষানীতি স্কান্ডিনেভীয় দেশগুলির সাথে সহযোগিতামূলক বলে ধারণা করা হয়। তাতে জনপ্রিয় বাস্তব-ফলবাদী 'প্রেগমিটিক' দর্শনের আদলে মনোবিজ্ঞানের উপর অত্যাধিক জোর দেয়া হয় এবং মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মতবাদ তৈরী করে (building theories) নূতন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা এবং এগুলিকে ইপ্সিত ফল উৎপাদনের জন্যে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে তা পরিচালিত হয়।

এতদভিন্ন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে আর এক প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা পাশ্চাত্যে উদয় হয়েছে, যাকে "ব্যবহারিক বা এক্সপেরিমেন্টাল" প্রকৃতির বলে আখ্যায়িত করা হয়, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্যারাডাইম বা পরিভাষা ও প্রযুক্তিগত ভাবধারা ও আলাপ-আলোচনার পক্ষাবলম্বন করে। তাতে প্রেগমেটিক (বাস্তব-ফলবাদী) দর্শনের সাথে এমপিরিক্যাল বা অভিজ্ঞতাবাদী ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধিত হয়। তাতে একদিকে

শিশুর প্রাকৃতিক বর্ধনকে নিশ্চিত করা হয় এবং সাথে সাথে সংগতিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়। আর এতদসঙ্গে গুণগত মানের জরিপ করে, মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক নীতিগত উপায়ে বুদ্ধির স্তর নিরূপণ ও পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে তুলনামূলক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল, সৃজনধর্মী, প্রকৃতিবাদী, সুসামঞ্জস্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস পায়।

ডিলথাই এর দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা- 'প্রডাক্ট সিস্টেম' ও 'প্রসেস সিস্টেম'। অর্থাৎ শিক্ষা শিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার উন্মেষ ঘটানো। ফ্রোয়েবল (Froeble) কান্ট (Kant) ও হেগেল (Hegel) যাঁরা সচরাচরভাবে মানুষকে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে সদা-স্থির হলেও (কার্যতঃ) সর্বদা পর্যায়ক্রমিকভাবে উন্নয়নশীল বলে মনে করেন, তাঁরা মানব শিশুকে 'চারা' গাছে'র সাথে তুলনা করেন ঃ ইহা বাড়ে ও ইহার উন্নয়ন হয়। ইহা বাড়তে থাকে- কিন্তু একটি সুনিয়ন্ত্রিত পথে সত্যিকারের শিক্ষার আদলে। অতএব, লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, শিশুকে এভাবে সুযোগ দেয়া ও উৎসাহিত করা যাতে শিশুটি সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বাধীনভাবে নিজের উন্নয়ন সাধন করতে পারে" (Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. V.pp.166-67)।

অতঃপর এই স্বাধীনচেতা অবাধ উন্নয়নের সাথে তারা "উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্য" যুক্ত করেন যাতে "ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে" শিশু স্বল্পতম হস্তক্ষেপ সহকারে নিজের উন্নয়ন পরিশোধনীয় প্রক্রিয়ায় সাধন করতে পারে (ঐ)।

অতএব এ প্রাক্তন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলে শিক্ষা ক্ষেত্রে চারটি প্রবল ধারণার উদয় হয়; যথা (ক) এডুকেশন (পড়িয়ে দেওয়া) (খ) ইনস্ট্রাকশন (শিক্ষা দেওয়া) (গ) টিচিং (অনুশীলন দেয়া) এবং (ঘ) সেল্ফ রিয়্যালাইজেশন (আত্মউপলব্ধি করণ) (ঐ)।

এহেন দার্শনিক ভিত্তিমূল থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা, জ্ঞান স্তরে বিভিন্ন দেশে কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করেছে। এগুলির যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বহুলাংশে পেডাগগিক বা মধ্যযুগীয় পান্ডিত্যমূলক বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা, এতে ব্যাকরণ ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এটিকে বলে 'প্রডাক্ট সিস্টেম' বা উৎপাদন ব্যবস্থা, যাতে শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রকে গড়ে তোলা হয়। এটা হল সনাতন প্রাচীন পদ্ধতি। আর অন্যটিকে বলা হয় 'প্রসেস সিস্টেম' বা প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা, যাতে শিক্ষক ছাত্রকে নিজে নিজে প্রকৃতিগতভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এ দ্বিতীয়টিই ডিলথাই এর আদর্শগত পন্থা। বর্তমানে এটার সাথে আমেরিকান প্রেগমেটিজম বা বাস্তব ফলাফলবাদ এবং জার্মান-স্কেন্ডিনেভিয়ান প্যারাডাইম পন্থী যুক্তিতে ভাবধারা আমেরিকান ছাত্র-শিক্ষককে মাতিয়ে তুলছে।

উপরোক্ত পাশ্চাত্য ভাবধারা মানুষকে প্রকৃতি বা ন্যাচারের একটি অংশ বিশেষরূপে বিবেচনা করে এবং প্রকৃতি শিশুকে কিভাবে গড়ে তুলতে চায় তাই উদঘাটন করার ও সেভাবে তাকে একজন বর্ধনশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। সচরাচরভাবে সমন্বিত আকারে বলা হয় ঃ "Only by rightly guiding the pupil can the master himself be right". অর্থাৎ একমাত্র সঠিকভাবে ছাত্রকে পথনির্দেশন করেই শিক্ষক নিজে সঠিক হতে পারেন। যদি ছাত্রের প্রকৃতি ও শিক্ষকের প্রকৃতি, প্রত্যেকটি স্বকীয়-স্বাধীনভাবে উন্নয়নের পথে পা বাড়ায়, তবেই তাদের একজনের কার্যক্রম অন্যজনের কার্যক্রমের সাথে ফিট হবে, তাতে সেই ভারসাম্য উৎপন্ন হবে, যা বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত যুক্তি। এরূপ ব্যবস্থা সচরাচর ভাবে স্বাধীন সমাজের দিকে ধাবিত হয়।

অধিকন্তু এডুকেশন এর সাথে দীক্ষার চিন্তাযুক্ত না করে প্রকৃতি চিন্তার আদলে সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে,

তাঁরা এডুকেশন অর্জনে ক্যাপাসিটির (capacity) ভূমিকা নিয়ে ব্যাপৃত হন। তাঁরা বলেন এডুকো (Educo) মানে, যার যা ক্যাপাসিটি বা মেধাগত সক্ষমতা, তদ্ অনুযায়ী তাকে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রদান করাই এডুকেশন। এর প্রেক্ষিতে তাঁরা "সিম্পল বা সরল অনুশীলন ও এডুকেশনাল অনুশীলন" এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। এ হিসাবে, তাঁরা বলেন যে, পশুকে এডুকেইট করা যায় না, অর্থাৎ শিক্ষা দেয়া যাবে না, কেবল প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

কেননা, তার ক্যাপাসিটি সীমিত। (Torsten Husen et al ed. Encyclopedia of Education, Oxford, 1955.ppxiii.161.170)।

শিক্ষার সাধারণ প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

মানব জীবন রক্ষা ও মানব জীবনের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস, প্রাচ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন দ্বারা বিভিন্ন রূপে অনুপ্রাণিত হয়েছিল; আর এতদসঙ্গে তাদের নিজ নিজ সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও জীবনে সুখ প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব চাহিদাও শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। তবে প্রাচ্যের প্রাচীনযুগের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্নতার মধ্যে যে বিষয়টি সার্বজনীন ছিল, তা হল ঃ মানুষের মানবিক প্রকৃতিতে বিশ্বাস। মানব প্রকৃতির পূর্ণতা অর্জনই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল। তাতে তিন প্রকার ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়, যথা- প্রথমতঃ চীনারা মানুষের একক প্রকৃতিতে বিশ্বাস করতঃ দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় আর্যরা ও বৌদ্ধরা দ্বিপ্রকৃতিতে বিশ্বাস করতঃ এবং তৃতীয়তঃ গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক প্রতিমা পূজারীরা দেব-দেবীর অনুগ্রহের আদলে মানব প্রকৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনা করত। সবাই স্ব স্ব অবস্থানে মানব প্রকৃতি উন্নয়নে ব্রতী ছিল।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাবিদগণ গ্রিক দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মানব প্রকৃতিকে বিশ্ব প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে কল্পনা করে, বিশ্ব প্রকৃতির চিন্তার অংশ হিসাবে, মানব প্রকৃতির চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। কেননা, গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তা কারণবাদী ছিল। তারা ডিডাকটিভ বা অবরোহ যুক্তিতে, 'কারণ থেকে কার্য' চিন্তা করত। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের লোকেরা ছিল বাস্তববাদী। তারা বাস্তব যুক্তিতে 'কার্য থেকে কারণ' বা 'হেতু' চিন্তা করত এবং এখনো করে। ইহাকে সংস্কৃতে বলে 'হেতুবাদ' ও আরবীতে বলে 'বুরহান'। তাই তাদের চিন্তাধারা ছিল আরোহ গোচের এক ধরনের প্রেগমেটিক বাস্তব ফলাফল মুখী চিন্তা। আধুনিক পাশ্চাত্যের অবরোহীমূলক চিন্তা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভাবধারায় উলট পালট ছেদ সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাচ্যের সভ্যতা থেকে পৃথক করে রাখে।

এই কারণে, আধুনিক পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেদেরকে প্রকৃতির একটি নিছক অংশ বলে মনে করে এবং তারা একনিষ্টভাবে তাদেরকে প্রকৃতির বিশ্ব-বিস্তৃত অন্যান্য বস্তুর সাথে প্রকৃতিগতভাবে সংগতিপূর্ণ করতে চেষ্টিত হয়। কাজেই তারা নিজেদেরকে, এ্যারিস্টটলের মতানুসারে, শ্রেষ্ঠ প্রাণী, শ্রেষ্ঠ জীব, রাজনৈতিক জীব, সামাজিক জীব, কার্ল মার্ক্স এর মতানুসারে, অর্থনৈতিক জীব এবং কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতানুসারে যুক্তিবাদী প্রাণী, চিন্তাশীল প্রাণী, কথা বলা প্রাণী বা হাইওয়ানে নাতিক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে। এক কথায়, তারা নিজেদেরকে 'man in nature' অর্থাৎ 'প্রকৃতির অংশরূপে মানুষ' বলে ধারণা করে।

কথাটি একটু বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, আদি যুগের, প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের মানুষ সচরাচর ভাবে নিজেদের প্রকৃতিকে উন্নয়ন ও বিকশিত করার জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করত এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজেদের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্রতী হয়।

এরূপ সনাতন প্রচেষ্টার আলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব প্রকৃতির টানে মানুষ বিশ্বজগতের প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে নিজেদের যথার্থ স্থান খুঁজে নেয়ার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো।

আবার গ্রিক দর্শন ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী পরিপ্রেক্ষিত বা rational perspective থেকে দৃষ্টিপাত করে, একজন পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষ তার নিজেকে বিশ্ব-প্রকৃতি বা Nature এর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামরত অবস্থানে দেখতে পায়। সে ন্যাচারকে একটি বিরুদ্ধবাদী সত্তা বা শক্তি হিসাবে দেখতে পায়, যা তাকে জীবন রক্ষার জন্য চির সংগ্রামে নিরত রাখে। তার এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে সে, ডারউইনের ভাষায়, struggle for survival বা 'যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার' বলে আখ্যায়িত করে।

এক কথায়, আমরা বলতে পারি যে, সচরাচরভাবে প্রাচীন যুগের লোকেরা যেখানে নিজেদেরকে 'প্রকৃতির কোলে মানুষ' বা 'Man is Nature' বলে ধারণা করতো, সেখানে পাশ্চাত্যের আধুনিক লোকেরা নিজেদেরকে 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ' বলে নিরূপণ করে।

একটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ঃ আধ্যাত্মবাদ

উপরোক্ত প্রথম প্রেক্ষিত 'প্রকৃতির কোলে মানুষ' বা 'Man in Nature' এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ' 'Man against Nature' এর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে, অনুমিত হয় যে, এর প্রথমটি মানুষের সচরাচর অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে উদগত 'সাধারণ জ্ঞান' ভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি গ্রিকদের যুক্তি দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে উদভূত 'conceptual knowledge' বা 'ধারণামূলক জ্ঞান' প্রসূত বিদ্যা। প্রণিধান যোগ্য যে, এরূপ ধারণামূলক বিদ্যাকে জ্ঞান বলার প্রবণতা গ্রীক ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। প্রাচ্যের সভ্যতা গুলিতে যে কোন ধারণা অভিজ্ঞতা মূলে প্রমাণিত না হলে, তা জ্ঞান রূপে স্বীকৃত হয়না। তা বড় জোর সংস্কার হতে পারে। অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক হলে কুসংস্কার; আর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত হলে, তা ধর্মবিশ্বাস হতে পারে। কিন্তু এটাকে সরাসরি জ্ঞান বলা যায় না। স্মর্তব্য যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনুসরণে মহাজ্ঞানী সক্রেটিস তাঁর প্রথম জীবনে, জ্ঞানকে ধারণামূলক বলে অভিহিত করে বলেছিলেন knowledge is conceptual অর্থাৎ জ্ঞান ধারণামূলক'।

কিন্তু পরে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, জ্ঞান আরো গভীরের বিষয়, তখন তিনি বলতেন, আত্মজ্ঞানই সত্যিকারের জ্ঞান। তিনি তার মূল মন্ত্র স্বরূপ বললেন ঃ 'know thyself' আত্মাকে জানো। এটা বৈদিক জ্ঞানের প্রতীক মাণ্ডুক্য উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' তথা 'নিজেকে জানো'-এর সামর্থ্যবোধক বাক্য। তবে উপনিষদের ভাষ্যে আত্মজ্ঞান একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, যা উচ্চারণ করার ভাগ্য সক্রেটিসের হয়ে ওঠেনি। হয়ত 'আত্মজ্ঞানে আরম্ভ ও ব্রহ্মজ্ঞানে শেষ' বিষয়টি তিনি বুঝে ওঠতে পারেননি।

ইউরোপের দ্বিতীয় রেনেসাঁ, যা ১৫, ১৬, ১৭ শতাব্দীর মননশীলতার ভিত্তিমূলে আরম্ভ হয়, তা গ্রিক দর্শনের অনুকূলে "conceptual knowledge" এর চত্বরেই গড়ে ওঠে। আরবি ভাষায় এ ধারণামূলক বা conceptual বিদ্যাকে 'তাছাওওর' বলে এবং খাঁটি জ্ঞানকে বলে 'তাছদীক'। আদতে ১৮, ১৯, ২০ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দাপটের চত্বরে পাশ্চাত্যের শাসক গোষ্ঠী আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞান নয়, বরং ধারণামূলক conceptual বিদ্যার কাঠামো, প্রাচ্যের জ্ঞানতত্ত্বের উপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানীয় সংঘাতের উদ্ভব হয়।

অতএব, সক্রেটিসের যে আত্মজ্ঞানের কথা বলেছিলেন, তাঁকে 'হেমলক' বিষপান করিয়ে মৃত্যুদন্ড প্রদান করার কারণে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি, সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে, একটি বিশাল নব দিগন্ত আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয় এবং উহাই আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত বা আধ্যাত্মবাদ। আধ্যাত্মবাদের পরিসর হল আত্মজ্ঞান থেকে ব্রহ্মজ্ঞান, নিজেকে জানা থেকে আল্লাহকে জানা; আরবিতে বলা হয়, যে ব্যক্তি নিজেকে

Chunati.com Pioneer in Image Based Website

জানলো, সে প্রভুকে জানলো, আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কথায় ঃ "মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু"। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি ধর্ম, যা কেবল এশিয়া মহাদেশেই গড়ে ওঠেছে এবং এশিয়া থেকে অন্যান্য ভূ-খন্ডে প্রসারিত হয়েছে। অতএব, আধ্যাত্মবাদকে আত্মস্ত করার জন্য আমরা মহান ধর্মগুলোর দিকে নজর দেব।

শিক্ষার ধর্মীয় প্রেক্ষিত

প্রথমেই বলে রাখা যায় ঃ অনুভূতি মূলে বিদ্যার উন্মেষ ঘটে, যুক্তিমূলে ধারণামূলক জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং উপলব্ধির ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জ্ঞানের উদয় হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, পাশ্চাত্যের প্রথম রেনেসাঁ বা পূণর্জন্ম, আমরা যেরূপ উপরে দেখেছি, খৃস্টীয় বারো/তেরো শতকে সংঘটিত হয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল ইসলামী সভ্যতার প্রভাব। গর্ডন লেফের (Ph.D. Thesis) মতে, ইহা ইউরোপকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসে। তাই এটার নাম হল- Enlightenment অর্থাৎ আলোকয়ন যুগ। এর স্থিতি ছিল যুক্তিবাদ বা Rationalism.

অতঃপর দ্বিতীয় রেনেসাঁ হয় ১৬, ১৭, ১৮ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক দর্শন/বিজ্ঞানের প্রভাবে, তারা ক্রমান্বয়ে যুক্তিবাদ থেকে সটকে গিয়ে empiricm বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাবাদে প্রত্যাবর্তন করে। তারা এ ভাবধারা থেকে যুক্তিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার স্তর থেকে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়।

আমাদের সাম্প্রতিক গ্রন্থ "Origin and Development of Experimental Science/ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ" (Bangladesh Institute of Islamic Taught, Dhaka কর্তৃক প্রকাশিত) শিরোনামের ক্ষুদ্র সারগর্ভ রচনায় আমরা বস্তুনিষ্ট প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছি যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান আল-কুরআন থেকে উদ্ভুত হয়েছে, পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা অনুবাদ করে নেয়ার সময় অনুশীলিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে; কিন্তু অনুশীলিনীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যা, তথা "হদদ্ ও বুরহান" চিনতে পারে নাই। ফলে বিজ্ঞানকে তারা যথার্থরূপে হৃদয়াঙ্গম করতে না পেরে মানুষকে বৃক্ষলতা ও পশু পক্ষির সমপর্যায়ভুক্ত রূপে বিবেচনা করেছে।

অতএব, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে, এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করে, এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে শানিত করা প্রয়োজন।

ধর্ম একটি বৈদিক-সংস্কৃত শব্দ এর বানান হল 'ধর্ম্ম', অর্থ ধ= ধারণ করা, মর্ম= বিবেক। অর্থাৎ বিবেককে ধারণ করে জীবনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাকে সৎগুণ হয়, পূণ্য হয়, চরিত্র গঠন হয়, মানুষ সৎচরিত্র হয়। বৌদ্ধরা ধর্ম্ম বা ধর্মকে 'ধম্ম' বলে, যার কথা ও অর্থ একই। আরবিতে ধর্মকে 'দ্বীন' বলে, যার অর্থ নৈকট্য লাভ করা, অর্থাৎ উপলব্ধিকে, যা ইন্দ্রিয় অনুভূতি নয়, অন্তরের উপলব্ধি বা realization এর মাধ্যমে হয়; তাকে বলে আধ্যাত্মিক। অতএব, আধ্যাত্মিকতা, অনুভূতি মূলে নয়, যুক্তিবিদ্যা মূলেও নয়; বরং অন্তরের উপলব্ধি মূলে লব্ধ জ্ঞান। এটাই ধর্মের মূল।

অনুভূতিবাদী ও যুক্তিবাদীদের চোখে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে দন্ডায়মান রূপী স্বত্মামূলক বক্তব্যের বিপরীতে ধর্মের বক্তব্য হল ঃ মানুষ প্রকৃতির হালধারী, অর্থাৎ 'Man holds the helm of Nature. মহান ধর্মগুলি, যথা- জরারথুস্ত্রবাদ, বৈদিক আর্য ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম মানুষকে 'প্রকৃতির মুখোমুখি' মনে করে। সব ধর্মই বিশ্বদর্শনে 'উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদের' প্রবক্তা। সব ধর্মই শিক্ষাকে জীবনের পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সারবত্তারূপে গণ্য করে।

ধর্ম মতে, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঃ শিক্ষা, জীবনের পরবর্তী দ্বিতীয় সৃষ্টি হল। পরম স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করার পর

Ghunati.com Pioneer in village based website

তাকে নামকরণের জ্ঞান শিক্ষা দেন (ef. Bible of the world ed. Robert O. Ballow. New York. 1961. Zend Avesta p. 561. Genesis p. 644) পবিত্র কুরআন ইহা সুস্পষ্ট করে বিবৃত করে (সুরা বাকারা ২ ঃ ৩১-৩৩ আয়াত)।

সচরাচর অভিজ্ঞতায় আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রকৃতি মানুষকে শারীরিকভাবে নম্র করে তৈরি করেছে; তাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তৈরি করেছে। কাজেই মানুষকে তাঁর মানসিক হাতিয়ার দ্বারা দেহ ও জীবন রক্ষা করতে হয়। তার মানসিক শক্তি, চিন্তা ও কথায় নিহিত। তার চিন্তা, অনুভূতি, ভাব-ধারণা, মনন ক্রিয়ার আবর্তে ঘূর্ণায়মান হয়, যা মনের কার্যক্রম; তার মানসিক ভাবের প্রকাশ কথায় বিকশিত হয়। আর এই চিন্তা ও কথার যোগফল হল ঃ শিক্ষা।

সুতরাং মানব জীবন রক্ষা ও জীবন উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি মুখ্য হাতিয়ার। আবার শিক্ষা, নিজেদের মধ্যে ভাব-ধারণা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করার মাধ্যম এবং উত্তরসূরীদের নিকট ঐতিহ্য হস্তান্তর করার বাহন। শিক্ষার পরিণত ফল হল সভ্যতা, যা মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে মানব সত্তায় উন্নীত করে।

ধর্মীয় সৃষ্টিতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষের পরিচিতিতে একটি তৃতীয় সারবত্তার অবতারণা করে, যথা- আত্মা, যা মানুষের দেহ-মন যৌথ সত্তার সাথে সমুন্নতভাবে যুক্ত হয়। ধর্মমতে, ইহা মহাপ্রভু যিনি পরমাত্মা, তিনি মানুষের হৃদয়ের কন্দরে 'মানবতার' আকারে ফুঁকে দিয়েছে, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি জগতে প্রভুর প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করে। মানবাত্মা, মানুষকে অতুলনীয় সৃষ্টিতে পরিণত করে ঃ তাকে একদিকে উচ্চতর সত্ত্বায় ও অন্যদিকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফায় সমুন্নত করে। মানুষকে সীমিত আকারে এ পৃথিবীতে প্রভুত্ব প্রদান করে।

যুক্তিশীল সত্তা হিসাবে, প্রভু প্রদত্ত জ্ঞানীদের শিক্ষা বলে, সে তার নাগালের মধ্যে বিশ্বজগতের অন্যান্য সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রভুর প্রতিনিধি হিসাবে, সে তার প্রয়োজন মিটাবার জন্য স্বাধীন বাঙালি শক্তির মাধ্যমে ভাল মন্দ নিরিখ করে বস্তুসমস্তকে ব্যবহার করে। ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, আল্লাহ তাকে ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব শর্তসাপেক্ষে প্রদান করেছেন, যা দ্বারা তাকে মৃত্যুর পরপারে শেষ বিচারের মাধ্যমে ভাল কর্মের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার ও সুখ প্রদান করবেন এবং মন্দ কর্মের দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এরূপ মৃত্যুর পরবর্তী বিচারের ভাবনা থেকেই নৈতিকতার উপলব্ধি বিকাশ লাভ করে এ নৈতিকতাবোধের সাথে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা এ পার্থিব জগতের ব্যক্তিজীবনে, সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতা প্রয়োগের ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এরূপে আধ্যাত্মিকতা 'মানব জীবনকে' ধর্ম ও রাজনীতির দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থলে পরিচালিত করার নির্দেশ করে। সর্বকনিষ্ট, সর্বশেষও সর্বাধিক নির্ভেজাল, ইসলাম ধর্মে বিশেষতঃ এরূপ নীতিমালা সুস্পষ্ট।

আল-কুরআনের যুক্তিবিদ্যা ঃ হদ্দ ও বুরহান

আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ আয়াতে জ্ঞান শিক্ষাকে 'অজানার অন্বেষা'রূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজকের দিনেও আমরা শুনতে পাই যে, প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ হল ঃ Exploring the frontiers of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানের সীমান্তে অনুসন্ধান করা। কেননা, যা কিছু জানা আছে, বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আহরণ করা বিদ্যা; বিদ্যা অর্জন করা হয় পরিশ্রমের মাধ্যমে। আর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠ করা, তথ্য লিপিবদ্ধ করা, জেরাহ বা প্রশ্ন উত্তরিকা পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা অজানাকে জানার গবেষণাকে বলা হয় তলবুল ইলম, অর্থাৎ 'ইলম তবল' করা, অন্বেষণ করা, যা উক্ত পঞ্চ আয়াতে প্রতিভাত হয় এবং রাসূলে আকরাম (ছঃ) এর হাদীছ মূলে প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর উপর জ্ঞান অন্বেষণ অবশ্য

কর্তব্য রূপে বর্তায়। অন্য একটি হাদীছে প্রত্যেক নর-নারী দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে আদিষ্ঠ হয়েছে।

গ্রিকদের প্রাক-সক্রেটিস যুগের জ্ঞান ছিল মননশীলতা এবং আত্ম-বিশ্লেষণ ভিত্তিক। এরূপ জ্ঞানের যুক্তিকে speculative বা meditational logic বলা যায়। তুলনামূলক ভাবে সক্রেটিস-উত্তর জ্ঞান ছিল যুক্তিতাত্ত্বিক বা rational এবং এটাকে বিশ্বজনীন ভাবে সর্বসাকুল্যে বোধগম্য করার লক্ষ্যে এ্যারিস্টটল আরোহ ও অবরোহ যুক্তিবিদ্যা, তথা inductive ও deductive logic এর উদ্ভাবন করেন। এর হাজার বছর পরে, আল-কুরআন নিয়ে আসে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণসই যুক্তি, যাকে ইংরেজি ভাষায় 'evidential logic' বলা যায়।

তুলনামূলকভাবে, প্রথমটি speculative ছিল 'মননশীল', দ্বিতীয়টি rational ছিল 'যুক্তিতাত্ত্বিক' এবং তৃতীয় evidential কুরআনী যুক্তিবিদ্যার নাম হল ঃ 'হদ্দ ও বুরহান'। হদ্দ হল এ্যারিস্টটলীয় ত্রিপদী সীলোযিজম এর তুলনায়, চতুর্পদী বা চৌহদ্দীমূলক যুক্তি; আর বুরহান হল, গ্রিক মননশীল ও চিন্তাভিত্তিক যুক্তি মূলে উদ্ভাবিত logic, যাকে আরবীতে বলা হয় 'হুজ্জাত' এর বিপরীতে, বস্তুনিষ্ট, আলামত ভিত্তিক বাস্তব বা 'evidential and objective' যুক্তি। ইবনে সিনা বলেন, যুক্তিবিদ্যার প্রক্রিয়া বা function হল, কোন ব্যক্তিকে হদ্দ ও বুরহানের সভ্যতায় উপণীত করা। (হাকিকাতুল হদ্দ ওয়া হাকীকতুল বুরহান) (ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.ঢাকা.৪র্থ খং, পৃষ্ঠা- ২০৫)।

অন্যকথায় মানুষের জ্ঞান অন্বেষণের পথে দৈহিক চাহিদা মননশীল যুক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়, মানসিক চাহিদা যুক্তিবিদ্যার দ্বারা প্রশমিত হয়, আর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা বাস্তব প্রমাণসই যুক্তির দ্বারা নির্ণিত হয়।

ইসলামের জ্ঞান ভান্ডার, যা যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, একদিকে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের (ছঃ) বাণীর সমন্বিত প্রজ্ঞা মন্থন করে, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানব জীবনের প্রয়োজন মিটাবার তাগিদে, ক্রমান্বয়ে নিঃসৃত জ্ঞান এবং অন্যদিকে ইসলামের পূর্ববর্তী সভ্যতা বাহিত, ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-গরীমা মুসলমানদের বিজয়ের উত্তরাধিকার রূপে বিজিতদের কাছ থেকে মুসলমানরা প্রাপ্ত হয়। এ বিপুল জ্ঞান ভান্ডার, মুসলিম বিজ্ঞজনদের দ্বারা সৃজনশীল বিদগ্ধ চিন্তার আদলে সুসমন্বিত আকারে সঞ্চিত ও স্তুপীকৃত হয়। এ বিশ্বজনীন মানব জাতির শরীকানাধীন জ্ঞান ভান্ডারকে সুবিন্যস্ত করার জন্য মুসলমানেরা তিন প্রকার যুক্তিবিদ্যা যথা প্রয়োজন উদ্ভাবন এবং যথাস্থানে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে, যা ক্রমান্বয়ে অনন্য ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয়।

লক্ষণীয় যে, মননশীল যুক্তি ছিল দুই প্রস্ত বিশিষ্ট ঃ কর্তৃপক্ষ ও ক্রিয়াপদ মুখিন, লাভ-ক্ষতি চিন্তা প্রসূত। যুক্তিবাদী চিন্তা তিন প্রস্ত বিশিষ্ট ঃ ত্রি-পদী সীলোজিস্টিক মুখিন ঃ মেজর, মাইনর ও কনসিকোয়েন্সেস ভিত্তিক পরিণতিমূলে সংজ্ঞায়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত। আর হদ্দ ও বুরহানের যুক্তি হল চার প্রস্ত বিশিষ্ট ঃ রিওয়াত, দিরায়াত, তাজরিবা, তা'দিল।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর যুক্তিবিদ্যার এবং তিন প্রস্ত পদ্ধতির অনুসরণ করে মুসলিম বিদ্বৎজনেরা কালক্রমে চার স্তর বিশিষ্ট একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন- যা বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যযুগে পাশ্চাত্যেও খৃস্টানেরা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রাচীন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

১। ইবতিদাইয়াহ (প্রাথমিক ঃ কিতাবত, মতন, হিসান তথা ঃ লিখা, পড়া ও অংক: ৩ বছর থেকে ৫ বছর সময়কাল।

২। আওয়ালিয়অত (প্রারম্ভিক পাঠক্রম) ঃ (ক) ব্যাকরণ:ছরফ, নাহু ফুছাহাত, বলাগত: দৃষ্টান্তমূলক পাঠক্রম: (খ) সাহিত্য, (গ) কুরআনের মতন ও তাফসীর বা বিশ্লেষণ শাস্ত্র, (ঘ) হাদীছ পাঠ ঃ মাতন ও শরাহ (ঙ) উছুলুল হাদীছ-হাদীছের বাছাই সূত্র ঃ রিওয়ায়ত, দিরায়ত, জরাহ, তা'দিল: (চ) ফিকাহ ও উছুলুল ফিকহ (ছ) ফুছাহতি, বলাগত (ঝ) দর্শন এর প্রাথমিক পাঠ (ঞ) মানতিক (লজিক) (ট) হিকমাত (বিজ্ঞান) ও অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয় ঃ (আওয়ালিয়াত এর বৈশিষ্ট্য ছিল কিতাব ভিত্তিক পড়া, যাতে পাঠ্য ও ব্যাখ্যা, যথা মতন ও শরাহ এবং তাফসীর পড়ানো হতো। ইহা বাংলাদেশের বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যন্ত শামিল করে)। ইহা ৬ থেকে ৮ বছর এর কোর্স।

৩। আল-উলুম আল-নযরিয়াত ঃ বুদ্ধিগত বা দার্শনিক বিজ্ঞানাদি পাঠ।

(সম্ভবতঃ) এ তৃতীয় ভাগকে ফাযিল অর্থাৎ সম্মান বা অনার্স নামে গৃহীত হয়েছে)।

এ বিভাগ একদিকে (ক) যুক্তিবিদ্যা বা মানতিক দিয়ে এবং অন্যদিকে (খ) অংক দিয়ে আরম্ভ হতো। মানতিক বিষয় দুই প্রকার (১) এ্যারিস্টটলীয় লজিক বা সীলোথিজিম-ছোগরা, কোবরা, নতিজা ইত্যাদি, (২) ইসলামী বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব প্রমাণসহ হদ্দ-বুরহান এর মানতিক; এই উভয়বিদ লজিক তা'রীফ ও হদ্দ নামে পরিচিত ছিল যা অন্যদিকে শিক্ষা দেয়া হতো (গ) হিকমত অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পাঠ এর সহায়িকারূপে (ঘ) উচ্চতর অংক (ঙ) জ্যামিতি (চ) আলজবর বা এলজেবরা (ছ) দর্শন ও কালাম, যা ধর্ম তত্ত্বের দিকে পরিচালিত হতো, এতে আকায়েদ বা ধর্ম বিশ্বাস তত্ত্বও শামিল ছিল।

কালামকে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ 'ডাইলেকটিক' এবং আকায়েদকে 'থিওলজি' রূপে অনুবাদ করে। এ কোর্স সম্ভবত ঃ মাস্টারস এ সমাপ্ত করা হয়। তাই মাস্টার্স ও দাওরা বলতে একটি বিষয়ের পাঠ সমূহ মন্থন করে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা বুঝায়।

৪। আল-উলুম আত-তাজরিবিয়াতঃ এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান; এ পর্যায়ে অধ্যায়ন যোগ্য বিষয়গুলি তাজরিবী বা এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হতো'। এটা কোন একটা বিষয়ের উপর ব্যাপকভাবে বিস্তারিত অধ্যায়ন-করানো হতো; যেমন- আল-উলুম আত-তাবইয়াত (পদার্থ বিজ্ঞানাদি) আল-উলুম আল কিমিয়াহ (রসায়ন বিজ্ঞানাদি), আল-উলুম আল-ফালসাফা (দর্শন বিজ্ঞানাদি), আল-উলুম আস-সিয়াসিয়াত (রাজনীতি বিজ্ঞানাদি) আল-উলুম আল-দ্বীনিয়াত (ধর্ম বিজ্ঞান সমূহ), আল-ইলম আত-তারীখ (ইতিহাস বিজ্ঞান) ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে কৃতকার্য হওয়া ছাত্রদেরকে আল্লামা উপাধি দেয়া হতো। আল্লামা একটি 'তানিছ' আকারে 'মুবালিগা'র শব্দ, যার অর্থ বহু বিজ্ঞান বিশারদ বুঝায়। কেননা, বিজ্ঞানে একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। পাশ্চাত্যে এর অনুবাদ করা ডক্টর।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা

১। প্রাইমারী শিক্ষা ঃ রিডিং, রাইটিং ও এ্যারিথমেটিক; যাকে বলা হয় 'থ্রি আর'।

২। দ্বিতীয় ভাগের আওয়ালিয়াতকে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা- (ক) নিম্ন মাধ্যমিক বা গ্রামার বা ব্যাকরণ শিক্ষা এবং এতদসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রাথমিক পাঠ। (এ স্তরে পাঠ্যবই ভিত্তিক পাঠ দান করা হয়।)।

৩। (ক) পাশ্চাত্যে এ বিভাগকে গ্র্যাজুয়েট কোর্স বলা হয়। ইহাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) ব্যাচেলার্স বা বি.এ এবং বি.এ সম্মান কোর্স। এর দার্শনিক ভিত্তিতে বলা হয় ঃ বিষয় বস্তুর উপর যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, মতামত ও তথ্য সংগ্রহ এবং মতামত ও সংগ্রীহিত তথ্যাদির একীকরণ এবং সমন্বয় সাধন ঃ Intergration of Ideas and opinions.

(খ) পোস্ট গ্রেজুয়েট বা মাস্টার্স কোর্স, যার পশ্চাতে দর্শন হল ঃ উপকরণ, উপাদান, উপাত্ত সংগ্রহ ও একীকরণ এবং সমন্বয় সাধন করা ঃ (Integration of Metirials) কোন একটি একক বিষয়ের অধ্যয়নের উপর।

৪। এ চতুর্থ পর্যায়কে খুব সম্ভব পাশ্চাত্যে ডক্টরেট ডিগ্রির সাথে সম্পৃক্ত এম. ফিল ধরনের ওলন্দাজ ভাষায় ডক্টরেডাস এবং পূর্ণ ডক্টরেট এর কোর্স প্রবর্তিত করা হয়।

ইসলামী শিক্ষার আদ্য-অন্ত প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, শিক্ষা মানব জীবনের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। শিক্ষাই মানুষ্যত্ব ও মানবতা প্রদান করে, মানব জীবনকে সংরক্ষণ ও সুপরিচালিত করে। শিক্ষা আদি মানবের প্রথম অভিব্যক্তি ছিল। শিক্ষাই আদমকে (আঃ) মানবতার শ্রেষ্ঠত্বে সমাসীন করেছে। শিক্ষা বিহীন মূর্খ লোক পশুর সমান ও নিকৃষ্ট প্রাণী। ইসলাম শিক্ষাকে শানিত করেছে। ইসলাম শিক্ষাতেই আরম্ভ হয়েছে। তবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সাথে দীক্ষার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "আদ্দবনী রাব্বী, ফা-আহসানা তাদীনী" অর্থাৎ আমার প্রতিপালক প্রভু নিজেই আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন আদবের দীক্ষা দিয়েছেন, তাই আমার আদব বা শিষ্টাচার সুন্দরতম হয়েছে। আরো বলেছেন ঃ "আল্লমনী রাব্বী, ফা আহসানা তা'লীমী" অর্থাৎ আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে নিজেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তাই আমার জ্ঞান সুন্দরতম হয়েছে। এক কথায়, আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল (ছঃ) এর শিষ্টাচার ও শিক্ষা বিশ্বজগতে সুন্দরতম হয়েছে।

কিন্তু প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা-দীক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইহাকে চলমানতায় সতেজ রাখতে হয়। তাই ইসলামের জ্ঞান-গরিমার সৌন্দর্য ও শ্রেয়ত্ব বজায় রাখতে হলে, এটাকে চিরপরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রগতি ও গতিশীলতায় যুগ-চাহিদার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন, হ্রাস-বৃদ্ধি ও সংস্কারের মাধ্যমে দ্রুততম গতিশীল রাখতে হবে। কেননা, এ গতিশীল বিশ্বে, বন্ধ্যাত্ব মৃত্যুর শামিল। এ জীবন প্রবাহ, সমুদ্রের পানির ঢেউ এর মত। মহাকবি ইকবাল বলেন ঃ "ঢেউ সামনে অগ্রসর হয় এবং বলে আমি আছি"। অর্থাৎ ঢেউ সামনে অগ্রসর না হলে, তা মৃত। তাই জীবনকে প্রবাহমান রাখতে গতিময় করিতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার পরিমাপক: রিওয়ায়ত, দিরায়ত, জরাহ, তা'দিল এর পরিমাপে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের অভীষ্ট ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতার চলমান স্বরূপ হল, চির-উন্নয়নশীল প্রবৃদ্ধিগত একটি আল্লাহ ভিরু সচকিত প্রক্রিয়া) প্রতি মুহূর্তে অর্থাৎ বিরামহীনভাবে এটা প্রবৃদ্ধি ও প্রগতির পথে ধাবিত। 'ওয়াল-আছরে'-র (সুরা- ১০৩) মর্মবাণীতে মানুষের কাছে এটাই আল্লাহর দাবী : এতে বলা হয়েছে সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখ। সময় টিক টিক করে চলে যাচ্ছে (মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে; আর তুমি বসে আছ!); মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে নিমজ্জিত; কিন্তু যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম ব্যাপৃত হয়েছে এবং সত্যের সন্ধানে পরস্পর পরামর্শ করে পথ চলে ও পরস্পর পরস্পরকে সৎ কর্মের সুফল ভোগ করার জন্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরামর্শ দেয়। কেননা, মন্দ কর্মের ফল তড়িৎ পাওয়া যায়; কিন্তু সৎকর্মের ফল দেরিতে ফলে। লোকে বলে : ছবুর করলে মেওয়া ফলে)।

দ্বিতীয়ত ঃ রাসুলুল্লাহ (ছঃ) এর উদাত্ত আহ্বান "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর"- হাদিছে এ বাণী রণিত, ধ্বনিত ও উৎপ্রাণিত হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলিম জ্ঞান সাধকদের বিরামহীন জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা, মুহাদ্দিছীনদের উদ্ভাবিত সংবাদ প্রযুক্তির জ্ঞানীয় পদ্ধতি ঃ রিওয়ায়ত-দিরায়ত-জবাহ-তা'দিল এর প্রক্রিয়া প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে ঃ রিওয়ায়ত, দিরায়ত, তাজরিবাহ, তা'দিলে রূপায়িত হয়ে, বৈজ্ঞানিক তাজরিবী পদ্ধতির জন্ম দেয়। সাম্প্রতিক প্রকাশিত আমাদের ক্ষুদ্র পুস্তিকায় (Origin and Development of Experimental Science BIIT, Dhaka) আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ এই তাজরিবী বিজ্ঞানকেই 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' নামে এবং এর অনুকরণে বাঙ্গালীরা ইহাকে ও 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' নামে অনুবাদ করে আত্মস্থ করেছে।

আরো প্রণিধান যোগ্য যে, মুসলমানদের তাজরিবী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ রিওয়ায়ত-দিরায়ত-তাজরিবা-তা'দিল-এর শিকড় আল-কুরআনের 'বুরহান'- এ নিবিষ্ট ("হা'তে বুরহানকুম") এবং এর পরিণতরূপ 'হদদ' ও

'বুরহান'- এ প্রতিফলিত। 'বুরহান' মানে বাস্তব-নিদর্শন-সই যুক্তি প্রমাণ, 'হদ্দ' মানে চৌহদ্দির পরিমাপ বা জরীপ (জরীব), সার্ভে। আর 'বুরহান ও হদদ' এর অনুপ্রেরণা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদে নিহিত।

পক্ষান্তরে 'হুজ্জতি' এর মুনতিক বা লজিক মূলতঃ এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা ঃ তথা মাইনর-কন্সিকোয়েঞ্চ বা ছোগরা-কোবরা-নাতীজাহ এর শিকড় পদ্ধতিগত অনুমান, 'এনালজি' বা 'কিয়াস' এ নিবিষ্ট এবং এর পরিণত রূপ হল ঃ জ্যামিতির 'সমস্যা-সমাধান' নমুনায় 'মসলা' ও 'দর্শন'। তাই আল-কুরআনের বাস্তব-নিদর্শন সই মুনতিক বা যুক্তিবিদ্যার তুলনায়, গ্রীকদের 'হুজ্জত' বা সীলোজিস্টিক যুক্তি সম্মত লজিক বা মুনতিক, নিহায়ত নাকিছ বা অপরিপক্ক অনুমান ভিত্তিক কাজেই আল-কুরআনের নিজস্ব নিদর্শন ভিত্তিক যুক্তিকে 'হুজ্জতুন বালিগতুন' বা বর্ধিত যুক্তি রূপে বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়, মুসলিম-অমুসলিম বিভিন্ন বিজিত জনগোষ্ঠীর শাসন-প্রশাসন সমস্যার সমাধানে বুরহান ও হুজ্জত এর সংমিশ্রণে 'ইজমা-কিয়াস' দ্বারা যে ইজতিহাদের চলমানতাকে মন্থরগতি, এমনকি ইজতিহাদকে বন্ধ্যাত্বে পর্যবসিত করা হয়েছিল তা পুণর্বিবেচনা করে মুসলিম জীবন ধারাকে তাজরিবী বিজ্ঞান বা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স মুখী করার আশু প্রয়োজন, বর্তমান বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির যুগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হচ্ছে।

এদিকে আলেম ওলামা এবং চিন্তাশীল আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম বিজ্ঞজনদের আশু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা, জীবনের গতিশীলতার প্রতি অন্ধ হওয়ার পরিণতি মৃত্যু।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে চলমান করার জন্য বর্তমানে অনুসৃত একদেশদর্শী, একজাতদর্শী, পশ্চাৎমুখী ও অন্তর্মুখী শিক্ষাক্রমকে, 'রাব্বুল আলামিন' এর বিশ্বজনীন প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে, আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এর আলোকময় হিদায়তের দিক নির্দেশনায়, বহির্মুখী সৃষ্টি-কৌশল-জ্ঞান-অন্বেষণে স্নাত, ভবিষ্যৎ দর্শী, প্রগতিশীল করে ঢেলে সাজাতে হবে। এক কথায়, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ধিকৃত, পরিত্যক্ত, এ্যারিস্টটলীয় হুজ্জতমুখীনতা পরিত্যাগ করে, বুরহানমুখী কুরআন সম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে, বর্তমান কালে আল-কুরআনের পূর্বাভাস ও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেখানে শতকরা একশত ভাগ মিলে গেছে (মরিস বুকাইলী ঃ "বাইবেল, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান" এবং কাযী জাহান মিয়া ঃ "আল-কুরআন, দ্যা চ্যালেঞ্জ, মহাকাশ পর্ব- ১" দ্রঃ) সেখানে আমরা 'বুরহান ও হদ্দ এর উপর ভিত্তি করে, আমাদের বাৎসরিক ও পর্যায়ক্রমিক পাঠক্রম 'আল-কুরআনে আরম্ভ ও বিজ্ঞানে শেষ' করতে পারা যায়। আর মধ্যখানে হাদীছ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয় সংযোজন করতে পারা যায়। যাতে করে আমাদের পাঠ পরিক্রমা কুরআনে প্রোথিত থেকে বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের দিকে ধাবিত হয় এবং সাথে সাথে এই দৈর্ঘ্যের সাথে পার্শ্বস্থ ব্যাপ্তি বা প্রস্ত, যেন রাসূলের (ছঃ) অমোঘ বাণী, হাদীসের আলোকে উজ্জ্বল,উদ্ভাসিত ও কল্যাণমুখী থাকে।

চতুর্থত ঃ পাঠক্রমকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রখ্যাত মুসলিম প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদদের প্রজ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে; পরিণতি বিবেচনা থেকে কার্য-করণের দিকে আগাতে হবেঃ "আল-ইবরাতু বিল-খাওয়াতিম"। শেষ আবিষ্কারকে আমাদের প্রথম পাঠে সংযোজিত করতে হবে। অর্থাৎ কিনা, আমরা হুজ্জতের পন্থায়, সংজ্ঞায়ন থেকে বাস্তব পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার পরিবর্তে, বাস্তব পরিণতি (বুরহান) থেকে সংজ্ঞায়নের দিকে অগ্রসর হবেন। অতএব, মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা নব নব উদঘাটিত শেষ আবিষ্কারের প্রতিনিয়ত সংযোজনে চির বর্ধনশীল, চির উন্নয়নশীল, চলমান থাকবে।

পঞ্চমত ঃ সর্বক্ষণ স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মী আত্মসমর্পণের নীতিতে আরম্ভ হয় এবং পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শান্তিতে শেষ হয়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চতুরপ্রস্তী জ্ঞান-প্রদীপের অন্বেষা, অন্যান্য ধর্মের সাথে সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে বজায় রাখা প্রয়োজন।

অতএব, জ্ঞানের উৎস-চতুর্থের প্রথম উৎস ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান, যা পাশ্চাত্যে এমপিরিক্যাল নলেজ নামে খ্যাত এবং পাশ্চাত্যেও লোকেরা যাকে সর্বজ্ঞানের আধার রূপে প্রতিপন্ন করে, তা আদতে ভ্রান্তি পূর্ণ বিধায়, সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়া আদৌ সমীচিন নয়। বরং জ্ঞানের প্রকৃত দীপ্তি উদঘাটন ও প্রসারিত করার জন্য এহেন বাহ্যিক জ্ঞানের অভ্যন্তরে বাকী তিনটি আন্তরিক জ্ঞানের গবেষণা ও সাধনা পাঠক্রমে সম্বলিত করা প্রয়োজন।

অতএব, ইন্দ্রিয়ানভূতির সাথে বুদ্ধিগত যুক্তি, অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রজ্ঞা ও উপলব্ধিমূলক সত্য ও দিব্য জ্ঞানকে সংযোজিত করতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতা পরিহার করে, জ্ঞান-গবেষকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সকল জ্ঞানকে একীভূত করার লক্ষ্যে পাঠক্রম নিবেদিত হওয়া চাই। তাতেই জ্ঞানের প্রকৃত প্রজ্ঞা নির্গত হবে এবং মহান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও সাধনা-গবেষণার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উপসংহার

উপসংহারে আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েকশ বছর ধরে যুগের চাহিদা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। প্রফেসর আবদুস সালামের হিসেবে ৫০০ বছর, কারো মতে ৬০০ বছর, আমার ধারণায় ইবনে খালদুনের সময় থেকে ৭০০ বছর এ হারিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে পড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল পাথার অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম শিক্ষাকে আলোর পথে নিয়ে আসা একটি প্রকান্ড সমস্যা। তাই এর সমাধানের প্রচেষ্টাও তদ্রুপ বিশাল হতেহবে।

আমার নিরংকুশ প্রত্যয় চৌদ্দশ বছর পূর্বে, পবিত্র কুরআনের পাঠ যেভাবে উঘর আরব মরুভূমির রাখালদেরকে বিশ্বের জন্য বিস্ময়কর সভ্যতার আলোর দিশারীতে পরিণত করছিল, সেভাবে আজকেও মুসলিম বিশ্বকে ঘোর তমাসাচ্ছন্ন নৈরাজ্যবাদী নিরাশার অন্ধকার থেকে একমাত্র পবিত্র কুরআনের মর্মবাণীই উদ্ধার করতে পারে। কবি নজরুল বলেন ঃ "উশনিষ কুরআনের হাতে তেগ আরবীর, দুনিয়াতে নত নয়, মুসলিম কারো শির"। মুসলমানকে শপথ নিতে হবে" আগে কুরআন, মধ্যে কুরআন, শেষে কুরআন। কুরআনের আদলে হাদীছ ও সুন্নাহ। আর সুন্নাহর আদলে জ্ঞান-বুদ্ধি। মুখ্য নীতি হবে ঃ কুরআন-সুন্নাহ-ইজতিহাদ।

প্রথমত ঃ কুরআনের আলোকে ইসলামের প্রথম প্রতিপাদ্য 'বিশ্বজনীনতাকে' প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং **দ্বিতীয় ধাপে** শিক্ষাকে জীবনের পরে প্রথম স্থান দিতে হবে। অতএব, ইসলামের বিশ্বজনীন মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মানব জাতির কল্যাণ ও প্রগতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ প্রথম অবতীর্ণ আল-কুরআনের আয়াত-পর্বের মর্ম অনুসারে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের প্রকৃতির মহাগ্রন্থে (The book of the universe) সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রহস্য পাঠে নিরত হয়ে, শিক্ষাকে সৃষ্টি বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অনুধাবনের লক্ষ্যে নিবিষ্ট করতে হবে।

চতুর্থত ঃ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা 'রাব্বী-যিদ্‌নী ইলমান' 'প্রভু আমাকে জ্ঞানে বর্ধিতকর'- এর প্রেক্ষিতে ক্রমাগতভাবে গবেষণার মাধ্যমে বর্ধনশীল, আবিষ্কারমুখী জ্ঞানের আলোকে সদা সংশোধনীয়, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উদগ্রীব, ভবিষ্যৎ দশী, চলমান এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্বলিত করতে হবে, যা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব-ধারণা নিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যেতে পারে।

পঞ্চমত ঃ মুসলমানদের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন দ্বারা ঃ "খশিয়ার রাহমানা বিল গাইবে" অন্তরালে করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহর ভয়ে সচকিত 'তাকওয়ার' অর্থ মেহেরবান আল্লাহর প্রেমময় ভক্তি-ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে : পরন্তু 'রোখসত' ছাড় ভিত্তিক নিছক বৈধতা বা 'এবাহাত' এর উপর নয়; বরং জীবনের দোষ-ত্রুটির আইনতঃ বৈধতা ভিত্তিক বিচার হলেও, জীবনের মাহাত্ম নৈতিকতা বা 'তাকওয়ার' আদর্শের চত্বরে কায়েম করতে হবে। তাই শিক্ষার সাথে দীক্ষা, তা'লীম এর সাথে তরবিয়াত বা তা'দিব, আদব কায়দার দীক্ষা অবশ্য যুক্ত হতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ ইবাদত সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত ওয়াহীর নির্দেশ মোতাবেক নিতে হবে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সিয়াসত সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত শূরা বা পরামর্শের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সর্ববিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মোবাশ্বের আহমদ*

গোধূলিতে ভোরের স্মৃতি

ভাইপো মুহাম্মদ আলি উদ্দীন বলল আগামী জানুয়ারি (২০১১) সন মাসের ১৫ তারিখ চুনতি মাদ্‌রাসার ২০০ তম বার্ষিকী উদাযাপন করা হবে। মাদ্‌রাসার অগ্রজ ছাত্র হিসাবে কিছু স্মৃতিচারণ করলে ভাল হবে, সে আরও বলল। তাই এ লেখার প্রয়াস। কিন্তু লিখতে বসে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি। বুঝতে পারছি জীবনের ভোরের স্মৃতি গল্প, জীবনের গোধূলী বেলায় এসে স্মৃতিপটে কেমন যেন মেঘলা মেঘলা ঠেকছে। অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। তবুও চেষ্টা করে দেখি কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা। মাদ্‌রাসার গোড়াপত্তন হয় জনাব বড় মৌলভী (মৌলানা আব্দুল হাকিম রহ.) সাহেবের আমলে তাঁরই উদ্যোগে। পরে তদীয় পুত্র খান বাহাদুর ওয়াজীহুল্লাহ সামী ইহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন এবং ফান্ড সংগ্রহের জন্য অভিনব কায়দা অনুসরণ করেন। তিনি বড় জমিদার ছিলেন; কথিত আছে কোন ব্যক্তি তার সাথে বৈষয়িক আলোচনার উদ্দেশ্যে দেখা করতে চাইলে দরখাস্ত করে পূর্ব অনুমতি নিতে হত। দরখাস্তের জন্য ফিস দিতে হত চার আনা। এই চার আনা সরাসরি জমা হত মাদ্‌রাসা ফান্ডে। এভাবে তিনি বড় আকারের একটি ফান্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই উঁচুমানের কবি (উর্দু ও ফার্সি ভাষায়)। যার রচিত অনেক কবিতা বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য রচিত শের এখনও বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে।

তাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র ফৌজুল কবির খাঁ সামিয়া মাদ্‌রাসা নাম দিয়ে মাদ্‌রাসা পরিচালনা করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু নানা কারণে টিকতে না পারায় ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে গেলেও ছোট ছোট আকারে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে কারো দহলিজে বা কারো খালি বাড়িতে পাঠশালা আকারে চলতে থাকে।

ডেপুটি সাহেবের খালি বাড়িতে (ডেপুটি মুস্তাফিজুর রহমান) এরকম ১টি পাঠশালা করত। আমি প্রথমে এ পাঠশালায় লেখা পড়া শুরু করি। সম্মানিত শিক্ষকেরা ছিলেন : মৌলানা ফজল করিম, মৌলানা মজু ও মৌলানা আবুল খালেক সাহেবান। তাঁরা সকলেই ছাত্রদের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে লেখা পড়া শেখাতেন। পাঠ্য তালিকায় ছিল কোরান শরীফ, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি ও ধারাপাত। সে সময় কাগজের ব্যবহার ছিল না। স্কুলে লিখার জন্য সিলেট পেন্সিল ব্যবহরা করা হত আর বাড়ির কাজের জন্য কলা পাতা। কলমও ছিল বাঁশের কঞ্চি কেটে বানানো। বাড়িতে কলা পাতায় লিখে স্কুলে হুজুরদেরকে দেখিয়ে লেখাগুলি পুকুরের পানিতে ফেলে দিতাম যাতে লেখাগুলির বেইজ্জতি না হয়।

পরবর্তী সময়ে গ্রামের মুরব্বিরা বিশেষ করে মৌলানা ফজলুল হক, মৌলানা আব্দুল গণি, মৌলানা নজির আহমদ (হুজুর) ও মৌলানা মুহাম্মদ দানেশ সাহেবানদের পরামর্শে মাদ্‌রাসাকে পুনঃ পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা নামে মাদ্‌রাসাটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চুনতি মুন্সেফ বাজার পুকুর পাড়ে সমিতি ঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

অচিরে মাদ্‌রাসার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। জায়গার স্বল্পতা হেতু সম্প্রসারণ করার সুযোগও ছিল না। তাই মাদ্‌রাসাটিকে অন্যত্র বড় জায়গায় স্থানান্তরিত করার চিন্তা ভাবনা হতে থাকে। এ জন্য যখন জায়গা খোঁজাখুঁজি করার পরও কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছিল না তখন জনাব

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। বাংলাদেশ ফরেস্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন।

এস্তেফাজুর রহমান (দারোগা সাহেব) সমস্যা সমাধানকল্পে এগিয়ে আসেন এবং নিজের কিছু জায়গা দান করেন (মাদ্‌রাসা মুড়ায়)।

জায়গার সমস্যা সমাধান হলে চুনতি সমাজের প্রত্যেকের সহায়তায় মাদ্‌রাসার ঘর প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়। আমরা ছাত্ররাও এ মহতী কাজে শরিক হই। আমরা মাদ্‌রাসার সাইট বা ভিটে প্রস্তুতির কাজ যেমন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা মাটি কেটে সমান করার ইত্যাদি কাজে শ্রম দিয়ে সাহায্য করি।

একদা যখন আমরা এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমাদের সিনিয়র ভাই মাহমুদুর রহমান অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন যে আমাদের সবার বড় ভাই হাবিবুর রহমান সাহেব এম.এ পাশ করেছেন। তিনি সঙ্গে কিছু মোলা মুড়ি এনেছিলেন। আমরা তাৎক্ষনিকভাবে সেখানে বসে শোকরানা মিটিং করলাম ও মোলা মুড়ি খেলাম। পরে তার জন্য দোয়া করলাম। দোয়া পরিচালনা করেন মাহমুদ ভাই।

পরে এ মাদ্‌রাসা মুড়ার ভিটিতে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি দিয়ে মাদ্‌রাসার ঘর তৈরি হলে মাদ্‌রাসাটি সমিতি ঘর থেকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে চুনতি গ্রামের পরিবারগুলির গঠন ও প্রকৃতি ছিল একই ধরনের। ফলে জনগোষ্ঠীর জীবন প্রণালী ও ছিল উন্নত। সমাজ ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল ও সেবামূলক। সমাজে জায়গির প্রথা (মাদ্‌রাসার ছাত্র বাড়িতে রাখা) জনপ্রিয় হওয়াতে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে ২/১ জন করে মাদ্‌রাসার ছাত্র থাকত। যার ফলে ছাত্রদের আবাসন সমস্যা বহুলাংশে কম ছিল বিধায় ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বেড়ে উঠছিল।

ছাত্ররা সমাজের সাথে মিশে যেত ও যাবতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করত। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা যথা- ফুটবল, ভলিবল, হাডুডু, পরখেলা ও কানামাছি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করত। আমাদের সময়ে মাদ্‌রাসার ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন ছিল। অন্যান্য খেলাগুলিতেও পারদর্শী ছিল।

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চুনতির একটি ঐতিহ্য। তাই সকলে মিলে দল বেঁধে বনভোজনে যেত, চিড়া মুড়ি খাওয়ার আয়োজন করত ও শেরখানি বা গানের আসর উপভোগ করত। এইভাবে ছাত্ররা উন্নত জীবন যাপনের ভিত প্রতিষ্ঠা করত।

লেখাপড়ার পাশাপাশি মাদ্‌রাসার তহবিল সংগ্রহ করার কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতাম। এ কর্মকাণ্ডের মধ্যে মুঠি চাল ও ধান সংগ্রহ করা ছিল প্রধান খাত। মুঠিচাল প্রথা হল প্রত্যেক বাড়িতে ১টি পাতিল দেওয়া হত। সে পাতিলে দৈনিক ২ মুঠো চাল গৃহস্থরা জমা রাখতেন দৈনিক দুবেলা ভাত পাক করার সময়। সপ্তাহ শেষে প্রতি বৃহস্পতিবার চালগুলো সংগ্রহ করা হত। এ কাজের জন্য প্রত্যেক পাড়ায় এক একটি দল করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা থাকতেন। আমি ছিলাম আমার পাড়ার দলনেতা। ধান তোলা হল অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকলে। ধান কাটার সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান সংগ্রহ করা। এ কাজের জন্যও সুনির্দিষ্ট দল ছিল। এ দলের নেতৃত্বে থাকতেন শিক্ষক মহোদয়গণ অথবা সমাজের মুরব্বিগণ।

এসব কর্মকাণ্ডে সমাজের মুরব্বিদের অবদানের (অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে) কথা স্মরণ করা সমীচীন মনে করি।

শ্রদ্ধেয় চাচা ইলিয়াছ মিঞা (চুনতির প্রেসিডেন্ট) এ রকম একটি দল নিয়ে ধান তোলার মনস্ত করেন। আমিও সে দলে ছিলাম। এতৎউদ্দেশ্যে প্রথমে আমরা ছদাহা আজু মিয়ার (ছদাহার প্রেসিডেন্ট) এলাকায় যাই। আজুমিয়া চাচার নিকট আত্মীয় হওয়া বিধায় তিনি আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে ভাল ধান সংগ্রহ হয়। এখানে কাজ সেরে আজু মিয়া সহ আমরা ধলি বিলা অছি মিঞা চৌধুরী সাহেবের (ধলিবিলার প্রেসিডেন্ট) কাছে যাই। তিনি অত্যন্ত উদার চেতা অতিথি পরায়ণ ও সমাজ হিতৈষী লোক। আমাদের পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন ও খাসি জবাই করে আপ্যায়িত করলেন। পরিশেষে আমাদের

আসার উদ্দেশ্য জানালে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রস্তাবে সাড়া দেন ও ধান তোলার কাজে লোক নিয়োগ করেন। এ সময় চাচা প্রস্তাব করেন ধান সংগ্রহের কাজ চলুক ইত্যবসরে কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করা যাক। চৌধুরী সাহেব সাব্যস্ত করলেন সদলবলে মঈন পাহাড়ে (লুসাই পাহাড়) বড় হরিণ শিকারে যাওয়া হউক। তাই করা হল চৌধুরী সাহেব কর্তৃক সব কিছুর আয়োজন করা হল। আমরা সকলে মঈন পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলাম। প্রায় ৮ মাইল হেঁটে পাহাড়ের সাথে একটি মুরং পাড়ায় পৌঁছলাম। এখানে আমরা রাত কাটাই ও নৈশ শিকারের ব্যবস্থা করি। পরদিন ফিরে আসি। এ সফর আমাদের ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিন প্রেসিডেন্টের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ধান সংগ্রহ হয়েছিল প্রচুর।

অনুরূপভাবে কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করা আয়ের আর একটি উৎস ছিল। একসময় কোরবানীতে ভাল চামড়া সংগৃহীত হয়। কিন্তু ক্রেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে (সিন্ডিকেট করে) চামড়া কমদামে ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। কর্তৃপক্ষ কম দামে চামড়া বিক্রি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বিক্রয় না করে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে গেলে জনাব মোস্তাসুম বিল্লাহ প্রস্তাব করেন যে; চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হউক। তিনি আরও বলেন যে যদি তাই করা হয় তবে তিনি এ কাজের ভার নিতে প্রস্তুত আছেন। সকলের প্রস্তাবে এক মত পোষণ করলেন। জনাব মোস্তাসেম বিল্লাহর তত্ত্বাবধানে লবণ দেওয়ার কাজ সমাধা হয়েছিল। পরে এ চামড়া ভাল দামে বিক্রি হয়।

আমি পাঠশালার পড়া শেষ করার বৎসর চুনতি মাদ্‌রাসা মুন্সেফ বাজার পুকুর পাড়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি সেখানে সে বৎসরই জমাতে দোহমে ভর্তি হই। সে সময় সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন চাচা মৌলানা নূরুল হোসেন সাহেব। তিনি আমাকে পেয়ে বললেন, "ভাতিজাকে তাড়াতাড়ি ভর্তি করান, সে একজন আদর্শ ছেলে।" জনাব মৌলানা আব্দুস সোবহান সাগ্রহে আমাকে ভর্তি করেন। পরের বৎসর যখন আমি জমাতে নহোমে উঠি তখন মাদ্‌রাসা মুরায় (টিলা) অবস্থিত বর্তমান স্থানে সমিতি ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়। সে হিসাবে আমরা মাদ্‌রাসা মুরা (টিলা) মাদ্‌রাসায় ১ম ব্যাচের ছাত্র।

নূতন পরিবেশে মাদ্‌রাসার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হয়। প্রশাসনে নূতন উদ্যম দেখা যায়। শিক্ষকেরা শিক্ষা দানে উদ্যোগী হন ও অত্যন্ত যত্ন সহকারে পাঠ দান শুরু করেন। ফলে লেখা পড়ায় মন বহুলাংশে বেড়ে যায়।

আমাদের জমাতে সরাসরি যে হুজুরেরা পড়াতেন তারা হলেন জনাব মৌলানা এয়াহ্‌য়া, মৌলানা আব্দুল খালেক, মৌলানা সোলেমান, মৌলানা আব্দুল মজিদ, মৌলানা মহব্বত আলী ও মাস্টার মোহসিন সাহেবান। তাঁরা ছিলেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তৎপর ও অতিশয় সজ্জন।

ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের ভূমিকা এবং ছাত্রদের মনের উপর তাঁদের প্রভাব অপরিসীম। আমরা ভাগ্যবান আমরা সুযোগ্য শিক্ষক পেয়েছিলাম। সামাজিক পরিবেশও আমাদের অনুকূলে। এভাবে চরিত্র গঠনের সব উপকরণ বিদ্যমান থাকায় আমাদের চরিত্র দৃঢ় ভিত এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে আমি এ মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে গর্ববোধ করি; আর গর্ব করি এ জন্য যে, আমার পাঠ্য ও চাকুরী জীবনে নানা সমর্পিত কাজের সমাধানের জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে হয়েছে। এসব স্থানে চরিত্র হননে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান ছিল। এসব স্থানে নূতন পরিবেশ ও বহুমুখী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অনেক অযাচিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি ঠিকই কিন্তু আমার চরিত্র দৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাবতীয় পরিস্থিতি চরিত্র হনন না করে সফলভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি মনে করি এ সফলতা এসেছে চুনতি মাদ্‌রাসার পবিত্র মাটি মাড়ার কারণে।

Ghunati.com pioneer in village based website

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী*

আমার স্মৃতির রাজ্য চুনতি

হুস্‌নাত বে এত্তেফা'কে মালা'হাত জাহা'ন গেরেফ্‌ত
আরে বে এত্তেফা'ক জাহা'ন মী তওয়া'ন গেরেফ্‌ত

ঢাকা মুহাম্মদপুরে একটি নতুন মসজিদের জুমার উদ্বোধন শেষে মেহমান হয়েছি একজন মান্যবর সচিবের বাসায়। দুপুরের খাবারের আয়োজন দেখে রাজকীয় যেয়াফতে ঢুকতে শেখ সা'দীর আচকান সমস্যার গল্পটি মনে পড়ছিল বারবার। কারণ, এখানেও আমি তোফাইলী, তোলফা। আসল মেহমান ইরানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মাহমুদ বায়াত আর তার ফাস্ট সেক্রেটারি। মেজবান মেহমান মিলে জনা পাঁচেক। খাওয়ার পর খোশ গল্পে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আসছিল সামনে। বায়াত সাহেব দু'লাইনের একটি ফারসি বয়েত পড়লেন। মনে হলো, আর কখনো শুনিনি। সরল সহজ ভাষায় মনে হলেও মর্ম বুঝতে পেঁচিয়ে গেলাম। অনুরোধ করাতে তিনি আমার নোট বইটিতে স্বহস্তে লিখে দিলেন, সাথে আরো কিছু কথা। আমি আপ্লুত হলাম। তিনি পরীক্ষার ছলে বললেন, এবার ব্যাখ্যা করুন এ বয়েতের। বললাম, হুস্‌নাত মানে তোমার রূপ বা সৌন্দর্য। বে এত্তেফাক; এত্তেফাক এর প্রধান অর্থ তো একতা। আমাদের দেশের একটি প্রধান পত্রিকার নাম ইত্তেফাক। মালা'হাত মিলহুন হতে উদ্ভূত। মিলহুন অর্থ 'লবণ'। কাজেই মালা'হাত মানে নমকিন-লাবণ্য। জাহান অর্থ বিশ্ব। গেরেফত অর্থ নিয়েছে। এখান থেকেই আমরা বাংলায় পাকড়াও অর্থে বলি গ্রেফতার। তিনি মুচকি হাসি দিয়ে ধাঁধায় ফেলে দিলেন। তাহলে পরের লাইন এর অর্থ কি? আরে মানে হ্যাঁ, নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় 'বে এত্তেফাক' এর অর্থ কী হবে– আমার জিজ্ঞাসা। জাহা'ন মানে তো বিশ্ব। মী তওয়া'ন বলতে তো পরিষ্কার বুঝায় 'পারা যায়'। দু'লাইন মিলিয়ে ভাবোদ্ধারের কসরত দেখে তিনি সহায়তায় এগিয়ে আসলেন। বললেন : প্রিয়-

তোমার সৌন্দর্য লাবণ্যের সাথে মিলে করেছে বিশ্বজয়,
হ্যাঁ, একসাথে মিলে বিশ্বকে করা যায় জয়।

কবি প্রেয়সীকে সম্বোধন করে বলছেন : তোমার সৌন্দর্য ও রূপের সাথে মনমোহনী লাবণ্য মিলে বিশ্বকে জয় করেছে। অর্থাৎ যার মধ্যে রূপ গুণ একসাথে আছে, তার জন্যই বিশ্ব পাগলপারা। পরের লাইনে কবি সিদ্ধানমশ দিচ্ছেন: হ্যাঁ, একসাথে মিললে; ঐক্য, একতা, একাত্মতা থাকলে গোটা বিশ্বকে জয় করা যায়। এত্তেফাক বা একতা, ঐক্য ও একসাথ হওয়ার শক্তি বুঝাতে এর চেয়ে রোমান্টিক, নানন্দিক, মননশীল, হৃদয়গ্রাহী উপমা বিশ্ব সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আছে কিনা, জানিনা।

* চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র (১৯৬৮-১৯৭৫)। তিনি একজন প্রাজ্ঞ লেখক ও সুবক্তা। বর্তমানে ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা।

সত্যিই শুধু জ্ঞান থাকলে হবে না, গুণও থাকতে হবে। এলমের সাথে হেলম থাকা চাই। নিছক ইবাদত হলে চলবে না, সাথে এখলাস থাকতে হবে। চোখ ধাঁধাঁনো সৌন্দর্যের সঙ্গে মনমোহনী লাবণ্য আছে বলেই রূপসীদের জন্য দুনিয়া পাগল। কথাগুলো বলে ধন্যবাদ জানালাম জনাব মাহ্‌মুদ বায়াতকে, কবিতার লেখক মহাকবি হফেয শিরাযীকে। বিশেষ করে আমার সম্পর্কে মাননীয় রাষ্ট্রদূতের অসাধারণ মন্তব্যের জন্যে। কবিতার নিচে তিনি লিখেছেন : 'আমাদের প্রিয় ভাই মাওলানা শাহেদীর সুন্দর ও সুক্ষ্ম অনুভূতি এবং কবিতা রচনায় তার গতিময় স্বভাব মানুষকে বাধ্য করে, তার কাছে ও সাক্ষাতে আসলে যেন কবিতা নিয়ে চিন্তা করে, নানান কবিতার স্মৃতিচারণ করে ও আবৃত্তি করে। আজকেও যে আমরা তার সঙ্গে রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ শাহেদ আলীর মেহমান হয়েছি, উল্লেখিত কবিতাটি আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল ও পাঠ করলাম।

মাহমুদ বায়াত, বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত ১২-৩-১৩৭৫ (১ জুন ১৯৯৬)'

তিনি এবার প্রশ্ন রাখলেন : বলুন তো, আপনি কীভাবে আমাদের ভাষাটি রপ্ত করলেন? আমি অনেকটা আবেগ প্রবণ ও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লাম। ক্ষুদ্র মানুষের এতো পাওয়া তো অপ্রত্যাশিত। এ প্রশ্নের জবাব সহজ ছিলনা আমার পক্ষে। কারণ, মান্যবর রাষ্ট্রদূত জানেন, আমি ইরানে ছিলাম রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানে ৭ বছর। অনুবাদ ও খবর পাঠ ছাড়া ইরানে কোনো প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করিনি। গত অক্টোবরে ইরানের বিশ্ব বিশ্রুত রাজনীতিবিদ প্রেসিডন্টে হাশেমী রাফসানজানি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বায়তুল মোকাররমে জুমার খোৎবার পূর্বে রাফসানজানীর বক্তৃতার অনুবাদ করেছিলাম আমি। রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে সারা দেশ থেকে শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে যে মজলিস হয় (১২.১০.১৯৯৫) সেখানেও রাফসানজানীর ভাষণ অনুবাদ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ইরানের প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়ে লেখা ফারসি কবিতাটির কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রদূত। প্রোগ্রামসূচি তৈরি করলেন এভাবে : কুরআন তেলাওয়াতের পর স্বাগত ভাষণ দেবেন বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব (মরহুম)। তারপর আমার স্বরচিত কবিতা। এরপর প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির ভাষণ। কালচারাল কাউন্সেলর আলী আভারসাজীসহ তিনি ঘড়ি ধরে দীর্ঘ কবিতাটির ট্রায়াল নিলেন। সময় লাগল ৭ মিনিট। সতর্ক করে বললেন, কবিতা কেবল মাইকে পড়া যাবে। প্রেসিডেন্টের হাতে দেয়া যাবে না। কারণ, ইরান থেকে আসা সিকিউরিটি ফোর্স বড় শক্ত। কারো হাত নাই তাদের ওপর।

ড. এ. কে. এম মাহবুবুর রহমানের অনুষ্ঠান পরিচালনায় খতিব সাহেব হুজুরের বক্তৃতার পর আমার কবিতাটির মাঝামাঝিতে তুমুল স্লোগান উঠল ফারসি জানা মহলে। তকবির ধ্বনিতে মুখরিত হল মাহফিল। পড়া শেষ হলে ভাবলাম, এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। কাগজটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম প্রেসিডেন্টের দিকে। মজলিসে আবেগের জোয়ারে সিকিউরিটি ফোর্স বুঝি অন্যমনষ্কতায় ভাসছিল। ইরানী প্রেসিডেন্ট স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'টি মধুর চুম্বন এঁকে দিলেন বাংলাদেশী কবির মুখের দুই পাশে। পুরো মজলিস স্লোগানে হর্ষধ্বনিতে কোলাহলে ভাসছে। আমার জন্য আনন্দের বিষয় ছিল, সারা দেশের শীর্ষ পীর মাশায়েখ ও আলেমদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব কেবলা হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), চুনতি মাদরাসায় আমার শিক্ষক ও মাদরাসার দীর্ঘকালীন সেক্রেটারি শাহ মওলানা হাবীব আহমদ ছাহেব (রহ) বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন ছাহেব ও সাংবাদিক হিসেবে মাসিক দ্বীন দুনিয়ার সম্পাদক মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ। প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি তার ভাষণে কবিকে 'শায়েরে গেরান মায়েয়ে শোমা' (আপনাদের রত্নতুল্য কবি) বলে প্রশংসিত করলেন। ভাষণ শেষে তিনি ভেতরে চলে গেলে মাইকে ঘোষণা হল, প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি কবিকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করেছেন। দেখলাম, আসলে পদক নয়; সোনার আশরাফী। অতীতে ইরানী শাহানশাহদের ঐতিহ্যের ধারায় রাফসানজানির দেয়া স্বর্ণের আশরাফীটি পদক হিসেবে খ্যাত হলো। দৈনিক

ইনকিলাব, সাপ্তাহিক বিক্রম, মাসিক দ্বীন-দুনিয়াসহ আরো কয়েকটি পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি হলো। ইনকিলাবে প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ড. আবদুল ওয়াহিদ;শিরোনাম: 'রাফসানজানী ও বাংলাদেশী কবির নিবেদিত ফারসি কবিতা' তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৯৯৫। পদক বা আশরাফীটি আমি বায়তুশ শরফের মরহুম পীর ছাহেব হুযুরের হাতে তুলে দিয়ে আমি মনে মনে গর্বিত হলাম। কারণ, ছেলের সাফল্যে তিনিই তো আজ সবচেয়ে বেশী আনন্দিত। পাশে খতীব সাহেব ও ফুরফুরার পীর সাহেবসহ বিশিষ্টজনেরা তাদের হাতের ছোঁয়ায় আরো ধন্য করলেন আশরাফীটি। মহামান্য রাষ্ট্রদূত ছিলেন এই ঘটনার সাক্ষী। তাই প্রশ্ন শুনে আমার স্মৃতিতে এসব কিছু মূহুর্তে দোলা দিয়ে গেল।

আত্মস্থ হয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করলাম। বিনয়ের সাথে বললাম : আমার ফারসি রপ্ত করার পেছনে রহস্য আছে। বললেন : বগু অ'ন আসরা'র রা'-বল সেসব রহস্যকথা'। বললাম : আমার এক ওস্তাদ ছিলেন, নাম মওলানা ফযলুল্লাহ। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার নাযেমে 'আলা। সে মাদরাসার শেষ স্তর ফাযিলের ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার পর সাথীদের আড্ডায় আসফালন করছিলাম একবার। বলছিলাম : আরবি ব্যাকরণ পড়তে চাই, দক্ষিণ চট্টগ্রামে আমাকে পড়ানোর সেই ওস্তাদ কই? করম আলীর চায়ের দোকানের অপর কামরায় হুযুর বসা ছিলেন। জানা ছিল না আমাদের। ডাক দিলেন, এই পন্ডিত। আমার কাছে পড়বি নাকি? কেমন ওস্তাদ লাগবে তোমার? আমি লজ্জায় জড়োসড়ো, একেবারে মাটিতে পতিত। সঙ্গী সাথীরাও চুপ, কারো কোন সাড়াশব্দ নেই।

পরের দিন হতে শুরু হলো ক্লাস। হুযুর ছিলেন ফারসি ও আরবি ভাষার স্বনামধন্য ওস্তাদ। বিশেষ করে আরবি ব্যাকরণে সুপণ্ডিত। তার রচিত আরবি ব্যাকরণের 'আদ দরূসুস সারফিয়া' মাদরাসায় পাঠ্য ছিল। সামনে কামেলে হাদিসের মতন পড়তে না পারলে মজা নেই, দামও নেই। তাই আরবি ব্যাকরণ আয়ত্ব করতেই হবে। দু'মাস এক ওস্তাদ এক ছাত্র। এভাবে আমার জীবনে সৌভাগ্যের ভীত রচিত হল হুযুরের নেক নজরে। সময়টি ছিল '৭৫ সনের শুরু। শেখ মুজিবের শেষ আমলে দুর্ভিক্ষ চলছে দেশে। চট্টগ্রাম শহরে কামিল পড়তে গেলে মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। এক বন্ধুর সহায়তায় একটি জায়গির পেয়ে গেলাম শহরে। হুযুরের কাছে শহরে চলে যাবার অনুমতি চাইলে বললেন : এখন তুমি আরবি (যের যবর ছাড়া) মতন পড়তে পারবে; তবে আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে ফার্সিটা শিখিয়ে দেব। অবশেষে শহরে চলে আসলাম। তাই সে সুযোগ তখন হয় নি। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হুযুর আমাকে সেদিন প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন ফার্সির জন্য। তার মুখের এতটুকুন ঈশারায় আমার কপাল খুলে যায়। ইরান সরকারের মেহমান হয়ে '৮৩ সনের ফেব্রুয়ারিতে উড়ে যাই ফারসির দেশে।

১৯৮৮ সনের ১৯ নভেম্বর মহাকবি হাফেয শিরাজীর ৬শতম বার্ষিকী উপলক্ষে ইরানের শিরাজ নগরীতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্যে যখন তেহরান থেকে বিমানে উড়াল দেই, তখনকার স্মৃতিগুলো লিখেছি আমার 'ইরানের বুলবুল হাফেয শিরাজী' বইয়ে। সেখানে প্রথম অধ্যায়েই আমার পিতৃতুল্য ওস্তাদ মওলানা ফযলুল্লাহ (রহ.) এর স্নেহের পরশ ও দোয়ার প্রসঙ্গটি আবেগঘন ভাষায় লিখেছি। ওস্তাদের দোয়ার বরকতে ফার্সির এখন হাতে কড়ি। বায়াত সাহেব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এসব বর্ণনা শুনে। বললাম : ফারসি যতটুকু জানি প্রকাশটা তার চাইতে সুন্দরভাবে করতে পারি। বলতে পারি, এক্ষেত্রে কেউ আমাকে সহজে ডিঙাতে পারবে না। কারণ, কেউ ফারসি শিখলে, জানলেই হবে না; তার পেছনে আমার ওস্তাদের মত বড় ওস্তাদের প্রাণভরা দোয়া লাগবে।

তিনি এবার জানতে চাইলেন, সে ওস্তাদ আর মাদরাসা কোথায়? বললাম : সে ওস্তাদ এখন চুনতিতে চিরনিদ্রায় শায়িত। চট্টগ্রাম শহর হতে যদি সড়ক পথে সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার দেখতে যান, তাহলে মাঝ পথে গিয়ে মনে হবে দু'পাশে সবুজ গাছ গাছালি অনুচ্চ টিলার মাঝে যেন হারিয়ে যাচ্ছি। এখানে একটু

বিশ্রাম নেই। নিস্বর্গের ছায়াময় স্নিগ্ধতায় প্রাণ জুড়াই। এখানে পাবেন শান্তির পরশ, নিরাপত্তার চাঁদর, সবুজের বাহুবন্ধনে উষ্ণ আলিঙ্গন। বনের পশুরাও এখানে নিরাপদ। তাই একটু সামনে এগুলেই চুনতি অভয়ারণ্যের অবস্থান এখানে। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটবেন তো আনন্দের ঢেউয়ের ঝাপটা আসবে গায়ে। পাহাড়ের পাশ কাটা, ছায়ায় ঢাকা রাস্তার পাশে জলাশয়। মাঝ দিয়ে মেটো পথ। পদ্ম আর নিলুফারের (শাপলা) বুক জুড়ে হংস তিতিরের কোলাহল মেলা। মনে হবে, স্বপ্নের রাজপুরি বুঝি হাতছানি দিচ্ছে। কষ্ট করে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ওপরে উঠলেই চুনতি হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল ছাড়িয়ে দেখবেন, কয়েকটি মামুলি দালান। এখানেই জ্ঞানের ঐশ্বর্যের নগরী। আমার ওস্তাদগণের জ্ঞান সাধনায় মুখরিত গুলযার।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও জিহাদের ময়দানের সিপাহসালার সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এর অন্যতম সেনাপতি মওলানা আবদুল হাকিম (রা.) এই মাদ্‌রাসার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। এ কারণে এ মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষকরা যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত। পাহাড়ের বুকে, সবুজের মায়া বেষ্টনীতে থেকেও পুরো দুনিয়ার খবরাখবর রাখে এখানকার ছাত্র- শিক্ষকরা। জানতে চাইলেন : ফারসি কী পড়ানো হয়। বললাম : এ দেশে ফারসির চর্চা হ্রাস পাওয়ার ট্রাজেডি করুণ। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম 'ফারসি কি পহলি' নামক একটি ছোট্ট কিতাব পড়েছি। আরবি গ্রামার মিযান ও মুনশায়েব আর নাহুমির পড়েছি ফার্সিতে। হাফতুমে (৪র্থ শ্রেণীতে) গুলিস্তান কিতাবের বাবে আউয়াল দর সীরাতে পাদশাহান (রাজা-বাদশাহদের জীবনচরিত অধ্যায়) এর কিছু অংশ পড়েছি। মাদরাসার ক্লাসগুলোর নাম ছিল ফার্সিতে। এখন বলতে গেলে ফার্সির নাম নিশানা নাই। আগেকার দিনে এই চুনতিতেই ফার্সির বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। বললাম : ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খানকে আপনি চেনেন। তিনি এই চুনতির সন্তান। বললেন : শোমা হাম কে আহলে চুনতি হাস্তি (তুমিও তো চুনতির লোক।)' বললাম : তা কিন্তু নয়, আমার বাড়ি অন্যত্র। আরো পূর্বে কলাউজানে। চুনতির লোকগুলো আরো ভাল, আরো সুন্দর, মধুর তাদের ব্যবহার। পাকিস্তান আমলে সাধারণ জ্ঞানের বইতে লেখা হত, পাকিস্তানের সবচাইতে শিক্ষিত লোকের গ্রাম কোনটি? এক কথায় জবাব ছিল চুনতী। শান্ত ছায়াঘেরা গ্রামে শায়িত আছেন অনেক আল্লাহর ওলী। এখানে বার্ষিক সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল হয় ১৯ দিনব্যাপী। নবীজির মুহাব্বত ও সীরাত আলোচনার এই ব্যতিক্রমী আয়োজনে সারা দেশের আলেম, পীর মাশায়েখ ও জ্ঞানী গুণীরা সমবেত হন রবিউল আউওয়াল মাসের ১১ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত।এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ মওলানা হাফেয আহমদ (রহ.) ছিলেন এক কথায় ফানা ফির রসূল। বললাম, ইমাম খোমেনীর সাক্ষাতে যখন গিয়েছিলাম তখন ইমামের চেহারার সাথে চুনতির শাহ ছাহেবের চেহারার মিল খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। বললেন, আমাকে তো একবার নিয়ে গেলেন না। বললাম, বিপ্লবোত্তর আমলের রাষ্ট্রদূত জনাব আখুন্দযাদেহ গিয়েছিলেন চুনতি মাদরাসার বার্ষিক সভায়। ফাস্ট সেক্রেটারিকে লক্ষ্য করে তিনি আমার সম্পর্কে একটি মন্তব্য করলেন।

দুপুরের খাবারের পর খোশগল্পে এতখানি সময় নেয়ায় লজ্জিত হলাম। কথার ইতি টেনে বললাম : খাইলি মামনুন, তাশাক্কুর (অনেক শোকরিয়া, ধন্যবাদ)। মনে মনে বললাম: সময় থাকলে বুঝিয়ে বলতাম যে, আপনার ধারণা সঠিক নয়, আমার প্রথম জীবনে আমি ছিলাম পুরোপুরি নাখান্দা। আর দশজন ছাত্রের সাথে নিজকে তুলনা করতে লজ্জিত হতাম। কিন্তু চুনতির পরিবেশ আমার পরিচর্যা করেছে সযত্নে। ওস্তাদগণের দোয়া টেনে তুলেছে গভীর খাদ থেকে, মঞ্চে। ছোটবেলায় চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল স্থাপনের সংবাদে শুনেছিলাম, আশপাশের ঝোপ-জঙ্গলের ছোটবড় বাঁশ কেটে জড়ো করে ফেলা হয় অতিকায় মেশিনের মুখে। বিরাট বিরাট যন্ত্র হাতির মত গোগ্রাসে গিলে নানা প্রক্রিয়ায় কাগজরূপে বের করে দেয় বাঁশগুলোকে। সে কাগজে জ্ঞানচর্চা হয়, সভ্যতার চাকা ঘুরে। চুনতি মাদ্‌রাসাও আমাদের মত গ্রাম-গঞ্জের অনাথ ছেলেদের বুকে টেনে নিয়ে কাগজের মত করে বিলিয়ে দিয়েছে সমাজে। নচেত আমি কি ছিলাম, কতটুকু

ছিলাম?

মনে পড়ে ১৯৬৮ এর শুরুতে আব্বাজান হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন চুনতি মাদ্‌রাসায় ভর্তি করানোর জন্য। এর আগে দু'বছর নাহুম ও হাশতুম জামাত পড়েছি পূর্ব কলাউজান দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায়। তারও আগে পশ্চিম কলাউজান খালাচিপাড়া প্রাইমারি স্কুলে মাত্র ক্লাস ফোরে উঠেছিলাম। চুনতি বাজারের দক্ষিণে বর্তমানে সীরাতুন্নবী মাহফিল (স.) গেটের রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছিলাম মাদ্‌রাসায়। মাদ্‌রাসার দক্ষিণে শাহ্ মঞ্জিলের পশ্চিম পাশে এখন সীরাত ময়দান। তখন সীরাত ময়দানের পূর্বের অংশটি ছিল পাহাড়ে লিচু বাগান। দক্ষিণ দিক হতে লিচু বাগানের ফাঁক দিয়ে আব্বাজান মাদ্‌রাসায় আসলেন। মাদরাসা ভবনের পশ্চিম কোণে সিঁড়ি ঘেঁষে কামরাটিতে ফাযিলের ক্লাস চলছিল। আব্বাজান আমাকে নিয়ে সেই ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। পড়াচ্ছিলেন মাদ্‌রাসার হেড মওলানা হুযুর মওলানা মুজাফফর আহমদ ছাহেব (র.)। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. শব্বির আহমদের পিতা। হুযুর অনাহুত এক লোক ও ক্ষীণকায় ছেলেটিকে দেখে উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। সাথে সাথে মৌখিক ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা। বললেন : কোথায় পড়েছ, ফারসি কি পড়েছ। ইংরেজি অংক পড়েছ কিনা ? একটি কি দুইটি প্রশ্ন করলেন ফারসি সম্পর্কিত। পারলাম না। ছোট্ট একটি অঙ্ক সাজিয়ে উত্তর ফল জিজ্ঞাসা করলেন। ক্লাস ভর্তি সিনিয়র ছাত্রদের সামনে তারও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। আব্বাজান সেদিন কতখানি বিমর্ষ হয়েছিলেন– চিন্তা করার শক্তি তখন হয় নি। হুযুরের তিরস্কারের জন্য মন প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার অভাবনীয় একটি মন্তব্যকে জীবনভর মনে রাখতে হয়েছে, তার স্মরণে শ্রদ্ধায় মনটা নুয়ে পড়ে এখনো। আব্বাজানকে উদ্দেশ্য করে বললেন : কবুতর বাচ্চাদের কিভাবে আধার খাওয়ায়, তা কি লক্ষ্য করেছেন। কবুতর নিজে আহার করে চিবিয়ে গিলে ফেলে। তারপর যখন বাসায় ফিরে, ছানারা হা করে ছটফট করতে থাকে। তখন কবুতর সম্পূর্ণ ঠোঁটটা বাচ্চার মুখের ভেতর পুরে দিয়ে নিজের পেট থেকে খাবার উদগার করে বাচ্চার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। কচিকাঁচা ছাত্রদেরও এমনভাবে পড়াতে হয়। কথাটা শুনে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার অপরাধবোধ কিছুটা বুঝি হাল্কা হল। কিন্তু হুযুর বললেন : ঠিক আছে কষ্ট করতে হবে। জামাতে দাহুমে ভর্তি করে দেন। তার মানে, প্রাইমারি থেকে গিয়ে যেই জামাতে ভর্তি হয়েছিলাম, দুই বছর পেছনে সেই ক্লাসে ভর্তির পরামর্শ।

সালাম জানিয়ে বেরিয়ে আসলাম। আমার অন্য সাথীরা গারাঙ্গিয়া মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হয়েছে। আব্বাজানের ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে এখানে আসা। আমাদের এলাকার চেনা-জানা লোকও কে আছে জানি না। মনটা বিষিয়ে উঠল। আব্বাজান ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়, নীরব সাধক। নামী দামী উচ্চশিক্ষিত বা আলেম না হলেও আলাদা ব্যক্তিত্বের আভা ফুটে থাকত চেহারায়। তিনি মাদরাসা অফিসের দিকে গেলেন সিদ্ধান্তহীনভাবে। অফিসে পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসে আছেন একজন শুকনো কায়ার উজ্জ্বল চেহারার হুযুর। জানতে চাইলেন, কি চান? আব্বাজান বললেন : জামাতে হাফতুমে ভর্তির জন্য নিয়ে এসেছি। ফাযিলের কামরায় কি ঘটল ঘুনাক্ষরেও বললেন না। হুযুর প্রশ্ন করলেন: দেখি আরবি ব্যাকরণ কি পড়েছে। আলামতে তানিস কয়টি, বল। (আরবি ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের চিহ্ন কি কি?) ভাগ্যিস নাহুমিরের ফারসি এবারতটি মুখস্থ ছিল। হুবহু ফার্সিটাই পড়ে শুনালাম। তিনি নির্দেশ দিলেন, ভর্তি করে নাও। কেরানী সাহেবের কাছে তাড়াহুড়া করে টাকা জমা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমরা।

শুরু হলো নতুন পরিবেশে নতুন সংগ্রাম, সাধনা। অনুভব করছি, সবদিক দিয়ে আমি পিছিয়ে। গায়ে গতরে ক্ষীণ, বয়সেও ক্লাসের সবার চেয়ে নবীন, কথা বলি প্রচুর। আস্তে আস্তে ভাল ছাত্রদের ফলো করার চেষ্টা করলাম। ক্লাশ শেষ হলেই সবাই চলে যেত মঞ্জুর ভাইয়ের কামরায়। ভাবতাম, তার এমন কি আকর্ষণ আছে, সবাই কেন তার কাছে যায়। পরীক্ষার ফলাফলের তালিকায় আমার নামটাও অনেক পেছনে।

Chunati.com Pioneer in village based website

স্বাধীনতা দিবসে খেলাধূলায়, শরীর চর্চায় কেনো ইভেন্টে নাম লেখানোর যোগ্যতা খুঁজে পেলাম না নিজের মধ্যে। ক'দিন পর একটি লজিং এ গেলাম অদূরে। একদিন সন্ধ্যায় লজিং থেকে বিদায় করে দেয়া হল। কি অসহায়ত্বে ফিরে গিয়েছিলাম নিজ বাড়ি কলাউজান সে বর্ণনা হাসির খোরাক হবে। দোষ ছিল বাড়ি গেলে সহজে আসতাম না। ঘুম ছিল মারাত্মক ভারি। মাত্র হাফতুমে-চার ক্লাসে পড়ুয়া লিটল মাস্টার। ছাত্রীদের পাঠ দান বা শাসনের গুড়ে বালি।

বাড়ি থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে মাদ্‌রাসায় আসতে আকাশের সাথে কথা বলি, বাতাসের সাথে খেলি। একদিন মনে মনে বললাম, যেভাবেই হোক আমাকে দাঁড়াতে হবে। মাদরাসায় একটা স্থান অবশ্যই করে নিতে হবে আমাকে। বললাম : জায়গির-ওয়ালা বিদায় দিয়েছে, এই লজ্জার প্রতিশোধ একদিন নেব। দিন কাটছিল কখনো ছাত্রাবাসে কখনো লজিংএ। একবার ক্লাস চলাকালে একটি খাতা নিয়ে এক সিনিয়র ছাত্র ক্লাসে ঢুকল। শিক্ষক মহোদয় পাঠ বন্ধ রেখে তাকে বলতে দিলেন। তিনি উর্দু ভাষায় একটি নোটিশ পড়ে শোনালেন। আগামী বুধবার জোহর বাদ মাদরাসা মসজিদে সাপ্তাহিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিতর্কে অংশ নিতে আগ্রহীদের স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তিনি মাদরাসার জি এস মরহুম মওলানা মুজতবা। ভাল ছাত্ররা মান-অভিমান দেখানোর ফাঁকে বলে উঠলাম : আমি নাম দেব।সবাই হতচকিত। যাক, তারপর শুরু হলো দুরু দুরু বুক কাঁপা। বুধবারের বির্তক সভায় কিভাবে হাঁটু কেঁপেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আমার একটি লেখার শিরোনাম 'চুনতির স্মৃতি : জীবনের প্রথম বক্তৃতা'। লেখাটি আনজুমন ১৯৯৬ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। তাই এখানে পূণরাবৃত্তি করছি না।

মনে হলো, নিজেকে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেয়েছি। কিছুদিন পর আনজুমনে ইসলাহুত তোলাবা (ছাত্র-সংসদে)-র দেয়ালিকার জন্য লেখা আহ্বান করা হলো। শুরু করলাম কবিতা চর্চা। মেজায তখন বেশ ফুরফুরে, চমৎকার। নিজেকে নজরুল নজরুল ভাবতে ইচ্ছে করে। মাদরাসায় বক্তৃতা ও লেখার অঙ্গনে এখন আমার সরব উপস্থিতি। মনের নীরব সিদ্ধান্ত ও অদম্য সাধনায় আল্লাহর রহমত বুঝি হাতছানি দিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে এই লেখা ও বক্তৃতার কদর আরো বাড়ল। দাখিল ফাইনাল পরীক্ষায় পেয়ে গেলাম প্রথম সাফল্য ১ম বিভাগ। ওদিকে আনজুমনে ইসলাহুত তোলাবা (ছাত্র সংসদ)এর নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হল। মনে হল বয়সে নবীন হলেও জি.এস (সেক্রেটারি) হয়ে যেতে পারি । এ প্রসঙ্গ খানিকটা দীর্ঘ ।

আসন্ন ছাত্র গোলযোগ আঁচ করে হুজুররা নির্বাচন দিলেন না, নিয়োগ দিলেন। আমাকে দেয়া হলো ছাত্র সংসদের জিএস এর পরিবর্তে সাহিত্য সম্পাদক। মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। নতুন পদের দায়িত্ব হলো, মাসে একটি দেয়ালিকা বের করা। নাম আল-ইবরত। সামনে মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভা। এ উপলক্ষে আল-ইবরতকে আকর্ষণীয় করার চিন্তা মাথায় জাগল। কিন্তু সভা উপলক্ষে ঝাড়ঝোপ পরিষ্কার করা থেকে নিয়ে শামিয়ানা টাঙানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ ছাত্রদের করতে হত। আজকের মত ডেকোরেশনের হদিস ছিল না। রাতদিন কাজ আর কাজ। দেয়ালিকা প্রস্তুত করার সময় কই। ক্ষুদে লেখকরাও ভীষণ ব্যস্ত। তবুও কিছু লেখা যোগাড় করলাম নানা উপায়ে। কিছু লেখা নিজে লিখে অন্যেরও নাম দিলাম। যেভাবেই হোক দেয়ালিকা বের করতেই হবে সভা উপলক্ষে। মাদরাসায় নেতৃত্ব ও ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম বিষয়টিকে। বাধ সাধল হাতের লেখা। হস্তাক্ষর তেমন সুন্দর না। চাইলাম সুন্দর হাতের ভাইদের সহযোগিতা নিতে। দু'একজনকে অনুরোধ জানালাম। সানন্দে সায় দিয়ে বলল : অমুক ভাই যদি বলেন, তাহলে এসে লিখে দেব। ভাইটিকে গিয়ে বললাম। তিনি কথা দিলেন, রাতে বা সকালে এসে লিখে দেবে। কিন্তু কেউ আসে না। আমি অপেক্ষার প্রহর গুণি। ভোরে দেখা হলে বলে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ রাতে আসব। পরদিন বলে, দুপুরে বসে লিখে দেব। এভাবে রাত নয় দিনে, সকাল নয় সন্ধ্যায় করবে বলে কথা

Chunati.com

দেয়া, কথা না রাখার পালা চলতে থাকে। সভার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমি অস্থির উদ্বিগ্ন। তাদের বুঝাতে পারছিনা এই অস্থিরতার মাত্রা। হঠাৎ মনে হল, আমি বুঝি প্রতারিত হচ্ছি। বুধবারে সভা। মাত্র দু'টি রাত হাতে আছে। দিনে তো নিজের প্রয়োজনে মাঠে থাকতে হয়। সভার তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত মওলানা কামাল উদ্দীন খতিবী হুযুরের কাছে গিয়ে বিষয়টি বললাম। সামনের রাত থেকে পরের দিন ও রাতে সভার এন্তেজামের কাজ থেকে ছুটি চাইলাম। তিনি আমার আবেদন মঞ্জুর করলেন।

রাত দিন একটানা খেটে অসাধ্যকে সাধন করলাম। আল-ইবরত দৃষ্টি নন্দন করে সাজালাম। তখন লজিং থাকি চুনতি বড় মসজিদের ইমাম ও খতীব হাকিম মওলানা ইয়াহয়া সাহেবের বাড়িতে। বুধবার সকালেও মাঠে শামিয়ানা টাঙানোর কাজ শেষ হয়নি। দেয়ালিকাটি মাদরাসা অফিসের ভেতরে টাঙ্গিয়ে রাখলাম। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে আগে বাইরে প্রদর্শনের জন্য দেব। এবার সাফল্যের ঢেঁকুর তোলে যোগ দিলাম শামিয়ানা টাঙানোর কাজে। কিছুক্ষণ পর কে এসে বলল : তোমার দেয়ালিকা ছিঁড়ে ফেলেছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি, কে বা কারা একটানে আল-ইবরত অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। নালিশ নিয়ে গেলাম হুযুরের কাছে। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : বাবা আজকে মাদরাসার বার্ষিক সভা। মাদরাসার মান সম্মান এ সভার সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। তোমার পত্রিকা যে ছিঁড়েছে খুবই হীন কাজ করেছে। তুমি ধৈর্য ধর। আল্লাহ চাহেন তো, তোমার ধৈর্যের পুরস্কার পাবে। তুমি চাইলে সভার পরে তদন্ত হবে। রাগে, দুঃখে আমি সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ। পরিবেশটা গুমোট মনে হল। আঁচ করলাম, সংঘবদ্ধভাবে কাজটি করা হয়েছে। মনে নানা চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল। তবুও ধৈর্য ধারণ ছাড়া উপায় ছিল না। মনে মনে বললাম : যদি এমন হত, আমার কোনো লেখা শহরে কোন পত্রিকায় ছাপাতে পারতাম, অনেকগুলো কপি এনে মাদ্‌রাসায় বিলি করতাম, তাহলে ওদের মুখে চুনকালি পড়ত। যাই হোক, আমি অভিযোগ করব না, বিচারও চাই না।

এই ঘটনা সেদিন অনেকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তার একটি প্রমাণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক সুসাহিত্যিক ড. আহসান সাইয়েদ দেখা হলে প্রায়ই এই ঘটনার স্মৃতি চারণ করেন। চুনতি মাদ্রসায় তিনি আমাদের চেয়ে জুনিয়র ক্লাসে পড়তেন। তিনি বলেন : আপনার দেয়ালিকা ছেঁড়ার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। বিশেষ কারণে সেদিন নীরব থাকলেও দৃশ্যটি আমি জীবনভর ভুলতে পারব না। তাঁর কথায় পরিষ্কার হয়ে যায়, এ গর্হিত কাজটি যিনি করেছিলেন, তিনি ছিলেন চুনতির সেই 'অমুক ভাই'- যিনি বারবার কথা দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন। দু:খের এ কাহিনী হয়ত আমাদের শিক্ষা দেবে যে, হিংসা অপরের ক্ষতির চাইতে হিংসুককেই পেছনে টেনে ধরে আর ধৈর্যের সামনে সকল অস্ত্র পরাজিত। আজ যখন এ লেখা তৈরি করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জমান বললেন : আপনার একটি বই আমরা ফিলোসফী বিভাগে রেফারেন্স পুস্তক হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছি। সামনে সিলেবাসভুক্ত করা হবে। কিছু বই ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেবেন। আলহামদু লিল্লাহ। একজন ক্ষুদ্র মানুষের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের সংবাদ আর কী হতে পারে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, আজ যখন চুনতির স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ করছি তখন সেই স্বপ্নপুরির দু'জন মেহমান ঢাকায় আমাদের বাসায়। মায়ায় মোড়ানো মুহাম্মদ শাহ ওয়ালি উল্লাহ টিট টিট করে চেয়ে আছে। চোখের ভাষায় বলে, আপনার সাথে অ-নে-ক কথা আছে। বুদ্ধিদীপ্ত প্রথমজন তার নানীর প্রাণের ধন, হৃদয়ের স্পন্দন মাহনায মরিয়াম। ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার ঝাণ্ডা ওড়াবে চুনতির এই দুই সৈনিক- ইন্‌শাআল্লাহ।

এবার আর দুঃখ নয়; আনন্দঘন কোনো স্মৃতি নিয়ে আজ বিদায় নিতে চাই। হে অতীতের দুঃসহ বেদনাভার! তুমি সরে যাও, চলে যাও আমার স্মৃতির আকাশ ছেড়ে। হিংসাকে জয় করার আনন্দে ভরে দাও মনের ভুবন। চুনতির জ্ঞান কাননের কোলাহল হিল্লোল বয়ে দাও আবার হৃদয় পবনে।

তখন মাদ্‌রাসার শেষ স্তরের ফাযিলের ছাত্র। কামিল চালু হয়েছে আমাদের পরের বছর। অনেক মধুর

প্রাপ্তিতে ভরে উঠল ছাত্র জীবন। ফাযিলের ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৭৫ এ। মাদ্রাসা বোর্ডে ফাযিলে ১৮ তম মেধাস্থান লাভ ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কারণ, দিনরাত তো মশগুল থাকতাম সংগঠনে, লেখায়, বক্তৃতায় বা নেতাগিরির চিন্তায়। '৭৪এ হজ্বের মওসুমে চুনতির শাহ্ ছাহেব কেবলা মওলানা হাফেজ আহমদ (রহ) হজ্বে যাবেন। বিশাল বিদায়ী মাহফিল হল মাদ্রাসার আঙ্গিনা জুড়ে। আগের রাতে লেখা দীর্ঘ কবিতাটি পড়ার দুর্লভ সুযোগ হল আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণ, শীর্ষস্থানীয় ওলামা, জ্ঞানী মনীষীদের মাঝে দাঁড়িয়ে। 'হেজাযের মুসাফির' নামে কবিতাটি আমার 'পেয়ারা হাবীব' বইতে মুদ্রিত হচ্ছে।

সম্ভবত পরের দিন মাদ্রাসা পরিদর্শন করবেন জিলা শিক্ষা অফিসার। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানেও মেলে ধরতে হবে আপনাকে। মিয়াজিপাড়া মরহুম ছিদ্দিক হাজির লজিং বাড়িতে বসে লিখে ফেললাম একটি স্বাগত সংগীত 'কলরোল'। আমরা তখনও পরীক্ষার উত্তর লিখতাম উর্দুতে। কাজেই মাদ্রাসায় বাংলার চর্চা কতখানি ছিল সহজে অনুমেয়। এর মধ্যে একটি ছাত্রের বাংলা চর্চা ছিল সবার নজর-কাড়া। শুনেছিলাম, ইন্সপেক্টরকে বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ দিলে বিপদ আছে। তিনি প্রথমেই ঢুকলেন আমাদের ফাযিল জামাতে। একটি প্রশ্ন করলেন বেহেশতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) এর ঘটনা সম্পর্কিত। শুরু করলাম উত্তর দেওয়া। কিসের উত্তর? অনর্গল বক্তৃতা। মেহমান ঠাঁই দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ পর প্রফুল্ল চিত্তে হাত নেড়ে বিদায় নিলেন। শুনেছি, অন্য ক্লাসে গিয়ে আর তেমন প্রশ্ন করেন নি তিনি। পরিদর্শন শেষে শুরু হল সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। মঞ্চে শাহ সাহেব কেবলাও উপবিষ্ট। শুরুতেই কলরোল এর প্রীতিগানে দোলে খেল মেহমানের মনপ্রাণ। ফলে তার বক্তৃতা ছিল প্রশংসার ফুলঝুরি। বললেন 'এই মাদ্রাসার প্রয়োজন পুরণে আমার সামর্থের সবটুকু উজাড় করে দেব। শাহ ছাহেব হুজুরের মুখে আমি কিছুকথা শুনেছি। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এই মাদ্রাসার ছাত্ররা দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়াবে।' মনে মনে বললাম: হয়ত আমিও তাদের একজন হব, যাদের ঈঙ্গিত শাহ ছাহেব কেবলা করেছেন। চুনতির জীবনে প্রথম যে লজিং হতে অসহায় বিদায় হয়েছিল, সে বাড়িওয়ালা অনুষ্ঠানে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মঞ্চের কাছে এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'এ হচ্ছে ঈসা শাহেদী, আমার বাচ্চাদের মাস্টার'। এমন মধুর প্রতিশোধ নিতে পারার মজাই আলাদা। মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা আশরফ আলী (মরহুম) সূত্রে জানতে পারলাম, ইন্সপেক্টর সাহেব আমার কবিতাটি চেয়ে নিয়েছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমার মন ভুবনে, ছাত্র-শিক্ষকদের ফুল্ল কাননে হিল্লোল জাগানিয়া সেই 'কলরোল' আজ আনজুমন ২০১০ কে উপহার দিলাম সেদিনের বন্ধুদের স্মরণে।

Chunati.com Pioneer in village based website

ড. আহসান সাইয়েদ*

স্মৃতির পাতায় চুনতি মাদ্‌রাসা খণ্ড চিত্র

পাহাড়ের ঢাল কেটে বানানো এলোমেলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে মনটাও এলোমেলো হয়ে গেল। সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখানে আইল ধরে পরানি ভিটাকে বাঁয়ে রেখে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি। সূফি মিয়াজি পাড়া থেকে মিয়াজি পাড়া হয়ে চুনতি মাদ্‌রাসার পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাটির রঙ লাল। আমাদের সাতকানিয়ায় লাল মাটির একটি টিলাও নেই। দেখতে দেখতে অবাক হই। পাহাড়ের নীচে কী সুন্দর টলটলে জলের ঝিল। নানা রঙের মাছ, মাছরাঙা বক, শালিক, এক ঝাঁক টিয়া সবুজ ডানা মেলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আমার মনটাও উড়ে যেত, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার কথা কানে না এলে।

বাবা বললেন,
'এটা চুনতি হাইস্কুল, ওটা প্রাইমারি স্কুল। প্রাইমারি স্কুলের সামনে দিয়ে হেঁটে চুনতি মাদ্‌রাসায় এসে পৌঁছলাম। কী সুন্দর মাঠ। পাহাড়ের উপর সাদা বিল্ডিং।

১৯৭২ সালে চুনতি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হলাম নবম (শশুম) শ্রেণীতে। শুরু হল নতুন জীবন।

বয়সে আমি তখন চঞ্চল কিশোর। চুনতি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার পর থেকেই দেখতে থাকি নতুন নতুন নানা চিত্র।

নবম শ্রেণীতে আমাদের কুরআন শরীফ পড়াতেন মাওলানা কামাল উদ্দীন হুজুর। তিনি ছিলেন চিরকুমার। বেশভূষায় খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। থাকতেন মাদ্‌রাসা ভবনের নীচ তলায় কুতুবখানায়। তাঁর ছিল নিত্যনতুন কিতাব সংগ্রহ করার বড় শখ। ভাদ্র আশ্বিন মাসের রোদে কিতাব শুকানো হতো মাদ্‌রাসার মাঠে। শত শত কিতাব। হুযুর মাওলানা কামালউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রচণ্ড রোদে আমরা কয়েকজন সহকারী কিতাব উল্টে পাল্টে রোদে শুকাতাম।

প্রথমে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সূফি মিয়াজীপাড়ার এক মহান ব্যক্তির বাড়িতে। ব্যক্তিটি যে এতই বিখ্যাত, মহান, তা সে সময় বুঝিনি। সেই মহান ব্যক্তিটি আবার চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন কৃতি ছাত্র। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ কুতুবউদ্দীন। বায়তুশ শরফের মহান পীর ও বাহরুল উলূম হিসেবে যাঁকে সকলেই সম্মান করে। সম্পর্কে তিনি আমার বড় দুলাভাই। তিনি কামিলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। একাধারে আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষাবিদ। সেই সাথে খ্যাতিমান কবি। তাঁর বাড়িতে থেকে সবুজ ধানক্ষেতের আইল দিয়ে কখনওবা কোনাকুনি হেঁটে প্রতিদিন মাদ্‌রাসায় যাই। পড়ালেখা চলছে ধীরগতির রেলগাড়ির মত। সেই মহান ব্যক্তি দুলাভাই বাড়িতে থাকতেন না। শহরে থাকতেন। আমার সাথে দেখা হত কদাচিৎ। তাই তাঁর প্রতিভার ছোঁয়া পাইনি। পাইনি কোনদিন গাইডলাইন এভাবে পড়, ঐ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংগ্রহ কর, উর্দূ পত্রিকা পড়ে ভাষা আয়ত্ব কর। না এ সবের কিছুই তিনি আমাকে কোনদিন বলেননি। সুতরাং

* প্রাক্তন ছাত্র চুনতি মাদ্‌রাসার। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর।

চেরাগের তলে অন্ধকার হয়েই রইলাম।

কিসের পড়ালেখা! আমি তখন বাড়ির শাসন-বাধা মুক্ত এক দুরন্ত বালক। সাতকানিয়ায় যে খেলা দেখিনি সেই ডাঙ্গুলি খেলায় মতোয়ারা।

একদিন ছোট খাট মেজবান। দুলাভাইয়ের বাড়িতেই। দাওয়াত খেতে এলেন আমার অল্পদূর সম্পর্কের ফুফাত ভাই আবছার। চুনতি ইউসুফ মঞ্জিলে তাঁর বাড়ি। শাহ সাহেবের ছোট ভাই সম্পর্কিত। আমার সাথে অনেক গল্প করলেন। হাসলেন আবছার বদ্দা এমনিতেই চির হাসি খুশি মনের লোক। হয়তোবা আমার মত চটপটে টন টনে কথা বলার মত ছেলে খুঁজছিলেন। পছন্দ করে নিলেন আমাকে। ধুম করে বললেন, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই।

আমি তোমাকে এক্ষুণি আমার সাথে নিয়ে যাবো।
আমি আকাশ থেকে পড়লাম। উনি আবার আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? জিজ্ঞেস করলাম।
আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?
কেন? আমার বাড়িতে। আমার ছেলেকে তুমি পড়াবে আমার ছেলের নাম আবদুল হাকীম। ক্লাস ওয়ানে পড়ে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, লজিং।

চুনতির শাহ সাহেবের পুরান বাড়ি ইউসুফ মঞ্জিলে আবছার বদ্দার বাড়িতে বাকস পেটরা নিয়ে উঠি। নতুন বাড়ি কিন্তু আমার কাছে পুরনো হয়ে উঠতে সময় লাগে না। চেনা অচেনা সকলের সাথে ভাব হয়ে যায় সহজেই। অল্প সময়েই অন্তর দিয়ে মিশে গেলাম খাস চুনতির মানুষ, মাটি, জল, বৃক্ষ আর পাখির সাথে। আমি ভুলে গেলাম সাতকানিয়ার রামপুরের কথা, যেখানে আমার জন্ম। রামপুর-সাতকানিয়ার মাটি মানুষ দিন দিন আমার চোখ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। এমন কি চিরচেনা ডলু খাল, বালুচর, খেয়াঘাট, কাল নৌকা এসবই ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল আমার মনের পাতা থেকে।

পড়ার চাপ বাড়ে ক্রমশ। সামনে দাখিল ফাইনাল পরীক্ষা। মাওলানা কাসেম সাহেব, মাওলানা আহমদ কবির মাওলানা আহমদুল্লাহ, মাওলানা কামালুদ্দীন সব শিক্ষকই সিরিয়াস। প্রতিদিন কোন না কোন নতুন আইডিয়া দিয়ে চলেছেন। ফাইন্যাল পরীক্ষার ধরন, পদ্ধতি, ভাল রেজাল্ট করার উপায় এ সব বলে যাচ্ছেন। আমার কানও খাড়া। কয়েক মাস খেলার মাঠ থেকে দূরে থাকি। গল্প-কবিতার বই তবুও চোখের সামনে ঘুর ঘুর করতে থাকে। আমি ওসব সাহিত্য-বই আপাতত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিই। এরই মাঝে একদিন আমার ফুফুর বাড়িতে (আবছার বদ্দার বাড়িতে) শাহ সাহেবে এলেন। দেশ জুড়ে যাঁর অগণিত ভক্ত সেই চুনতির শাহ সাহেব আমার ফুফু আবছারের মা একদিক দিয়ে শাহ সাহেবের মা হন। শাহ সাহেব এসে বসলেন আমার বিছানায়। ভয় আর সাহসের দোদুল্যমান মন নিয়ে আমি তাঁর খিদমতের জন্য কাছে কাছে থাকি। রং চার পেয়ালা, পানির গ্লাস, পানের প্লেট এগিয়ে দিই। সেদিন বিকেলে ঘোরাঘুরি বাদ। বন্ধুরা আমাকে পায় না। পাবে কেন? আমি মহান আল্লাহর বন্ধুর সান্নিধ্যকে নে'মত মনে করি। যতক্ষণ শাহ সাহেব থাকেন ততক্ষণ আমি কোথাও যাইনা। ফুফু এসে শাহ সাহেবকে বললেন, এটা আমার ভাতিজা, এর নাম আহসান উল্লাহ (এটা আমার প্রকৃত নাম) ও দাখিল পরীক্ষা দিবে একটু দোয়া করতে হবে।

শাহ সাহেব সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। আমার চোখ তখন ভয়ে ঝলসে যাচ্ছে। সাথে সাথে আনন্দ ও লাগছে। আহা ফুফু কত ভাল। আমার জন্য মহান ওলীর নিকট দোয়া চেয়ে নিচ্ছেন। শাহ সাহেব তখন কাপ ভর্তি রং চা খাচ্ছিলেন। অর্ধেক খেয়ে কাপটা আমাকে দিয়ে বললেন খাও।

আমি বিনা দ্বিধায় সানন্দে অবশিষ্ট চা খেয়ে নিলাম।

পরীক্ষার জন্য কোমর বেঁধে নামলাম। কিতাব পত্র পড়া শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম অনেক দূরে আছি। ছুফী মিয়াজী পাড়ায় এক বৎসর ছিলাম। কামালের সাথে বন্ধুত্ব করে, ডাঙ্গুলি খেলে, খালপাড়ে বসে আছারগুলি খেয়ে খেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি। মনে মনে বললাম তোমার কপালে দুঃখ আছে। তবে সহজে দমে গেলাম না। মাদ্‌রাসার খুব সন্নিকটই আমার কামরা। কিতাব নিয়ে দৌড়ালাম মাদ্‌রাসায় মাওলানা কামাল উদ্দীন হুজুরের কামরায়। হুজুর আমার বেকায়দা অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। আমার ভয়টা ঈষৎ উপভোগ করে বললেন।

কিতাব খোল।

আমি কিতাব খুললাম। হুজুর আমাকে অনেকক্ষণ ধরে পড়ালেন। এরপর মাওলানা কাসেম সাহেব হুজুরের নিকটও গেলাম। তিনিও আমাকে স্নেহ পরশে জটিল বিষয়গুলো পড়াতে লাগলেন। মনের আকাশ থেকে ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল কালো মেঘ। আবদুল হাকীমকে পড়ানো এবং মাঝে মধ্যে বাজার করার সময়টা ছাড়া সারাক্ষণ পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে আলতাফ তখন উড়ছে। খুব ভাল ছাত্র। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে নোট এনেছে। ও এবার স্ট্যান্ড করবেই। কথাটা সবার মুখে মুখে। কী একটা বিষয় বুঝে নেয়ার জন্য কিতাব নিয়ে আলতাফের নিকট হাজির হলাম। ও থাকে শাহ সাহেবের বাড়িতে। শাহ সাহেবের নাতি দিদার ও বেদারকে পড়ায়। আলতাফ আমাকে দেখে সামান্য হাসল বটে কিন্তু পড়ার কথা বলতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। বুঝলাম আমাকে পাত্তা দিবে না। আমি নিস্ফল হয়ে বেরিয়ে এলাম।

পরীক্ষা দিলাম। কি রকম হল, হিসেব করার মত মূল্যায়ন শক্তি আমার নেই। এবার কিছুটা অবসর। এরই মাঝে মাদ্‌রাসায় যোগদান করেছেন বাংলার বরেণ্য আলিম আল্লামা ফজলুল্লাহ। তাঁকে সবাই নাযেম সাহেব হুজুর বলে ডাকত। তিনি থাকতেন মাদ্‌রাসা হোস্টেলের নীচ তলায় একটি কক্ষে। বয়সে বৃদ্ধ। শুনেছি নামকরা আলিম। আমি কাছে কাছে থাকি। একদিন পানের বাটা এগিয়ে দিলাম। আরেকদিন পুকুর থেকে বদনায় পানি ভরিয়ে আনলাম। দোকান থেকে সাদা কাগজ কিনে এনে দিলাম। তৃতীয় দফায় হুযুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন।

বাড়ি কোথায়?
কিঞ্চিৎ জড়সড় হয়ে আমি উত্তর দিলাম,
সাতকানিয়ায়, দক্ষিণ রামপুর গ্রাম।
হুযুর আবার জানতে চাইলেন
কার ছেলে?
জ্বি? আমার বাবার নাম মাওলানা শফিক আহমদ।
হুযুর আমার আপাদমস্তক দেখে আচমকা প্রশ্ন করলেন।
না'ত পড়তে পার?
ইতঃপূর্বে বেসুরো গলায় দু'একটি ওয়াজ মাহফিলের শুরুতে
স্টেজে দাঁড়িয়ে মাইকে হামদ নাত পড়েছি। পড়া শেষে উপস্থিত লোকদের বিরক্তি ভরা দৃষ্টি দেখে এবং কারও পক্ষ থেকে আমার গলার কোন তা'রিফ না শুনে নিজের মূল্যায়ন নিজে করে বুঝতে পেরেছি, মাইকে দাঁড়িয়ে যা পরিবেশন করেছি তা না'ত হয়নি, হয়েছে কিছু চিৎকার। এসব দৃশ্য মাথায় চক্কর দেয়ার কারণে হুজুরকে কিছু বললাম না। শুধু একটু সামনে এগিয়ে গেলাম।

ফজলুল্লাহ হুজুর নিজের লেখা হামদ নাতের ডাইরি বের করলেন। হুজুরের হস্তাক্ষর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কী সুন্দর লেখা! আমাকে বলল এটা পড়।
আমি পড়তে শুরু করলাম।

Chumati.com Pioneer in village based website

জওফে ছদফ নে লে কর ....

পুরো হামদটি হুজুর আমাকে গেয়ে শোনালেন। কোন লাইনের সুর কি রকম তা বুঝিয়ে দিলেন। হামদের ভাষা ছিল খুবই সাহিত্য মান সম্পন্ন, হুযুর অনুভব করলেন। কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ আমার জানা নেই। কোন তাড়াহুড়া না করে হুজুর আমাকে শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। যাতে যথার্থ আবেগ কণ্ঠে বেরিয়ে আসে। এবার হুযুর বললেন, দেখি এবার গেয়ে শোনাও। ওমা এতক্ষণে দেখি হোস্টেলের বড় বড় ছাত্ররাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কোনরূপ জড়তা ছাড়াই উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠলাম। জওফে ছদফ নে লে কর .... এটাই আমার জীবনের প্রথম সঙ্গীত ক্লাস। পরবর্তী জীবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকার মঞ্চে, রেডিও-টেলিভিশনে শত শত অনুষ্ঠান করেছি। অনুষ্ঠান চলাকালে মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যায় চুনতি মাদ্‌রাসার সেই সময়ের কথা। মাওলানা ফজলুল্লাহ হুযুরের কথা।

দু'একদিনের মধ্যেই দাখিল পরীক্ষার ফল বের হবে। একথা শুনে অজানা আশংকায় বুক দুরু দুরু করতে লাগল। আলতাফের সাথে দেখা নেই। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। ফল বের হবে। আলতাফ মেধা তালিকায় কোন না কোন স্থান দখল করবে। মাদ্‌রাসার গৌরব ধরে রাখবে। সবাই ওকে মাথায় তুলে নাচবে। আমি রামপুরের জজ পরিবারের ছেলে হয়েও সাধারণ-অখ্যাত হয়েই থাকব এসব মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না। কষ্ট লাগছে কিছুই করার নেই। বিমর্ষ মুখে মাওলানা হাবীব সাহেবের বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটে বসে আছি। একা। উত্তর দিকে বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত। মাথার উপর কাঁঠাল গাছ। গাছের ডালে ঘুঘু পাখি। পুকুরে মাছরাঙার মাছ ধরা। এসব কিছুই দেখতে ইচ্ছে করছে না।

হঠাৎ দেখলাম আমার ক্লাসমেট ইউসুফ দ্রুতবেগে এদিকে আসছে। আমাকে দেখে দাঁড়াল। বলল
আহসান রেজাল্ট পেয়েছ?
আমি চমকে উঠি। বললাম
না পাইনি।
ইউসুফ বলল
চল আমার সাথে। আবু বকর রফিক হুজুরের বাড়িতে। উনার বাড়িতে কে যেন রেজাল্ট নিয়ে এসেছে।
দুজনই দৌঁড়ালাম।

আবু বকর রফিক হুজুরের বাড়িতে ছোট খাট ভীড়। অবশেষ রেজাল্ট পেয়ে গেলাম। ছক্কা! আমি প্রথম বিভাগে পাস করেছি। এগারজন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। কেউ মেধা তালিকায় ঢুকেনি।
কেন আলতাফ? আমি সরল মনে প্রশ্নটা করতেই দেখি সেখানে আলতাফ চিন্তিত মুখে গালে হাত দিয়ে নিথর হয়ে বসে আছে।
আমি দ্রুত আলতাফকে প্রশ্ন করি।
'আলতাফ তোমার রেজাল্ট'?
আলতাফ কোন উত্তর দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেলাম। কারণ আলতাফের দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে। আমি স্তম্ভিত। পরে জানলাম কোন একটি বিষয়ে এলোমেলো কিছু হয়ে যাওয়ার কারণে ও দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ নিয়ে আবু বকর রফিক হুযুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধান ক্ষেতের বড় আইলে পা রাখলাম। মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাবার কথা। কামালের বন্ধুত্ব আর যেই ডাঙ্গুলি খেলা আমাকে খাদে নামিয়ে দিয়েছিল তা থেকে এক টানে তুলে আনলেন মাওলানা কামাল উদ্দীন হুজুর। মাওলানা কাসেম সাহেব হুজুর। খারাপ রেজাল্ট করার যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতে পেরে কী যে ভাল লাগল। সেই ভাল লাগার মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল শাহ সাহেবের উজ্জ্বল মুখ। যাঁর অলৌকিক দৃষ্টি আমাকে

আলোকিত চুনতি

বিবিধ বিষয়

সাক্ষাৎকার

কৃতীদের পরিচিতি

আলোকিত চুনতি

- আধ্যাত্মিকতা চর্চায় চুনতি
  প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী
- ভাবনার মঞ্জরীতে চুনতি মাদ্‌রাসা ও আমার ওস্তাদবৃন্দ
  মৌলভী ওবাইদুর রহমান (আবেদ)
- চুনতি মাদ্‌রাসা ও তোলবায়ে সাবেক্বীন সম্পর্কে আমার চিন্তা
  প্রিন্সিপাল দীন মোহাম্মদ মানিক
- আলোকিত চুনতির দিশারী
  আবু দরদা মোহাম্মদ আবদুল খালেক (দুলাল)
- চুনতির ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি পরিবার
  জে. ইউ. এম. শামস হোসাইন সিদ্দিকী

বিবিধ বিষয়

- আমাদের অর্থোপার্জন-একটি পর্যালোচনা
  মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন
- খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব
  মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চুনতি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের অবদান
  মোঃ এরশাদুল হক
- সাধারণ সমস্যা অবহেলায় ভয়াবহ পরিণাম
  ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী (আবু)

সাক্ষাৎকার

- ড. ইমরান হোসেন এর সাথে একান্ত আলাপে চুনতি ও চুনতি মাদ্‌রাসা
  ড. আহসান সাইয়েদ

কৃতীদের পরিচিতি

- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্রদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান
  মোঃ ওবাইদুল্লাহ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী*

আধ্যাত্মিকতা চর্চায় চুনতি

'চুনতি' চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজিলার (পূর্বতন সাতকানিয়া থানা) একটি ইউনিয়ন পরিষদ। চুনতি (মধ্যম চুনতি), পশ্চিম চুনতি, সাতগর, চান্দা, নারিছা এ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। চুনতির গ্রামগুলো ছোট ছোট পাহাড় পরিবেষ্টিত বিধায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শককে অভিভূত করে। বর্তমানে এর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দ্বীনি শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার আলো পৌঁছে গেছে। তখন চুনতি বললে রত্নপ্রসবিনী একটি গ্রামকে বুঝানো হতো যে গ্রাম হচ্ছে বহু মনীষী ও আধ্যাত্মিক গুরুর জন্মভূমি। বক্ষমান প্রবন্ধে চুনতির আধ্যাত্মিক সাধকগণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আল্লাহতা'আলা মানবকুলের যাহির ও বাতিনের পরিশুদ্ধির জন্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানব কুলকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তাঁদের আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্বও নবী ও রাসূলগণের (আ.) সরদার হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর ন্যস্ত হয়। সাহাবায়ে-কিরাম (রা.) কুরআনুল-কারীমের শিক্ষা ও রাসুলুল্লাহ (স.) এর সুহবাত ও বিভিন্ন ইবাদতের সাহায্যে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা.) একটি দল মসজিদে নবভীর একপার্শ্বে কুরআনুল হাকীম ও রাসুলুল্লাহর (স.) বাণীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও অন্যান্য নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা "আসহাবুস-সুফফাহ" নামে পরিচিত। কুরআনুল-কারীমে উল্লেখ রয়েছে, "নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফল কাম হয়েছে- যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে। অতঃপর সালাত (নামায) কাইম করেছে'।

আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা.) যুগেও আত্মার পরিশুদ্ধি বিদ্যমান ছিল। সাহাবায়ে-কিরামের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সূফি ফুযাইল ইবন ইয়ায (র.), ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.) এবং মারূফ কারখি (ওঃ ২০০ বা ২০১ হিঃ) (রহ.) প্রমুখ মনীষীগণ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের আলাদা কোন দর্শন ও বিশেষ কোন তরিকা ছিল না। তাঁদের চিন্তা ও কর্মের উৎস ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনুল-কারীমে বর্ণিত 'তাযকিয়া'

* চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের সাবেক সভাপতি এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে আরবী, বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

(পবিত্রকরণ) ও 'হিকমাত' (প্রজ্ঞা) এবং হাদিসে বর্ণিত ইহসানই (একাগ্রচিত্তে ইবাদত সম্পাদন করা) ছিল এর মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এ ধরনের তাসাওউফের (আধ্যাত্মিকতা) বিরোধিতা একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আর কে করতে পারে?

পরবর্তী সময়ে কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নাক্শবান্দিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া, শাযিলিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া প্রভৃতি বহু সঠিক তরিকার উদ্ভব হয়। এ তরিকাসমূহের সাহায্যে অসংখ্য মানুষ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনে সক্ষম হন। অবশ্য আরো পরে তাসাওউফের মধ্যে গ্রিসীয় আধ্যাত্মবাদ, প্লেটোর বৈরাগ্যবাদ, জোরোয়াস্টারের মতবাদ, ইশরাকী দর্শন (ফালসাফাতুল-ইশরাক) এবং বেদান্ত দর্শন অনুপ্রবেশ করে।

শরীআত ও তরীকতকে পৃথকভাবে দেখা হয়।

হক্কানী উলামায়ে-কিরাম ও তরিকতের ইমামগণ তাঁদের লেখনী ও বক্তব্যের সাহায্যে এ ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করেছেন। হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রা.), শাইখ শারাফুদ্দীন আহমদ ইবন ইয়াহয়া মানীরী (মুনাইরী) (৬৬১-৭৮২ হিঃ/ ১২৬৩-১৩৮১ খ্রি.) এবং ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে-আলফেছানী শাইখ আহমদ ফারুকী সারহান্দী (রা.) (৯৭১-১০৩৪ হি./ ১৫৬৪-১৬২৪ খ্রি.) তাঁদের অন্যতম।

এ প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে থেকে চুনতির বিশিষ্ট কয়েকজন সূফি-সাধক সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **গাজিয়ে বালাকোট হযরত মাওলানা আবদুল হাকীম (রা.)**। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুর রহমান মিয়াজী (রা.) চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে শিক্ষক হিসেবে চুনতি আগমন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তথায় বসতি স্থাপন করেন। মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) জন্ম ও ইন্তেকালের তারিখ ও সন সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষিত নেই। উল্লেখ্য সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রা.) (১২০১-১২৪৬ হিঃ) ৪৫ বছর বয়সে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোট প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর মতে মাওলানা আবদুল হাই বড়হানভী (রা.) তাঁর মুরশিদ সাইয়িদ ছাহেবের (রা.) চেয়ে বয়সে অনেক অগ্রজ ছিলেন (Pretty Senior in age)। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৭)। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ আবদুল হাই বড়হানভীর সহপাঠী ছিলেন বিধায় তিনিও সাইয়িদ ছাহেবের চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। মাওলানা আবদুল হাকীম তাঁর মুরশিদ ও নেতার অগ্রজ না হলেও তাঁর সমবয়সী ছিলেন বলে অনুমেয়। অতএব, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আবদুল হাকীমের বয়স ৪৫ ধরা হলে তাঁর জন্মসাল হবে ১৭৮৬ খ্রি.। ১৮১০ সালের দিকে তাঁর বয়স হবে ২৪ বছর।

মাওলানা আবদুল হাকীম (রা.) মুনসিফের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সাইয়িদ আহমদ শহীদের (রা.) (১২০১-১২৪৬ হি. / ১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) হতে বাইআত করে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সাইয়িদ আহমদ শহীদ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর (রা.) (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ) খলীফা ছিলেন। সাইয়িদ ছাহেব শরীআত ও তরীকতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি শরীআতের জন্যে 'রাহে-নুবুওয়াত' এবং তরীকতের জন্যে 'রাহে-বিলায়াত' পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। সাইয়িদ ছাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও অন্য ধর্মের অনুসারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং ত্রিশ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে বাইআত করেছেন (নাদাভীঃ তারীখে-দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ৫ম খন্ড)। মাওলানা আবদুল হাই বড় হানাভী, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, গাযীয়ে-বালাকোট সূফি নূর মুহাম্মদ নিযামপূরী মাওলানা আবদুল হাকীমের সহযোদ্ধা ও পীর ভাই ছিলেন। শাহ আবদুল আযীম (রা.) মাওলানা আবদুল হাই বড়হানাভী (রা.) ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদকে (রা.) "তাজুল-মুফাসসিরীন" "ফখরুল-মুহাদ্দিসীন" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। শাহ আবদুল আযীয (রা.) ইসমাঈল শহীদকে "হুজ্জাতুল ইসলাম উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদাভীর (রা.) মতে তিনি মুজতাহিদেও মেধার অধিকারী ছিলেন (তারীখে-দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৮)।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রা.) শিখ ও মারাঠাদেরকে পরাভূত করে ভারত উপমহাদেশের

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁকে "আমীরুল-মুমিনীন" উপাধীতে ভূষিত করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় জমিদার ও সরদারের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে বহু সহচর ও মুজাহিদসহ হযরত সাইয়িদ আহমদ (রা.) ৪৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। বালাকোটের বিপর্যয়ের পর সাইয়িদ ছাহেবের জীবিত অনুসারীগণ সারা ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং নিজ নিজ পরিসরে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁদের একদল আত্মনিয়োগ করেছিলেন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (নোয়াখালী), সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী, মাওলানা আবদুল হাকীম (চুনতি) এবং মাওলানা কারামাত আলী জৌনপূরী প্রমুখ। চুনতির অগ্রজ প্রতিম মুরব্বিদের মাস্টার আবু জাফর মুহাম্মদ সিদ্দিক অন্যতম বর্ণনা মতে গাজীয়ে-বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকীম (রা.) পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজ গ্রাম চুনতিতে 'ইবাদত রিয়াযাতের সাহায্যে আধ্যাত্মিকতা চর্চায় নিয়োজিত থাকেন।

বয়সে অগ্রজ ও ইলমের উচ্চ শিখরে আরোহণ করার দরুণ মাওলানা আবদুল হাকীম (রা.) চুনতিতে বড় মাওলানা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পরিবার এখনো চুনতিতে বড় মাওলানা সাহেবের পরিবার হিসেবে সুপরিচিত। তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রা.) বংশধর ছিলেন বিধায় পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের নামের শেষে ছিদ্দিকী উপাধি যোগ করে থাকেন। মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) পাঁচ পুত্রের সবাই শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও অন্যতম ছিলেন মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ খান সামী। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের ইলাহআবাদ জিলায় সাবজজ ছিলেন 'সামী' তাঁর তাখাল্লুস (কাব্যনাম)। তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। বড় মাওলানা সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন মাওলানা কাজী ইসমাঈল (জঃ ১৯৬০ খ্রি.)।

তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ছিলেন (আমার নানীর আপন মামা) বিধায় দুআ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁকে সালাম করে আসতাম। আমাকে এবং বড় ভাই মাওলানা ওবাইদুল্লাহকে সাথে নিয়ে যেতেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মামা ও উস্তাদ মাওলানা সিরাজুল আরিফীন ছিদ্দিকী। বড় মাওলানা ছাহেবের কন্যা সন্তানদের একজন হচ্ছেন শাইখুত-তরীকত মাওলানা ফজলে হক (রা.) (জঃ ১৯৪৪ খ্রি.) এর শ্রদ্ধেয়া জননী। (তাঁর সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।) মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) পুত্র ও কন্যা সন্তানদের বংশধরগণ দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) অনুজ নাছির উদ্দীন খান ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসনামলে প্রথম ব্যাচের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর পরিবার চুনতির ডেপুটি পরিবার হিসেবে খ্যাত। চুনতির ডেপুটি বাড়ি মসজিদের সম্মুখের কবরস্থানে এ মহান ভ্রাতৃদ্বয় পাশাপাশি চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

মাওলানা আবদুল হাকীমের সমসাময়িক আরেকজন বুযুর্গ হচ্ছেন শুকুর আলী মুনসিফ (রা.)। মাওলানা ওবাইদুল হক "বাংলাদেশের পীর আউলিয়া গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) তিন তনয়ের সাথে তাঁর তিন তনয়ার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথম ছেলের জন্যে খাস্তগার পাঠালে মুনসিফ ছাহেব (রা.) একটু ইতস্ততঃ করেন। বড় মাওলানা ছাহেবকে (রা.) এ খবর পৌঁছানো হলে তিনি মৃদু হেসে বলেন: মুনসিফ ছাহেব কেবলা অধিক পরিমাণে রাজী হবেন। এরপর মুনসিফ ছাহেবের তিন কন্যা বড় মাওলানা ছাহেবের পুত্রবধূ হন। (মুরব্বীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য)।

২। **হযরত মাওলানা ফযলে হক** (১৮৬১-১৯৪৪) চুনতির আধ্যাত্মিক জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। হযরত হাফিয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর (রা.) (ওয়াফাত ১৯৫৯ খ্রি.) স্বহস্তে লিখিত প্রথম ৩৭ জন খলিফা তালিকায় এবং মাওলানা ফযলে হকের স্বহস্তে লিখিত একটি খিলাফতনামায় তাঁর নাম ফার্সি তারকীবে (ফার্সি ভাষার নিয়মে বাক্যবিন্যাস) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আরবি বাক্য বিন্যাস পদ্ধতিতে ফযলুল হক নয়। তিনি হযরত হাফিয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর (রা.) খলিফাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত আযমগড়ীর ৩৭ জন খলিফার তালিকায় তাঁর স্থান উনিশতম (১৯)। মাওলানা ফযলে হক ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত রত্নপ্রসবিনী চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী

খাইরুল্লাহ। তাঁর দাদা উকিল হায়দার আলী পটিয়া মুনসিফ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন। তাঁর জননী কালিমুন্নিসা ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল হাকীমের (রা.) কন্যা। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা, পিতৃব্য মাওলানা আবদুর রশীদ এবং নানাজান মাওলানা আবদুল হাকীমের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি তার মামা জজ ওয়াজীহুল্লাহ খান সামীর (রা.) সাথে হিন্দুস্থান গমন করেন এবং তাঁর নিকট পাঁচ বছর ধরে হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। মামার ইন্তেকালের পর কলিকাতা সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে তিনি 'হায়ার স্ট্যান্ডার্ড' (বর্তমান ফাযিল, Higher Standard) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে তিনি চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট সাধক ও কবি সূফি ফাত্হ আলী ওয়াইসীর (১৮২৫-১৮৮৬ খ্রি.) ছুহবতে থেকে রূহানী তালীম হাসিল করেন। ১৯১০ সালে তিনি হাফিয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। তাঁরা ছয় ভাইয়ের সবাই অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা জিয়াউল হক (জঃ ১৯৭৬ খ্রি.) হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানীর (জঃ ১৯৬৯ খ্রি.) মুরীদ ছিলেন। তাঁর পীর ভাইদের মধ্যে যাঁরা শাইখুত-তরীকত হয়েছেন, তাঁদের কয়েকজন তাঁর নিকট থেকে সবক ও তাওয়াজ্জুহ হাসিল করেছেন। হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ হামেদী (রা.) তাঁদের অন্যতম। তিনি আযমগড়ী সিলসিলা সম্পর্কে তাঁর রচিত ৪৬ চরণ বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ আরবী কাসীদায় বলেন-

وشيخي فضل حق مولى الموالى ☆ هو قطب المعارف ذوا المعالى

هو المرحوم من أهل الصنوتى ☆ أواه الجنة رب القنوت

"আমার শাইখ ফযলে হক (রা.) আমার মুনীবগণের মুনীব (শাইখ)। তিনি হচ্ছেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মারিফাতের কুতব (কুতব হচ্ছে সূফিদের পরিভাষায় ওয়ালীগণের উপাধি। কুতবগণ অন্যের জন্য নমুনা (Model) ও আদর্শ হয়ে থাকেন। "তিনি পরলোকগত এবং চুনতির অধিবাসী। আনুগত্যের রাব (প্রতিপালক) আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল-ফিরদাউসে আশ্রয় দান করুন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে বিকেল ৫ টায় আধ্যাত্মিক জগতের এ দীপ্তিমান সূর্য ইন্তেকাল করেন। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পূর্বদিকে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়ায় হযরত মাওলানা নাযীর আহমদ (রা.) তাঁর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

উল্লেখ্য হযরত হাফিয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর (রা.) খলীফাগণের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাবে এ সিলসিলার অনুসারীদের মধ্যে বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। হযরত হাফিয মুনীরুদ্দিন (রা.)- এর খলিফা মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক ফারুক্বী ড. মুতীউর রহমান বিরচিত গ্রন্থ 'আইনায়ে-ওয়াইসী' এবং হযরত আযমগড়ীর (রা.) 'তালীমাত' এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আযমগড়ীর (রা.) ৩৭ জন খলিফার একটি তালিকা তাঁর রচিত গ্রন্থ "তাছাউফে মুরীদ ও মুরাদ"- এ সন্নিবেশিত করেছেন এবং বলেছেন, হযরত আযমগড়ীর খলিফা মাত্র সাইত্রিশ (৩৭) জন। অন্যরা হযরত আযমগড়ীর (রা.) অন্যান্য খলিফা থেকে ইযাযত লাভ করেছেন (পৃঃ ৬৭)। অপরদিকে প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ হযরত শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ স্মরণে রচিত 'মুযাক্কিরা' এ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত শাহ মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.), বড় হুযুর গারাঙ্গিয়া, হযরত আযমগড়ীর (রা.) অনুমতিতে হযরত শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রা.) থেকে খিলাফত লাভ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত দুজন বিজ্ঞজনের মন্তব্য ব্যাখ্যার দাবি রাখে। মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক 'আইনায়ে-ওয়াইসী'র বরাত দিয়ে হযরত আযমগড়ীর (রা.) যে-সাইত্রিশ (৩৭) জন খলিফার নাম উল্লেখ করেছেন তা সঠিক। কারণ ড. মুতীউর রহমানের বরাতের উৎসও হযরত আযমগড়ীর (রা.) 'তালীমাত'। পরে গ্রন্থকার পূর্ণিয়া জিলার দুজন খলিফা মুনশী গোলাম মুহিয়্যুদ্দীন মরহুম এবং হাফিয আবদুল হাফীয মরহুমের নাম ছুটে গেছে বলে মন্তব্য করেন। লেখক মাওলানা ফাছীহ আহমদ বিহারীর নাম ও 'তালীমাত' এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে উল্লেখ করেন। পরিশেষে ড. মুতীউর রহমান মন্তব্য করেন, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

খলিফাগণের তালিকা অসম্পূর্ণ এবং কিছু সংখ্যক বুযুর্গের নাম এর অর্ন্তভুক্ত হয়নি (আইনায়ে-ওয়াইসী, পৃঃ ৩৫৮-৫৯, ৩৭৪-৭৫)। হযরত হাফিয ক্বারী মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ (রা.) (১৮৪০-১৯৫৫ খ্রি.) হযরত মাওলানা ফযলে হকের (রা.) মাধ্যমে ২ মুহাররম ১৩৫৮ হিজরীতে হযরত আযমগড়ীর পক্ষ থেকে খিলাফত লাভ করেন। খিলাফতনামায় হযরত আযমগড়ীর বক্তব্য নিম্নরূপ,

"আমার নির্দেশে স্নেহভাজন মুহাম্মদ ফযলে হক, আল্লাহ তাঁকে নিরাপদে রাখুন, এই ইজাযত নামা লিপিবদ্ধ করেছেন"। হাফিয ওয়াজীহুল্লাহ (রা.) হযরত মাওলানা ফযলে হকের (রা.) ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁকে প্রদত্ত ফার্সিভাষায় লিখিত খিলাফতনামার ফটোকপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

হযরত শাহ্ মাওলানা আবদুল মজিদ (রা.) এর খিলাফত সম্পর্কে প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদের বক্তব্য আংশিক সঠিক এবং তার নিকট তথ্য না পৌঁছার কারণে অসম্পূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে- মাওলানা আবদুর রশীদ হামেদী (ছোট হুজুর গারাঙ্গিয়া) হযরত মাওলানা ফযলে হক (রা.) এবং হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রা.) থেকে তাঁর মুরশিদ হযরত আযমগড়ীর (রা.) পরামর্শে ত্বরীকতের সবক নিয়েছেন। তিনি উপরোল্লিখিত দুজন বুযুর্গের জন্য 'শাইখী' লকব এবং হযরত মাওলানা নযীর আহমদ (রা.) এর জন্য 'উসতাযী' অভিধা দুটি ব্যবহার করেছেন (আরবী ক্বাসীদাহ)। হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.) তাঁর মুরশিদ হযরত আযমগড়ী (রা.) ও হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানীর নিকট ত্বরিকতের সবক হাসিল করেছেন। মাওলানা আবদুল মজীদের (রা.) নিকট লিখিত হযরত আযমগড়ীর (রা.) পত্রাবলী এর প্রমাণ বহন করে (দেখুন, আসরারে-আউলিয়া, হযরত বড় হুজুর কেবলা)। মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবীর (ওঃ ১৯৮৬ খ্রিঃ) বর্ণনামতে (তিনি হযরত আরাকানী ও বড় হুযুর দুজনের খলিফা এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সুবক্তা ছিলেন) হযরত আযমগড়ীর (র.) সিনিয়র খলিফাগণের ইন্তেকালের পর হযরত আযমগড়ীর (রা.) নির্দেশে হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রা.) হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.) (গারাঙ্গিয়া) কে খিলাফত প্রদান করেন। অতঃপর হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.) মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক ত্বরিকতের তাবলিগ ও তালিমের কাজ চালিয়ে যান। কিছুদিন পর উভয়ের কিছু সংখ্যক মুরীদের ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে চরম ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কক্সবাজার মহকুমার (বর্তমান জিলা) হ্নীলার এক সভায় বড় হুজুর (গারাঙ্গিয়া) হযরত আরাকানীর (রা.) কিছু সংখ্যক আলিম মুরীদের প্রশ্নের সম্মুখীন হন। মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবীর মধ্যস্থতায় উভয় গ্রুপের বোধোদয় হয় এবং সবাই শান্ত হয়ে যান (বর্ণনা সংক্ষেপ করা হয়েছে)। এখবর জেনে হযরত আরাকানী (রা.) মর্মাহত হন। এ ঘটনার পর হযরত আযমগড়ী (রা.) হযরত মাওলানা আবদুল মজীদকে (রা.) লিখিতভাবে খিলাফত প্রদান করেন (লেখকের নিকট এর ফটোকপি সংরক্ষিত আছে)। এর পরে আমরা উভয় বুযুর্গকে সৌহার্দপূর্ণভাবে ত্বরিকত্বের তাবলিগ ও তালিমের কাজ চালিয়ে যেতে দেখেছি। উল্লেখ্য, মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক বড় হুযুর (রা.) ও ছোট হুযুর (রা.) ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে (পৃঃ ৬৭) কিছুটা ইঙ্গিত সহকারে হযরত আযমগড়ীর (রা.) বক্তব্যের (স্থান, কাল ও পাত্রের ফারাক না করে) বিকৃতরূপ উপস্থাপন করেছেন- যা তাঁর ন্যায় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির জন্য শোভা পায় না। উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে- হযরত আযমগড়ীর (রা.) খলিফা সাইত্রিশ জনের (৩৭) মধ্যে সীমিত নয়। হযরত মাওলানা নযীর আহমদ (রা.) (১৮৯০-১৯৪৪ খ্রি.) এর পিতা ছিলেন মওলভী আবদুল করীম (রা.)। তাঁর মাতা ফাতিমা বেগম একজন বিদুষী (আলিমা) মহিলা ছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের পরিবার ছিল চুনতির তিন প্রখ্যাত খান্দানের অন্যতম। বালক নযীর আহমদ মায়ের কাছে উর্দূ-ফার্সির প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসায় (মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা) ভর্তি হন। পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। তিনি ফখরুল-মুহাদ্দিসীন মাওলানা আমীনুল্লাহ (রা.) (ওঃ ১৯৮৫ খ্রিঃ)- এর সহপাঠী ছিলেন।

মাওলানা নযীর আহমদ ১৯০৮ সালে (রা.) চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসা (মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা) থেকে হায়ার স্ট্যান্ডার্ড (Higher Standard, বর্তমান ফাজিল) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। হাদিসে উচ্চ শিক্ষার জন্যে

হিন্দুস্থান গমনের ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.) কদুরখিল বলেন, আপনি যে গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে চান- সেগুলো আমার সামনে নিয়ে আসুন। গ্রন্থসমূহ (বিশেষতঃ হাদীস ও তাফসীর) তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি প্রতিটি গ্রন্থের বিশেষ স্থানগুলো চিহ্নিত করেন এবং মাওলানা নযীর আহমদকে পাঠ করতে বলেন। তিনি পাঠ করে যাচ্ছিলেন, উস্তাদ বুঝতে পারছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন। এভাবে তিনি "ইলমে-লাদুনীর (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) অধিকারী হন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত মাদ্‌রাসায়ে আলিয়া দারুল-উলূমে প্রথমে মুদাররিসে-দাওম এবং অল্পদিন পরে হেড মাওলানার পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি, খতীব, প্রফেসর ও লেখক রয়েছেন। ফখরুল-মুহাদ্দিসীন মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রা.) (ওঃ ১৯৭৬ খ্রি.), মুহাদ্দিস দারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা ওবাইদুল হক, অধ্যক্ষ, ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা, ড. মুহাম্মদ আবদুল গফুর (ওঃ ১৯৯৪ খ্রি.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রথম মুরশিদ মাওলানা আবদুল মজীদ (রা.) কদুরখিল- এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত হাফিয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর (রা.) হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা নযীর আহমদ হযরত আযমগড়ীর পূর্বসুরী খলিফাদের অন্যতম। হযরত আযমগড়ীর (রা.) খলিফাদের তালিকায় তাঁর স্থান পনেরোতম (১৫)। হযরত আযমগড়ী বলতেন, "মেরা নযীর বেনযীর হ্যায়, মুনীর মেরী জান হ্যায়"। (আমার নযীরের নজির নেই, মুনীর আমার প্রাণ)। গাযীয়ে বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকিম (রা.), তাঁর সুযোগ্য সন্তান জজ ওয়াজীহুল্লাহ খান সামী এবং দৌহিত্র হাকীম মাওলানা তাফাজ্জলুর রহমানের শিক্ষা সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে বহু চড়াই উৎরাইয়ের পর চুনতির আলিম ও শিক্ষিত পরিবার সমূহের 'কাছারি ও দেহলিজ' এর গণ্ডি পেরিয়ে উসতাযুল-আসাতিযাহ মাওলানা নযীর আহমদের পবিত্র হাতে বেঙ্গল এডুকেশন বোর্ড হতে ফাজিল এর অনুমোদন প্রাপ্ত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা। আবুল বারাকাত মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (ওঃ ১৯৭৯ খ্রি.), নাজেমে আলার উর্বর চিন্তা হযরত শাহ মাওলানা হাফিজ আহমদের আগ্রহ ও সহায়তা এবং মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির প্রচেষ্টায় এ মাদ্‌রাসা বর্তমানে কামিল (এম.এ) শ্রেণীতে উন্নীত। শত শত ছাত্র আজ এ মাদ্‌রাসায় হাদীস অধ্যয়ন করছেন। মাওলানা নযীর আহমদ (রা.) যাহিরী ও বাতিনী উভয় জ্ঞানের ঝর্ণা প্রবাহিত করে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পীর ভাই হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রা.) (১৯৬৯ খ্রি.) তাঁর সালাতুল জানাযার ইমামতি করেন। মাওলানা আবদুর রশীদ হমেদী তাঁর আরবী ক্বাসীদায় বলেন-

وأستاذی لمولانا النذیر ☆ لقد كان تلامیذه كثیر

وكان معدن العرفان غوثا ☆ وبحرا فی العلوم ذات فضلا

وإن مات هو كالحی فینا ☆ وإن فات جری الفیض إلینا

"আমার উস্তাদ মাওলানা নযীর আহমদের (রা.) বহু ছাত্র রয়েছেন এবং তিনি ছিলেন মারিফাতের খনি, গাউছ এবং জ্ঞান সাগর। এ গুণাবলী আল্লাহর ফযল ও মেহেরবানী"।

৪। **মাওলানা হাকীম মুনীর আহমদ (রা.)** (১৮৯৮-১৯৮১ খ্রি.) ইব্‌ন আলহাজ্ব কাযী মাওলানা ফায়য্‌ আহমদ ইবন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রা.) তাঁর গ্রাম চুনতিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসায় (মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায়) জামাতে না'হুমে ভর্তি হন। সেখানে তিন বছর অধ্যয়নের পর দারুল উলুম মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম থেকে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি হিন্দুস্থান গমন করে হযরত মাওলানা আবদুল আলী (রা.) এবং মাওলানা মুহাম্মদ শফী ছাহেবের নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং মাকূলাত (Rational Science) এর পাঠগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন কর 'সিহাহ সিত্তার' দরস হাসিল করেন। এরপর 'কিরাআত সাবআ'র (সাত কিরাআত) সনদ হাসিল করেন। চারবছর 'ইলমে-ত্বিব' (হাকিমী) অধ্যয়ন করার পর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হিন্দুস্থানে অবস্থানকালে হযরত আযমগড়ীর হাতে বাইআত করে খিলাফত লাভ করেন। হযরত আযমগড়ীর (রা.)

খলিফাগণের মধ্যে তাঁর স্থান বত্রিশতম (৩২)। আযমগড়ীর (রা.) খলিফাগণের তালিকা সরবরাহকারী বাবু আসরারুল হক ভুলবশতঃ তাঁর নাম মুনীরুদ্দীন এবং হালিশহরের হযরত হাফিয মুনীরুদ্দীনের নাম মাওলভী মুহাম্মদ মুনীর লিখেছেন। (আসরারে-আউলিয়া, পৃঃ ২৯৩-২৯৮, (আইনায়ে-ওয়াইসী, পৃঃ ৩৬৭-৩৭০)। মাওলানা হাকীম মুনীর আহমদ (রা.) এর বড় ভাই (জেঠাত ভাই) এবং শাহ মাওলানা হাবীব আহমদের মামা শ্বশুর।

৫। **মাওলানা শফিক আহমদ (রা.)** (১৯২৩-১৯৮৬ খ্রি.) ইবন মাওলানা বশীর আহমদ ইবন মাওলানা ইউসুফ (রা.) ১৯৪৫ সালে হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানীর (রা.) হাতে বাইআত করেন এবং ১৯৬২ সালে খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে চুনতি মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পাশ করেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'ফাযিলে-দেওবন্দ' এর সনদ লাভ করেন। তিনি চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপারিনটেনডেন্ট এবং এ মাদ্‌রাসা কামিল শ্রেণীতে উন্নীত হলে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তিনি অত্যন্ত কোমলহৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিলেন একজন নির্ভীক মুজাহিদ। চট্টগ্রামের অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে তরিকতের সবক হাসিল করেন। তিনি আত্মপ্রচার বিমুখ একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। নিজেকে কখনো 'পীর' বলে পরিচয় দেননি। তিনি হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রা.) এর প্রথমা সহধর্মিনীর ছোট ভাই এবং শাহ ছাহেবের (রা.) চাচাত ভাই ছিলেন। (আসরারে আউলিয়া, পৃঃ ২৯৮-৩০০, 'আনজুমান', ১৯৯৬ খ্রিঃ পৃঃ ৫৬-৫৭)।

৬। **মাওলানা শাহ হাবীব আহমদ** (১৯২২-২০০৬ খ্রি.) ১৯৪০ সালে দারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় ৩য় এবং ১৯৪২ সালে ফাযিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৪৪ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ২য় শ্রেণীতে মুমতাযুল-মুহাদ্দিসীন' ডিগ্রি লাভ করেন। (সূত্রঃ তাঁর বর্ণনা)। আধ্যাত্মিকতায় তাঁর 'মাকাম (স্থান) ছিল বহু উর্ধ্বে। তরিকতের ওযীফা এবং নফল ও ফরয ইবাদত সম্পাদনে তিনি তাঁর দাদাপীর হযরত আযমগড়ী (রা.) এবং নিজ মুরশিদ হযরত আরাকানীর (রা.) পদাঙ্ক অনুকরণ করতেন। (দেখুন 'মুযাক্কিরা')।

৭। **মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের** (১৯২২-১৯৮৫ খ্রি.) চট্টগ্রাম জিলার (বর্তমান কক্সবাজার) কুতুবদিয়া থানার অন্তর্গত বড়ঘোপ গ্রামের বড়মিয়াজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছাত্র ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানীর (রা.) খলীফা ছিলেন। হাকীম মাওলানা মুনীর আহমদ ছাহেব (রা.) তাঁর কোন কোন মুরীদকে মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের ছাহেব (কুলছুমের বাপ) থেকে তালীম ও সবক নিতে বলতেন। তাঁর ইবাদত সম্পাদন হুবহু সুন্নাহ মোতাবেক ছিল। তাঁর ছাত্রদের কেউ তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায় করলে তিনি স্নেহের সুরে তাকে শোধরিয়ে দিতেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা চর্চা অত্যন্ত গোপনীয় ছিল। হযরত শাহ মাওলানা নযীর আহমদের সুযোগ্য ছাত্র ও জামাতা হওয়ার সুবাদে তিনি চুনতিতেই বসতি স্থাপন করেন এবং ১৯৮৫ সালে তথায় ইন্তেকাল করেন। তিনি নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দেননি। (দেখুন, 'আনজুমান', ১৯৯৬ খ্রি.)।

دم عارف نسیم صبح دم ہے ☆ اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے
اگر کوئی شعیب آئے میسر ☆ شبانی سے کلیمی دو قدم ہے — اقبال

"আরিফের নিঃশ্বাস প্রাতঃসমীরণ। এর দ্বারা অন্তকরণ সজীব হয়।
যদি কোন শুআইব সুলভ হয়, পশুচারণ থেকে 'কালী মুল্লাহ'র মর্যাদা মাত্র দুকদম"।
(ইকবাল)।

মৌঃ ওবাইদুর রহমান (আবেদ) *

ভাবনার মঞ্জরীতে চুনতি মাদ্‌রাসা ও আমার ওস্তাদবৃন্দ

Chunati.com

আল্লাহ পাকের লাখো শোকর, আলহামদু লিল্লাহ, এজন্য যে তিনি অপার করুণায় আমার মতো এক দীন-হীনকে অত্র ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম মাদ্‌রাসার অসংখ্য পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ-শিক্ষকগণের অসিলায় শূণ্যের কোটা থেকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আমার তিনটি পুত্রও অত্র মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

আজ থেকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের আমার নিজের জীবনের এবং মাদ্রাসার স্মৃতি বিজড়িত কিছু কথা ব্যক্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছি। আমি অত্র মাদ্‌রাসার তখনকার দিনে প্রচলিত জামাতে দুহুম থেকে ১৯৬২ সালে ফাজিল জামাত পর্যন্ত ছাত্র ছিলাম। বৃটিশ রাজত্বের শেষ প্রান্তে আমার জন্ম। মহাভারত বিভক্তির দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি পাক স্বাধীনতার কয়েক বৎসর পর অত্র মাদ্‌রাসায় আমার ছাত্র জীবন আরম্ভ হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বর্তমান গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আনসার বাহিনীর মত "ন্যাশনাল গার্ড" এর ট্রেনিং এর কথা মনে পড়ে।

আমাদের এলাকায় একশত বৎসর বয়সের মানুষ হয়তো দুই-তিন জন থাকতে পারেন। নব্বইয়ের কাছাকাছি কয়েকজন মুরব্বি আছেন তাঁরা হয়তো মাদ্‌রাসার পুরাতন ইতিহাস কিছু অবগত থাকতে পারেন। ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে বর্তমান মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে বিরাটকায়ের এক বটবৃক্ষ ছিল, তার ছায়াতলে কোন কোন সময়ে আমাদের তালিম তরবিয়তের কাজ চলত। মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভাও উক্ত বটবৃক্ষের ছায়াতলে অনুষ্ঠিত হতো। প্যান্ডেল কিংবা সামিয়ানা টাঙ্গানোর তেমন প্রয়োজন ছিল না। সে সময়ে গাছটার বয়স ১০/১২ বছর হবে। তার বয়সের সাথে আমার বর্তমান বয়স মিলালে ৭০/৭২ হতে পারে। সুতরাং আমার জানা মতে আনুমানিক একশত বছর আগে মাদ্‌রাসাটি পরিপূর্ণ আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান মহিলা মাদ্‌রাসার সংলগ্ন পূর্বে দিকের পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিরাট আকারের আমগাছ ছিল। যার ছায়াতলে চুনতি গ্রামের ইতিহাসের আদিকাল থেকে ঈদের এবং জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। আমাদের ছোটবেলায় উক্ত গাছটার বয়স একশত বৎসর মনে হতো। সুতরাং আজ পর্যন্ত গাছটির অস্তিত্ব থাকলে হয়ত দু'শত বছর হত। কথিত আছে, ঐ গাছের সর্বোচ্চ শাখার শিখরে উঠলে নাকি কুতুবদিয়া দ্বীপের বাতিঘর পরিদৃষ্ট হতো।

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র। চট্টগ্রাম সরকারী নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন হেড মৌলানা, চুনতির বর্তমান পীর সাহেব।

বর্তমান মাদ্‌রাসার পাহাড়ের উত্তরে নিম্নভূমিতে গভীর দুটি "ঢেপা" (পানির ডোবা) ছিল দুভাগে বিভক্ত। উত্তর দিকটার নাম ছিল "কৈয়ার ঢেপা"। সম্ভবত কৈ মাছের প্রাচুর্যের জন্য ঐ রকম নামকরণ হয়। দু ঢেপার মধ্যখানে পূর্ব পশ্চিম চলার পথ হিসাবে একটি বড় "আইল" ছিল যার দক্ষিণ পাশেরটা ছিল "সাদেক্যা" ঢেপা। বর্তমান আশি-নব্বই বছরের বয়সী মুরব্বিদের কাছে শুনেছি উক্ত ঢেপাদ্বয় চট্টগ্রাম শহর থেকে অত্র এলাকার ব্যবসায়ীগণ তাদের মাল আসবাব লঞ্চ ইস্টিমার করে নিয়ে আসতেন। এসব ঐতিহাসিক গাছ এবং জলাশয়ের কাহিনী হয়ত দু'শ বছরের পূর্বেকার বলে অনুমিত হয়। যেহেতু উল্লেখিত গাছ কিংবা জলাশয়ের অস্তিত্ব বর্তমানে আমাদের কাছে কল্প কাহিনীর মত প্রচলিত আছে। তদরূপ আমাদের বর্তমান মাদ্‌রাসাটি প্রাথমিকভাবে "সামিয়া" মাদ্‌রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে পরবর্তীতে এর এবতেদায়ী, দাখেল, আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সঠিক ইতিহাস ঐতিহাসিক রেকর্ড পত্র কিংবা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের চেয়ে বয়সে বড় একশত বছরের কাছাকাছি মুরব্বিগণই অধিক অবগত আছেন।

আমাদের ছাত্রজীবনের প্রারম্ভে মাদ্‌রাসার প্রত্যেকটি শ্রেণীকক্ষের ঘর মাটির দেয়ালের এবং শনের কিংবা টিনের ছাউনী বিশিষ্ট ছিল। পরবর্তী কালে বার্ষিক সভার চাঁদা, স্থানীয় ও বিভিন্ন দূর দূরান্ত এলাকা থেকে সংগৃহীত ধান চাঁদা, নগদ চাঁদা এবং ধর্মপ্রাণ দানশীল ব্যক্তিদের মোটা অংকের নগদ সাহায্যের মাধ্যমে মাদ্‌রাসার শ্রেণী কক্ষ সহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পাকা দালানে উন্নীত হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত অত্র মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন "তোলবায়ে সাবেক্বীন" প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে সংগঠন সদস্যের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতাও মাদ্‌রাসার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। আজকের শত বৎসর কিংবা দু'শত বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান বড় কথা নয় বরং মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের যারা জ্ঞানে গুণে পূত পবিত্র জীবনের অধিকারী তাঁদের এক প্রীতি পূর্ণ আন্তরিক মহাসম্মেলন বটে। এ মহাসম্মেলন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

এবার আসুন আমি আমার ছাত্রজীবনের কতিপয় পূণ্যাত্মা উস্তাদ শিক্ষকের নাম স্মরণ করছি, যাঁদের স্নেহ পরশে এবং পিতৃসুলভ আদরের মধ্যে যৎসামান্য জ্ঞানের আলো পেতে সক্ষম হয়েছি। নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে তাঁদের জন্য পায়ের জুতা তৈরি করে দিলেও হক আদায় হবে না। এখন তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা এবং আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করা ছাড়া আর কি করণীয় থাকতে পারে?

হ্যাঁ তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কিংবা নসিহত যদি পরবর্তীদের নিকট যৎসামান্যও পৌঁছিয়ে দিতে পারি তাতে তাঁরা সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবের ভাগী হতে পারেন। আমার অনুভূতি অনুসারে ছাত্রজীবনের পরলোকগত ওস্তাদগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করি। তাতে উনিশ বিশ জন ওস্তাদ গণের নাম মনে পড়ে তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। আমরাও আজ প্রায়ই বার্ধক্যে উপনীত, কালের আবর্তন-বিবর্তনে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় দিন গুণছি। কবির ভাষায়- اشاب الصغير وافنى الكبير - كرُّ الغداة ومرُّ العشىّ অর্থাৎ দিন রাতের পরিবর্তনে আমাদের আয়ুষ্কাল ক্ষয় হতে যাচ্ছে। আগমন প্রস্থানই পার্থিব জীবনের রীতি। লেখা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় আমার ছাত্র জীবনের কতিপয় পূণ্যাত্মা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষান্ত হলাম।

১. হযরত মুর্শিদিনা আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ (রা.) মরহুম পীর সাহেব কেবলা চুনতি। অত্র মাদ্‌রাসায় তাঁর কর্ম জীবনে বিভিন্ন সময়কার অবদানের কথা সর্বজন বিদিত। হয়ত অন্যান্য লেখকদের লেখাতেও তা উল্লেখ হতে পারে। তিনি আমার ছাত্র জীবনের যেমন মহিমাময় শ্রদ্ধেয় উস্তাদ তেমনি তরিকত

জীবনেরও আদ্যোপান্ত দীক্ষাগুরু হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি হযরত শাহ মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (রা.) এর একান্ত প্রিয় সর্বশেষ খলিফা ছিলেন। আমি আমার চাকুরী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে আনুমানিক আঠারো বছর যাবৎ তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার মরহুম আব্বাজানও তাঁর মুরিদ ছিলেন। তিনি চুরাশি বছর বয়স বিগত ২৬/১১/২০০৬ সালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না রাজেউন। ইতোপূর্বে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত বিভিন্ন জনের লেখনীতে পত্র পত্রিকায় এবং সদ্য প্রকাশিত একটি স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর শুকর যে তাঁর নির্দেশিত তালিম তরবিয়তের পথ ধরে আজ পর্যন্ত যথাসাধ্য তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট আছি। অধমের প্রতি তাঁর জীবদ্দশার নেক নজর এবং রূহানী ফয়েজ বরকতের অছিলা মনে করি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে قدر نعمت بعد زوال হলেও তাঁর মত একজন বে-রিয়া হক্কানি এবং রব্বানি পরিপক্ক মুর্শিদের হাতে তালিম পাওয়ার সুযোগ লাভ হয়। আল্লাহ পাক তাঁর পারলৌকিক মর্তবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুক। আমিন।

২. হযরত শাহ মাওলানা আবু তাহের নাজের (রা.) তিনি অত্র মাদ্‌রাসার সাবেক সুপার ছিলেন। আমার ছাত্র জীবনের পূর্ণ মেয়াদের সুপার। তিনি তরিকতে শাহ মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (রা.) এর খলিফা। তিনি পাঠদানকালে অত্যন্ত স্নেহের পরশে পড়াতেন। তৎকালীন কলিকাতা মাদ্রাসা বোর্ডের গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। তিনি ইংরেজিতেও দক্ষ ছিলেন, তাঁর মরণ শয্যার কিছুদিন পূর্বে আমার বাড়িতে অন্য কয়েকজন ওস্তাদসহ দাওয়াত দিয়েছিল। অতিকষ্টে তাশরীফ আনেন। এতে আমার মনোবাসনা পূরণ করেন। আমার মরহুম আব্বার সাথেও তাঁকে মধুর ব্যবহার করতে দেখেছি।

তিনি শিক্ষক ছাত্রবৃন্দের প্রশাসনে কঠোর ছিলেন বটে, তবে অনিয়ম কদাচার কিংবা চরিত্রহীনতা সহ্য করতেন না। ছাত্রদের বেশভূষা এবং আচরণে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এমনকি সিনিয়র জামাতের ছাত্রবৃন্দকেও স্বহস্তে বেত্রাঘাত দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

৩. হযরত মাওলানা মুজাফ্‌ফর আহমদ (রা.) পদুয়া। অত্র মাদ্‌রাসার সাবেক হেড মাওলানা ছিলেন। ছাত্রদেরকে পুত্রের মত সম্বোধন করতেন। পড়াবার সময় কঠিন বিষয়কে বারবার বুঝাতেন। সদা হাসি মুখ, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এবং ধৈর্য্যশীল ওস্তাদ ছিলেন। তবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নকল কিংবা অসদোপায় অবলম্বন কঠোরভাবে দমন করতেন। মাঝে মধ্যে উপদেশমূলক ঘটনা শুনিয়ে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তিনি প্রায় উপদেশাচ্ছলে বলতেন- ما مضىٰ را صلوٰة ÷ آئندہ را احتیاط অর্থাৎ "বিগত বিষয় বাদ দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।"

৪. হযরত মাওলানা মীর গোলাম মুস্তফা হোসাইনী (রা.) রূপকানিয়া, সাতকানিয়া। তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। এলমে নাহাব এবং এলমে ছরফে সুদক্ষ ছিলেন। এসব বিষয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অত্যন্ত সহজ উর্দু ভাষায় মুখস্থ পড়াতেন। আমাদেরকে "হেদায়তুন্নাহু" ও "শরহে জামী" পড়াতেন। অধমকে দিয়ে প্রায় কিতাবের "মতন" পড়াতেন। চুনতি খাঁন বাড়ির মাওলানা আনছারুল আজিম খান এবং আমি তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতাম। তিনি "নাহু ছরফ" এর বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন এবং বাক্য বিন্যাস দেখতেন বিনা পয়সায় আন্তরিকভাবে বাসায় ডেকে নিয়ে পড়াতেন। তার একটি উপদেশপূর্ণ উর্দু ছন্দ মনে পড়ে।

کار خود کن کار بیگانہ مکن ÷ بر زمین دیگراں خانہ مکن

অর্থাৎ "পার্থিব জীবনে নিজের মাটি দিয়ে পরের ভিটে উঁচু করে লাভ নেই, লক্ষ্য অর্জনে নিজ কর্তব্য নিয়ে ব্যস্ত থাক।"

৫. হযরত মুফতি আলহাজ্ব মাওলানা আহমদুল্লাহ (রহ.) কলাউজান, তিনি শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ সময় অত্র

মাদ্‌রাসায় উস্তাদ ছিলেন "এলমে ফরায়েজে" সুদক্ষ, উজ্জ্বল হাতের লেখা ছিল। তিনি আরবিতে আমাদেরকে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে "ইনশা" (রচনা) লেখা শিখাতেন। অত্যন্ত স্পষ্টবাদী হক্কানি আলেম ছিলেন। পিতামাতার আদর সোহাগ দিয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। চুনতি খাঁন বাহাদুর বাড়িতে বহু বছর বসবাস করেন। মরহুম মাওলানা একরামুল হক সাহেবের সন্তান-সন্ততি সহ পাড়ার অনেক ছাত্রদেরকে তিনি কাচারিতে বসিয়ে পড়াতেন। অনেক সময় দীর্ঘ ও দূরদূরান্ত এলাকা নিজ গ্রাম কলাউজান থেকে পায়ে হেঁটে আসা যাওয়া করতেন।

৬. **হযরত শাহ মাওলানা শফিক আহমদ (রা.)** ইউসুফ মনজিল চুনতি মাদ্‌রাসার বহু বছরের শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও হযরত শাহ মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। অধমকে মনে প্রাণে স্নেহ করতেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর মধ্যে জেহাদী অনুপ্রেরণা অধিক ছিল। শরীয়ত প্রচারে আপোষহীন বক্তব্য রাখতেন। তিনি আমাকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ প্রথমবারে তরিকতে উৎসাহ প্রদান করেন। যখন হযরত শাহ মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (রহ.) চুনতি মাদ্‌রাসায় তশরিফ আনেন। বর্তমান অফিস কক্ষের দক্ষিণ পাশে একটি মাটির ঘরে বাদে মাগরিব তৃরিকতের বৈঠকে বসেন। হযরত মাওলানা শফিক সাহেব হুজুর আমাদের কয়েকজনকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে বরকত হাসিল করার কথা বলেছিলেন। বৈঠক শেষ হলে একখানা উর্দুতে ছাপানো তরিকার অযিফা নামা হাতে দিয়ে বলেছিলেন "এতে বরকত" আছে। উক্ত অযিফা নামা সংরক্ষিত আছে। মরহুম হুজুরের নাম যেমন "শফিক" পাঠদান কালেও অত্যন্ত শফফত পূর্ণ ভাষায় পড়াতেন।

এধরনের স্মরণাতীত আরো ওস্তাদ আছেন যাদের তালিম তরবিয়ত পেয়ে আজ জীবনের সর্বশেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আল্লাহ পাক তাঁদের সকলকে জন্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিক। আমিন।

পরিশেষে, অত্র মাদ্‌রাসাটি দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতিষ্ঠান, এর ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিক্ষাগত মান অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব সকলের। চলুন, আমরা ছোট খাট বিষয়ে এখতেলাফ বৃহত্তর স্বার্থে পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এর উন্নতিকল্পে কাজ করে যাই। স্বাধীন এবং সার্বভৌম একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের উন্নয়নে এগিয়ে যাই। আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের জন্য উত্তম কার্য নির্বাহক। আল্লাহপাকের এরশাদ-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থ্যাৎ আমরা আমাদের জীবনের পরিবর্তন চাইলে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সে পথ সুগম করে দেন। এ পরিবর্তন আমাদের ভালমন্দ চিন্তা সাধনারই ফল বটে।

প্রিন্সিপ্যাল দীন মুহাম্মদ মানিক*

চুনতি মাদ্‌রাসা ও তোলবায়ে সাবেক্বীন সম্পর্কে আমার ভাবনা

বিগত ৬/৬/২০১০ ইং রোববার আন্দরকিল্লা থেকে পদব্রজে চন্দনপুরার দিকে আসছিলাম। দেওয়ানবাজার পর্যন্ত এসে হঠাৎ ভাগিনা অলিউদ্দিনের সাথে দেখা। আমাকে পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কুশলাদি জিজ্ঞেসান্তে- "মামা সত্যি আপনার স্মরণ করছিলাম মনে মনে ....।" প্রসঙ্গ শুরু করে সে উল্টো ফিরে আসার সাথী হলো। তার কথার সারমর্ম হলো এই- তারা অর্থাৎ 'তোলবায়ে সাবেক্বীন' (চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন) এই মাদ্‌রাসার বয়স ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক সংখ্যা বের করবে। আমাকে তার ভাষায় যথাযথ কিছু পরামর্শ সমেত একটা লিখা দিয়ে ধন্য করতে হবে। বললাম "ভাগিনা, মাদ্‌রাসা নিয়ে তো কোনদিন মাথা ঘামাইনি। এটা 'শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিদের কাজ'। বললো এখন আপনারাইতো মুরব্বি। আপনাদের পূর্বপুরুষদের গড়া এ প্রতিষ্ঠান। আপনারা সঠিক নির্দেশনা না দিলে আমরা (পরবর্তী প্রজন্ম) যাবো কোথায়।" ভাবলাম তার ধরা শক্ত। একটু কিছু লিখে উৎসাহে সহযোগিতা করতে হবে। বললাম "ভাগিনা, লিখতে হলে তো এমন কিছু এসে যাবে যাতে কারো কারো অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তবুও তুমি যখন বলছো, ভাগিনা, চেষ্টা করে দেখব।

যাক্। এখন আসল কথায় আসি। ১৮১০ ইং সাল। চুনতি মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাবর্ষ। যাকে ঘিরে ২০০ বছর পূর্তি উৎসব। এক বিশাল আয়োজন। মেতে উঠেছে দেশ বিদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদ্‌রাসার অগুনিত ছাত্র, শিক্ষক ও এলাকাবাসী। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। অনেক মূল্যবান দেশী-বিদেশী মেহমানের শুভাগমন। চুনতির খ্যাতি, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেবে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে অনেক দূর ...। কল্পনা করতেও তো বেশ ভাল লাগে। চুনতির সভ্যতার ইতিহাস আরো বেশ পুরানো। তাই চলুন না এটা নিয়ে সামান্য বিতর্কে না জড়িয়ে মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তিকে নিয়ে সবাই এক সাথে এ মহান 'মাইলফলকের' নীচে সমবেত হই ...।

সভ্যতার প্রাচীনতা নিয়ে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে অনেক হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতা চলে। এই নিয়ে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ তাঁর "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পথে" বেশ মজা করে লিখেছেন। ... খনন করে অথবা কোন 'ফসিল' (পুরানো কঙ্কাল) পেয়ে প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গবেষকরা দস্তুরমত হাজার হাজার বা লাখ লাখ বছরের পুরানো বলে দাবি করে এবং এক দেশ থেকে অন্যদেশ বেশী সভ্য ছিল বলে গর্ব করে থাকে। এগুলোর কি কোন অকাট্য প্রমাণ আছে? দেখা যায়। এ জাতীয় তথ্য নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে পৃথিবীর ব্যস্ত মানুষেরা চোখ বুজে মেনে নেয় এবং এ খেলা এখনো বন্ধ হয়নি, হবেও না।

চুনতি মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ তার সাইনবোর্ড সহ প্যাড, ক্যালেন্ডারে অনেক আগে থেকে লিখিত হয়ে আসলেও এটা নিয়ে তেমন কোন প্রতিবাদ উঠেছিল বলে জানা নেই। সেই সূত্র ধরে বর্তমান প্রজন্ম অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই তো বড় করে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ২০০ বছর পূর্বে হয়তো এটা মামুলী কোন মক্তবই ছিলো। আস্তে আস্তে এর শ্রেণী সংখ্যানুযায়ী পুরানো 'টাইটেল' খসে নূতন নূতন 'টাইটেল' যোগ হয়ে বর্তমানে কামিল মাদ্‌রাসা হয়েছে। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের অনেকের অতি উৎসাহে আমাদের মতো 'মূর্খদের' জানার সুবিধার্থে কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা লেখা হয় সাইনবোর্ডে।

* প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ চুনতি মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাগণের একজন

এ প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু লিখা সমীচীন মনে করছি না।

এবার মাদ্রাসার 'গভর্নিং বডি' গঠন নিয়ে দু'এক কথা বলতে চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সাধারণতঃ 'ইলেকশনের' চেয়ে সিলেকশনই ভালো। কিন্তু এটা এখনো মাদ্রাসার 'বগলদাবা' রয়ে গেছে। এতে অনেক সুযোগ সন্ধানীরা আসল 'ক্যাটাগরির' সদস্যদের পাশ কাটিয়ে বিধিমালার ফাঁক ফোকরে কমিটিতে ঢুকে পড়ে। এ সব সদস্যগণকে সহজে সরানোও যায় না। তারা অনেক সময় I AM THE LAW (আমিই আইন) মনে করে বসে নিজেদেরকে। তাদের অযাচিত কর্মকাণ্ডে প্রকারান্তরে মাদ্রাসার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। কৃতিত্ব হাইজাক হয় চিকনপথে সন্তর্পণে। দাতারা হয় নিরুৎসাহিত। যেখানে ভূমিদাতাগণের খোঁজখবর নেই। সেখানে আবার অনেক পৃষ্ঠপোষক হন সম্মানিতের চেয়ে সমালোচিত। যার জন্যে তাঁরা দায়ী নন। যাক্ এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে আশা করবো, এ সব স্পর্শকাতর ব্যাপারে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অন্যের দিকে 'দাবি'র আঙ্গুল না দেখিয়ে ভবিষ্যতে সজাগ হলে মাদ্রাসার কল্যাণ হবে।

'গোষ্ঠীর দাপট' এ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর একসময় চলেনি- এ কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। একটু গভীরে গেলেই বিষয়টি আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার মতে এ ধরনের একতরফা সুযোগ গ্রহণ না করে অন্যান্য মহৎ প্রাণ ব্যক্তিগণকেও 'স্মরণীয়' করার প্রবণতা থাকা উচিত। আজকাল অবশ্য মাদ্রাসা অনেকটা গণমুখী হয়েছে বলা যায়।

আমি আশা করবো 'তোলবায়ে সাবেক্বীন' শুধু মোটা অংকের টাকা খরচ করে ২০০তম প্রতিষ্ঠা উৎসব উদযাপন করে বাহবা কুড়িয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাদেরকে নিতে হবে মাদ্রাসার স্বার্থে কতিপয় বাস্তব পদক্ষেপ। ব্যক্ত করতে হবে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রত্যয়। যেমন-

১। ২০১ তম বার্ষিক সভা হতে মাদ্রাসাকে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি দিয়ে সাজানো।

২। মাদ্রাসায় অবদানের জন্যে যাঁর যেটুকু প্রাপ্য, তাঁকে সেভাবে স্মরণীয় করে যথার্থ মূল্যায়ন করা।

৩। মাদ্রাসাকে স্বনির্ভর, গণমুখী ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

৪। মাদ্রাসার একটা মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করা ও অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ থেকে বিরত থাকা।

৫। গঠনমূলক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

পরিশেষে বলতে হয়, 'তোলবায়ে সাবেক্বীন' চুনতি মাদ্রাসার একটি ঐতিহ্য। চুনতিবাসীর গর্ব। আমার জানামতে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম শক্তিশালী সংগঠন নেই। যুগযুগ ধরে এ সংগঠনের ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা একে একটি সজীব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সবাইকে করেছে অন্ততঃ বার্ষিক একবার মিলন মেলায় (মাদ্রাসার সভায়) মিলিত হতে আগ্রহী। এর পেছনে রয়েছে যাদের অবদান, সাহায্য, সহযোগিতা, শ্রম, মেধা, মূল্যবান সময়ক্ষেপণ, তাদের প্রতি এই অধমের আজীবন শ্রদ্ধা। অনেকেই এখন প্রয়াত। অনেক বুড়োরা আসেন প্রতিবছর এ মাদ্রাসার ছাত্র পরিচয় দিতে। কিসের টানে? কোন মহব্বতে? কেন তারা জীবন সায়াহ্নেও ভুলতে পারে না মাদ্রাসাকে তথা চুনতিকে? এ কথা হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে চুনতিবাসীকে।

এ সংগঠনকে অটুট রাখতে হলে আরো বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কর্ণধারগণকে। আরো বেশি খরচ করতে হবে 'মোবাইল কার্ড' তারপরেও এ পথ বড় কণ্ঠকময়। সম্মানের চেয়ে সমালোচনাই বেশি এ পথে। আমাদের মানসিকতা হলো 'কাকে কান নিয়ে গেছে' শুনে প্রায় সবাই কাক তাড়াই। কান আছে কিনা হাত দিয়ে দেখি না। অতীতেও অনেকে এসব গঞ্জনা সয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখে আজ মনে হয় তারাই সফল। সুতরাং বুঝতে হবে "কাঁচি বিদ্ধ না হয়ে কুমড়ার মুরব্বা হওয়া যায় না"।

যাহোক, লিখতে বসে অনেক অসংগত কথাই হয়তো লিখা হলো। মাদ্রাসার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে লিখা এ নিবন্ধের জন্য কেউ ব্যক্তিগত মনে করে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা চাই। যারা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, তাদের মাগফেরাত এবং যারা আছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসা জানিয়ে এবং মাদ্রাসার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে লিখা এখানেই শেষ করলাম।

Ghumati.com Pioneer in village based website

আবু দরদা মোহাম্মদ আবদুল বাসেত (দুলাল)*

আলোকিত চুনতির দিশারী

চুনতি একটি শংকর জনসমষ্টির জনপদ। এখানকার কৃষ্টি যা সাংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আলোকিত অধিবাসীর সমন্বয়ে। এদিক থেকে চুনতিকে উৎকৃষ্ট মননরীতির সংমিশ্রণে এক শিল্পিত মোহনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। চুনতির পরিমণ্ডল বা আবহ আধ্যাত্মিকতা ও রক্ষণশীলতার এক সাযুজ্যপূর্ণ সংমিশ্রণ (A harmonious blend of conservativeness and spirituality) এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে কালের বিবর্তনে যে সমস্ত অধিবাসীগণ এখানে পদার্পণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই (tinged with religious flavour) ধর্মীয় শিক্ষার ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত ছিলেন।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের অন্যান্য জনপদের চেয়ে চুনতির বিশিষ্টতা এখানেই যে, এখানে যারা বসবাসের জন্য এসেছিলেন তাঁরা সুশিক্ষিত ছিলেন। ফলে তাদের মননরীতির ধাঁচে চুনতিকে আলোকময় করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। তাদের সহজাত মানসিকতাই এ ব্যাপারে মূল চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ শতকের গোড়ায় প্রথম দশকে এতদঅঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের সূচনা শিক্ষার ইতিহাসে এক গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। ১৮১০ সনে যার গোড়াপত্তন হয়েছে তার মহিমাপূর্ণ সময়ক্ষণে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চুনতির শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক গতিময়তা আনেন চুনতির অভিভাবক আধ্যাত্ম পুরুষ (Guardian saint) মৌলানা আবদুল হাকিম (রা.) এর জৈষ্ঠপুত্র জনাব ওয়াজীউল্লাহ খান সামী। তিনি ১৮৮৩ সালে সম্পূর্ণ পারিবারিক উদ্যোগে সামীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। চুনতির প্রাতিষ্ঠানিক গোড়াপত্তনের প্রাণপুরুষ তিনি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সামীয়া মাদ্‌রাসা চুনতির প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ বা ভিত্তিভূম। পূর্বে বর্ণিত আধ্যাত্মরীতি ও রক্ষণশীলতার পথ বেয়েই এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এই মাদ্‌রাসার কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় চুনতির কাব্যিক ও লোকসংগীতের দিক পাল জনাব ফৌজুল কবির খাঁন (মননু মিয়া)।

সামীয়া মাদ্‌রাসা তৎকালীন অনগ্রসর চুনতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয় চুনতির এই শিশু ইসলামি বিদ্যাপীঠ। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণকে বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধানে চুনতি ত্যাগ করতে হয়।

অবশ্য সামীয়া মাদ্‌রাসার অবর্তমানে চুনতি প্রতিষ্ঠানশূণ্য হয়ে পড়ে একথা বলা যায় না। চুনতি জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে প্রাইমারি আদলে একটি মক্তব ছিল। চুনতির সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা তাদের বাসগৃহে মৌলানা রেখে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং এই মক্তবে বাংলা, ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেয়া হত।

* চুনতির কৃতি সন্তান বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব, ভাইস চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

Chunati.com

সামীয়া মাদ্‌রাসা বিলুপ্তির পরবর্তী সময় চুনতির সার্বিক তথা মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকাল বলে উল্লেখ করা যায়। এর দীর্ঘ ২৭ বৎসর পরে চুনতির কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠনের উদ্যোগী হন। এদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন জনাব এস্তফাজুর রহমান খাঁন। তাঁর বাবা এবং দাদা উভয়ে বৃটিশ যুগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজেও পুলিশের কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চাকুরী ছেড়ে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ হাকিম মাওলানা তফাজ্জালুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা চালু রাখেন। জনাব তফাজ্জালুর রহমান অত্র চুনতির বিশিষ্ট হেকিম এবং হযরত আজমগড়ী (রা.) সাহেবের খলিফা ছিলেন। পরবর্তীকালে চুনতির আরেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শিক্ষা অনুরাগী ও সমাজসেবী মাহাবুবুর রহমান শিক্ষার দৈন্যদশা ঘুচাতে এগিয়ে আসেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্র্যাজুয়েট জেলা রেজিস্ট্রার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জনাব এস্তেফাজুর রহমানের বাসস্থান থেকে মাদ্‌রাসাটি চুনতি জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের পাদদেশে স্থানান্তর করা হয়। এখানে মাদ্‌রাসাটির কার্য্যকালের মেয়াদ ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত। পাহাড়ের এক পাশে অবস্থিত এই মাদ্‌রাসার সীমাবদ্ধতার কারণে এটিকে আরো সুপরিসর ও ব্যাপকতার পরিমণ্ডলে উন্নীত করার জন্য চুনতির শিক্ষানুরাগীরা চুনতির শিক্ষা ও সমাজ সেবায় নিবেদিত প্রাণ আর এক দিকপাল দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রথম অনার্সধারী গ্র্যাজুয়েট ও এম এ জনাব এস্তফাজুর রহমানের অগ্রজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে চুনতি মুন্সেফ বাজারস্থ তেলসরীয়া পুকুরের পাড়ে মাদ্‌রাসা ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং অর্থনৈতিক সহায়তা চাওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন চুনতির আরেক বরেণ্য সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ, দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রথম সরকারি খেতাব প্রাপ্ত খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ হাসান সাহেব। তাঁর জীবন কাহিনী অনেকটা কল্প কাহিনীর মত বিস্ময়কর। শুধু মাত্র মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন খ্যাতিমান সরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় বরিত হন। এই জ্ঞানী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি তাৎক্ষনিক ভাবে মাদ্‌রাসা নির্মাণের জন্য ৫০ টাকা চাঁদা প্রদান করলে মাদ্‌রাসা নির্মাণে অপ্রমেয় উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মাদ্‌রাসাটি জনাব মাহাবুবুর রহমানের পরিচালনায় জমাতে পনজুম পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলে। এই জুনিয়র মাদ্‌রাসাটি চুনতির প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সমাধান দিলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদর চট্টগ্রামের দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় যেতে হত। চুনতির আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা জগতের আরেক মহীরুহ হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রা.) তখন দারুল উলুম মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে চুনতি থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে যেতেন, তাদের অভিভাবকত্ব করতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতেন। তাঁর এই সহযোগী মনোভাব দেখে তাঁর খালু জনাব ওয়াজীউল্লাহ খান সামীর ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা আবদুল গণি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক অথচ আর্থিক অসচ্ছল ছাত্রদের সাহায্যার্থে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসাকে আরো উচ্চতর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার গভীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় চুনতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসা রূপদানের প্রস্তাব দেন। হযরত আবদুল হামিদ বাগদাদী (রা.) এর খলিফা মৌলানা আবদুল গণি (রা.) এর এই প্রস্তাব চুনতির মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। একমাত্র এ কারণেই চুনতির শিক্ষা বিস্তারের খোলা হাওয়ার বাতায়ন উন্মোচনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত থাকবেন। যাহোক তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী চুনতি মুনসেফ বাজারে চুনতির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমবেত হন। তাঁরা তেলসরিয়া পুকুরের পাড়ে বিদ্যমান মক্তবের দক্ষিণ পাশে মাদ্‌রাসা ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময় চুনতির বিশিষ্ট মুরব্বী চুনতির শাহ সাহেব (রহ.) এর পিতা হাজী সৈয়দ আহমদ মাদ্‌রাসাটি প্রস্তাবিত স্থানের পরিবর্তে বর্তমান মাদ্‌রাসা পাহাড়ে নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখেন। মাদ্‌রাসার ছাত্রদের পদচারণায় কবরবাসীদের আজাব লাঘব হবে এভাবেই তিনি তাঁর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন। জনাব হাজী সৈয়দ আহমদের এই প্রস্তাব চুনতির শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক গতিময়তা আনে কারণ পরবর্তীকালে চুনতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে মহীরুহের দিকে তুলে নিয়ে আসেন। প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতক্রমে গৃহীত হয় এবং

পাহাড়ের মালিক জনাব এস্তেফাজুর রহমান সাহেবের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন রাখলে তিনি আনন্দচিত্তে তাঁর বন্দোবস্তকৃত মাদ্‌রাসা পাহাড়ের দক্ষিণাংশে আট কানি জমি দান করেন। মাদ্‌রাসা নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়া হলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খাঁন মাদ্‌রাসা নির্মাণের জন্য এককালীন পাঁচশত টাকা, খাঁন বাহাদুর মৌলানা মোহাম্মদ হাসান সাহেব এককালীন দুইশত টাকা এবং অপরাপর সকলে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করেন। এই অর্থে পাহাড়ের চূড়ার উপর মাদ্‌রাসাটি নির্মিত হয় এবং চুনতির অভিভাবক আধ্যাত্মসাধক হযরত মৌলানা আবদুল হাকীম (রহ.) এর নামেই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ বহাল রাখা হয়। ১৯৩৭ সনে হযরত শাহ মৌলানা নজীর আহমদ (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে মাটির ঘর টিনের চালাযুক্ত এবং মাদ্‌রাসাটি সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্‌রাসা হিসেবে সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। চুনতি মাদ্‌রাসার সমৃদ্ধি পর্যায়ে আর একজন মনীষীর নাম না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি চুনতির বিখ্যাত ডেপুটি বাড়ির সন্তান মৌলভী তাহের আহমদ খাঁন। বহুমুখী ভাষাবিদ এই সুফি সাধন মৌলানা নজীর আহমদ সাহেবের সাথে একজোট হয়ে হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধির জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ১৯৪৪ সালে শাহ্ মৌলানা নজীর আহমদ সাহেবের ইন্তেকালের পরে ১৯৪৫ সালে তিনি শাহ্ মৌলানা মীর মুহাম্মদ আখতার সাহেব (রহ.) সহ মাদ্‌রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড থেকে একটি ফাযিল মাদ্‌রাসা হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হওয়ার পর বিগত প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্বে আলীয়া পর্যায়ে উত্তরিত হয়ে অদ্যাবধি চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা নামে সমাধিক পরিচিত লাভ করে আসছে। ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭০-৭১ সনের কামিল মাদ্‌রাসায় উত্তরণ সহজসাধ্য হয়নি। এর পেছনে চুনতির আরো অনেক শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টা ও অর্থানুকুল্য না থাকলে হয়ত চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা বর্তমান স্তরে পৌঁছাত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। এ সমস্ত শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে নাম আসে তিনি মৌলানা সামসুল হুদা খাঁ ছিদ্দিকী। তিনি চুনতি মাদ্‌রাসার সাথে নাড়ির সম্পর্ক শাহ্ সুফী মৌলানা আবদুল গণি সিদ্দিকী এর পুত্র এবং বড় মৌলানা, মৌলানা আবদুল হাকীম (রহ.) সাহেবের প্রপৌত্র। ১৯৪৮ সালে চুনতি মাদ্‌রাসা চরম আর্থিক দৈন্য দশায় পতিত হলে মৌলানা শামসুল হুদা খান সিদ্দিকী মাদ্‌রাসা ফান্ডে দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে মাদ্‌রাসাকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। এছাড়া মাদ্‌রাসায় নিয়মিত ব্যয় নির্ধারণে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সার্বক্ষণিক সহযোগিতা নিয়ে এসেছিলেন জনাব শামসুল হুদা ছিলেন তাদের অন্যতম। আমৃত্যু তিনি এ অনুদান বজায় রেখেছিলেন। ষাটের দশকে যখন দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র সমাগমের ফলে চুনতি মাদ্‌রাসার স্থান সংকট দেখা দেয় তখন অবাঙ্গালী সংগঠন মেমন খেদমত কমিটির সাথে মৌলানা শামসুল হুদা সিদ্দিকী ও আরো কয়েকজন মাদ্‌রাসার বর্ধিত ভবনের কাজ সমূহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন। এই বিশিষ্ট সমাজসেবী মৌলানা শামসুল হুদা সাহেব শুধু চুনতি মাদ্‌রাসায় অর্থায়ন করে ক্ষান্ত হননি। চুনতি মাদ্‌রাসায় হেফজখানা প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ফসল। প্রাথমিক পর্যায়ে হেফজখানার পুরো ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যয় বেড়ে গেলে অন্যান্য উৎস থেকেও আয়ের সংস্থান করা হয়।

১৮১০ সনে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পর অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৯৩৭ সনে এসে চুনতির দেশ বরেণ্য সমাজ সেবক ও শিক্ষাবিদদের বারিসিঞ্চনে চুনতি মাদ্‌রাসায় ক্রমবিকাশধারা কখনও রূদ্ধ না হলেও প্রকৃতপক্ষে চুনতি মাদ্‌রাসা মহীরূপে পরিণত হয় শাহ্ মৌলানা হাফেজ আহমদ (রা.) এর উদ্যোগে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আধুনিক চুনতি মাদ্‌রাসার রূপকার ও প্রাণ পুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে চুনতি মাদ্‌রাসার কামিল ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত হযরত শাহ্ সাহেবই দেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর ভক্ত শিল্পপতি ডাঃ আনোয়ার সাহেব ও শিল্পপতি ইউসুফ সাহেব প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ও ভবন সম্প্রসারণের কাজ সমাধা করে কামিল ক্লাস শুরু করার উদ্যোগ নেন। নাজেমে আলা সাহেবকে উচ্চ শ্রেণীতে হাদিস পড়ানোর জন্য হযরত শাহ্ সাহেব অনুপ্রাণিত করেন।

রাজনৈতিক কারণে পাঁচ বৎসর কামিল ক্লাস বন্ধ হওয়ার পর শাহ্ সাহেব (র.) পুনরায় দেশের শ্রেষ্ঠ

মুহাদ্দীসের পাঠদানের মাধ্যমে কামিল ক্লাস চালুর উদ্যোগ নেন। শাহ সাহেব (রাঃ.) এর আধ্যাত্ম চেতনা সমৃদ্ধ প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে কুমিল্লা আলীয়ার প্রধান মোহাদ্দেস নিজামী সাহেব চুনতির মত অজ পাড়াগায়ের মাদ্‌রাসায় যোগদান করানো হযরত শাহ সাহেব (রা.) অবিস্মরণীয় অবদান এবং তাঁর যোগদান চুনতি মাদ্‌রাসার খ্যাতির পরিমণ্ডলে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৯৩ সালে চুনতি মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৯৪ সালে প্রধান মুহাদ্দীস মৌলানা আবদুল হাই নেজামী সাহেব জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা ছিল শাহ্ সাহেব কেবলার নাড়ির স্পন্দন। তাঁর জীবনের শেষার্ধে তিনি চুনতি মাদ্‌রাসার উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হন এবং এ সময় চুনতি মাদ্‌রাসার খ্যাতি ও উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। শাহ সাহেব (রহ.) এর অনুরোধে তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মহোদয় ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে বর্তমান চারতলা বিশিষ্ট অফিস ও ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ করে দেন। শিল্পপতি ইউসুফ সাহেব দুই লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা ব্যয়ে মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে দেন। ডাঃ মোহাম্মদ আনোয়ার কামিল উদ্বোধনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতাশ হাজার টাকা দান করেন। আবার ইউসুফ সাহেব মাদ্‌রাসা পুকুরের ঘাট নির্মাণের জন্য একলক্ষ টাকা অনুদান দেন। উল্লেখিত অনুদান ছাড়াও শাহ সাহেব (রহ.) এর অগণিত ভক্তবৃন্দের দান অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। চুনতির প্রাচীন আধ্যাত্মচেতনার শেষ পর্যায়ের উত্তর পুরুষ শাহ সাহেব কেবলা সীরত (স.) প্রবর্তনের মাধ্যমে চুনতি মাদ্‌রাসাকে আন্তর্জাতিকতার পরিসরে উত্তরণ ঘটান।

আমি আগেই বলেছি চুনতি একটি আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ গ্রাম। এ কারণে রক্ষণশীল এই গ্রামে মূলত মাদ্‌রাসা শিক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে চুনতি মাদ্‌রাসা চুনতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পীঠস্থান বিধায় আমার আলোচনার ক্যানভাসে চুনতি মাদ্‌রাসাকে অত্যধিক গুরুত্ব ও বিপুল কলেবর দেয়া হয়েছে।

চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার উত্তর পাশে একই পাহাড়ের সমান্তরালে চুনতি হাকিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। মৌলানা শাহ আবদুল হাকিম (রা.) এর নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিংশ শতকের প্রাথমিক দিকে চুনতি মুন্সেফ বাজারের তেল শরীয়া পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে তা মাদ্‌রাসা পাহাড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। চুনতির অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এই প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করে যশস্বী হন। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয় এবং বর্তমানে এটিতে পাঁচশতের অধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে জানা যায়। চুনতির অপর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান চুনতি হাই স্কুলের অবস্থান চুনতি হাকিমিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৫৪ সালে একটি জুনিয়র হাই স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রাণান্তকর নিরলস পরিশ্রম করেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান/ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইছহাক মিয়া এস্তাফা আলী মিয়া, কাজেম মাস্টার, ডাঃ নুরুল আলম প্রমুখ। চুনতি মাদ্‌রাসার সৃষ্টি বা উন্নয়নের পেছনে যে সমস্ত সর্বজন বিদিত খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তার তুলনায় চুনতি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা বা উন্নয়নে তদরূপ দেখা যায়নি। রক্ষণশীল চুনতি গ্রামের বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য বিশাল মহীরূহ চুনতি মাদ্‌রাসার তুলনায় চুনতি হাই স্কুলের ভাবমূর্তি অনেকাংশে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। যে সমস্ত মহতী ব্যক্তিবর্গের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শুনা যায় তারা মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে ধান চাল সংগ্রহ করে চুনতি হাই স্কুলের ভিত্তিভূম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের অধ্যবসায় ত্যাগী মনোভাব ও বদান্যতা না হলে চুনতিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হত কিনা বলা যায় না। এই স্কুলটি চুনতির অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের জন্ম দিয়েছে যাদের কৃতিত্ব কোন অংশে খাটো করে দেখার উপায় নেই। এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চ পদে আসীন রয়েছে। চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছুটা উত্তর পশ্চিম দিকে অনুমান এক ফার্লং দূরে ১৯৮৯ সালে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজটি একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলেজটির ভৌত

Chunati.com Pioneer in village based website

কাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজটির ফলাফল আশানুরূপ ও প্রত্যাশাদীপ্ত। বর্তমানে কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত।

চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার অন্যুন ১০০ গজ পূর্বে চুনতির জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের পাদদেশে একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ চুনতির শাহ্ সাহেব (রা.) এর নিকট আত্মীয় মাওলানা শফিক আহমদ। তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন মাওলানা আতাহার হোছাইন সিদ্দিকী, হাকিম মাওলানা মুহাম্মদ এয়াহ্‌য়া, মৌলভী মোস্তাসিম বিল্লাহ ও তাঁর জ্যৈষ্ঠ সন্তান মহিবুল্লাহ। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে এই মাদ্‌রাসার যাত্রা পথ শুরু হলেও মাদ্‌রাসাটি বর্তমানে বেশ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মৌলানা শফিক সাহেবের প্রচেষ্টায় দেশ বিদেশের অনুদান এবং জনাব মহিবুল্লার অর্থানুকুল্যে আশির দশকের প্রথম দিকে এই চুনতি ফাতেমা বতুল মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা মাদ্‌রাসা চুনতি ফাতেমা বতুল সিনিয়র মহিলা মাদ্‌রাসা রক্ষণশীল চুনতি গ্রাম তথা পাশ্ববর্তী জনপদের মহিলাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। বিগত দুই দশকে মাদ্‌রাসাটির অবকাঠামোগত ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষণীয়। অনেক কৃতী ছাত্রী তাদের চমৎকার ফলাফলের মাধ্যমে মাদ্‌রাসাটির ভাবমূর্তি ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করে চলেছে।

চুনতি একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এই ঐতিহ্য ও খ্যাতির মর্মমূলে রয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্ম চেতনা, তাদের নির্মিত ও সযত্নে লালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এই ঐতিহ্যের শাশ্বত ও অনির্বাণ শিখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এর সঞ্জীবনী ধারা শুকিয়ে যাবে যদি না আমরা চুনতির কালজয়ী ও যুগোত্তীর্ণ মনীষীদের আধ্যাত্ম, পার্থিব ধ্যানধারণা ও চিন্তাচেতনা স্নাত এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণে ও ভাবমূর্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট না হই। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য।

১। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কান্ডারী হিসেবে সৎ, যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানকে প্রশাসনিক দক্ষতা ও বহুমুখী জ্ঞানের সমন্বয়ক হতে হবে। এই সমস্ত বিষয় পরিহার করে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের প্রাধান্য দিলে তথা চুনতির সুনামে অবক্ষয়ের সূত্রপাত হবে।

২। পরিচালনা কমিটি গঠনে সতর্ক ও নিরপেক্ষ হতে হবে। একটি দক্ষ পরিচালনা কমিটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। অন্তর্কোন্দল পরিহার করে একযোগে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হতে হবে। অন্তর্কোন্দল বা দলাদলি একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষুন্ন করে।

৩। প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসরিত অসচ্ছল, মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তার মেধা বিকাশের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। বিষয়টি আগে সহজসাধ্য হলেও বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ব্যাপারে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহায়তা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে চুনতির সনাতন ঐতিহ্যের উৎসমূলে প্রতিভাবান ও মেধাবী ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মনোরম নিসর্গ পরিবেষ্টিত শিক্ষা নির্ভর, বুদ্ধিবৃদ্ধিজাত মননরীতিতে ভাস্বর চুনতি দক্ষিণ চট্টগ্রামের একটি অনন্য সাধারণ গ্রাম। সব্যসাচী পূর্ব পুরুষদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণা ও জীবন জিজ্ঞাসার পলি আজ চুনতিরূপ কঠিন শিলা মাটিতে পরিগ্রহ করেছে। কোন দুর্বাসা, দুর্মদ স্রোত এই পলিকে ভাসিয়ে নেবে এটা কাঙ্খিত নয়। এই প্রত্যাশা রেখে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সার্থক হউক এবং এতদঅঞ্চলের শিক্ষার আলোক আরো সম্পৃদ্ধ হোক চুনতির অনাগত দিনের আকাশ এই শুভাশীষের মাধ্যমে আজকে এখানেই শেষ করছি।

জে. ইউ. এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী *

চুনতির ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি পরিবার

চুনতি কেবল একটি গ্রামের নাম নয়। বরং চুনতি হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার অপর নাম। চুনতি গ্রামের অবস্থান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ঠিক মাঝামাঝি এর অধিকাংশ ভূমি টিলা, ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গলময় অসমান ও উঁচু নীচু। চারিদিকে সবুজ জঙ্গলাবৃত অরণ্যময় পাহাড় পর্বতে ঘেরা চুনতি গ্রামকে মনে হয় কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি ছবি। গ্রামটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। চুনতি গ্রামের প্রতিষ্ঠা কখন কিভাবে হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সুলতানী আমল বা মোগল আমলে এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা বলে মনে করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই শাহ সুজা আক্রান্ত হয়ে সড়ক পথে আরাকানে পালিয়ে গিয়ে নিহত হন। আরাকান গমনের সময় বর্তমান চুনতির স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করেন। তিনি এখানকার চমকপ্রদ ভৌগোলিক পরিবেশ অবলোকন করে "স্ট্র্যাটেজিক" এলাকা হিসাবে আস্তানা স্থাপনের জন্য এই এলাকাকে নির্বাচিত করে সঙ্গী সাথীদের বলেন চুনিদা (যার অর্থ পছন্দকৃত)। চুনিদা এর পরিবর্তিত নাম চুনতি বলে মনে করা হয়। শাহ সুজা আরাকান রাজের প্রতিশ্রুতিতে পুনরায় আরাকান অভিমুখে রওয়ানা দিলেও তার সঙ্গী ২২ জন আলেম ওলামাদের কেউ কেউ এ অঞ্চলেই আস্তানা স্থাপন করেন। এর মাধ্যমেই শুরু হয় চুনতিতে বসতি স্থাপনের ইতিহাস। চুনতির আদি পরিবার সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া না গেলেও এর ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতির পেছনে যে কয়েকটি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন পরিবার বা গোষ্ঠীর রয়েছে স্মরণীয় ঐতিহ্য প্রবন্ধে মূলত ঐতিহ্যবাহী এই কয়েকটি পরিবারের উপরে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মিরজী বা মিঞাজী পরিবার ঃ চুনতির প্রাচীনতম পরিবার হচ্ছে মীরজী বংশ বা পরিবার। মীরজী কথাটি "আমীরজী" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা মধ্যযুগে শিক্ষকদের পদবী ছিল। এ থেকে বুঝা যায় তখনকার সময়ে অত্র এলাকায় তারা ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী। তাঁদের ধর্মপ্রাণ, প্রভুপ্রেম ও শিক্ষক সুলভ কর্মতৎপরতার নিদর্শন স্বরূপ এখনো যথার্থ সাক্ষ্য বহন করে চলছে তাদের প্রতিষ্ঠিত "মীরজির মসজিদ" যা ছিল তখনকার সময়ের শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের সূতিকাগার।

এ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন সূফি নছরতুল্লাহ্ খন্দকার। তিনি একজন উঁচুমানের আলেম এবং তছওওফ সাধনায় সিদ্ধ সূফি ছিলেন। খ্রিস্টীয় সতেরো শতকের শেষভাগে তিনি গৌড় থেকে হিজরত করে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার চুনতি গ্রামে পদার্পন করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। বসবাসের সুবিধার জন্য তিনি জঙ্গলাকীর্ণ চুনতির উত্তর পার্শ্বস্থ ছোট ছোট টিলার সমন্বয়ে একটি পল্লীর পত্তন করেন। তথায় একটি মকতব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদানে আত্মনিয়োগ করেন।

সূফি নসরুতুল্লাহ্ খোন্দকার "বড় মীরজী" নামে পরিচিত। তার পুত্র হযরত শাহ শরীফ মিরজী ছোট মিরজী নামে পরিচিত। তারা মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয়দের মাঝে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের আলো ছড়াতে থাকেন। তাঁরা উভয়েই শীর্ষ আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে জনগনের ঈমান মজবুত করতে থাকেন ও চরিত্র উন্নত করে মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এই বংশের

* চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র। ব্যাংকার।
বর্তমানে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড সিডিএ এভিনিউ ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় ম্যানেজার অপারেশন পদে কর্মরত।

লোকেরা সমসাময়িক অন্যান্য বংশ ও পরিবারের চেয়ে এখনো মাদ্‌রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের ঐতিহ্য লালন করে চলেছেন।

সিকদার পরিবার ঃ বড় মীরজী ও ছোট মীরজীর পরিবারের সমসাময়িক অথবা উত্তরসূরী চুনতির বাসিন্দা দ্বিতীয় পরিবার হল সিকদার পরিবার। এরা সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের সমকালীন দোহাজারীর মনসবদার পাঠান বংশীয় ফজল আলী খানের (১৬৬৬ খৃঃ) কার্যকারক ছিলেন। তখনকার সময় কমিশন ভিত্তিক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। 'কমিশন ভিত্তিক খাজনা আদায়কারীদের লোকে সিকদার নামে অভিহিত করত এবং তাদের সম্মানের চোখে দেখা হত কেননা এটা নিছক চাকুরী ছিল না বরং ছিল স্বাধীন পেশা। মনসবদারী সেরেস্তার প্রভাবশালী সিকদারেরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হত। সিকদারগণ স্থানীয় কৃষকদেরকে জমি লাগিয়ত করে বাৎসরিক খাজনা উসুল করে তা থেকে এক চতুর্থাংশ নিজ প্রাপ্য কর্তন করে বাকী তিন চতুর্থাংশ মনসবদারের হাওলা করে দিত। তদুপরি নিয়মিত প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে গ্রামে গঞ্জে কলহ বিবাদ নিষ্পত্তি, উত্তেজনা প্রশমন ও অরাজকতা প্রতিরোধ করার ভারও সিকদারদের উপর ন্যস্ত ছিল। চুনতি গ্রামের মর্যাদাবান সিকদার ছিলেন মুহাম্মদ গনি সিকদার। তিনি শিক্ষার প্রসার ও সভ্যতা বিস্তারের দিকে মনোযোগী হন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চুনতি গ্রামের শিক্ষা দীক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়। তার বংশে পরবর্তীতে স্বনামধন্য শুকুর আলী মুনসেফ ও আবদুল আলী দরবেশ সাহেবানের জন্ম হয়।

মুহাম্মদ গণি সিকদারের ভাই কালা সিকদার ও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বংশে পরবর্তীতে খান বাহাদুর মৌলানা মুহাম্মদ হাসান সাহেবের জন্ম হয়। তিনি খ্যাতিমান আরবির অধ্যাপক ছিলেন এবং কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপ্যাল রস সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের বৃটিশ আমলের অধ্যাপক ছিলেন। এ পরিবারের এক কৃতি সন্তান মৌলানা নূরুল হোছাইন। তিনি দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল ও কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে টাইটেলে সারা বাংলাদেশ ও আসাম হতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন এবং আলীয়া মাদ্‌রাসায় উন্নীত হবার পর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা মাদ্‌রাসায় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মৌলানা নজির আহমদ সাহেবের নির্দেশে চট্টগ্রাম দারুল উলুমে আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানেই তিনি চট্টগ্রামের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে পড়াবার সুযোগ পান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- কুতুবুল আকতাব হযরত মৌলানা শাহ মীর আখতার সাহেব, হযরত মৌলানা শাহ হাফেজ আহমদ (চুনতির শাহ সাহেব), হযরত মৌলানা শাহ আবদুল মালেক (কুতুবদিয়ার শাহ সাহেব) হযরত মৌলানা মাহমুদুল হক, মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের, মৌলানা শাহ হাবিব আহমদ (পীর সাহেব চুনতি) মৌলানা ইয়াহিয়া (খতীব চুনতি জামে মসজিদ)।

চুনতিতে হাদী সিকদার এবং বশির আহমদ সিকদার প্রকাশ পতন সিকদার ও এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের বংশধরগণ কালক্রমে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। পতন সিকদারের দু'ছেলে ১. আবদুল ওয়াদুদ সিকদার ২. সোলতান আহমদ সিকদার। আবদুল ওয়াদুদ সিকদার চুনতি মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি ছিলেন এবং সোলতান আহমদ সিকদার চুনতি মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমানে নিয়মিত প্রশাসনের যুগেও (স্থানীয় সরকার) বৃহত্তর চুনতি সমাজের প্রধানের পদ দীর্ঘসময় ধরে সিকদার পরিবারের হাতেই ছিল।

কাজী পরিবার ঃ চুনতির তৃতীয় প্রাচীন গোষ্ঠিটি হল কাজী পরিবার। এই পরিবার চুনতিতে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এসে বসবাস শুরু করেন। কাজী পরিবারের পূর্ব পুরুষরা কে কিভাবে চুনতিতে আসেন তা জানা না গেলেও চুনতির সামাজিকতায় তাদের পদচারণা উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারের সদস্যগণ চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। এই পরিবারের মরহুম কাজী আবদুল খালেক এর সুসন্তান জনাব এ ডি এম আবদুল বাসেত বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে আসীন রয়েছেন।

সম্ভবত এই তিন পরিবারই মোঘল যুগের শেষের দিকে সতের শতকের শেষার্ধে চুনতি গ্রামে বসবাস করতে আরম্ভ করে অন্যদিকে চতুর্থ পরিবার গোষ্ঠী সিদ্দিকী বংশ ছয়-সাত দশক পরে সম্ভবত বৃটিশদের আগমনের পনেরো-বিশ বৎসর পূর্বে চুনতিতে এসে এদের সাথে মিলিত হয়। পূর্ববর্তী তিন পরিবার ছিল মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পক্ষের মানুষ আর চতুর্থ পরিবার সিদ্দিকী পরিবার ছিল বিপক্ষে অবস্থানকারী বাংলার বিখ্যাত সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার অনুসারীর বংশধর।

সিদ্দিকী পরিবার ঃ সিদ্দিকী পরিবারের প্রাণপুরুষ গাজীয়ে বালাকোট মৌলানা আবদুল হাকিম খান সিদ্দিকী (র.) ও তার ছোট ভাই মৌলভী নাসিরুদ্দীন খান সিদ্দিকীর বংশধরগণই বৃহত্তর সিদ্দিকী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আলোচনার সুবিধার্থে মাওলানা আব্দুল হাকিম খান সিদ্দিকী (র.) বংশধরদের সিদ্দিকী পরিবার এবং তাঁর অনুজ মৌলভী নাসির উদ্দীন খান এর বংশধরদের ডেপুটি পরিবার হিসেবে বর্ণনা করা হল ঃ

হযরত মৌলানা আবদুল হাকিম খান সিদ্দিকী (র.) একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি বড় মৌলভী নামে খ্যাতি লাভ করেন। তার নামানুসারে তার বংশীয়দের আবাসিক এলাকা বড় মৌলভী সাহেবের পাড়া নামে খ্যাত। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা ও আল্লাহর রসূলের (স.) সর্বক্ষণের সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর বংশধর। তাই এই বংশের নাম সিদ্দিকী বংশ।

হযরত মৌলানা আবদুল হাকীম খান সিদ্দিকী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) এর পরিবারের ৩৯ তম পুরুষ। এই বংশের ১ থেকে ৮ তম পুরুষ আরবে ৯ম-২৬ তম পুরুষ আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে ২৭-২৮ তম পুরুষ ভারতের পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে, ২৯ তম পুরুষ সৈয়দ হোসেন শাহের বাদশাহী আমলে বাংলার রাজধানী গৌড়ে আসেন এবং তথায় ৩৪ তম পুরুষ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৩৪ তম পুরুষ সুবা বাংলার প্রশাসনে যুক্ত হয়ে শাহ সুজার সুবাদারী আমলে প্রথমে রাজমহলে পরবর্তীতে শাহ্ সুজার সাথে পলায়ন করে চট্টগ্রামের বাঁশখালী অঞ্চলের বাণীগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সুলতানী ও মোঘল আমলে প্রশাসনিক পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের জন্য খান উপাধি প্রাপ্ত হয়ে বংশ পরম্পরায় নামের শেষে লিখার অনুমতি পান। আরো লক্ষ্যণীয় যে এ বংশের প্রধান পুরুষদের নাম ও পদবী দৃষ্টে মনে হয় তাঁরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষকতা (শেখ) তাছাওওফ বা আধ্যাত্মিক সাধনা (শাহ) ও প্রশাসনিক কর্মে (ছদরুল মুহীম, কাজী, শরীফ, খানে মজলিস) ইত্যাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। তদুপরি, প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁদের প্রথম দুই পুরুষ ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক সাধক ও সম্মুখ কাতারের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং তৃতীয় পুরুষ জ্ঞান গরিমায় তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিলেন। এই তিন মহান ব্যাক্তিত্ব এ বংশধারার জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, আচার আচরণ ও জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

হযরত মৌলানা আবদুল হাকিম খান সিদ্দিকী (রা.) বাংলার প্রত্যন্ত জনপদ চট্টগ্রামের চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তদীয় পিতা মৌলভী আবদুর রহমানের পরিচিতি সূত্রে 'হুগলি বিহার' অঞ্চলে এবং কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পান।

হযরত মৌলানা আবদুল হাকিম খান সিদ্দিকী (র.) প্রপিতার পিতা শাহ্ আব্বাস (৩৬তম পুরুষ) এক শিশুপুত্র শেখ আবদুল্লাহ্ খান সিদ্দিকীকে গৃহে রেখে হজ্বে গমন করেন। তৎকালে হজ্বের সফর বিশেষ কষ্টকর ও বিপদজনক ছিল। পথে মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি চুনতি গ্রামের মিরজী পাড়া নিবাসী তার বন্ধু নছরতুল্লাহ্ খোন্দকারকে অনুরোধ করে যান তিনি ফিরে আসতে না পারলে তিনি যেন তার শিশুপুত্রকে চুনতিতে এনে শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন। আশংকাকে সত্যে পরিণত করে শাহ আব্বাস পাটনায় ইন্তেকাল করেন। এদিকে সূফি নছরুতুল্লাহ খোন্দকারও ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার সুযোগ্য পুত্র সুফী শাহ শরীফ মীরজী শাহ আব্বাসের অনুরোধ মোতাবেক বাঁশখালীর বাণীগ্রাম থেকে শেখ আবদুল্লাহ্‌কে চুনতি নিয়ে আসেন এবং শিক্ষা দীক্ষায় কৃতবিদ্যা হলে নিজ পরিবারের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। তাতে সিদ্দিকী বংশের শেখ আবদুল্লাহ্ খান সিদ্দিকীর আবাসস্থল চুনতিতে স্থানান্তরিত হয়। চুনতি মীরজীর মসজিদের পাহাড়ের দক্ষিণ

পশ্চিম ঢালুতে তার কবর আছে।

শেখ আবদুল্লাহ (৩৭ তম পুরুষ) দুই পুত্র ১. ক্বারী আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ মুকীম। ১ম পুত্র আবদুর রহমানের ৭ জন ছেলের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল হাকীম ছিদ্দিকী এবং মৌলভী নাসিরুদ্দীন খান সিদ্দিকী বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত মৌলানা আবদুল হাকীম সিদ্দিকী কলিকাতায় গিয়ে আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ সমাপন করেন এবং হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং বিশেষ কমালিয়ত হাসিল করেন। তিনি সৈয়দ ছাহেবের মুরিদ হন এবং তাঁর খেলাফত লাভ করেন। তিনি সৈয়দ সাহেবের জিহাদ আন্দোলনে শরীক হন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে 'সাইদুর' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও আহত হয়েছিলেন। তিনি বালাকোটের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সূফি নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহ.) এবং মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি শুকুর আলী মুন্সেফ সাহেবের বড় বোনকে বিয়ে করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ২য় দশকে তিনি কলিকাতা কেন্দ্রীক পেশাগত কার্যক্রমে তৎপর ছিলেন বলে জানা যায়। পাঠনা বিহার অঞ্চলে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও উত্তর ভারতে তদীয় শেখ বেরেলভী (র.) এবং শাহ ইসমাঈল (র.) মিলিত কার্যক্রম ত্বরীকত, বিদ্যাচর্চা, বিদায়াত বিরোধী তৎপরতা এবং সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্থানমুখী সশস্ত্র সংগ্রাম সমূহে তাঁর অব্যাহত সম্পৃক্ততা ও অভিনিষ্ঠতা সবিশেষ এক প্রণিধানযোগ্য বিষয়। মৌলানা আবুল হাসান আলী নদভীর রচনায় তিনি সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সহ একাধিক সমরাঙ্গনের দিকদর্শন মূলক নিত্য নতুন বিধি নিষেধ সমূহ যথাসময়ে পৌঁছানোর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়কালীন পরিসরে তিনি সময় ও সুযোগে দরস, তদরীস, তবলীগ ও এরশাদমূলক তৎপরতায় লিপ্ত থাকেন বলে ঐতিহাসিকদের ভাষ্যে বিধৃত হয়। মৌলানা আবদুল হাকীম সাহেবকে নিঃসন্দেহে একজন কীর্তিমান পুরুষ বলা যায়। তিনি তাঁর পরিবার ও আত্মীয় স্বজন এমনকি সংশ্লিষ্ট অসংখ্য উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। বিদ্যাবুদ্ধি "ইরফানী ফয়েজ" বৈষয়িক প্রবৃদ্ধি মান মর্যাদার উন্নয়ন তথা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় ফলাফল লাভের জন্য জনগণ নন্দিত ত্রাণকর্তা স্বরূপ তিনি খ্যাত ছিলেন।

মৌলানা আবদুল হাকিম সাহেবের ৮ পুত্র যথাক্রমে- ১. ওয়াজীহউল্লাহ্ ২. হামীদুল্লাহ্ ৩. মাহমুদুল্লাহ ৪. রফআতউল্লাহ ৫. ওবায়দুল্লাহ ৬. আবদুল হাই ৭. মুহাম্মদ ইসমাঈল ৮. মুহাম্মদ ইয়াকুব ও ৩ মেয়ে ছিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র খান বাহাদুর ওয়াজিউল্লাহ সামী হিন্দুস্থানে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে বিচার বিভাগে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে ভারতীয়দের জন্য সর্বোচ্চ পদ সাব জজ ও ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদে উন্নীত হন। তিনি খান বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। তিনি ফার্সী ভাষার কবি ছিলেন। তার কবি নামে ছিল 'সামী'। তার দুইপুত্র যথাক্রমে- আহমদ কবির খাঁন সিদ্দিকী ও ফৌজুল কবীর খাঁন সিদ্দিকী। ফৌজুল কবীর খাঁন সিদ্দিকী জমিদার, ফার্সি ও উর্দু ভাষার কবি, রাজনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তার ৫ পুত্র যথাক্রমে- ১. নূরুল কবির খাঁন সিদ্দিকী (খাদ্য পরিদর্শক) ২. বদরুল কবীর খান সিদ্দিকী (সাব রেজিস্ট্রার ও বিশিষ্ট কাওয়াল ছিলেন ৩. ছদরুল কবীর খান সিদ্দিকী ৪. নসরুল কবীর খাঁন সিদ্দিকী (ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের আর্মি সদস্য ছিলেন) ৫. মলিহুল কবীর খাঁন সিদ্দিকী (বিশিষ্ট আলেম ছিলেন)। ফৌজুল কবীর খাঁন সিদ্দিকীর নাতি জনাব শফিকুল আজীম খান ছিদ্দিকী প্রশাসন সার্ভিস ক্যাডারে যোগ দিয়ে ষ্টাফ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অতিরিক্ত সি, এম, এম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মেম্বার ফাইন্যান্স, বিভিন্ন জেলায় এ ডি এম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে উপসচিব পদমর্যাদায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তার পেশাগত জীবনে সততার ও কর্মনিষ্ঠতার এক নজীর স্থাপন করেন। তাঁর অপর নাতি বিশিষ্ট আলেম, শিক্ষক,

ক্বারী ও নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব ফৌজুল আজীম খান সিদ্দিকী।

ওয়াজীহউল্লাহ সাহেবের ছেলে আহমদ কবির খাঁন এর কন্যা কমর নিগারা বেগমের সাথে সাতকানিয়া নিবাসী জনাব আব্দুস সোবহানের সাথে বিয়ে হয়। আব্দুস সোবহান সাহেব ব্রিটিশ আমলে মিয়ানমারে ব্যবসায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে চুনতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। চুনতি মাদ্‌রাসার হোস্টেল নির্মাণে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর বড় ছেলে জনাব ইসলাম খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্তমানে তিনি চুনতি বড় সমাজ ও চুনতি হাকিমিয়া এতিমখানার সভাপতি পদে আসীন আছেন। তাঁর অপর পুত্র জনাব মৌলানা মুসলিম খান চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে কোন গঠনমূলক ও কল্যাণমুখী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ ৫০ বছরব্যাপী মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে সততা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা আবদুল হাকিম খাঁন সিদ্দিকী ৫ম পুত্র মাওলানা ওবায়দুল্লাহ পিতার খলিফা ও পীর ছিলেন। হজ্ব সম্পাদন করেন। তার পুত্র মাওলানা আবদুল গণী চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। মাওলানা আবদুল হামীদ বাগদাদীর খলিফা ছিলেন, সুলেখক ছিলেন। তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার ১ম সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এ পরিবারের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ মাওলানা গোলাম মোস্তফা ও তার পুত্র মৌলানা মাহফুজুর রহমান (মুহাদ্দিস) সাহেব, হাজী শামসুল হুদা খান সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্র কমরুল হুদা খান সিদ্দিকী, মাওলানা আসগর হোসাইন সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্র মৌলানা আতহার হোসাইন সিদ্দিকী ও মৌলানা আজহার হোসাইন সিদ্দিকী, বদরুল হুদা খাঁন সিদ্দিকী, মাওলানা ইহসান আলী, মৌলানা রুহুল্লাহ্ সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্র আমানুল্লাহ্ সিদ্দিকী (থানা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন), মৌলানা বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী ও তার পুত্র মৌলানা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী ও মৌলানা মুইজউদ্দীন সিদ্দিকী (আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীনের প্রথম সভাপতি) মৌলানা আবদুস সবুর ছিদ্দিকী (বিশিষ্ট হাকিম), মৌলানা আবদুন নূর সিদ্দিকী, মুহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী (চুনতি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) তৎপুত্র মহিউদ্দীন সিদ্দিকী (ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন), মওলানা আব্বাস সিদ্দিকী ও তৎপুত্র জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী ও সিরাজুল আরেফীন ছিদ্দিকী প্রমুখ।

ডেপুটি পরিবার ঃ হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খাঁন সিদ্দিকীর অনুজ হযরত নাসিরুদ্দীন খান সিদ্দিকী বৃটিশ আমলে ডেপুটি কালেক্টরের পদ গ্রহণ করায় তাঁর আবাসিক এলাকা ডেপুটি পাড়া ও তার বংশধরগণ ডেপুটি পরিবার নামে খ্যাত।

হজ্বে গমনের উদ্দেশ্যে তিনি ডেপুটির পদে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে তিনি চকরিয়ার দারোগার পদ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে দারোগাকে বহুলাংশে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ সম্পাদন করতে হত।

তিনি মহানুভব দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি শিল্প সাহিত্যের ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৌলভী নাসিরুদ্দীন ডেপুটি পরিবারে অসংখ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, হাকিম, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, উচ্চ পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসার রয়েছেন। সেই বৃটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি এ পরিবারের বংশধরেরা তাদের এই কৃতিত্বের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন।

তার ছেলে ফৈয়জুল্লাহ খানও সাব ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তিনি প্রথিতযশা জমিদারও ছিলেন। চুনতির প্রসিদ্ধ শুকুর আলী মুন্সেফ সাহেবের কন্যা মনিরুন্নেছা বেগমকে বিয়ে করেন। এ ছাড়া নাসিরুদ্দীন সাহেবের দুই পৌত্র যথাক্রমে মুস্তাফিজুর রহমান খান ও কবির উদ্দীন আহমদ খান ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

এ পরিবারের অনেক সদস্য চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, শিক্ষকতা, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদিতে বিশেষ অবদান রাখেন। তন্মধ্যে মৌলানা ফৈয়াজুর রহমান খান মাদ্‌রাসার পুনঃ প্রতিষ্ঠা লগ্নের একজন উদ্যোক্তা এবং দীর্ঘদিন ধরে মাদ্‌রাসার সেক্রেটারির কাজ আঞ্জাম দেন। তাছাড়া মৌলভী তাহের আহমদ খান, জনাব ইউনুস মিয়া খান, মরহুম মোস্তাফিজুর রহমান ডেপুটির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

Chunati.com Pioneer in village based website

সর্বোপরি আজ যে স্থানে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা বিগত দুই শতাব্দীর চড়াই উতরাই ঝাড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গা দান করেন এ পরিবারের সুসন্তান জনাব এস্তেফাজুর রহমান খান। উল্লেখ্য এ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে চুনতি গ্রামে রয়ে গিয়ে অদ্যাবধি চুনতি মাদ্‌রাসা, চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়, চুনতি মহিলা কলেজ সর্বোপরি ১৯ দিন ব্যাপী মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) এর খেদমত করে চলছেন জনাব কবির উদ্দীন আহমদ খানের সুসন্তান জনাব আমিন আহমদ খান (প্রকাশ জুনু মিয়া)।

শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার ঃ শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার মূলত সিকদার বংশীয় পরিবার। বসবাসের সুবিধার জন্য মূল সিকদার পাড়া থেকে সামান্য উত্তরে গিয়ে শুকুর আলী মুন্সেফ সাহেব বসবাস শুরু করলে তার পাড়া মুন্সেফ পাড়া ও তার বংশধরগণ মুন্সেফ সাহেবের বংশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বংশীয়গণও শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সচিব আহমদ ফরিদ (সি.এস.পি) ও বর্তমান এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের ডাইরেক্টর জেনারেল ড. সুলতান হাফিজ রহমান, ক্যাপ্টেন আহমদ ফজলুর রহমান (বাংলাদেশ বিমানের জ্যেষ্ঠ বৈমানিক) এ পরিবারের অন্যতম কৃতী সন্তান। এ পরিবারের অপর কৃতী শিক্ষাবিদ মরহুম মস্তাসিরুল ইসলাম ১৯৩৭ সালে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার ১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন ও তথায় শিক্ষকতাও করেন।

মুনশী পরিবার ঃ মুন্সেফ পরিবারের ন্যায় মুনশী পরিবারও মূল সিকদার বংশের একটি শাখা। এই বংশীয়গণও জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিকতায় খ্যাতি সম্পন্ন। মরহুম হযরত মাওলানা ফজলুল হক বিখ্যাত বুজুর্গ ও পীর ছিলেন। এই পরিবারের আদি পুরুষ হলেন ইব্রাহীম খোন্দকার তাঁর পৌত্র মুন্সী খাইরুল্লাহ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) মেয়ের জামাতা।

এ পরিবারের অন্যান্য সু-সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাকিম মাওলানা তফজজলুর রহমান ও তৎপুত্র হাকিম মৌলানা ইয়াহইয়া পিতা-পুত্র উভয়েই সুদীর্ঘকাল প্রায় এক শতক কাছাকাছি চুনতি শাহী জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র কা'বুল আখবার এবং হযরত মাওলানা জিয়াউল হক (রহ.) ও তৎপুত্র মাস্টার জাকারিয়া মোহাম্মদ নুর ও বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভূগোলবিদ মাস্টার আবু জাফর মোহাম্মদ সিদ্দিক, মৌলানা মফজলুর রহমান, আফজলুর রহমান, তফছিরউদ্দিন আহমদ, মোফাচ্ছের উদ্দিন আহমদ, মাস্টার এনামুল হক ও একরামুল হক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউসুফ মৌলভী পরিবার ঃ হযরত মৌলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) একজন বিখ্যাত আলেম ও উঁচুমানের দরবেশ ছিলেন। এই বংশের লোকেরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) বংশধর। হযরত মৌলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) আকিয়াবের বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের ঘর এলাকার মানুষ ও দূরদূরান্ত হতে আগত মানুষের মেহমানদারীর জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল। মৌলানা ইউসুফ সাহেব ১৯০৭ সালে পবিত্র হজ্ব পালনার্থে মক্কা মোকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে হজ্ব সমাপন করত তথায় ইন্তেকাল করেন।

চুনতির এই পরিবার হচ্ছে অসংখ্য বুজুর্গ, আলেম, পীর মাশায়েখদের আঁধার। চুনতির প্রসিদ্ধ বুজুর্গ, মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরাতুন্নবী (স.) হযরত শাহ্ মৌলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতি এই বংশের একজন কৃতি সন্তান। তিনি হচ্ছেন মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর দৌহিত্র। তার পিতার নাম হযরত মৌলানা সৈয়দ আহমদ (র.)। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বাল্যকালে স্বীয় পিতার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও যোগ্য অগ্রজগণের আদর যত্নে বেড়ে উঠেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামস্থ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে আলিম ও কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। ফাজিল পাশ করার পর দরসে হাদীস (টাইটেল) আরম্ভ করার নিয়তে রয়ে যান। তথায় হযরত শাহ্

সাহেব (র.) এর আব্বাজানের অনুরোধে চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল মৌলানা মুহাম্মদ নূরুল হোসাইন (র.) হযরত শাহ সাহেবের মুরুব্বীয়ানা ও দেখাশুনা করতেন। কিন্তু কঠিন অসুস্থতার কারণে টাইটেল জামাতের আর পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আপন চাচাতো বোন হযরত মাওলানা বশির আহমদ এর কন্যা মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মৌলানা আবদুল হাকীম খান সিদ্দিকী পরিবারের মৌলানা আবদুন নূর সিদ্দিকীর কন্যা মোছাম্মৎ জয়নব বেগমকে বিয়ে করেন।

হযরত শাহ সাহেব (র.) ছিলেন একজন ফানাফিল্লাহ ও ফানা ফিররসূল (স.) যুগশ্রেষ্ঠ ওলী। তিনি ১৯৭২ সালে চুনতিতে প্রবর্তন করেন "মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)। ১ দিন থেকে শুরু করে বর্তমানে ১৯ দিন ব্যাপী এই মাহফিল চলে আসছে যা তাঁর সবচেয়ে বড় কারামত। নবী পাকের এই জীবন পর্যালোচনাকে ঘিরে অনুষ্ঠিত ও আয়োজিত পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) এর রূপরেখা একুশ শতকের এক মহাবিস্ময় বললে অত্যুক্তি হবে না।

হযরত শাহ সাহেব (র.) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৭০ সালে কামিল হাদিস বিভাগের উদ্বোধন হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে কয়েক বৎসর বন্ধ থাকার পর পুনরায় হযরত শাহ সাহেব (র.) এর উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে কামিল বিভাগ চালু হয় তবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই থেকে। আর মঞ্জুরি লাভ করে ১৯৭৮ সালে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ.) ১৫/০২/৭৭ সাল হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

এ পরিবারের আরেক কৃতী সন্তান মৌলানা শফিক আহমদ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মৌলানা বশির আহমদ চুনতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। মাওলানা শফিক আহমদ চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল ও উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে "ফাজিলে দেওবন্দ" লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার মুহতামিম ও সুপারিনটেন্ডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ সনের ৯ সেপ্টেম্বর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত তিনি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

বিখ্যাত আলেম, বুজুর্গ ও পীর ও শিক্ষাবিদ হযরত মৌলানা নজির আহমদ সাহেব হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি ও নাত জামাই।

শাহ মাওলানা নজীর আহমদ (র.) শৈশবেই তার পিতাকে হারান। ফলে মাতুতালয়ে এতীম অবস্থায় লালিত পালিত হন। মৌলানা নজির আহমদ (র.) মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাশ করার পর তার মায়ের ইচ্ছায় লেখাপড়ার যবনিকাপাত করত: প্রথমে মুহসেনিয়া ও পরবর্তীতে দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

মৌলানা নজীর আহমদ (র.) শুধু জ্ঞানের জগতে নয় বরং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে ও তিনি উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি শায়খুত তরীকত হযরত শাহ সাইয়েদ হাফেজ হাসান আলভী আজমগড়ী (রহ.) খলিফা ছিলেন। তার সুযোগ্য পুত্র হচ্ছেন আল্লামা শাহসূফী হাবিব আহমদ। তিনি একজন ধর্মপ্রবণ, অমায়িক ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি চুনতির পীর সাহেব নামে পরিচিত। মাওলানা হাবীব আহমদ (রহ.) ছিলেন মুজাদ্দেদীয়া ত্বরীকার পাক ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট শায়খ হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী (রহ.) খলিফা।

মৌলানা হাবীব আহমদ (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তিনি চট্টগ্রামস্থ দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ও পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন।

মৌলানা নজির আহমদ সাহেবের মেয়ে জয়নাব বেগমকে বিয়ে করে সেই সূত্রে চুনতিতে বসবাস শুরু করেন বিশিষ্ট আলেম মৌলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাযের। তার বাড়ি সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের বাড়ি ও তার পরিবার সুপারিনটেন্ডেন্ট পরিবার নামে পরিচিত। তার সন্তানদের মধ্যে ৩ জন ডক্টর ও একজন ডাক্তার ও দুজন মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল। তৎমধ্যে মৌলানা আবু নছর মোহাম্মদ আতীক চুনতির হাকিমিয়া মাদ্‌রাসায় বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল। তার বড় সন্তান ড. আবু বকর রফীক আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের উপ-উপাচার্য। তিনি ১৯৭৬ সালে প্রায় এক বৎসর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন এবং তৎপরবর্তী প্রায় এক দশক চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

দারোগা পরিবার ঃ মরহুম আসগর আলী তহশিলদার এর পরিবার দারোগা পরিবার নামে পরিচিত। তাঁর ৫ ছেলে যথাক্রমে- মৌলানা আবদুল বারী, আজম উল্লাহ্ (দারোগা) ফয়েজ আহমদ (দারোগা) এবং মৌলানা মোহাম্মদ দানেশ, কবির উদ্দীন। আজম উল্লাহ দারোগা সাহেবের প্রথম সন্তান প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী রশিদ আহমদ চৌধুরী প্রকাশ বুলবুল চৌধুরী। উনার ১ম কন্যার স্বামী ডাঃ আলতাফউদ্দীন আহমদ চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ২য় মেয়ের স্বামী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশনের প্রধান ছিলেন। ৩য় মেয়ের ১ম স্বামী ডঃ শফিক আহমদ খান বাংলাদেশ বনবিভাগের চীফ কনজারভেটর। আসগর আলীর ৪র্থ পুত্র মৌলানা মুহাম্মদ দানেশ। তিনি চট্টগ্রাম মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল পাশ করেন। তিনি আজীবন মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতির পদ সহ আজীবন সদস্য ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ১ম পুত্র মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ (চুনতি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান) আমৃত্যু মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে খেদমত করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই মৌলানা ওবাইদুল্লাহ চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ও পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং ১৯৯৬ হতে তিন টার্ম পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারির দায়িত্ব আনজাম দেন। পেশাগত জীবনে তিনি চট্টগ্রাম ওয়াসার চীফ রেভিনিউ অফিসার ছিলেন।

মাওলানা শাহ আতাউল্লা হুছাইনী (র.) প্রকাশ বুড়া মৌলভী সাহেব পরিবার ঃ মাওলানা শাহ্ আতাউল্লাহ হুছাইনী (র.) সৈয়দ লাল শাহের পৌত্র মাওলানা রহমতুল্লাহর পুত্র ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল দিল্লিতে। তিনি দিল্লি হতে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চুনতির সাতগড় নামক স্থানে তিনি তশরীফ এনেছিলেন। জাহেরি এলেমে তিনি বড়ই পরিপক্ক ছিলেন। আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে ইলমে লাদুনী দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত এবং মারফতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি সব সময় আল্লাহর জিকিরে ডুবে থাকতেন। তিনি সূফি নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১২১৮ হিজরি ২২ শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। সাতগড় গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত।

চুনতির ঐতিহ্যবাহী পরিবারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে-শাদির মাধ্যমে প্রবন্ধে উল্লেখিত বংশ বা পরিবারগুলোর মধ্যে প্রোথিত হয়েছে এক সুদৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন। জন্ম হয়েছে এক নতুন প্রজন্মের। সেই ধারা এখনো অব্যাহত। যার ফলে পুরো চুনতির বাসিন্দাদের মনে হয় যেন একটি বিশাল পরিবার। এই বিশাল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী বা বংশগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতার মিথষ্ক্রিয়ায় যে ঐতিহ্য চুনতি ধারণ করে চলেছে তাকে চুনতীয় সভ্যতা বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস- ড. মুঈনউদ্দীন আহমদ খান।

২. হযরত শাহ্ হাফেজ আহমদ (রঃ) এর জীবনী গ্রন্থ- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী।

৩. মুযাক্কিরা- মুযাক্কিরা প্রকাশনা কমিটি।

৪. আনজুমন স্মরণিকা ৮৫, ৯৬, ৯৭

৫. অনুপ্রাস : চুনতি সমিতি, ঢাকা।

Chunati.com

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন*

আমাদের অর্থোপার্জন একটি পর্যালোচনা

'ইসলাম' মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য 'ইসলাম' মহান আল্লাহর বড় নিয়ামত। ইসলাম সার্বজনীন, সর্বকালীন বিধান। চির আধুনিক একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সার্বিক সাফল্য ও কল্যাণপূর্ণ এবং সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত সমাজ উপহার দিতে পারে কেবল অবিকৃত দ্বীন 'আল ইসলাম'। ইবাদতের পাশাপাশি ইসলাম "মুয়ামালাত" তথা-পারস্পরিক লেনদেন এরও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণকর রূপ উপহার দিয়েছে মানব জাতিকে। সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারাম এর আহকাম । সে মুয়ামালাত এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সকল প্রকার অবৈধ উপার্জনের সম্পর্ক থেকে আত্মরক্ষা করে আমৃত্যু হালাল উপার্জনের উপর অবিচল থাকা একটি কঠিন ও দুর্লভ চরিত্র। দ্বীন-দার ও পরহেজগার দাবীদার এর সংখ্যা অনেক, তবে কেবল হালাল খাবার পেটে দিয়ে ইবাদতকারী তথা প্রকৃত মুসলমান এর সংখ্যা বড় নগন্য। অধুনা সমাজে সৎ ও পরহেজগার হবার সবচে বড় মাপকাঠি অবৈধ অর্থ থেকে দূরে থাকা। কেননা, বর্তমান মুসলিম সমাজে অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জনের প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। বাহ্যতঃ বড়দানবীর-সমাজসেবক, অথচ সম্পদ উপার্জন করে অবৈধ বা হারাম পন্থায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা 'ইসলাম' মানবে; কিন্তু হালাল-হারামের সীমারেখা মানবে না (?) 'মুর্খতা' বেড়ে যাওয়া যে কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি, তা বেশি কার্যকর হচ্ছে হারাম অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে। উপদেশ বিতরণকারী আলিম ও খতীবগণ বক্তব্যে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের উপার্জনের পথটি নিষ্কলংক রাখতে চান, তা হলো উপার্জনে হালাল-হারাম এর বিধান। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিণাম এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিম্নে সামান্য আলোকপাত করা হল।

ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم، واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون.

(ক) মৌলিক ইবাদত ছাড়াও কর্মজীবনের প্রতিটি মুহুর্তে রয়েছে মহান আল্লাহর ইবাদত কিংবা নাফরমানীর সম্পর্ক। প্রতি মুহুর্তেই মহান আল্লাহর ইবাদত তথা আনুগত্য করার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই জীবন ধারণের লক্ষ্যে হালাল উপার্জনের প্রচেষ্টা চালানোও ফরজ ইবাদত সমূহের অন্যতম। নামাজের মত পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ হালাল খাবার গ্রহণেরও আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ياايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.

"ওহে ঈমানদার লোকেরা, আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর, যদি তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করে থাক।" (বাকারা ঃ ১৭২)
মহান আল্লাহ আরো বলেন,

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা জমিনের হালাল-পবিত্র বস্তু খাও, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (বাকারা-১৬৮)।

এ প্রসঙ্গে হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন,

يايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.

"হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা নির্ধারিত ফরজের (ইবাদত) পর আরেকটি ফরজ আমল। [বায়হাকী']।" প্রত্যেক নবীকেও মহান আল্লাহ্ হালাল খাবার গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। অনেক পয়গম্বর (আ.) কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন। কোন আল্লাহর ওলী হারাম খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। হালালের উপর অবিচল থাকাই প্রকৃত ঈমান ও বুজুর্গীর পরিচায়ক।

(খ) অবৈধভাবে সম্পদ আহরণে আল্লাহ্ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি বলেন,

لان يجعل احدكم فى فيه ترابا خير من ان يجعل فى فيه حراما.

"হে মুমিনগন, তোমরা একে অপরে সম্পদ অবৈধ পন্থায় খেয়ো না।" (নিসা-২৯)

হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন,

ان اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع ان لا يأكل الا طيبا فليفعل.

"মানুষের শরীরের অঙ্গ সমূহের মধ্যে পেট সর্বপ্রথম বিনষ্ট হয়। অতএব যার সাধ্য আছে যে, সে হালাল ছাড়া কিছুই খাবে না, তাহলে তার তাই করা উচিত (সহীহ্ বুখারী)।"

(গ) হারাম পন্থায় উপার্জনকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে, সে উপার্জন দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলে মন পরিচ্ছন্ন থাকে না। শরীরও পবিত্র থাকে না। তাইতো মহান আল্লাহ বলেছেন,

كلوا من الطيبات واعملوا صالحا "তোমরা হালাল-পবিত্র বস্তু খাও, আর সৎকর্ম কর।" হযরত মহানবী (স.) বলেছেন, ان الله طيب لايقبل الا طيبا "আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রবস্তু ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। (মুসলিম)।" হযরত মহানবী (স.) একটি হালাল খাবারে গুরুত্বারোপ করার পর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলেন যে, একদা এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করার পর উশ-খুশ চুল ও ধুলিযুক্ত শরীর নিয়ে দু'হাত উপরের দিকে তুলে হে প্রভু হে প্রভু বলে ডাকতে লাগল, অথচ

مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانى يستجاب لذالك.

"তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় পোষাক হারাম, বেড়ে উঠেছে হারাম, কিভাবে তার দোয়া (ফরিয়াদ) কবুল হবে (মুসলিম)?" রাসুল করীম (সাঃ) হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

لايدخل الجنة جسد غذى بالحرام.

"ঐ শরীর বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যা অবৈধ খাবার খেয়ে বেড়ে উঠে (বায়হাকী)।"

অবৈধ উপার্জনের কাপড় পরিধান করে নামায পড়লেও তা আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন,

من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفى ثمنة درهم حرام لم يقبل الله له صلوة مادام عليه.

" যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করে, অথচ ঐ মুল্যে একটি মাত্র দেরহাম অবৈধ, তাহলে যতদিন ঐ কাপড় পরিধান করবে, ততদিন মহান আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না।" (আহমদ)

হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও কবুল হবে না এবং সওয়াবও পাওয়া যাবে না। জনাব রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له اجر فيه وكان اصره عليه.

Ghunati.com Pioneer in village based website

'যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় সম্পদ সঞ্চয় করে অতঃপর ছদকা (দান) করে, এতে কোন সওয়াব পাবে না; অপরাধের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে (ছহীহ্-ইবনে খুযাইমা 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান' পৃ-৫৪)।"

অবৈধ উপার্জনের প্রচলিত খাত সমূহ

বর্তমান সমাজে লেনদেন এর এমন কোন খাত নেই, যেখানে অবৈধ উপার্জন এর রাস্তা উন্মুক্ত নয়। ধর্মীয় ও পার্থিব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব খাতেই হারাম উপার্জন এত বেশী হচ্ছে যা কল্পনাতীত। ঘুষ, সুদ, কমিশনবাজি, কালোবাজারী, কর ফাঁকি, মজুতদারী, ভেজাল পণ্য সরবরাহ, যৌতুক, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা, কর্তব্যে অবহেলা ও সর্বপ্রকারের আত্মসাৎ ছাড়াও চেনা-অচেনা আরো অনেক উপায়ে অবৈধ উপার্জন চলছে আমাদের মাতৃভূমিতে। সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি ও অবৈধ লেনদেন হচ্ছে সকল নাগরিকের সম্মিলিত স্বার্থে তথা সরকারি খাত সমূহে। তবে আমরা যাদেরকে দুর্নীতির আচড় মুক্ত মনে করি, তারাও ততটা সাফ নয়। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে অবৈধ উপার্জনের প্রসিদ্ধ সকল উপায় সম্পর্কে বর্ণনা সম্ভব নয় বলে, মাত্র কয়েকটি খাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়াস পাচ্ছি।

(১) শিক্ষক-কর্মচারী

ধর্মীয় কি সাধারণ উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবৈধ উপার্জন কত প্রকারের তার বিবরণের জন্য বড় ভলিয়মের পুস্তক দরকার। সবার পক্ষে সকল উপায় আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভবও হবে না। সম্মানিত শিক্ষকগণ জাতির বিবেক ও জাতির প্রধান সম্পদ। শিক্ষকবৃন্দই তো একটা জাতির আসল রক্ষক। কিন্তু সততা ও দায়িত্বানুভূতি না থাকলে রক্ষককে ভক্ষক হতে বেশীক্ষণ লাগে না। জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্রদের গড়ে তুলতে শিক্ষকগণকে বহুমূখী ভূমিকা পালন করতে হয়। তাঁদের হতে হয় অনেক সংযমী ও ধৈর্যশীল। অতএব পাঠ প্রস্তুতি ও পাঠদান এর মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন না করে বেতন নিলে তা কি হালাল হবে? পাঠপ্রস্তুতি ও যথার্থ অধ্যয়ন ছাড়াই গতানুগতিক কিছু বুলি শ্রেণীকক্ষে আওড়ালেই কি একজন শিক্ষকের কর্তব্য আদায় হয়? কোন শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়োগ লাভ করে সে বিষয়ে পাঠদানে অনীহা প্রদর্শন করলে কিংবা পাঠদানে সক্ষম না হলে তাঁর গৃহীত বেতন কিভাবে হালাল হবে? জাল সনদ কিংবা যোগ্যতা ছাড়া কেবল অবৈধ তদবীরের মাধ্যমে শিক্ষকতার কোন পদ দখল করলেও তাতে উপার্জন বৈধ হবে না। শ্রেণীকক্ষে নিষ্ঠার সাথে পাঠ না দিয়ে প্রাইভেট ক্লাসমূখী করার অপচেষ্টা এ সমাজে সবচেয়ে বড় প্রতারণা। প্রাইভেট ক্লাশের ছাত্রদের উত্তর পত্রে মার্ক বেশি দেয়া কিংবা পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র পূর্ণ বা আংশিক বলে দেয়া সবচেয়ে বড় খেয়ানত। পরীক্ষার হলে কোন ছাত্রকে বিনিময়ের মাধ্যমে বা বিনিময় ছাড়া সহায়তা দেয়া এক প্রকার অবিচার ও খেয়ানত। ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাশে না যাওয়া, ক্লাশে দেরীতে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চলে আসা, গল্প-কাহিনী বলে ক্লাশরুমে সময় অপচয় করা কিংবা সংশ্লিষ্ট পাঠ না দিয়ে বারবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিবেকবান শিক্ষকদের পরিচয় নয়। পরীক্ষার হলে পরিদর্শক গল্প করলে, হলের বাইরে অবস্থান করলে বা নির্জীব হয়ে বসে থাকলে ছাত্ররা অসদুপায় অবলম্বন করবেই। এমতাবস্থায় পরিদর্শন ফি অবৈধ হওয়ার কি আর যুক্তির প্রয়োজন হবে? তদবীর করে কোন কমিটিতে আমার নাম তুলব, আর কোন কাজ ছাড়াই অন্যান্য সদস্যদের মত সম্মানীর অংক গুণব; বৈধ হবে কি? রাসূলে পাক (সঃ) এর ছোট বাণীটি বড়ই প্রণিধানযোগ্য। তা হল- من غش فليس منا "যে ধোঁকা দেয়, জালিয়াতি করে সে আমার দলভুক্ত নয় (তিরমিজী)।"

উল্লেখ্য, কোন বিষয়ে যোগ্যতা না রেখে সে বিষয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের আবেদন করাও হারাম।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে অবৈধ উপার্জনের আর এক রাজপথ হলো "ভাউচার শিল্প" অবৈধ উপার্জনের পরিচ্ছন্ন দলিল হচ্ছে তথাকথিত ভাউচার। শ্বাশুর বাড়ি কিংবা বেয়াই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েও প্রতিষ্ঠানের নামে ভাউচার করার কি সুবর্ণ সুযোগ! অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধানের ব্যক্তিগত নাশতা এবং ব্যক্তিগত আতিথেয়তার খরচও "ভাউচার শিল্পের" মাধ্যমে সমাধা হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও দফতর বিভাগ ঐক্যবদ্ধ হলে এ সেক্টরে যে কোন সংকট নিমেষেই সহজ হয়ে যায়। পরিচালনা কমিটির এক বা একাধিক সদস্যকে কমিশনের ভিত্তিতে পার্টনার করতে পারলে বিনাবাধায় রেজুলেশন পাশ করিয়ে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য করা মামুলি ব্যাপার। এ পন্থায় কত ভাতা, কত বিল বর্তমানে ভদ্রবেশে পাশ করানো হচ্ছে- সে খবর সকল বনী আদম না রাখলেও দু'কাঁধের ফিরিশতাকে কি ফাঁকি দেয়া যাবে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার বলে বড় স্কেলে পাওনা ভোগ করেন। সে প্রধান কর্তা আবার কিভাবে নিজেকে কর্মচারীদের কাতারে নামিয়ে পরীক্ষাসহ বিভিন্ন শ্রমজনিতখাতে হিস্সা গ্রহণ করেন? কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রধান সাহেব যুগপথ কর্মচারীর দায়িত্ব (?) পালন করে ইনকামের অংকটাকে আরো বড় করেন। এসব অতিলোভীদের নিকট জনগণের আমানত কি অক্ষত থাকা আশা করা যায়?

নিয়োগ বাণিজ্য অবৈধ উপার্জনের আধুনিক খাত। এ খাতে উপার্জনের প্রতিযোগিতা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়প্রীতির মাধ্যমে বড় খেয়ানত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর জন্য দুনিয়ার আদালতে না হলেও আখিরাতের আদালতের কাঠগড়ায় কি দাঁড়াতে হবে না?

চটক্দার বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিয়ে যে শিক্ষা বাণিজ্য চলছে, তা ভেজাল পণ্যের ব্যবসাকেও হার মানাচ্ছে। এদেশে অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেন তো ভেজাল ব্যবসার এক বাস্তব নমুনা। শিশুদের পাঠ দানের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকতা এবং শিশুদের ছড়ি দিয়ে বার বার পিঠিয়ে হওয়া যায় কিন্ডার গার্টেন এর দক্ষ (!) শিক্ষক। হাদিয়ার বদৌলতে তুলনামূলক নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক সিলেবাসভুক্ত করার ঘৃণ্য ব্যবসা তো এখন দিবালোকেই চলছে। শুনা যায়, কোন প্রকাশনার প্রতিনিধি উপস্থিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রথমেই বলে উঠেন, আমার পাওনা কি?" এ রকম নীচু মনা আলিম-শিক্ষকরা কি অতি ঘৃণ্য ডাকাতির অপরাধে অপরাধী নন? এরাতো নিষ্পাপ শিশুদের উপর জুলুম করছে।

মনে রাখা উচিত, শিক্ষকবৃন্দের দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অসতর্কতাও অপরাধ। এর জন্য রয়েছে পরকালে ভয়াবহ শাস্তি। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মুফতী এ আ'জম মুফতী মুহাম্মদ শফি (রহঃ) বলেছেন, "কুরআন মজীদের সূরা মুতাফ্ফিফীন এর মধ্যে যে তাত্ফীফ (কম দেয়া) এর উল্লেখ রয়েছে, তা কেবল ওজন ও পরিমাপে কম দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং অপর কারো কোন প্রকারের হক আদায়ে গড়িমসি করার মধ্যেও ব্যাপ্ত। অতএব কোন চাকুরীজীবী যদি তার দায়িত্ব পরিপূর্ণ আদায় না করে অথবা কাজে অবহেলা প্রদর্শন করে, এভাবে কোন প্রশাসক, জনপ্রতিনিধি, আমলা, কর্মচারী, পিয়ন বা দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তি যদি যথা-যথভাবে দায়িত্ব আদায় না করে তাহলে তা ওজনে কম দেয়ার অপরাধের মত অপরাধী হবে।" (মা আরিফুল কুরআন-৮ম খন্ড, পৃঃ-৬৭৭)। অতএব সকল শিক্ষকের উপার্জন হালাল নয়। তাই জাতির বিবেকগণকে এ মর্মে আত্মবিচার কারা উচিত।

(২) যুগের ওলামায়ে কিরাম

সততার অধিকারী একজন আলিম সৃষ্টির সেরা। তাঁর অবদান ও ইহসান অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। একজন চরিত্র সম্পন্ন আলিম সরাসরি হযরত মহানবী (সঃ) এর ওয়ারিস। কিন্তু চরিত্র-সততা না থাকলে সে পরিণত হয় সর্বাধিক ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বস্তুতে। সম্পদের প্রতি লোভ-লালসাই আলিমগণকে বেশী বিচ্যুত করে। দুর্ভাগ্যবান একজন আলিম অবৈধপন্থার উপার্জন তো করে, আবার তাকে হালাল সাব্যস্ত করার খোঁড়া যুক্তি প্রমাণ ও তালাশ করে। নিজে পরীক্ষা না দিয়ে অন্যের মাধ্যমে সনদ তৈরী করে বড় বড় মুফতী বা আলিমের

সংখ্যাও আমাদের দেশে কম নয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে সার্টিফিকেটধারী অনেক আলিম সাহেবান জীবিকা উপার্জন করেন, আর অপরকে সততার (!) ও দেন। প্রতারণা তো প্রতারণাই। "কিরামান কাতিবীন" এর কাছে কি তা গোপন রাখা যাবে?

অনেক মাদ্রাসায়ও যাকাত ফান্ডের ব্যবহার শরয়ী সীমারেখার ভিতর হচ্ছে না। উপযুক্ত-অনুপযুক্ত সবাই যাকাতের অর্থ থেকে খাচ্ছে। যাকাতের অর্থকে শেখানো পদ্ধতিতে সাধারণ তহবিলে পরিণত করা আরেক প্রকার প্রতারণা। এতিম শিশুদের হকগুলো এতিমদের খাতে ব্যয় হয়না অনেক এতিমখানায়। এতিমখানার পরিচালকবর্গ রাজকীয় অবস্থায়, আর এতিমরা ডাল-ভাত নিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায়। মাদরাসার জন্য বিদেশে কালেকশন করতে গিয়ে অনেকে রশিদ বইয়ের মুড়া হারিয়ে ফেলেন। অনেকে মনগড়া হিসাব দাখিল করেন কিংবা দু'ধরনের রশিদ বই ব্যবহার করেন। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে হিম্মত ওয়ালা আলিম কিভাবে তৈরী হবে? আমরা যেন ঐ যুগে উপনীত হলাম, যে যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করে হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ

يأتى على الناس زمان لايبالى المرء ما اخذ منه أمن الحلال ام من الحرام.

"মানবজাতির নিকট এমন এক যুগ উপস্থিত হবে যে, ব্যক্তি মোটেই পরোয়া করবে না যে, সে যে অর্থ নিচ্ছে তা কি হালাল না হারাম" (সহীহ বুখারী)।

মুসলিম জাতির পতন ত্বরান্বিত হয় আলেম সমাজের পতনের কারণে। সাধারণ মুসলমান বেশি বিভ্রান্ত হয় ভোগবাদী আলেমদের ষড়যন্ত্রের কারণে। খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) এর যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগেই কিছু ভাড়াটে আলেম ব্যবহৃত হয়েছে ইসলামের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য। অতি লোভী ও তাকওয়াহীন আলেম মুসলিম উম্মার জন্য বড় ভয়ানক। এরা কুফর ও শিরক এর গায়ে ইসলামের খোলস লাগায়। এরাই ধর্মদ্রোহীদের থেকে নগদ কিছু নিয়ে দ্বীনের ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করতে দ্বিধাবোধ করে না। সকল যুগে এ শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলেও মহান আল্লাহর মেহেরবাণী যে, এদের সংখ্যা নগণ্য। এদের প্রতি ইংগিত করেই তো হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ

ان شر الشر شرار العلماء সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে নিকৃষ্ট চরিত্রহীন আলেমরা। অতএব নিজেদের আচরণকে পর্যালোচনা করা এবং শয়তানের পক্ষে দালালীর মাধ্যমে অর্জিত টাকার পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত।

আত্মবিচার করা উচিত, আলেম হিসাবে আমার উপার্জন হালাল কি না? অর্থের লোভে আমি সাধারণ মুসলমানদের প্রতারিত করছি কি না?- সূরা আন'আম দু'বার পড়ে চার বার এবং কুরআন মজীদের দু'পারা পড়ে তিন পারা দাবী করলে উপার্জনটা কি হালাল হবে? বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করে কিংবা মোটেই না পড়ে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে বুখারী শরীফের পারাটা বন্ধ করলে সে খতমের টাকা গ্রহণ করা কিভাবে বৈধ হবে?- অযোগ্য ভক্ত অনুরক্তদের মুহাদ্দিছ সাজিয়ে বুখারী শরীফের খতম করে দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা বড় প্রতারণা নয় কি?- একই রাত্রের একাধিক ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াত নিয়ে প্রত্যেক মাহফিল থেকে যাতায়াতের গাড়ি বা ফ্লাইট ভাড়া নেয় জালিয়াতি না হলে জালিয়াতি আর কাকে বলা হবে? অনেক ওয়ায়েজ তো অগ্রিম টাকা নিয়ে সভায় ও অংশগ্রহণ করে না আর সে টাকাও ফেরত দেয় না। ওয়াজ বেপারী তথাকথিত আলেমরা একরাতে কয়েকটি মাহফিলের দাওয়াত নিয়ে গভীর রাতব্যাপী শ্রোতাদের আটকে রেখে পরবর্তী ফজর এর নামায আদায় করতে না দিলে তারা কি জাহেল ধান্ধাবাজ হিসেবে পরিগণিত হবে না? তাদের সে তেজারতের টাকা হালাল হতে পারে না।

অতএব হারাম খাবার ও হারাম উপার্জন থেকে মুক্ত থাকাই বর্তমানে একজন খাঁটি আলেম এর সবচে' বড় মাপকাঠি।

(৩) মুসলিম সমাজে বিয়ে-শাদি

রহমতের নবী (স.) বিয়ে-শাদিকে করেছেন অত্যন্ত সহজ। কন্যা-সন্তান হচ্ছে উভয় জগতে কল্যাণ ও সফলতার ওসিলা। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে-শাদি সহজ হলেই অশ্লীলতার পথ কঠিন হয়। অথচ যৌতুক-চর্চার মাধ্যমে আমরা বিয়েকে কঠিন করে দিয়েছি। আর আলেম-সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ অনাচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

অবৈধ উপার্জনের আর এক ভদ্র পন্থা হচ্ছে বিবাহে যৌতুক দাবি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল্যবান কিংবা তুচ্ছবস্তু যা-ই বর পক্ষ কনে পক্ষের নিকট থেকে চেয়ে নেয়, তা যৌতুক। প্রচলিত ধারার যৌতুক প্রথা একটি অমানবিক, বর্বর ও ঘৃণ্য আচরণ। সভ্য দুনিয়ায় তা এক বিরাট অভিশাপ। যৌতুক সম্পূর্ণভাবে হারাম। প্রচলিত হাইজ্যাক-ছিনতাই ও ডাকাতির চাইতেও ঘৃণ্য চর্চা হচ্ছে যৌতুক দাবি। সে যৌতুককে সামাজিকতা বা বৈধ দাবি মনে করা চরম মূর্খতা ও সবচেয়ে বড় অত্যাচার। যৌতুকের মাধ্যমে নারী সমাজের মর্যাদা হানি করা হচ্ছে। এর ফলে কন্যা সন্তানরা বড় অসহায়ত্ব বোধ করে, দিন যাপন করছে বড় আতংকিত মন নিয়ে। এ পাশ হয়তো জাহেলি যুগের ঘৃণ্য চর্চা "কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবরস্থ করাকে আহ্বান করবে।

বিবাহে কনের পক্ষ থেকে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন হচ্ছে যৌতুকের আধুনিক সংস্করণ। বরযাত্রী খাবার (বৈরাত/বরাত) একটি ভদ্রবেশী যৌতুক, একটি প্রতারণাময় আয়োজন। এতে রয়েছে দু'টি পক্ষ। একটি পক্ষ অর্থাৎ বর পক্ষ হচ্ছে জালিম আর কনে পক্ষ হচ্ছে মজলুম। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করে বা দাবি করে যা কনে পক্ষ থেকে আদায় করা হয় তা-ই যৌতুক। তাই বরযাত্রীর খাবার চেয়ে গ্রহণ করলে তাও যৌতুক। এ যৌতুককে যে আলেম বা ধার্মিক ব্যক্তি নিছক সামাজিকতার নামে বৈধ করতে চায় সে এমন মূর্খ প্রতারক, যে প্রতারণায় ইব্লিসকেও হার মানাচ্ছে প্রচলিত নিয়মে বরযাত্রীর খাবার অনুষ্ঠান একটি বিজাতীয় সংস্কৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশে তা সম্পূর্ণভাবে পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও শোষণনীতি। অথচ রহমতের নবী (স.) বলেছেন, من تشبه بقوم فهو منهم যে মুসলিম অন্য জাতির রীতি-নীতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে পরিগণিত হবে (আহমদ)।

নবী করীম (স.) ও সম্মানিত সাহাবী গণের জীবনে প্রচলিত বরযাত্রীর খাবারের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে চালু করেছে ওয়ালিমা। বিবাহের পর বরপক্ষ নিজ অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় যে খাবারের আয়োজন করে তা-ই ওয়ালিমা। ওয়ালিমা হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি, রাসূল করীম (স.) এর শেখানো রীতি। এর জন্য রাসূল পাক (স.) বরপক্ষকে নির্দেশ দিতেন। তাই প্রকৃত পরহেযগারী ও হুব্বে রাসূলের দাবী হচ্ছে ওয়ালিমা অনুষ্ঠান করা। এটাই বর্তমান বিশ্বে নারী মর্যাদার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। খাবারের যৌতুকের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ওয়ালিমা কার্যকর করাই একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদ। এটাই হক্কানি আলেম ও প্রকৃত দ্বীনদারের নিদর্শন। অথচ বড় পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মুসলমানদের পাশাপাশি অনেক হাজি, নামাজী, আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিছ এমন কি অনেক পীর-মাশায়েখ পর্যন্ত যৌতুক গ্রহণ ও বরযাত্রীর খাবার আদায়ে সদা তৎপর। আমরা কি মহাবিপর্যয়কে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চাচ্ছি না? ইসলাম কিংবা ধার্মিকতার খোলসে জাহেলিয়াতের সাথে আমরা কি আত্মীয়তা করছি না?

যৌতুক আর বরযাত্রীর খাবার আদায়ে আলেম সমাজের চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকা বড়ই বেদনাদায়ক। তাদের তো যুক্তি আর কৌশল বেশি জানা থাকে। তারা যৌতুক দাবি করে না। তবে দাবি না করলেও পাওয়া যায় এমন খনি খুঁজে বের করতে ভুল করে না। ধার্মিকতা ও সততা থাকা সত্ত্বেও যে ঠিকানায় যৌতুক কিংবা বরযাত্রীর খাবার জুটবে না, তথায় তাঁদের যেতে মানা (?) এমন মতলববাজরা যোগ্য আলেমই বটে!

যৌতুক খোরদের স্মরণ রাখা উচিত, জালেমকে জুলুম এর পরিণতি একদিন ভোগ করতেই হবে। হযরত

মহানবী (স.) বলেছেন- .اتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينه وبين الله حجاب

"সাবধান! তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে আত্মরক্ষা করো। যেহেতু তার বদদোয়া ও মহান আল্লাহর আরশের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকে না, অর্থাৎ তা সরাসরি কবুল হয়ে যায় (বুখারী)। সে বদদোয়া নিয়ে কি সুন্দর পরিবার, শান্তির নীড় কল্পনা করা যায়?"

বড় বিস্ময়ের বিষয়, আমরা যৌতুক দাবি করি না কিন্তু দাবিদারকে সহায়তা দিচ্ছি। খাবার দাবিদারের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে খাবার গ্রহণ করছি। হালাল হবে কি? তাকওয়া পরহেযগারীর খোলসে প্রতারণা আর কতদিন? মহান আল্লাহর ঘোষণা, .ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"তোমরা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অপরকে সহায়তা করো না (সূরা মায়িদা- ২)। যৌতুকের অনাচার বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানের এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ করে নবীপাকের ওয়ারিছ আলেম সমাজকেই সে মহান "সুন্নাহ" কে জীবিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিপর্যস্থ দুনিয়াবাসীর সামনে ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা আবার প্রমাণ করার দায়িত্ব আলেম সমাজের নয়কি? অন্যথায় لم تقولون مالا تفعلون এর ভিত্তিতে কপটতা ও দুনিয়া পুজার অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ওলামা কিরামকে।

উল্লেখ্য, বিয়েতে কনে পক্ষ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে বরযাত্রীর খাবার আয়োজন করলে সে খাবারকে বৈধ বলা চললেও তা সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর পরিপন্থীও অনুত্তম। এমতাবস্থায় বৈধ হলেও অ-ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীত চর্চা এবং বর্তমান কালে তা জুলুমের পথ উন্মোচনের সহায়ক। অতএব সর্বাবস্থায় তা পরিহার করাই বর্তমানে ইসলামের চাহিদা এবং বিবেকবান মুমিনের পরিচায়ক।

পরিশেষে বলতে চাই আমার এই আলোচ্য বিষয়গুলোর মূল উদ্দেশ্য সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে বিরত থেকে হালাল খাবারের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করতে পারা বড় সাফল্যের পরিচয় বলে মনে করি। উপার্জন অবৈধ হলে ইবাদত-বন্দেগি, দান-সদকা সবই ব্যর্থ। অবৈধ উপার্জন ও দ্বীনি মেহনত-বা বন্দেগি একসাথে রাখা চরম মূর্খতারই বহিঃপ্রকাশ। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের পতনের প্রধান কারণ ধনদৌলত। তাই তো নবী পাক (সঃ) বলেছেন ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال "প্রত্যেক উম্মাতের পতনের নির্দিষ্ট কারণ আছে, আমার উম্মাতের পতনের কারণ হচ্ছে সম্পদ (তিরমিজী) তাই সুদ ও ঘুষের মাধ্যমে অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি? ঘুষ সহ অন্যান্য অবৈধ উপার্জনের সাথে যারা জড়িত তাদের উচিত নিজ স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের একত্রিত করে এ প্রশ্ন করা যে, তারা শেষ বিচারের দিবসে শাস্তির কোন অংশ গ্রহণ করবে কি না। বাস্তবে মোটেই অংশ তো নেবেই না বরং সেদিন সামনা সামনি দেখলে বিপদের আশংকায় অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। অতএব উপার্জনে হালাল-হারাম এর বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয। ছেলে-মেয়েদেরও সে শিক্ষা দান করা ফরয। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে শরয়ী ফয়সালা জানতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে চলার জন্য। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামকে রাষ্ট্রও সমাজ থেকে পৃথক বস্তু মনে করা কুফরী ও চরম মূর্খতা। অতএব আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে প্রতি মুহূর্তে ইসলামের আলোকে আলোকিত রাখার স্বার্থে দ্বীনি শিক্ষার চর্চা বাড়ানো ও দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র "মাদ্রাসা সমূহের" প্রতি আরো যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ! আমাদের সবাইকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অর্জন তদনুযায়ী চরিত্র গঠনের তৌফীক দান করুন।- আমিন ॥

Ghumati.com
pioneer in image based website

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী*

খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব

خلافة খিলাফত এর সংজ্ঞা

خلافة শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব, কারো পক্ষে দায়িত্ব পালন করা। আর ইসলামের পরিভাষায় খিলাফত হচ্ছে, বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীকৃত এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ)- এর আইনগত কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে মুসলমানগণের নির্বাচিত হিসেবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও দ্বীন রক্ষায় তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেন। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে এ খিলাফত হচ্ছে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও স্বীকৃত বৈধ শাসন ব্যবস্থা। সে হিসেবে ইসলামের স্বীকৃত রাষ্ট্র-ব্যবস্থারই নাম খিলাফত। আর ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হচ্ছে খলীফা। আর খলিফা আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল (সাঃ) এর পক্ষে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তা আইনগত বা প্রশাসনিক কিংবা বিচার সম্বন্ধীয় যা-ই হোক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল (সা.) এর নির্ধারিত সীমা-চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত থাকবে।

ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দানের নিমিত্তেই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির সৃষ্টি প্রসঙ্গ আলোচনাপূর্বক কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة﴾ [البقرة : ٢٠]

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।'[১]

এ আয়াতে স্পষ্টরূপে মানুষকে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ পৃথিবীর বুকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করে একদিকে যেমন তাদেরকে অনন্য মর্যাদার অধিকারী করেছেন, পৃথিবী গ্রহে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, তেমনি তার ওপর এক গুরুদায়িত্ব অর্জন করেছেন, আর তা হচ্ছে তারা তাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে তাঁর বিধানাবলী কার্যকরী করবে, তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। এ দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.)- কে সম্বোধন করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ [المائدة : ٤٨]

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে মাসিক দ্বীন দুনিয়ার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

Chunati.com Pioneer village based website

'হে রাসূল (সা.)! আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং তদুপরী সংরক্ষণকারী। সুতরাং আপনি তাদের মাঝে তার আলোকে ফয়সালা দান করুন যা আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন, আর আপনার প্রতি যে সত্য আগমন করেছে, তা হতে বিমুখ হতে আপনি তাদের প্রবৃত্তি-বাসনার অনুবর্তী হবেন না।'[২]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আ.)- কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন-

﴿يا داوود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ [ص : ٢٦]

'হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। সুতরাং মানুষের মাঝে সত্যের আলোকে ফয়সালা করুন। আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করবেন না, তাহলে তা আপনাদের আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে ফেলবে।'[৩]

পৃথিবীর যে অংশে যে জাতি আধিপত্য লাভ করবে, সে জাতি সেই ভূখণ্ডে আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধিরূপে গণ্য হবে। আর এর প্রতিনিধিত্ব লাভের পর তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া। এর প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

﴿الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر﴾ [الحج : ٤١]

'তারা সে সকল লোক, যাদেরকে আমি যখন কোন ভূখণ্ডে আধিপত্য দান করি, তখন তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে আর তারা ন্যায় ও সত্যের আদেশ দান করে ও অন্যায়-অসত্যে বাধা দান করে।'[৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোন ভূখণ্ডে আধিপত্যপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তথায় দীন প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করবে। নামায প্রতিষ্ঠা করবে অর্থাৎ যাবতীয় দৈহিক ইবাদত পালনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাকাত দান করবে অর্থাৎ সর্ব প্রকার আর্থিক ইবাদত প্রচলন ঘটিয়ে তাদের মাঝে বসবাসকারী অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম, অনাথ ও কর্ম-ক্ষমতাহীনদের অভাব-অভিযোগ পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর তারা ন্যায় ও সত্যের আদেশ করবে এবং অন্যায়-অসত্যে বাধা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের সমাজ জীবনে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অসত্যের মুলোৎপাটন করে একটি আদর্শ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আর এ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে। বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধিরূপে আধিপত্য দান করেছেন, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আদ জাতিকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন-

﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح﴾ [الأعراف : ٦٩]

'(হে আ'দ জাতি) আল্লাহ তায়ালা নূহের জাহির পর তোমাদেরকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি করেছিলেন তোমরা সে সময়কার কথা স্মরণ কর।'[৫]

আর সামুদ জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছিলেন-

﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد﴾ [الأعراف : ٧٤]

'(হে সামুদজাতি!) তোমরা সে সময়কার কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা আদ জাতির পর তোমাদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।'[৬]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন-

﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون﴾. [الأعراف : ١٢٩]

'(হে বনী ইসরাঈল!) অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুর (ফিরআউনের) ধ্বংস সাধন করে তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করবেন। আর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিরূপ আচরণ কর।'[৭]

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন-

﴿ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون﴾ [يونس : ١٤]

'অতঃপর তাদের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করেছি, তোমরা কিরূপ আচরণ কর তা প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত।'[৮]

আর এক আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব তখনই সত্যিকার অর্থে বৈধ প্রতিনিধিরূপে পরিগণিত হবে, যখন তা স্বয়ং মালিকের আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণ অনুসরণে প্রতিপালিত হবে। পক্ষান্তরে যদি তা আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী তাগুতি শক্তির পূজারী, স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাসন ব্যবস্থা হয়, তবে তা খিলাফত না হয়ে 'বাগাওয়াত' তথা বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

﴿هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا﴾ [فاطر : ٣٩]

'তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে খলীফা নিয়োগ করেছেন। অতঃপর যে কুফরী করবে তবে সে কুফরী তার ওপর আপতিত হবে। আর কাফিরদের কুফরী তাদের প্রতিপালকের সমীপে অসন্তুষ্টি ভিন্ন কিছুই অতিরিক্ত করবে না। আর কাফিরদের এ কুফরী তাদের জন্য ক্ষতি ভিন্ন কিছু বৃদ্ধি করবে না।'[৯]

আর এ খিলাফতের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া বা ঈমান ও পুণ্য কর্মের অনুশীলন। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

﴿وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم﴾ [النور : ٥٥]

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যদ্রুপ তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন।'[১০]

সারকথা, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম ও চর্চা করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আর এ খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব সামষ্টিক ও সার্বজনীন। এটা কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠি বা দল বিশেষের একচ্ছত্র অধিকার নয়, বরং যারা উল্লেখিত নীতিমালা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করবে তারা হবে খিলাফতের বৈধ অধিকারী।

ইসলামি খিলাফতের শাসন পদ্ধতি

ইসলামি খিলাফতের শাসন পদ্ধতি যেমন রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র নয় কিংবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রও নয়, বরং ইসলামি খিলাফতের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে ঐশী বিধানে পরিচালিত শূরাভিত্তিক গণতন্ত্র। ইসলামি খিলাফতে রাষ্ট্রের সর্ববিধ কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও খলিফা নির্বাচন ও সকল কিছু শূরা ভিত্তিক গণতন্ত্র তথা আহলে রায় মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শে সম্পাদিত হয়। এ পরামর্শ সরাসরি অথবা নির্বাচিত পরামর্শ সভার সদস্যগণের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইসলামি খিলাফতের শাসন পদ্ধতি কিরূপ হবে, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন- ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: ٢٨)

'মুসলমানদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হয়।'[১১]

আর শূরাভিত্তিক শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এতে শাসনতন্ত্রের সাথে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ও তার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত খলিফাকে একদিকে যেমন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কৃত আচরণের জন্য প্রকৃত শাসক ও বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট জওয়াবদিহী করতে হবে, তেমনি তাকে ইসলামি খিলাফতের প্রতিটি নাগরিকের নিকট জওয়াবদিহী করতে হবে। তাই তাকে একদিকে যেমন আল্লাহ তায়ালার নিকট জওয়াবদিহী করার ভয়ে প্রতি পদক্ষেপে চিন্তাগ্রস্থ হতে হয়, অপরদিকে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ হতে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হওয়ার আশংকায় শংকিত থাকতে হয়। বস্তুতঃ ইসলামী খিলাফতে শাসন পদ্ধতির এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা দেখতে পাই একজন সাধারণ মুসলমান দাঁড়িয়ে খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর ন্যায় একজন কঠোর প্রকৃতির লোকের সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করতে সাহস পায় যে, বায়তুলমাল হতে প্রাপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অন্যরা যেখানে পূর্ণ একটি জামা তৈরি করতে পারেনি, সেখানে আপনার গায়ে পূর্ণ জামা এল কোত্থেকে? আর স্বয়ং খলিফা নিঃসংকোচে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, আমার পুত্রের জন্য বরাদ্দ অংশসহ মিলে আমার জামাটি পূর্ণ হয়েছে। আর আমরাও দেখেতে পাই, খলিফা হযরত ওমর (রা.)- এর ন্যায় একজন মহাপরক্রমশালীর শাসক আল্লাহ তায়ালার দরবারে জওয়াবদিহী করার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছেন, ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও অভুক্ত মারা যায়, তবে সেজন্য ওমরকে মহান আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহী করতে হবে। ইসলামী খিলাফতে প্রকৃত শাসক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা, খলিফা তাঁর প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা এ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন-

﴿ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض﴾ [البقرة : ١٠٧]

'তুমি কি জাননা যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ তায়ালারই জন্য।'[১২]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿ولم يكن له شريك فى الملك﴾ [الاسراء : ١١١]

'আর তাঁর রাজত্বে কেউ তাঁর শরীক বা অংশীদার নেই।'[১৩]

যেহেতু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই ইসলামি খিলাফতের প্রকৃত শাসক সেহেতু এর আইন প্রণেতা ও বিধান দাতাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। খলিফা শুধু আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আইনসঙ্গত অধিকারী মাত্র। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿له الحمد فى الأولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون﴾ [القصص: ٧٠]

'ইহ-পরকালের যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য আর বিধান দানের অধিকার শুধু তাঁরই এবং তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।'[১৪]

কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿إن الحكم إلا الله﴾ [الأنعام : ٥٧]

'হুকুমের অধিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।'[১৫]

সারকথা, ইসলামি খিলাফত বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতা স্বীকার করতঃ মুসলমানদের মধ্য হতে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মুতাবিক শাসন ক্ষমতা প্রয়োগকারী একটি সংগঠন বিশেষ। মুসলিম সমাজের প্রতিটি নাগরিক সে সংগঠনের একজন সদস্য এবং তার যাবতীয় কার্যক্রম তার সকল সদস্যের সক্রিয়

Ghurnati.com Pioneer in village based website

অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এ শাসন পদ্ধতি যেহেতু স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত ও মনোনীত, তাই এটা সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণকর এক ঐশী শাসন পদ্ধতি। আর সর্বসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অবারিত সুযোগ ও তার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কারণে এটাই মানুষের জন্য একমাত্র উপযোগী শাসন পদ্ধতি। মানব রচিত ও মনুষ্য মস্তিষ্ক প্রসুত কোন শাসন পদ্ধতিই এর ন্যায় জনকল্যাণমূলক হতে পারে না। কারণ মানুষ যেমন সসীম, তার জ্ঞান-বুদ্ধিও সসীম, তাই সে তার সসীম জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও সার্বিক মানব কল্যাণে আইন রচনা করতে পারে না, বরং তাতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

অপরদিকে যে শাসন পদ্ধতিতে শাসককে স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এবং রাষ্ট্রের নাগরিক সাধারণের নিকট স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য কোনরূপ জওয়াবদিহী করার ভাবনা তাড়িত করে না, শাসন পদ্ধতিতে শাসকচক্র, স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সমধিক। এজন্যই প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

جلال بادشاہی ہوکہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگ تیزی

'রাজতান্ত্রিক প্রতাপ কিংবা গণতান্ত্রিক প্রহসন যা'ই হোক, ধর্ম যদি রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে তাতে চেঙ্গিস খানের স্বৈরাচার বৈ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

খলিফা নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি

ইসলামি খিলাফতের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হতে আরম্ভ করে সর্বনিম্নস্তরের কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রথম ও প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লা ভীতি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে ব্যক্তি মর্যাদার মাপকাঠি ও মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات : ١٣]

'তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক তাকওয়ার অনুসারী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।'[১৬]

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, নিরেট সাদাসিধে একজন সুফি সাধককে ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে বরং তাকওয়া একটি অগ্রাধিকার দানকারী গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে তৎসঙ্গে তাঁর অবশ্যই প্রয়োজনীয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। যেমন, কুরআন মাজীদে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ [الأنبياء : ١٠٥]

'নিশ্চয় আমার সুযোগ্য সৎকর্মশীল বান্দাহগণ পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্বের উত্তরাধিকার লাভ করবে।'[১৭]

আয়াতে উল্লেখিত صالحون শব্দটি যা صلح শব্দের বহুবচন। এটি صالح মূলধাতু হতে নিস্পন্ন। যার ধাতুগত অর্থ যেমন সৎকর্মশীল হওয়া, তেমনি তার ধাতুর মধ্যে যোগ্যতার অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য এই যে, সৎকর্মশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হওয়াও জগতে কর্তৃত্ব লাভের জন্য পূর্বশর্ত। বলাবাহুল্য বর্তমানে আমাদের সমাজের ধর্ম-কর্ম বিবর্জিত ব্যক্তিদের হাতে কর্তৃত্ব কুক্ষিগত হওয়ার মূল এটাও দায়ী যে, আমাদের ধার্মিকগণ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ধার্মিকতার পরিচয়ে সমাজে নেতৃত্বে লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকছেন। এজন্য সমাজ প্রচলিত ব্যবস্থা ও অবকাঠামো যতখানি দায়ী আমাদের ধার্মিকগণের নির্বিকার ভূমিকা ও যোগ্যতা বিমুখতা কম দায়ী নয়।

Ghurnati.com Pioneer in village based website

মোদ্দাকথা, যে সব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইসলামী খিলাফত পরিচালিত হবে, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী খলিফাকে সে সব মূলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে এবং তাঁকে সে সকল মূলনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলতে হবে। কারণ, নীতিগতভাবে যে ব্যক্তি কোন আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থার বিরোধী সে ব্যক্তির উপর সে ব্যবস্থা কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পণ করে না। মূলতঃ খলিফা যখন আল্লাহ তায়ালা বা তদীয় (সা.)- এর মনোনীত আদর্শে নিজেকে এবং তাঁর মুসলিম সমাজে পরিচালিত করবেন, তখনই সর্বসাধারণ মুসলমানদের আনুগত্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হবেন। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

﴿يايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر﴾ [النساء : ٥٩]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর (সা.) ও তোমাদের মধ্য হতে শাসন ক্ষমতায় ব্যক্তির আনুগত্য কর।'[১৮]

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে প্রথমে আল্লাহ আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছে, তৎপর রসূল (সা.) এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রমাণিত হবে। সর্বশেষে أولى الأمر তথা খলীফা বা কর্তা ব্যক্তির আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (সা.)- এর আনুগত্য সাপেক্ষে 'উলিল আমরের' করা হবে। দ্বিতীয়তঃ খিলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রে প্রধানের পদ লাভের জন্য সে ব্যক্তি, অত্যাচারী, পাপাচারী, বিমুখ ও সীমালংঘনকারী না হওয়া শর্ত, বরং তাঁরা হবে ন্যায়পরায়ণ পূণ্যবান, আল্লাহপন্থী ও সৎ যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা হযরত (আ.) প্রসঙ্গ আলোচনা করতঃ ইরশাদ করেছেন-

﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن
ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين﴾ [البقرة : ١٢٤]

'আর স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম (আ.)- এর প্রতিপালক কতিপয় কথার দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন। তখন তাঁর প্রভু বলেছিলেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম মনোনীত করব। তিনি বললেন, আর আমার বংশ হতে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, অত্যাচারীগণ অঙ্গীকার লাভ করবে না।'[১৯]

এ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, সমান মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পরও যদি নেতৃত্বের যে ব্যক্তি থাকে, তবে সে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তৃতীয়তঃ ইসলামি খিলাফত শাসক নির্ধারিত হওয়ার জন্য তাঁকে অবশ্যই পূর্ব অভিজ্ঞতা ও খিলাফতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে করেছেন-

﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما﴾ [النساء : ٥]

'তোমরা অজ্ঞ মুর্খদেরকে তোমাদের সে সম্পদের কর্তৃত্ব দান করো না, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবিকার অবলম্বন করেছেন।'[২০]

আর এটা সহজবোধ্য যে, যার ওপর সম্পদের কর্তৃত্ব অর্পণ করা যায় না, তার ওপর মুসলমানদের জীবন মান ও সম্পদের কর্তৃত্ব তো কিছুতেই অর্পণ করা যাবে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের উক্তি উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেন-

﴿قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة
فى العلم والجسم﴾ [البقرة: ٢٤٧]

'তারা (বনী ইসরাঈল) বলল, সে (তালুত) আমাদের ওপর কিরূপে কর্তৃত্ব চালানোর অধিকার পাবে? অথচ

আমরাই তার তুলনায় মাসন কর্তৃত্বের অধিকার পাবে? অথচ আমরাতই তার তুলনায় শাসন কর্তৃত্বের অধিক যোগ্য। আর তাকে ধন-সম্পদেও স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়নি। তখন তিনি (তাদের নবী) বললেন, আল্লাহ তাঁকে তোমাদের ওপর মর্যাদাসিক্ত করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান ও দৈহিক সামর্থে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন।'[২১]

হযরত দাউদ (আ.) প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

﴿وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ [ص: ٢٠]

'আমরা তার (দাউদের– রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছি আর তাকে প্রজ্ঞা, কৌশল এবং ফায়সালা দানকারী ও কথা বলার যোগ্যতা দান করেছি।'[২২]

চুতর্থতঃ ইসলামি খিলাফতে নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাঁকে বিশ্বস্ত-আমানতদার হতে হবে। যাতে পূর্ণ আস্থায় তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: ٥٨]

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আমানতসমূহ যোগ্য পাত্রে অর্পণ করার আদেশ করেছেন।'[২৩]

ইসলামের খিলাফতের গুরুত্ব

ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি খিলাফত শূণ্য অবস্থায় মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্বেই অকল্পনীয়। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.) খিলাফতের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত না পৌঁছা পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কাফন-দাফন বিলম্বিত হচ্ছিল। এতে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, রাসুল (সা.)- এর কাফন-দাফনের ওপর সাহাবায়ে কিরাম খিলাফতকে অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) খিলাফতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেছেন-

عن معاوية، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من هات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

'হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বাইয়াত ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেছে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়্যার মৃত্যুবরণ করেছে।'[২৪]

ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস খিলাফতে রাশেদার পর মুসলিম উম্মাহ এহেন গুরুত্বপূর্ণ খিলাফতের সুশীতল ছায়া হতে বঞ্চিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, যুগ যুগ ধরে বিশ্ব মুসলিম বিবিধ অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে আসার ফলশ্রুতিতে তারা আজ খিলাফতের চিন্তা-ধারা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। অথচ খিলাফত বা ইমামত ব্যতীত ইসলামে অন্য কোন প্রকার রাজনীতির স্থান নেই, কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, চৌদ্দশত বৎসর পর শিয়া মুসলমানরা তাদের পোষকৃত ইমামতের দর্শনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সুন্নী মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক দর্শন খিলাফত হতে শুধু যে বঞ্চিত তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা খিলাফতের বিপরীত রাজতন্ত্রকে ইসলামী সম্মত বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে।

১। আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৭৫
২। আল-কুরআন, সুরা আল-মায়েদা, ৫:৪৮
৩। আল-কুরআন, সুরা সুয়াদ, ৩৮:২৬
৪। আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৪১
৫। আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:৬৯
৬। আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:৭৪
৭। আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:১২৯

৮। আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:১৪
৯। আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:৩৯
১০। আল-কুরআন, সুরা আন-নূর, ২৪:৫৫
১১। আল-কুরআন, সুরা আশ-শূরা, ৫২.৩৮
১২। আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১০৭
১৩। আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১১১
১৪। আল-কুরআন, সুরআ আল-কাসাস, ২৮:৭০
১৫। আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৫৭
১৬। আল-কুরআন, সুরা আল-হুজরাত, ৪৯:১৩
১৭। আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৫
১৮। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯
১৯। আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৪
২০। আল-কুরআন, সুরা-নিসা, ৪:৫
২১। আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৪৭
২২। আল-কুরআন, সুরা সুয়াদ, ৩৮:২০
২৩। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮
২৪। তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কবীর, ১৯:৩৩৪ (৭৬৯)

Chunati.com
Pioneer in village based website

মোঃ এরশাদুল হক*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চুনতি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের অবদান

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর একমাত্র আবাসিক ছাত্রাবাস আলাওল হল ছাত্রলীগ কমিটির সভাপতি এবং "চাকসু" এর নির্বাচিত ক্যাবিনেট মেম্বার। ঐদিন আমরা অনেকেই ডাইনিং হলে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। খাবারের শেষ পর্যায়ে ডাইনিং হলের রেডিওতে যেইনা তৎকালীন জাতীয় সংসদ এর আহুত প্রথম অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শুনলাম অমনি রাগে ক্ষোভে ভাতের বাসনটা আছড়ে মারলাম। এ সময়ে ডাইনিং হলে খাবার গ্রহণরত অন্যান্য ছাত্ররাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আমি চিৎকার করে "জয় বাংলা" শ্লোগান দিলে অন্যরাও শ্লোগান দেওয়ায় ডাইনিং হলে একটি গগণবিদারী আওয়াজ ধ্বনিত হল। প্রায় সবাই খাবার খেয়ে বা না খেয়ে 'জয় বাংলা'; 'এবারের সংগ্রাম- এক দফার সংগ্রাম' "বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর- পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত মিছিল সহকারে আলাওল হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিমুখে ছুটে চললাম। ছাত্রসমাজের এহেন অভাবিত স্বতস্ফুর্ত জাগরণ আমাকে শিহরিত করল। চতুর্দিকে শ্লোগান এর আওয়াজ। ক্যাম্পাসে পৌঁছে দেখি সমগ্র ক্যাম্পাস উত্তাল। ছাত্র শিক্ষক সবাই রাস্তায় জড়ো হয়ে সরকারের এহেন ঘোষণায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে শহীদ মিনারে সবাই জড়ো হয়ে চাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব (পরে শহীদ হন) এর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা আরম্ভ করলাম। এই সভায় পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মাতৃভূমি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয় এবং অনেকের মতো আমিও ঐদিন দেশকে হানাদার মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করলাম। বাস্তবে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ই আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সঠিক দিনক্ষণ বলে আমি গণ্য করি। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিকালের দিকে বিশ্ব বিদ্যালয় ফুটবল মাঠের উত্তর পাশে আমাদের UOTC এর অস্ত্রগুদাম থেকে তিনটি সক্রিয় রাইফেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে নিয়ে এসে আমার কক্ষের ভিতর এনে লুকিয়ে রাখি। রাইফেল এর বিভিন্ন পার্টস খুলে আমার স্যুটকেসে ভরে বিশ্ববিদ্যালয় বাসে করে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে আসি।

ইতিপূর্বে আমি চট্টগ্রাম কলেজ এ অধ্যয়নরত অবস্থায় UOTC ক্যাডেট হিসেবে ১৯৬৫ সালে সংগঠিত

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। বীর মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামীলীগের দক্ষিণ জেলার নেতা, বর্তমানে একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সিনিয়র কর্মকর্তা।

পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বহিঃ শত্রুর আক্রমণ রুখতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এ পাঁচ সপ্তাহের নিবিড় সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলাম এবং বিভিন্ন সমরাস্ত্র ব্যবহারের বাস্তব ধারণা অর্জন করেছিলাম, আমি স্বত: প্রনোদিত হয়ে লালদীঘির মাঠে ছোট্ট একটি দলকে ট্রেনিং দিতে থাকলাম। ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন ভাই (সাবেক চট্টগ্রাম সিটি মেয়র) ও এস. এম. ইউসুফ ভাইয়ের পরামর্শে পাহাড়ী এলাকার পাদদেশে অবস্থিত আমার গ্রাম চুনতিতে গিয়ে গ্রামবাসী কৃষক-ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে চুনতি গ্রামে এসে পড়ি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণের পরেই চুনতি মুন্সেফ বাজার প্রাঙ্গণে স্থানীয় ছাত্র যুবক ও কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ করি। বিপুল উৎসাহে জনগণ প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে থাকে। দিন দিন ট্রেনিং গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে ট্রেনিং গ্রহণকারীর সংখ্যা দুই শতাধিক ছেড়ে যায়। শারীরিক মার্চপাস্ট, আড়াই হাত লম্বা লাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল ট্রেনিং প্রদান প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত চলত। দূর দূরান্ত থেকে বিপুল জনতা এই ট্রেনিং কর্মকাণ্ড দেখতে আসত। এভাবে সমগ্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসম্পৃক্ততার সৃষ্টি হয়। এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এ ট্রেনিং এর ঘটনা আশ পাশের সমগ্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটা আবহ সৃষ্টি করে।

মুক্তিযুদ্ধের এই প্রাথমিক ট্রেনিং কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে যে সমস্ত স্থানীয় গণ্যমান্য মুরব্বিবৃন্দ আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমার পিতা জনাব মৌঃ একরামুল হক, জনাব ইছহাক মিয়া, জনাব এস্তফা আলী মিয়া, জনাব দেরাছ মিয়া, জনাব আহমদ মাস্টার, জনাব কাজী বশির আহমদ এর নাম উল্লেখ করতে হয়।

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড চলন্ত অবস্থায় আমার পূর্ব পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরীর পরিচয় দিয়ে তাঁর গ্রামের (ঢেমশা) এক ছেলে আমার সাথে দেখা করে অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে একখানা পত্র আমাকে পৌঁছে দিয়েই উধাও হয়ে যায়। স্বপন চৌধুরী পত্রে আমাকে গ্রামের পাহাড়ী এলাকার গভীরে ঘাঁটি স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ করার কথা বলে গ্রামের আশে পাশে আত্মগোপন করে থাকতে পরামর্শ দেন এবং দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলেন। আমাদের চুনতি থেকে রামু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০ মাইল ব্যাপী পাহাড়ী অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য খুবই উপযোগী। পত্রে স্বপন চৌধুরী আরও বলেন, অচিরেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী সহ চুনতির পাহাড়ী অঞ্চলে আমার সাথে দেখা হওয়ার আশাবাদ জানান। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম কলেজ এ পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতির কারণে আ.ফ.ম মাহবুবুল হকের (বর্তমান বাসদ আহ্বায়ক) সাথে আমার বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক জন্মে। স্বপন চৌধুরী রাঙ্গুনীয়া কলেজে পড়ত। কিন্তু মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম কলেজে আসত। মাহবুব এর মাধ্যমে স্বপন চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয়। আমরা উভয়ে একই থানার (সাতকানিয়া) অধিবাসী হওয়ায় পারস্পরিক হৃদ্যতা জন্মে। আমি ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় সম্মেলনে ঢাকা গেলেই মাহবুব এর সুর্য্যসেন হলের রুমে উঠতাম এবং ঐখানে স্বপন চৌধুরীও প্রায়ই আসত।

চুনতিতে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বন্ধু হাবিবউল্লা সিদ্দিকীর সার্বক্ষণিক সহযোগিতা এবং খাটুনীর কথা উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের ট্রেনিং কমান্ডার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমকারী চুনতির শাহ সাহেব এর একমাত্র জামাতা মোঃ শিবলী (সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আনসার কমাণ্ডার), আমার বড় ভাই চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নরত জনাব রাশেদুল হক (জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষিত UOTC ক্যাডেট) এবং মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন (উচ্চ প্রশিক্ষিত সাবেক আনসার কমাণ্ডার) প্রমুখদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। এই তিন জনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আগ্রহ ট্রেনিং কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ যোগায়। এখানে উল্লেখ্য যে জনাব রাশেদুল হক (আলিম পাশ) জনাব মোহাম্মদ শিবলী (ফাজিল পাশ) জনাব মোহাম্মদ হোসেন (ফাজিল পাশ) তিন জনই চুনতি মাদ্রাসায়

লেখাপড়া করেন। চুনতি মুন্সেফ বাজারে ছাত্র-যুবক ও কৃষকদের ট্রেনিং কার্য্যক্রম চলা অবস্থায় পাক হানাদাররা লোহাগাড়া, আধুনগর, চুনতি এলাকায় বিমান হামলা চালালে স্থানীয় মুরব্বিদের চাপে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বন্ধ করে আত্মগোপন করি। এর পরে চট্টগ্রাম শহরে গোপনে অনেক তৎপরতায় সংশ্লিষ্ট ছিলাম যার বর্ণনা দিতে গেলে লেখাটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছি কখন স্বপন চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্রসহ আমার চুনতির পার্বত্যাঞ্চলে হাজির হয়। কিন্তু হায়, মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের চুনতির পার্বত্যাঞ্চলে আসার পথে পাক বাহিনীর হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হবার খবর পেয়ে একদম মুষড়ে পড়ি। সব কিছু ফাঁকা মনে হয় এবং শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি।

পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ ভারত মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের অগ্রাভিযান ঠেকাতে না পেরে এক পর্যায়ে পাকবাহিনী পিছু হঠা আরম্ভ করে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী গেরিলা যোদ্ধারা পাক বাহিনীকে ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করে চলেছে। আমি তখন পুটি বিলার জোড় পুকুর এলাকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প এর সাথে সংযুক্ত হই।

'চুনতি অপারেশন' এর দিন ১০/১২/৭১ খ্রিস্টাব্দ সকালবেলা আমি সবেমাত্র জোড় পুকুর এলাকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছি ঠিক তখনই পার্শ্ববর্তী আজিজ উদ্দিন সিগারেট ফ্যাক্টরির শ্রমিক মোঃ ইসলাম (ইতিপূর্বে মুন্সেফ বাজার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী) আমাকে জানায় যে আজিজ নগর এলাকায় অবস্থানকারী কক্সবাজার থেকে আগত পাকিস্তান বাহিনীর দলটি ঐদিন বিকাল চার টায় চট্টগ্রাম শহরের দিকে রওনা দিবে। খবরটা জানার পর এই পাকিস্তানী বাহিনীর দলটাকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দ্রুত আবার জোড় পুকুর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে ছুটে গেলাম। ওখানে অবস্থানরত ক্যাম্প কমান্ডার (হাবিলদার মেজর) ইদ্রিছ মোল্লার সাথে কথা বললাম। ক্যাম্পে থাকা আওয়ামীলীগ নেতা অধ্যাপক নাজিম উদ্দিনও আলোচনায় অংশ নিলেন। শুনলাম মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে উপ ক্যাম্প কমান্ডার (ক্যাপ্টেন) শামসুর নেতৃত্বে কলাউজান এর শমসু মিয়া সহ মুক্তিবাহিনীর একটি বিরাট বহর কলাউজান ও চরম্বা ইউনিয়নের কয়েকটা গ্রামে অপারেশনের জন্য চলে যাওয়ায় এত কম সময়ের ভিতর পাকিস্তানী সৈন্যের এ দলটিকে মোকাবেলা করার ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল। অধ্যাপক নাজিম উদ্দিন আমাকে দায়িত্ব নিতে বললে মেজর ইদ্রিছ মোল্লা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, আপনি একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং বিগত মার্চ-এপ্রিল এ চুনতিতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন। চুনতি এলাকার একটি সুবিধাজনক স্থানে অপারেশন পয়েন্ট ঠিক করে আপনার নেতৃত্বে ও দায়িত্বে অপারেশন এর ব্যবস্থা করেন। নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম হয় সেভাবেই পরিকল্পনা নেবেন। এই বলে জহর লাল পাল কে ডেকে একটা দল প্রস্তুত করতে বললেন। মেজর মোল্লাকে তখন বললাম, সার্বিক পরিচালনায় ও নেতৃত্বে আমি থাকব কিন্তু জহর লালকে অপারেশন কমাণ্ডার এর দায়িত্ব দিলে উত্তম কাজ হবে কারণ সে খুবই সাহসী এবং স্মার্ট। এই সময় অধ্যাপক নাজিমুদ্দিন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং অপারেশন এর সফলতা কামনা করলেন। নাজিম ভাই আমাকে ও জহর লালকে শত্রু বাহিনীকে সারেন্ডার করানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন যাতে বিজয়ের এই অন্তিম মুহূর্তে প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।

আমি জোড় পুকুরিয়া ক্যাম্প থেকে সরাসরি চুনতি পুলিশ বিটে এসে পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতা চাই। তাদেরকে এই অপারেশন সম্পৃক্ত হতে বললে তারা রাজি হয়। মোট ১১ জন পুলিশ ঐ সময় চুনতি পুলিশ বিটে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্য থেকে তিনজন সশস্ত্র জোয়ান পুলিশকে আমি এ্যামবুশ পয়েন্ট আবগারী পাহাড়ে আমাদের সাথে রাখি। অতিরিক্ত গোলাগুলি সহ আরও দুইটা রাইফেল নিয়ে কাশেম ও আয়ুব কে দিই। আমি তিন পুলিশ, কাশেম খোকা দে আয়ুব আবগারী পাহাড়ে পজিশান নিই। জহর লাল তার গ্রুপ সহ

৪ (চার) টার দিকে চুনতি বাজার পয়েন্টে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করে। অপারেশন এর সার্বিক নেতৃত্ব দানকারী হিসাবে আমি সবাইকে জহর লালের কথামতো অস্ত্র চালানোর নির্দেশ দিলাম। আমি আমাদের অবস্থানস্থল কোথায় হবে তা জহরলালকে জানিয়ে দিই।

জহর লাল এর সাথে আলাপের পরে চুনতি ডেপুটি বাজারের আবগারি পাহাড়কে অ্যামবুশ এর জন্য উৎকৃষ্ট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হল। শেষ বিকেলের আগেই আমরা আবগারি পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে গাছের পাশে পাশে অবস্থান নিই। আমার পরামর্শে অপারেশন কমান্ডার জহর লাল পাল চৌধুরী আরাকান রোডের পার্শ্বেই একটি গাছের আড়ালে অবস্থান নেন এবং তার সাথে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আরাকান রোডের উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন পজিশনে অবস্থান করান। আমি সবাইকে জহর লাল এর অস্ত্র হতে ফায়ার হওয়ার আগে কোনও আক্রমণ বা গোলাগুলি না করার জন্য নির্দেশ দিলাম। কমান্ডার জহর লাল আরাকান রোডের পাশের একটি আম গাছের আড়ালে পজিশন নিয়ে শত্রুবাহিনীকে সারেন্ডার করানোর উদ্দেশ্যে অতর্কিতে সামনা সামনি চেইজ করার গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নিজেই নিলেন। শেষ বিকেলের দিকে একটা মিলিটারি জীপ সহ আরও দুইটা গাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখে আমরা পজিশন নিয়ে শত্রুবাহিনীকে আমাদের সম্পূর্ণ রেইঞ্জ এ পৌঁছাতে দেয়ার অপেক্ষায় উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে ছিলাম। শত্রুবাহিনী রেইঞ্জ (Range) এর একদম ভিতরে আসলেও অপারেশন কমান্ডার জহর লালের সাথে কথামতো আমরা ফায়ার করা থেকে নিবৃত থাকি। হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে জহর লাল অস্ত্র হাতে লাফ দিয়ে বের হয়ে তার সামনে আসা শত্রু বাহিনীকে HANDS UP হাতিয়ার ঢাল দো বলে চড়াও হল। ইতিমধ্যে আমরা সবাই অস্ত্র তাক করে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলাম। দীর্ঘদেহি জহর লাল এর শরীরের গঠন ও গায়ের রং পশ্চিমাদের মতো দেখতে হওয়ায় এবং নির্ভুল উর্দু উচ্চারণ শুনে পাকিস্তানী রাজাকার মনে করে উচ্চস্বরে তাদের ক্যাপ্টেন গাড়ি থেকে বলে উঠল "আপ তো হাম লোগ কা আদমি হো। কিঁউ এছা করতা" প্রত্যুত্তরে অস্ত্র তাক করা অবস্থায় জহর লাল বলতে থাকল "ঠিক হ্যায়, আপ লোগ পহ্‌লে হাতিয়ার ঢাল দো আউর হ্যান্ডস্ আপ হো যাই য়ে।" ওরা তখন অস্ত্র নিচে রেখে দিয়ে হাত তুলে অপেক্ষা করতে লাগল। আমরা এতক্ষণ অস্ত্র তাক করা অবস্থায় রুদ্ধশ্বাসে সবকিছু দেখছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমরা সবাই জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে তাদেরকে ঘিরে ধরলাম এবং পিছমোড়া করে তাদের সবাইকে বেঁধে ফেলা হয়। এর পর পর সবাইকে জোড়-পুকুরিয়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। এরপর সবকিছু জহর লাল পাল চৌধুরীর দায়িত্বে অর্পন করে আমি আর ক্যাম্পে না গিয়ে এক কিলোমিটার পূর্বে আমার গ্রামের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। এই অপারেশনে আমি (মোঃ এরশাদুল হক) সহ, জহর লাল পাল চৌধুরী (রামু), আয়ুব বাঙ্গালী (হ্নীলা), সৈয়দ নুর হোসেন (চকরিয়া), পরিমল বড়ুয়া, খোকা দে, নুরুল ইসলাম, মোঃ কাশেম, আইয়ুব, সিরাজ সিকদার, সহ আরও বেশ কয়েকজন অংশ নিয়েছিলাম।

এই চুনতি অপারেশন এর ফলে লোহাগাড়া থেকে দেশের দক্ষিণাংশ সুদুর টেকনাফ পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদার মুক্ত হয়ে পুরো অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আনন্দ আমার সারা জীবনে গৌরবগাঁথা হয়ে থাকবে।

ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী (আবু)*

সাধারণ সমস্যা অবহেলায় ভয়াবহ পরিণাম

দৈনন্দিন জীবনে অনেক ছোট ছোট অসুখ বিসুখ আছে যেগুলো নিয়ে আমরা বা আমাদের পরিবার পাত্তা দেন না, অথচ এই সামান্য সমস্যাগুলো পরবর্তিতে বড় রোগের সৃস্টি করে। চেম্বারে একদিন ১০ (দশ) বৎসরের সায়মনকে নিয়ে এলেন তার গার্জিয়ান। অভিযোগ করলেন তার ছেলের চোখের পাতা, মুখ ফোলা দেখাচ্ছে এবং প্রস্রাবের পরিমাণ আগের চেয়ে কম, মুখে রুচি নেই,বমি বমি ভাব খেতে চাচ্ছে না। ইতিহাস শুনে জানা গেলো, ১৫-২০ দিন যাবৎ ছেলেটির হাতের ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে চুলকানি এবং মোটা মোটি সারাগায়ে চুলকানোর দাগ। তার বাবা চুলকানি কমানোর জন্য ফার্মেসি হতে হিসটাসিন জাতীয় ট্যাবলেট এনে খাইয়েছে। কিন্তু কোন উপকার হয়নি বরং ছেলের অবস্থা খারাপ হচ্ছে,তাই ডাক্তারের কাছে আসা।

এখানে তার চুলকানির যে কথা বলা হয়েছে তা সাধারণত একারাস জাতীয় সারকোপটিস স্ক্যাবি নামক জীবাণু দিয়ে হয়। পৃথিবী জুড়ে ৩০০ মিলিয়নের ও বেশী মানুষ এই জনস্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা,পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারমিথ্রিন নামক এক ধরণের ক্রিম, প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিকস যেমন ফ্লুক্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে এই ধরণের রোগ নির্মূল করা সম্ভব। রোগের লক্ষণ বুঝে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া জরুরি। স্ক্যাবিস নামক রোগটির সঠিক চিকিৎসা না করানোর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ,একিউট পোস্ট স্ট্রেপটোকক্কাস গোমেরুলোনেফ্রাইটিস নামক কিডনি রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না হলে পরিণামে কিডনি অকেজো হয়ে যেতে পারে। গ্রুপ -এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস সেরোটাইপ ১২, ৪, ৪৯, ৫৭ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগের সৃস্টি হয়। স্ক্যাবিস এর সঠিক চিকিৎসা না হলে উক্ত ব্যাকটেরিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ সংঘটিত করে। এই নেফ্রাইটোজেনিক গ্রুপ -এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস সাধারণত চর্মতে ইনফেকশন করে এবং সাইটোপাজমিক এন্ডো-স্ট্রেপটোসিন,প্রোটিনেইজ নামক এনটিজেন তৈরী করে।রক্তে উক্ত এনটিজেন এর প্রভাবে আইজিজি নামক এন্টিবডি উৎপন্ন হয়।এই এনটিজেন, এন্টিবডি এর সংমিশ্রিত জটিল রাসায়নিক পদার্থ কিডনির ইউনিট নেফ্রোণ এর গুমেরুলাসের মেমব্রেন/ছাঁকনীতে জমা হয়ে কিডনীর স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। কিডনির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হলেই শরীরের পানি,বিভিন্ন ধরণের মৌলিক পদার্থ, লবণ-এর তারতম্য ঘটে এবং বর্জ্য পদার্থ শরীরে জমে যায়। ফলে কিডনি রোগের উপরোক্ত উপসর্গগুলো দেখা দেয়।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

এইবার দৈনন্দিন জীবনের ছোট অথচ বেখেয়ালে মারাত্মক হতে পারে এমন একটি রোগ নিয়ে বলি। ১৫-১৬ বৎসরের নাসরিন নামক মেয়েকে নিয়ে এলেন তার অভিভাবক। সমস্যা শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কাশি, বুকে ব্যাথা, বুক ধড়ফড়, অরুচি ইত্যাদি। ইতিহাস নিয়ে জানা গেলো মেয়েটির ছোটবেলা থেকে ঠান্ডা, গলা ব্যাথা, সর্দি কাশি, জ্বর এবং মাঝে মাঝে হাত ও পায়ের গিরা/সন্দি/জয়েন্ট গুলোতে ব্যাথা করতো। মা-বাবা স্থানীয় ফার্মেসি ও ডাক্তার দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ঔষধ খায়েছে। বর্তমানে উপরোক্ত কমলেইন নিয়ে এসেছে।

মেয়েটি এসেছে যে রোগটি নিয়ে তা হলো রিউমেটিক ভালভুলার হার্ট ডিজিজ। নাসরিন ছোটবেলা হতে (৫-১৫ বৎসরের মধ্যে) যে সকল উপসর্গে ভোগতো তা মেলালে বুঝা যায় তার একিউট টনসিলাইটিস, সোরথ্রোট এবং

* চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমডি (নেফ্রোলজি) কোর্সে অধ্যয়নরত।

একিউট রিউমেটিক ফিভার এ আক্রান্ত ছিল যা সঠিক ভাবে সনাক্ত ও সঠিক চিকিৎসা হয়নি। সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিকস যেমন-পেনিসিলিন ইত্যাদির ব্যবহার ও সময় মতো ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করলে এ ধরণের বড় সমস্যায় পড়তে হতো না।

গ্রুপ -এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস সেরোটাইপ ১, ৩, ৫, ৬, ১৪, ১৮, ১৯ এবং ২৪ ব্যাকটেরিয়া প্রথমিক পর্যায়ের রোগের কারণ। একিউট টনসিলাইটিস, সোরথ্রোট ইত্যাদির চিকিৎসা সঠিকভাবে সঠিক সময়ে করলে একিউট রিউমেটিক ফিভার,হৃদপিন্ডের ভাল্ব-এর সমস্যা এড়িয়ে চলা যায়। উক্ত ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ১-৪ সপ্তাহের মধ্যে 'এম প্রোটিন' নামক এন্টিজেন নিঃসরণ করে। উক্ত এন্টিজেন মানুষের হৃদপিন্ডের এন্ডো,মায়ো ও পেরিকার্ডিয়াম, হৃদপিন্ডের ভাল্বের মায়োসিন, সারকোলেমাল প্রোটিন এবং হাত ও পায়ের জয়েন্টস ও চামড়ার সংযোজন কলার সাথে মিলে যায়। অন্য দিকে আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিঃসরিত এন্টিজেনের সাথে যুদ্ধ করতে শরীরের ইম্মিউন সিস্টেম এন্টিবডি উৎপন্ন করে। এই এন্টিজেন-এন্টিবডির পারস্পারিক জটিল রাসায়নিক যুদ্ধে হৃদপিন্ডের ও জয়েন্টস-এর বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত হয়।কারণ আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিঃসরিত এন্টিজেনের সাথে হৃদপিন্ডের ও জয়েন্টস-এর প্রোটিন-এর সাথে মিল থাকার কারণে উৎপন্ন এন্টিবডি নিঃসরিত এন্টিজেনের সাথে সাথে উক্ত প্রোটিনের বিরুদ্ধেও কাজ করে। ফলে পারস্পরিক জটিল রাসায়নিক যুদ্ধে হৃদপিন্ডের ও জয়েন্টস-এর বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত হয় এবং জটিল রোগ রিউমেটিক ফিভার, পরিশেষে রিউমেটিক ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হয়।

০ ০ ০ ০ ০

উপরোক্ত দু'টি সমস্যা বিবেচনা করে সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে বহু ধরণের রোগ হতে নিরাপদ থাকতে পারি। শরীরের প্রধান দু'টি যন্ত্র হৃদপিন্ড ও কিডনি সচল ও সুস্থ রাখতে উলেখিত সমস্যাগুলো নজরে রাখতে হবে এবং দেশের মানুষের উলেখিত সমস্যা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করে হৃদপিন্ড ও কিডনি সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমানো যাবে।

সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য কিছু টিপস

১. শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শরীরের ওজনাধিক্য নিরূপণের মাপকাঠি ঃ বি.এম.আই=ওজন(কেজিতে)/ উচ্চতা (মিটার স্কয়ার), স্বাভাবিক ১৮.৫-২৪.৯

২. নীচের একবেলার খাদ্য তালিকা মেনে চলতে চেষ্টা করুনঃ

<table>
<tr><td rowspan="2">৫০%
সবুজ শাক সবজি,ফলমূল
আঁশ জাতীয় খাবার</td><td>২৫%
ভাত বা রুটি অথবা চাল বা
আটার তৈরী খাবার বা আলু</td></tr>
<tr><td>২৫%
মাছ বা মাংস বা ডিম বা ডাল</td></tr>
</table>

৩. আলগা লবণ, গরু বা খাসির মাংস, মগজ, চিংড়ি, চর্বি, মাখন, বাটার, ঘি ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন। ৪. নিয়মিতভাবে রক্তচাপ, রক্তের সুগার, কোলেস্টরল জেনে নিন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বাইরের বা অপরিচ্ছন্ন খাবার, ফোটানো নয় এমন পানি পরিহার করুন। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পরীক্ষা করে টিকা নিয়ে নিন। ৫. আপনার বয়স যদি ১৮ বৎসর এবং ওজন ৪৫ কেজির বেশি হয় প্রতি ৪মাস অন্তর অন্তর একব্যাগ রক্ত দান করুন।মনে রাখবেন প্রতিদিন রক্তকণিকা জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিদিন কিছু রক্তকণিকা মারা যায়। ৬. বেশি গরম পানি শরীরের মাংস পেশীর জন্য ক্ষতিকর, কুসুম গরম পানি (তাপমাত্রা ১০০-১০২ ডিগ্রি ফা.) পেশীকে প্রসারিত করে এবং রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। মহানবাণী : "To listen to the instructions of science and learning for one hour is............more meritorious than standing up in prayer for a thousand nights" Prophet Muhammad (SM).

প্রফেসর ড. ইমরান হোসেন

এর সাথে একান্ত আলাপে চুনতি ও চুনতি মাদ্‌রাসা

ড. আহসান সাইয়েদ

ড. ইমরান হোসেন ১৯৫২ সালে চুনতির এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত পরিচয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর। ইতিহাস বিভাগে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ২০০৪-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কলা অনুষদের ডীন ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার ছিলেন। বর্তমানে সিনেট মেম্বার। ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ। সিনিয়র ফুল ব্রাইট ভিজিটর হিসেবে আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং ৩০টি সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.বি.এস পরিচালনা বোর্ডের মেম্বার। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের জীবন সদস্য। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভ এন্ড লাইব্রেরির সাবেক উপদেষ্টা। পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সংশোধন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২০০৪ সালে ম্যান অব দ্যা ইয়ার নির্বাচিত। তাঁর প্রকাশিত বই

১. বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

২. সুলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি। বাংলা একাডেমী, ২০০১ খ্রিঃ। দেশ-বিদেশের গবেষণা জার্নালে তাঁর লেখা ৪০টিরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল পরিবারের সন্তান। নিজেও নক্ষত্র। সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ড. ইমরান হোসেন। বাড়ি চুনতি মাদ্‌রাসার কাছেই। মুন্সেফ বাজারের পশ্চিম পাশে। চুনতি মাদ্‌রাসার বর্ণাঢ্য ম্যাগাজিনে তাঁর কোন কথা থাকবে না, এ আমি ভাবতে পারি না। আমি চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিই।

ড. ইমরান স্যার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অগ্রজ সহকর্মী। সেই সুবাদে দেখা হয় প্রায় প্রতিদিনই। ভেবেছিলাম ক্লাসের ফাঁকে কোন এক সময় নিয়ে নেব দুর্দান্ত এক সাক্ষাৎকার। কাজটি যতটা সহজ মনে করেছিলাম ততটা সহজ হয় নি। জানতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দেশে বিদেশে নানা সংস্থার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ব্যস্ততা থাকবেই। তবে সত্যি সত্যিই যে তিনি এত ব্যস্ত বুঝতে পারিনি। সাক্ষাৎকার নেব, তিনি সময় দিবেন, কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না।

একদিন ওঁৎ পাতা মন নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করি। পেয়ে যাই। তিনি কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে বিশাল সোফায় বসে আয়েশ করে চা খাচ্ছেন। দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বললাম স্যার-

ইমরান স্যার হাসলেন

আমি বললাম

স্যার ইউনিভার্সিটিতে সম্ভব হচ্ছে না। আমিও ক্লাস আর পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আপনিও ব্যস্ত। কোরবানীর ঈদে বন্ধের সময় শহরে একদিন সময় দিলে ভাল হয়।

তিনি বললেন

ঠিক আছে, বন্ধের সময় এসো। তখন কথা বলতে পারবো।

ঈদের দু'দিন পরই মোবাইলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট হল। ছুটলাম তাঁর বাসায়। কী সুন্দর ড্রইং রুম। রূপালী ঝালরের পর্দা। এক কোণায় ছোট্ট টেবিলে ঝকঝক করছে কাঁচের কারুকাজ করা নানা জিনিস। বিন্যস্ত রঙিন পাথর। বর্ণিল টবে উজ্জ্বল ফুল পাতা, সব মিলিয়ে পুরো ড্রইং রুম জুড়ে যেন কাব্যিক ব্যঞ্জনা। কথা বলতে বলতে জেনে গেলাম তাঁর পারিবারিক পরিচয়। পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল হোসাইন। তিনি রেকর্ড পরিমাণ নম্বর অর্জন করে কোলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে গোল্ড মেডেল পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কামিল পাস করেন।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম-

চুনতি আপনার চোখে কেমন? মানে চুনতির মানুষ, সংস্কৃতি ধর্ম, শিক্ষা?

তিনি উত্তর দিলেন

চুনতি মানে সমগ্র চুনতির কথা নয়। আমি বলছি ডেপুটি বাড়ি, বড় মৌলভীর বাড়ি, সিকদার বাড়ি, মুন্সী বাড়ি, এই বাড়িগুলি নিয়েই তো প্রধান চুনতি।

চুনতির বাড়িগুলো খুব সুন্দর। ঘরের তিন দিকে বারান্দা। কোন কোন ঘরের চারদিকেই বারান্দা থাকত। বারান্দাগুলো অনেক বড়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, ঘরের চেয়ে বারান্দা বড়। বাঁশ কাঠ এসবের তো অভাব ছিল না। তাই বারান্দাগুলো কাঠের বা বাঁশের চমৎকার কারুকাজে দিয়ে সুন্দর করে সাজানো থাকত।

প্রত্যেকের বাড়ি, সেটা পাকা হোক কিংবা মাটির অথবা বেড়ার সব সময় পরিষ্কার থাকত।

চুনতির বাড়িগুলোতে কাছারি ঘর থাকতো। এই কাছারি ঘর ছিল ছেলেদের গল্প করার জায়গা। কোন্ কাছারিতে কে থাকে ঠিক নেই। এক বাড়ির ছেলে অনায়াসে অন্যবাড়ির কাছারিতে থাকতো। যেন নিজেরই বাড়ি। খাবারের অভাব নেই। মনও উদার। খাবার থাকত উন্মুক্ত। যখন যতজন উপস্থিত। সকলেই খেয়ে যেত। ইছহাক মিয়ার বাড়ির কাছারি সব সময় জমজমাট থাকত। চুরি ডাকাতি হত না। এখনও হয়না। আমাদের বাড়িতো রাস্তার পাশেই। সারাদিন দরজা খোলা। স্থানীয় চোর নেই তো, তাই চুরি হয় না।

নৈসর্গিক শোভায় চুনতি সত্যিই অপূর্ব। পাহাড়, লিচু বাগান। লিচু বাগান অবশ্য এখন নেই। শাহ সাহেবের বাড়ির ঠিক পশ্চিমে পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ে ছিল সারি সারি লিচু গাছ বাগান। কত লিচু খেয়েছি।

চুনতির বিয়ে অনুষ্ঠান সকলের জন্য খুবই আনন্দদায়ক ছিল। সব বয়সের লোকেরাই অংশগ্রহণ করত এ আনন্দে। পুরো এক সপ্তাহ আনন্দের জোয়ার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে ছেলের দল মেয়ের দল সমবেত কণ্ঠে গান করত। বাংলা ও উর্দু হামদ না'তের আসর, গযল, বিয়ের গান চলতেই থাকত। শিল্পীরও

Chunati.com pioneer in village based website

অভাব নেই। অনেকেই পাত্র-পাত্রীর নাম ধরে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে ফেলত।

চুনতি মুন্সেফ বাজারে অনেক পুরনো একটা ক্লাব আছে। আনজুমানে নওজোয়ান। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। সামাজিক ক্লাব। এখানে একটি পাঠাগারও ছিল। এ বয়সে বুঝতে পারছি চুনতির সেই পাঠাগার কতটা রিচ্ ছিল। আমি পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তাম। অনেকেই পড়ত। কাজেম আলী হাইস্কুলের হেডমাস্টার আয়ুব খান ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। দীন মুহাম্মদ মানিক এই ক্লাবের সাথে বেশী সংশ্লিষ্ট।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই ভয়ে পালিয়ে এসেছিল চুনতিতে। চুনতির লোকেরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। শাহ সাহেবের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা সহ অনেক বড় বড় সরকারি চাকুরিজীবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ি এবং অন্যান্য বাড়িতেও আশ্রয় নিয়েছিল। ওরা বুঝতে পেরেছিল চুনতি নিরাপদ জায়গা। এখানে হামলা হবে না তাই আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা তাদের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করেছি। কোন বাড়িতে আশ্রিত লোক বেশী হলে সেই বাড়িতে অন্য বাড়ি হতে ভাত-তরকারী পাঠানো হত। শাহ সাহেবের বাড়িতে অবশ্য পাঠানোর প্রয়োজন পড়ত না। ১৯৭২ সালের শুরুতেই চুনতিতে বিদ্যুৎ আসে। আলোকিত হয়ে যায় সমগ্র চুনতি। এসময় অন্য কোথাও বিদ্যুৎ ছিল না।

দুই ঈদের দিন চুনতির প্রত্যেক বাড়ির দরজা খোলা থাকত। বন্ধ রাখাটা দোষের পর্যায়ে পড়ত। তাই সব বাড়ির দরজা সারাক্ষণ খোলা। পাড়ার সকলেই এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি ঘুরে বেড়াত। রোজার ঈদে সেমাই, মিষ্টি, নাস্তা। কোরবানীর ঈদে রুটি, গোশত টেবিলে সাজানো থাকত। পাড়ার সকলেই এবাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াত, আর নাস্তা খেত। এটা রাত পর্যন্ত চলত।

ড. ইমরান স্যার ঝরঝরে গলায় বলে যাচ্ছেন, আর আমিও যেন দুচোখে দেখতে পাচ্ছি চুনতির ঘর-বাড়ি-কাছারি মুন্সেফ বাজার, ক্লাব ঘর। একটু পর অন্য প্রসঙ্গে যাই। বললাম

চুনতির সেরা ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

চুনতিতে সেরা ব্যক্তি অনেক। কবি বেগম সুফিয়া কামালের শ্বশুর বাড়িও তো চুনতি।
সুফিয়া কামালের নাম শুনতেই আমার মনে পড়ে গেল তাঁর কবিতার চরণ
হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি
দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

কবিতায় দোল খেতে খেতে ড. ইমরান স্যারের কথাও শুনতে থাকি তিনি বলে যাচ্ছেন।

নাসির উদ্দীন খান, কবির উদ্দীন খান এ দুজন চুনতির বিখ্যাত লোক। দুজনই ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে জন্মেছেন শুকুর আলীর মত প্রতিভা। যাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। মুন্সেফ বাজার। শুকুর আলী ডাকঘর। চুনতিতে খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত লোকও আছেন। বাংলাদেশের খান বাহাদুর প্রাপ্তদের অরিজিন্যাল তালিকা আমার কাছে আছে। খান বাহাদুরদের সঠিক পরিচয় জানে চট্টগ্রামে এমন লোক ক'জনই আছে? চুনতির এই খান বাহাদুরের নাম হল মুহাম্মদ হাসান। তিনি ১৯২০ সালে খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। পেশাগত পরিচয়ে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের আরবি বিভাগের প্রফেসর খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসানের আপন ভাগিনা হল শাহ সাহেব। শাহ সাহেব তো চুনতি নয়, দেশ বিখ্যাত। তিনি তো আমাদের রত্ন। আলোর জ্যোতি।

মাওলানা আবদুল মজিদ সিনিয়র আলিমদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। আমার বাবা মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল

হোসাইনও ছিলেন চুনতির এক সেরা প্রতিভা। বাবার লেখা কয়েকটি বই সে সময় মাদ্রাসার পাঠ্যভুক্ত ছিল। চুনতির শাহ সাহেব, বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আখতর সাহেব দুজনই বাবার ছাত্র ছিলেন। বাবা কোলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো ফার্সি বিভাগে পড়তেন। এ বিভাগে ছিল ইংরেজির প্রাধান্য। বাবা ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফার্সি, বাংলা এ সকল বিষয়ে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। আমাদের নিকট চিঠি লিখতেন ইংরেজি ভাষায়।

সব মিলিয়ে আসলে আমাদের সোসাইটিটা খুবই স্ট্রং ছিল। উচ্চ শিক্ষিত খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কারণে সারা দেশে চুনতি এক নামে পরিচিত ছিল।

চুনতির খ্যাতিমানদের কথা শুনলাম। ভাবলাম, এবার আমার সামনে বসা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ড. ইমরান হোসেনের ব্যক্তিগত কিছু কথা শুনি। জানতে চাইলাম তাঁর ছাত্র জীবন ও শিক্ষকতার কথা তিনি বললেন আমি এস.এস.সি পাস করেছি চুনতি হাইস্কুল থেকে। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, তারপর বি.এ অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। ১৯৭৭ সালে প্রফেসর ড. আবদুল করিম তখন ভি.সি।

চট্টগ্রাম কলেজে পড়াকালে কলেজের প্রফেসরদের চাল-চলন সামাজিক মর্যাদা দেখে মনে হত। এরূপ কলেজের প্রফেসর হতে পারা অনেক বড় ব্যাপার। সেই জায়গায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হয়ে গেলাম। কী আনন্দ! তখন চুনতি গেলে অনুভব করতাম সবাই সম্মানের চোখে দেখছে।

আমি এবার ইমরান স্যারকে চুনতির মাদ্রাসার প্রসঙ্গে নিয়ে এলাম। বললাম এবার চুনতি মাদ্রাসা সম্পর্কে কিছু বলুন।

তিনি বলতে শুরু করলেন।

চুনতি মাদ্রাসাকে চুনতির লোকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করত। এখনও করে। স্থানীয় লোকেরা টাকা পয়সা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি অকাতরে দান করত। এমনকি কেউ কেউ মাদ্রাসাকে জমিও দান করেছে। প্রত্যেক বাড়িতেই চুনতি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে লজিং রাখা হত। হয়তোবা কোন ছাত্র নেই পড়বার তবু লজিং রাখত। কেউ কেউ একজন নয় দুইজন লজিংও রাখত। মাদ্রাসায় দূর অঞ্চল থেকে ছাত্ররা পড়তে এসেছে ওরা কোথায় থাকবে? কোথায় খাবে? এ জন্য লজিং রাখা হত। সব মিলিয়ে চুনতি মাদ্রাসায় স্থানীয় লোকের অবদান খুব বেশি।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা খুবই পাণ্ডিত্যের অধিকারী একই সাথে মন মানসিকতায় তাঁরা বেশ উদার ছিলেন। কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। চুনতিতে মাদ্রাসার ছাত্রও স্কুল কলেজের ছাত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে চলত। আচার-আচরণ খেলাধুলা সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে অভিন্ন রুচির।

চুনতি মাদ্রাসার বার্ষিক সভা যেন শুধু মাদ্রাসার নয়। চুনতি গ্রামেরই বার্ষিক উৎসব। চুনতির লোকেরা বার্ষিক সভার দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকত। সভা চলাকালীন দৃশ্য ছিল অত্যাশ্চর্য সুন্দর। একদিকে মাদ্রাসার মাঠে ওয়াজ চলছে, অন্যদিকে প্রাইমারী ও হাইস্কুলের মাঠ জুড়ে বসেছে বিরাট মেলা। কত পণ্যের সমাহার। রঙিন নাগরদোলা ঘিরে ছেলেমেয়ের ভীড়, হৈ চৈ, কোলাহল।

একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে চুনতি মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে- প্রশ্নটা এভাবে করার পর ইমরান স্যার কিছুটা ইতস্তত করলেন। বললেন

না না এটা ঠিক হবে না। আমি বললাম, না মানে আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে শুধু পরামর্শ স্বরূপ তিনি বললেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা যুগোপযোগী হওয়া উচিত। পাঠদানের সময় শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে ছাত্ররা যেন একই সাথে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিক দিয়ে উন্নতি করতে পারে। যুব সমাজ যাতে বিপথগামী না হয় বর্তমানে এ বিষয়ে নজর দেয়া খুবই প্রয়োজন। যেমন টেলিভিশন সবার জন্য উন্মুক্ত। একটা চা দোকান সবার জন্য উন্মুক্ত। স্কুল কলেজে ছাত্রের জন্য যেমন মাদ্‌রাসার ছাত্রদের জন্যও তেমনই খোলা। সুতরাং ঘুনে ধরা এ সমাজে ছাত্রদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

কী করে ভাল রেজাল্ট করা যায়? সফলতা কী করে আসে? এ প্রসঙ্গে মাদ্‌রাসার বর্তমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

পড়তে হবে। প্রচুর পড়তে হবে। ছাত্র জীবন হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই প্রতিদিন পড়তে হবে। যেদিনের পাঠ সেই দিন পড়ে নিতে হবে। দৈনিক ৭/৮ ঘন্টা লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিস্কলুশ বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে হবে। একই সাথে মা-বাবা ও শিক্ষকদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এটা শুধু আমার কথা নয় খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর কথা। তিনি ১৭ বৎসর স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাঁর বইয়ে এসব লেখা আছে।

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আগ্রহী তাদের প্রতি আপনার নির্দেশনা কি?

মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনেক বেশী পড়তে হবে। সাধারণ জ্ঞানও চর্চা করতে হবে। আসলে ছাত্ররা যখন আলিম ১ম বর্ষে ভর্তি হয় তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার কথা মাথায় রাখতে হবে। সেই সময় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পুরনো প্রশ্ন সংগ্রহ করে পড়তে হবে। এভাবে চেষ্টা করলে সফল হবে।

স্যার বলছেন আর আমি সাদা কাগজে দ্রুত নোট করে নিচ্ছি। আমার লেখার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন অনেক লেখা হয়ে গেছে তাই না। এরপর নাশতার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। 'খেয়ে নাও'।

দেখি আমার ডানদিকে ছোট্ট টেবিলে একটি রঙ্গিন ট্রের উপর পরটার প্লেট আর ভুনা গোশতের বাটি। যদিও এগুলো অনেক আগেই আনা হয়েছিল। সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। চুনতি মাদ্‌রাসা কেন্দ্রীক ম্যাগাজিনে চুনতির এক সেরা প্রতিভাকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছি, এ আনন্দেই বিভোর ছিলাম।

মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ*

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্রদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান

'যালিকা ফাদলুল্লাহ্'। দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আলোকিত অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। জ্ঞান ভাণ্ডারে ভরপুর দেশ বরেণ্য সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দের পদচারণায় পঠন-পাঠনের অনুকূল চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু মেধাবী ছাত্ররা দেশের এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিক্ষালয়ে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। যা এখনও অব্যাহত আছে। দু'শত বছর ধরে অসংখ্য ছাত্রের জীবনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছে এই বিদ্যাপীঠ। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়েছে এ শিক্ষালয়ে। ঐই ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসার ছাত্রদের প্রতিভা বিভিন্নমুখী এবং গৌরবোজ্জ্বল। এখানে অধ্যয়নকালে শিক্ষা, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা যেমন মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ঠিক তেমনি শিক্ষাজীবন শেষে কর্মক্ষেত্রেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্য থেকে কতেক কীর্তিমান ছাত্রের (যাদের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে) জীবন ও সফল কর্মজীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এখানে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে অক্ষমতার কারণে অনেক শ্রদ্ধাভাজন কৃতী ছাত্রের পরিচিতি এখানে তুলে ধরতে ব্যর্থতার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি মনে করি অত্র মাদ্‌রাসার কীর্তিমান ছাত্রদের পরিচিতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের এই প্রয়াস শুরু মাত্র। এই বিষয়ে আলাদা একটা প্রকাশনা সময়ের দাবি রাখে। আশা করব ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আনজুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন উদ্যোগ নেবে।

Ghumati.com
Pioneer village-based website

হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানার অন্তর্গত রশিদের ঘোনা গ্রামে ১৯২০ ঈশায়ী সনে মৌলানা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ ও মাতা মরহুমা রমিজা খাতুন। মৌলানা মুখলেসুর রহমান ছিলেন তাঁর হরফে আওয়াল তথা প্রথম সবকের ওস্তাদ।

* চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র। প্রাক্তন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা।

গারাংগীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্রাসায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। গারাংগীয়া মাদ্রাসায় এবতেদাঈ আলেম স্তর সমাপনান্তে চুনতি হাকিমিয়া কামিল (তখনকার সিনিয়র) মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও ইসলামি গবেষকবৃন্দের কাছে হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভসহ দওরাহ-য়ে-হাদীস সম্পন্ন করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন সমাপন শেষে দেশে ফিরিয়া ১৯৪৮ সনে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্রাসায় একজন সিনিয়র শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্তি লাভ করেন এবং সুদীর্ঘ ৫১ বছর ব্যাপী একই মাদ্রাসায় কর্মরত থাকার বিরল নজির স্থাপন করেন। জ্ঞান পিপাসু মৌলানা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ আজীবন এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করা কালে তিনি উচ্চতর শ্রেণীতে হাদিস, ফিক্‌হ্ ও অন্যান্য ইসলামি বিষয়ে পাঠদান করেছেন। 'ফুনুনাত্' আরবি সাহিত্য বিষয়াদিতে একজন বিদগ্ধ ওস্তাদ ও এলমে ফরায়েয্ এর বিশেষজ্ঞ আলেম হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। চুনতি মাদ্রাসায় তিনি দু'ম সাহেব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তবে ১৯৭৮ সনে মাদ্রাসায় কামিল ক্লাশ খোলার পর তাঁকে মুহাদ্দেস-য়ে-সোম্ এর পদে পদায়ন করা হয়। বর্তমানে তিনি অবসর যাপন অবস্থায় আছেন।

হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ১৯৮১-৮৪ সময়ে চুনতি মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন 'আনজুমনে-ই-তোলবায়ে সাবেক্বীন' এর সম্মানিত সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে মাদ্রাসার গভর্নিং বডিতে প্রশাসনিক দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন।

আজীবন স্বচ্ছ সুন্দর জীবন যাপনে ব্রতী একজন প্রচার বিমুখ আবেদ স্বরূপ একজন নিবেদিত প্রাণ ওস্তাদ হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত।

শায়খুল হাদীস মৌলানা মুহাম্মদ আমীন (রা.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাধীন বাবুনগর গ্রামে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে মৌলানা মুহাম্মদ আমিন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মুন্সী হাশমত উল্লাহ মাতা মরহুমা সুফিয়া খাতুন। স্বীয় গ্রামে কুরআন মজীদ, নামাজ শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উর্দু এবং ফার্সি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর কুরআনের ওস্তাদ মৌলানা মরহুম বদিউর রহমান মিয়াজীর সহায়তায় গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতৃতুল্য ওস্তাদ মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ এর স্নেহছায়ায় শেখুল হাদীস মৌলানা মুহাম্মদ আমীন ১৯৩৮ হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কলিকাতার খ্যাতনামা দ্বীনি শিক্ষালয় 'মাদ্রাসায়ে কুদসিয়া' এবং মাদ্রাসায়ে আলিয়া সাতকানিয়ায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্রাসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে এই মাদ্রাসা হতে আলিম ফাইন্যাল পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় তিনি নবম স্থান অধিকার করেন এবং সরকারী স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। ১৯৪৬ সালে একই মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৪৭ সালে এলমে হাদীসের উপর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি বিদ্যাপীঠ ভারতের দেওবন্দ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হন। মৌলানা মুহাম্মদ আমিন ছিলেন দরুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। দাওরায়ে হাদিসের ফাইন্যাল পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনলেন খ্যাতি ও গৌরব। তাঁর প্রখর মেধা, স্মরণশক্তি ও তেজোদ্দীপ্ত প্রতিভা ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ দান। সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস অধ্যবসায়ের

ghunati.com pioneer in village based website

জন্য তিনি সবাইর নজর কেড়েছিলেন। দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্‌রাসার যে সকল বিশ্ববরেণ্য ওস্তাদবৃন্দের কাছে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ওস্তাজুল আরব ওয়াল আজম খ্যাত হযরত মৌলানা হোসাই আহমদ মদনী (রা.), শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ্‌া হযরত মৌলানা ইমাম আলী (রা.) এবং ওস্তাজুল মা'কুলাত হযরত মৌলানা ইব্রাহীম বলইয়াবী (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে শায়খুল হাদীস মৌলানা মহাম্মদ আমীন (রা.) উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ নদওয়াতুল উলুম লক্ষ্ণৌতে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পিতৃতুল্য ওস্তাদ হযরতুল আল্লামা হযরত মৌলানা ফজলুল্লাহ (রা.) তাঁকে দেশে ডেকে পাঠান। দেশে ফিরে এসে ১৯৫০ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপীঠ গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। যোগদানের পর হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর এই প্রতিষ্ঠানে একজন সফল শিক্ষক স্বরূপ কর্মরত ছিলেন। ১৯৬১ সালের পর ১৯৬৩ পর্যন্ত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এ হেড মৌলানা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় মহাদ্দেশ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৯৩ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি চট্টগ্রামস্থ পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ৭৯ বছর মহিমাময় জীবনের ৫৪ বছর নিয়োজিত ছিলেন শিক্ষকতার মহান পেশায়। তাঁর প্রখর মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তির কারণে কঠিন ও দূর্বোধ্য সব বিষয়াদি অতি সহজে আত্মস্থ করতে পারতেন। ফলশ্রুতিতে হাদিস, তফছির, ফিকহ্‌া ও অন্যান্য ফনুনাতের কঠিন কঠিন বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের মনে বসিয়ে দিতেন বলে তিনি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত নন্দিত ছিলেন।

শায়খুল হাদীস মৌলানা মুহাম্মদ আমীন (রা.) একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দীস, মুফাসসীর, ফকীহ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তবে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছিল প্রসার বুৎপত্তি। তাঁর রচিত বুখারী শরীফের 'কিতাবুল মুগাখী ওয়াত তাফসীর' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ইনআমুল বারী ফি শরহিল বুখারী' তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম বাংলাদেশী যার রচিত গ্রন্থ 'ইনআমুল বারী' ফি শরহিল বুখারী' (উর্দূ) ভারতের দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ভাষীদের উপকারার্থে আরো জরুরী তথ্য সংযোজনপূর্বক পরিবর্ধিত আকারে ইনআমুলবারী (বাংলা) ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০০২ সালে। তাঁর রচিত এই মূল্যবান কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করে দেশী-বিদেশী অনেক হাদীস বিশারদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মৌলানা আবদুল হক (রা.) তাঁর অভিমতে উল্লেখ করেছেন 'আমার নিকট এটা একটি জ্ঞানভাণ্ডার, যেটি অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত আলোচনা থেকে মুক্ত এবং দীর্ঘ সূত্রিতা ও অতিরিক্ত' সংক্ষিপ্ততম বর্জিত। মূল উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় আলোচনাই এতে স্থান পেয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করছি। তিনি যেন এ পুস্তকটি কবুল করেন এবং ....।'

মৌলানা মুহাম্মদ আমীন একজন মেধাবী ছাত্র, একজন প্রথিতযশা জ্ঞানী আলিম ও বরেণ্য শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি একজন আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। তিনি পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক সূফি হযরত মৌলানা আবদুস সালাম আরকানী (রা.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তরিকতের সবক গ্রহণ করেন।

তাঁর কাব্যিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি স্বভাবজাত কবি। আরবি, উর্দূ ও বাংলায় উচ্চ মানের কবিতা রচনা করতেন। বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, ছন্দ এবং কাব্যিক মান বিবেচনায় তাঁর রচিত কবিতা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হত। তাঁর বাংলা কবিতার প্রশংসা করেছেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ। তিনি

Ghunati.com

বলেছিলেন 'মৌলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেবের বাংলা কবিতা শুনে আমি অভিভূত হয়েছি। এই প্রথিতযশা পন্ডিত অত্যন্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন। নিজেকে কখনো প্রকাশ করতে চাননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সাদা-সিধে। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ২০০০ সালে ৭৯ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উঁচু স্থানে আসীন করুন।

হযরত মৌলানা মোবারক আহমদ (মরহুম)

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বারদোনা গ্রামে ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রখ্যাত হাফেজে কোরান মরহুম আলহাজ্ব কলিম উল্লাহ। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু গারাংগীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায়। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪২ সালে দাখিল এবং ১৯৪৪ সালে আলিম পাশ করেন। তারপর চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৬ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন।

মৌলানা মোবারক আহমদ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৪৬ সালে মায়ানমারের (বার্মার) ঈয়াঙ্গুনের (রেঙ্গুনের) পাঞ্জাবী জামে মসজিদে ইমাম তথা খতীব পদে যোগদান করে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সম্মানিত পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি গারাংগীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর এই পবিত্র পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর অগণিত সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, সমাজসেবক, জননন্দিত আধ্যাত্মিক সাধক বাইতুশ-শরফের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর মরহুম হযরত মৌলানা আবদুস জব্বার ছাহেব এবং প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মরহুম মৌলানা ছিদ্দিক আহমদ আযাদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৮৪-৯৬ পর্যন্ত সময়ে কক্সবাজার সদর বাজারঘাটা জামে মসজিদের স্বনামধন্য খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন যুক্তিবাদী ও সুদক্ষ বক্তা হিসাবে আজীবন দ্বীন ইসলামের শ্বাশত বাণী প্রচার করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মৌলানা শফিক আহমদ ফারুকী (রা.)

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামের এক কুলীন পরিবারে মৌলানা শফিক আহমদ ফারুকী ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করে। পিতা মৌলানা বশির আহমদ মাতা চেমন খাতুন। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। কুরআন পাঠ ও অন্যান্য মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ঐতিহ্যধন্য চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করার পর উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র তথা উম্মুল মদারেস স্বরূপ খ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই ঐতিহাসিক মাদ্‌রাসায় তিনি দওরা-য়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি বিশ্ববরেণ্য ওস্তাদবৃন্দের কাছে হাদিস, তাফসির ও ফুনুনাত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় শিক্ষার্জনকালে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় দওরা-য়ে হাদীস সম্পন্ন করার পর তিনি ফিরে এসে মহান শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে মৌলানা শফিক আহমদ চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র কামিল মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে মুহতামেম পদে যোগদান করেন। ফুনুনাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তিনি মাদ্‌রাসার প্রশাসনের দায়িত্বও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে আনজাম দেন। মাদ্‌রাসার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডে এতই আন্তরিক ছিলেন যে অনেক সময় শ্রমিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্ম সমাধান করতেন। ১৪-১২-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখে মৌলানা শফিক আহমদকে চুনতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত

করা হয়। তখন থেকে ০৬-০৯-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সুচারুরূপে এই দায়িত্ব আনজাম দেন।

আলহাজ্ব মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া (সাতকানিয়া) থানার অন্তর্গত স্বর্ণ প্রসবিনী গ্রাম চুনতির সন্তান মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম ১৯২৭ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মোহাম্মদ সৌদুল্লাহ এবং মাতা মরহুমা সমন খাতুন। তাঁর প্রথম অক্ষর জ্ঞানদাতা ওস্তাদ ছিলেন শেখ আজমগড়ী (রা.) এর প্রবীন খলিফা মৌলানা ফজলুল হক (রা.) সাহেব। অতি সাধারণ গেরস্থ পরিবারের সন্তান হিসাবে লেখাপড়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সীমাহীন কষ্ট ভোগ এবং অসাধারণ সাধনার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সনে চুনতি হাকিমিয়া কামিল (সিনিয়র) মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল ডিগ্রি লাভ করেন এবং শিক্ষক হিসাবে এই মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। ১৯৮৭ সনে অবসর গ্রহণের পরও বিশেষ ব্যবস্থায় প্রায় দশ বছরসহ একটানা ৫০ বছর ব্যাপী 'ফুনুনাত' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদিসহ হাদীস-তফসীর বিষয়ে দীর্ঘদিন পাঠদানে রত ছিলেন। পাঠদান কার্যক্রমে নিবেদিত প্রাণ প্রচারবিমুখ এই মহান শিক্ষক তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মনে উৎসাহ অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে স্থান দখল করে আছেন।

বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর আলহাজ্ব মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন (ম.জি.আ.), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের প্রাক্তন ডীন ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শব্বির আহমদ, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর উপ-উপাচার্য্য অধ্যাপক ড. আবু বকর রফিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামি স্টাডিজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল খতিবীসহ তাঁর আরো অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে জননন্দিত হয়েছেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগি এবং সমাজ সেবায় জীবনের বাকি সময়টুকু অতিবাহিত করছেন।

মৌলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (লোহাগাড়া) থানাধীন ঐতিহ্যমণ্ডিত চুনতি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ এক মুসলিশ পরিবারে ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে মৌলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা গোলাম মোস্তফা চুনতি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও খ্যাতিসম্পন্ন ত্যাগী একজন সমাজসেবক বলে জননন্দিত। দাদা বিদগ্ধ আলেমে দ্বীন ও আধ্যাত্মিক সাধক মৌলানা আবদুল গণির কাছে তিনি প্রথম অক্ষর পাঠ গ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে কোরান শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা হতে ১৯৪৮ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর উম্মুল মদারেস হিসাবে খ্যাত চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ দু'বছর এই মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাসে অধ্যয়ন করার পর ১৯৫০ সালে মমতাজুল মুহাদ্দেসীন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ 'ইসলামিয়া লাইব্রেরীর' একজন সত্বাধিকারী হিসাবে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। মৌলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী একজন বিজ্ঞ আলেম ও সফল ব্যবসায়ী। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি তিনি সমাজসেবা কর্মেও নন্দিত এক ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০ সাল হতে দীর্ঘ প্রায় ৫৫ বৎসরকাল একটানা চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্‌রাসার নানামুখী উন্নয়নে মৌলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকীর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

অধ্যাপক মৌলানা নূরুল আমিন (মরহুম)

জন্ম দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত থেকে প্রত্যন্ততর গ্রাম পূর্ব কলাউজানের প্রসিদ্ধ আছগর আলী সিকদার পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩১ সালে। অধ্যাপক নূরুল আমিন ১৯৪৭ সালে মেধা তালিকায় ১৫ তম স্থান অধিকার করে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (তখনকার চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা) হতে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর বরিশাল শর্ষীনা মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং উর্দূতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যথাক্রমে ফার্সি ও আরবি এ দু'বিষয়েও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সম্ভবতঃ চুনতি মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি পাকিস্তান ফুড ডিপার্টমেন্টে কর্মজীবন শুরু করলেও অল্পদিনের মধ্যে রংপুর কারমাইকেল কলেজে লেকচারার হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং সর্বশেষ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজসহ দেশের প্রসিদ্ধ সরকারী কলেজ সমূহে উর্দূভাষার অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বি.এড কলেজের অধ্যক্ষ পদেও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজ সেবাতেও তাঁর অবদান স্বীকৃত। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহ্ সূফী মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন (ম.জি.আ.)

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) থানাধীন আধুনগর গ্রামের কুলীন 'সূফী-মিয়াজি' পরিবারে ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মরহুম মৌলানা মুসলেহউদ্দীন মুহাক্কেক আলেম হিসাবে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসার একজন শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ, মা মরহুমা রাইহানা বেগম একজন শিক্ষিতা বিদুষী রমণী ছিলেন। বাবার কাছে প্রথম সবক পাঠ করেন। মার কাছে কোরান শরীফ পাঠ এবং বাবার কাছে আরবি-উর্দু-ফারসি-বাংলা ইত্যাদির প্রাথমিক পাঠ সমাপন করেন। তারপর তিনি ঐতিহ্যবাহী চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৫১ সালে দাখিল, ১৯৫৫ সালে আলিম-প্রথম বিভাগ (১৫শ স্থান) এবং ১৯৫৭ সালে ১ম বিভাগ (৫ম স্থান) অর্জন সহকারে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের মাধ্যমে ইস্ট পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

মা-বাবার একমাত্র 'দুলাল' হিসাবে অত্যন্ত আদর-সোহাগের মধ্যে বড় হয়েছেন মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন। শিশুকাল থেকেই সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং সাবলীল আচরণের জন্য তিনি সবাইর কাছে অতীব জনপ্রিয়। সভা-সমিতি ও বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর সুললিত কণ্ঠের গায়কী ভঙ্গি শ্রোতাবৃন্দকে আত্মহারা করে ফেলত। ছাত্রজীবনে একজন তুখোড় মেধাবী এবং চরিত্রবান একজন ছাত্র হিসেবে সকল ওস্তাদবৃন্দের মধ্যমনি এবং অগ্রজ ছাত্রদের অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে পরিগণিত ছিলেন।

মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন (ম.জি.আ.) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের মাধ্যমে কামিল (হাদিস) পাশ করার সুবাদে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তাকে দুবছর সময়কাল গবেষণা করার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। কামিল পাশ করার পর তাঁর অন্যান্য বন্ধুবর্গের (ড. শব্বির আহমদ) ন্যায় স্কুল কলেজে পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আত্মিক ওস্তাদ তথা শ্রদ্ধেয় পীর-মোরশেদের নির্দেশ এবং শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ মরহুম হেড মৌলানা সাহেবের আন্তরিক

পরামর্শে তিনি সাতকানিয়া থানার রসুলাবাদ সিনিয়র মাদ্‌রাসায় যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন তথা কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর মেধা, বিচক্ষণতা, জ্ঞানের গভীরতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বিবেচনা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনার এই সুকঠিন দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। স্বীয় পীর মোরশেদ বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম হযরত মৌলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রা.) এর নির্দেশে ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে তিনি রসুলাবাদ মাদ্‌রাসার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন এবং বায়তুশ শরফ (মাদারবাড়ী) দরবারের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে পীর মোরশেদের সার্বক্ষণিক সাহচর্য গ্রহণ করেন। তখন থেকে পীর মোরশেদের ইন্তেকালের পূর্ববর্তী দীর্ঘ সময়কাল আধ্যাত্মিক ও দ্বীনি অমূল্য জ্ঞান হাসিল করেছেন। বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন ১৯৮৯ সালে উপাধ্যক্ষ ও পরবর্তীতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে সেই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০০ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (অধ্যক্ষ) নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রীর 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। সাথে সাথে বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা ও ২য় বারের মত জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

দীর্ঘ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিককাল যাবত একজন নন্দিত শিক্ষক এবং দক্ষ শিক্ষক প্রশাসক হিসাবে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ২০০৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরও অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবী ওস্তাদ হিসাবে বাইতুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে বুখারী শরীফসহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের সহ-সভাপতি হিসাবে মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োজিত আছেন।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব-গাঁথার নায়ক 'শেখুল আরব ওয়াল 'আজম' বলে খ্যাত, অসীম বুদ্ধিদীপ্ত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী চিত্তাকর্ষী ব্যক্তিত্বের আঁধার, স্বরের বুলবুল এবং 'বাহরুল উলুম' স্বরূপ জননন্দিত উত্তম পুরুষ শাহ সূফী মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন বায়তুশ শরফের মত সুবিশাল দরবারের স্থলাভিষিক্ত কর্ণধার। সোসাইটিজ এ্যাক্ট এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পর্যায়ে নিবন্ধনকৃত একটি মসজিদ ভিত্তিক আধ্যাত্মিক, অরাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক সংগঠন 'বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সম্মানিত সভাপতি। দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এর শরীয়াহ কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান এর পদও অলংকৃত করে আছেন তিনি। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও তড়িৎ কর্মদক্ষতার ফলে বায়তুশ শরফের বিচিত্র কার্যক্রম সুবিস্তৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তিনিই এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম যিনি আধ্যাত্মিক ময়দানে এত উঁচু শিখরে পৌঁছেন।

তিনি স্বভাবজাত কবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে তিনি হয়েছেন প্রশংসিত ও নন্দিত। তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত সহস্রাধিক উর্দু কবিতার এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তাঁর কাছে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি চিন্তাশীল গবেষণা কর্মেও পিছিয়ে নেই। ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যে তাঁর একক রচনায় একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইপত্রের মধ্যে "জান্নাতী ও জাহান্নামী যারা" 'বেশারাতুল ইখওয়ান ফি খাওয়াচ্ছিল কুরআন', 'দোয়ায়ে মুসতাজাবুদ দাওয়াত', 'কাশফে হাজত' এবং 'কিতাব সুন্নার আলোকে তরীকতের মূলনীতি' পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

একজন সুবক্তা জ্ঞান-গভীর ওয়ায়েজ হিসাবে দেশ ও বিদেশে মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন অত্যন্ত সুপরিচিত। বাংলা ছাড়াও উর্দু ও আরবীতে অত্যন্ত অলংকৃত ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতার জন্য তিনি সুখ্যাত।

সৎ, কর্মনিষ্ঠ, বিনয়ী, নম্র, সদা হাস্যোজ্জ্বল অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন দু'শত বর্ষের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অহংকার ও বর্তমানের আলেম সমাজ তথা তরুণ সমাজের প্রেরণার উৎস, যা ভবিষ্যতে আরও সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী ও উদ্যোগী সুনাগরিক তৈরির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মৌলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন পূর্ব কলাউজান গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আধ্যাত্মিক মুসলিম পরিবারে মৌলানা মুহাম্মদ কামালউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলভী হেদায়তুর রহমান মিয়াজী। কুরআন পাঠসহ প্রারম্ভিক অক্ষরজ্ঞান লাভ করার পর তিনি ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রখ্যাত শিক্ষালয় হতে তিনি ১৯৪৬ সালে দাখিল, ১৯৪৮ সালে আলিম ও ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। তারপর তিনি বরিশাল ছরছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন।

পড়ালেখা সমাপনান্তে তিনি গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক (মঈন সাহেব) হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব আনজাম দেন। ১৯৬০ সাল হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছরাধিক সময় তিনি পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসায় প্রতিষ্ঠাতা সুপার/অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮০ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আমিরাবাদ সূফিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে অত্যন্ত সফলভাবে পাঠদান করেছেন। বর্তমানে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর জীবনযাপন করছেন।

মৌলভী এশফাক হোসাইন (রা.)

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও কুলীন মুসলিম পরিবারে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা নূর হোসাইন চুনতি গ্রামেরই একজন আলোকিত আলেম ও বিদগ্ধ ওস্তাদ। পিতার হাতেই মৌলভী এশফাক হোসাইনের শিক্ষায় হাতেখড়ি। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে কুরআন পাঠসহ মৌলিক অন্যান্য বিষয়াদিতে শিক্ষা গ্রহণের পর ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম শিক্ষালয় হতে ১৯৫২ সালে আলিম এবং ১৯৫৪ সালে তিনি ফাজিল পাশ করেন।

১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) থেকে আই.এ. পাশ করেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বি.এড. ডিগ্রী অর্জন করার পর সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পান। তাঁর দক্ষতা ও নিষ্ঠার বিষয় বিবেচনান্তে মৌলভী এশফাক হোসাইনকে একই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত দেয়া হয়। অবসরগ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি একজন সফল ও দক্ষ প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মৌলানা আফতাবউদ্দিন

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন ঐতিহ্যমন্ডিত চুনতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মৌলানা আফতাবউদ্দিন ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সুলতান আহমদ মাতা মরহুমা লুৎফুল আমদাম। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে কুরআন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি

Ebhumi.com

ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পড়ালেখা করে ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ইংরেজি-বাংলা মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) ভর্তি হন এবং ১৯৫৪ সালে সমগ্র বোর্ডে আর্টস গ্রুপে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারপূর্বক আই.এ. পাশ করেন। তারপর বৃত্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বিধায় বদরখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং বি.এড ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনে তিনি কিছুদিন সহকারী শিক্ষক হিসাবে মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তিনি আগ্রাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

চট্টগ্রাম বন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতা বিবেচনা করে বন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্বাহী পদে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি শিক্ষকতাকে প্রাধান্য দিয়ে সেই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করেন। তাঁর রচিত ফান্ডামেন্টাল ইংরেজী গ্রামারসহ একাধিক পুস্তক পাঠ্যবই হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

মৌলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি

চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন স্বর্ণপ্রসবিনী গ্রাম চুনতিতে ১৯২৭ সালে মাওলানা ওসমান গণি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মুহাম্মদ ইসহাক মাতা মরহুমা নাছমা খাতুন। পারিবারিক পরিবেশে কুরআন পাঠসহ মৌলিক অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার পর ঐতিহ্যমণ্ডিত চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। নিয়মিত লেখাপড়া করে ১৯৪৮ সালে এই প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা হতে তিনি আলিম এবং ১৯৫০ সালে মেধা তালিকায় স্থানসহ প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। পরবর্তীতে ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ)। হতে আই.এ. পাশ করেন।

মৌলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ছিলেন। তিনি চুনতি মাদ্‌রাসার একজন কৃতি ছাত্র। তিনি চট্টগ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ময়দানে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মৌলানা ওসমান গণি আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর রচিত ও অনুদিত কয়েকটি গ্রন্থ উর্দু ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত বহু কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। তিনি একজন কবিও বটে।

বর্তমানে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে গ্রামের বাড়ীতে অবসর জীবনযাপন করছেন।

মৌলানা ফছিহ উল্লাহ (রা.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (লোহাগাড়া) থানার আধুনগর ইউনিয়নাধীন রশিদের ঘোনা গ্রামের প্রসিদ্ধ মিয়া বাড়ীতে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম মুন্সী হাশমত আলী। পারিবারিক পর্যায়ে কুরআন, নামাজ শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন এবং ১৯৪২/৪৩ সালে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৬৫ সনে আরবিতে বি.এ অনার্স এবং ১৯৬৬ সালে এম.এ পাশ করেন।

Chunati.com Pioneer in village based website

মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে প্রভাষক হিসাবে তাঁর প্রথম চাকরি। পরবর্তীতে এম.এড করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন। যোগদানের পর তাঁকে হাতিয়ার সরকারী হাই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে পোষ্টিং দেয়া হয়। তাঁর কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ অল্প দিনের মধ্যে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে সীতাকুন্ডের থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) হিসাবে পোস্টিং দেয়া হয়। মৌলানা ফছিহউল্লাহ পর্যায়ক্রমে সীতাকুন্ড থানা, রাঙ্গুনীয়া থানা ও চকরিয়া থানার থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি হালিশহর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং চন্দনাইশ মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কাম প্রকল্প পরিচালক হিসাবেও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মৌলানা ফছিহউল্লাহ (রা.) অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। স্বভাবজাত কবি ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে অত্যন্ত অল্প বয়সেই বিভিন্ন ঘটনা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর প্রতিনিয়ত কবিতা লিখে নন্দিত হয়েছিলেন। ইসলামি চিন্তাবিদ স্বরূপ গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ, অনাড়ম্বর এবং সাদা-সিধে তবে নীতিতে অটল।

অধ্যাপক ড. শব্বির আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (লোহাগাড়া) থানাধীন পদুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ড. শব্বির আহমদ ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা মোজাফফর আহমদ- চুনতি মাদ্রাসার বরেণ্য হেড মৌলানা- একজন বিদগ্ধ ওস্তাদ ছিলেন এবং মাতা মুসলেমা খাতুন একজন বিদুষী গৃহিনী ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া দাদী মুহতারেমা জমিলা বেগম এর আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ ছায়াতলে তাঁর প্রারম্ভিক শিক্ষার হাতেখড়ি। মৌলানা ফকির মোহাম্মদ সাহেবের কাছে ড. শব্বির আহমদ প্রথম সবক পাঠ করেন এবং ৫ বছর বয়সে মৌলানা একামুদ্দিনের হাতে কোরান শরীফ শিক্ষা, বর্ণলিখন ও গণনা শিক্ষা সম্পন্ন করেন। দশ বছর বয়সে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ করেন। তিনি এত বেশী মেধাবী ছিলেন যে ৯ (নয়) মাস সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামস্থ পাথরঘাটায় তাঁর চাচা মৌলানা নূর আহমদ নদওয়ী এর কাছে 'জুমলা ছরফ' শেষ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে ঐতিহ্যমন্ডিত চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। দাখিল পাশ করার পর ড. শব্বির ডাবল প্রমোশনের মাধ্যমে জমাতে শশুম না পড়ে জমাতে পঞ্জুমে ভর্তি হন এবং মৌলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিনের হামজমাতী হয়ে যান। তারপর হতে কামিল পর্যন্ত মৌলানা কুতুবউদ্দিন ১ম ও ড. শব্বির ২য় স্থান দখল করে রাখেন। ১৯৫৫ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৫৭ সালে প্রথম বিভাগে ৮ম স্থান অধিকার করে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল (হাদিস) ১ম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৫৯ সালে এখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান দখল করে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। ঐ বছর চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসা হতে রেকর্ড সংখ্যক ১৪ জন ছাত্র কামিল (হাদিসে) প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল। ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম মহসিন স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সালে সাধারণ মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি পাকিস্তান সাধারণ বীমা কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন বিধায় চট্টগ্রাম সিটি কলেজের নৈশ বিভাগ হতে আই.এ. পাশ করেন ১৯৬৩ সনে। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১ম বর্ষ সম্মানে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৮ সালে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করেন। বয়স সীমা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সি.এস.এস. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

১৯৬৮ সালে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে ড. শব্বির তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭০ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে লেকচারার পদে নিয়োগ পেয়ে তিনি সরকারি

চাকরিতে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে, সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি করার জন্য সুযোগ পেয়েও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে ১১.১১.১৯৭১ তারিখ তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

১৯৭৮ সালে অধ্যাপক মঈনউদ্দিন আহমদ খান ও অধ্যাপক স্মিথের অধীনে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। একই বছর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয়ের কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.সি. ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এবং প্রথম সিনেট এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতদব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

ড. শব্বির অত্যন্ত মেধাবী ও বহুমুখী প্রতিভাধর একজন জ্ঞানপিপাসু শিক্ষাবিদ। বিদগ্ধ গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে জননন্দিত একজন ব্যক্তিত্ব। সুবক্তা হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি আকাশ চুম্বী। যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া ও কানাডায় ৬ মাসের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু করাচি ভিত্তিক কিছু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তা আর কার্যকর হয়নি। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্যাংকক, হংকং, শ্রীলঙ্কা, দিল্লী ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অনেক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের নজর কেড়েছেন তিনি। জাতীয় পর্যায়েও অসংখ্য সেমিনারে তিনি কি-নোট পেপার উপস্থাপক এবং সমালোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন। গবেষামূলক তাঁর রচিত অনেক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. শব্বির দক্ষিণ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের সাতটিরও অধিক আন্তর্জাতিক একাডেমিক এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। বাইতুশ শরফ ইসলামি গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালক স্বরূপ দায়িত্বরত আছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাইতুশ শরফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.বি.এ এর মতো অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আছেন।

যে সমস্ত ছাত্রদেরকে নিয়ে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা গর্ব ও নাজ করে ড. শব্বির তাঁদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ।

আলহাজ্ব মৌলানা কামাল উদ্দিন মূছা খতিবী (রা.)

একাধিক লেখকের লিখনি থেকে অনুমান করা যায় ১৯৩৪ সালে মৌলানা কামাল উদ্দিন মূছা খতিবী চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) থানার অন্তর্গত পশ্চিম কলাউজান গ্রামের প্রখ্যাত খতীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এই ঐতিহ্যবাহী খতীব পরিবার অভিজ্ঞ ও কালজয়ী অনেক মহাপুরুষ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর পিতা মরহুম মুফতী মৌলানা মোহাম্মদ এয়াকুব খতিবী মায়ানমারের (বার্মা) ঈয়াঙ্গুনের (রেঙ্গুনের) প্রসিদ্ধ আরকাটি জামে মসজিদের খতীব ও মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুফতী এয়াকুব (রা.) ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ করে হানফী ফিক্হে একজন দক্ষ পন্ডিত ছিলেন। মাতা মসউদা বেগম একজন পূণ্যবতী গৃহিনী ছিলেন।

মাত্র ৫ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হলে বড় ভাই মৌলানা জামাল উদ্দিন ইউছুফ খতিবী (রা.) এর অভিভাবকত্বে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর চাচাতো ভাই মৌলানা মাহমুদুল হক খতিবী (রা.) ও বড় ভাই মৌলানা জামালদ্দিন ইউছুফ খতিবী (রা.) এর কাছে মৌলানা কামালউদ্দিন মূছা খতিবী আরবি, ফার্সি এবং উর্দুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'এক বছর লেখাপড়া করার পর তিনি দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিক্ষালয় চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং

Chhunati.com Pioneer in village based website

ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬ তম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদীস) পাশ করেন। প্রখর মেধা ও প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষকবৃন্দের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

কামিল পাশ করার পর ১৯৬১ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসায় সহকারী মৌলানা হিসাবে চাকুরীতে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। তবে যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পদোন্নতি পেয়ে হেড মৌলানার মর্যাদাপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্ন শ্রেণী হতে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত কামিল শ্রেণীতে সহিহ মুসলিম সহ বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠ দান করতেন। সহজ সরলভাবে বোধগম্য ভাষায় তাঁর পাঠদান পদ্ধতির জন্য তিনি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারকে জীবনের প্রধানতম ব্রত হিসাবে গণ্য করতঃ গোটা জীবনটা চুনতি মাদ্‌রাসা ও ছাত্রদের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। ড. শব্বির সাহেব তাঁকে চুনতি মাদ্‌রাসার 'মায়া-এ-নাজ' হিসাবে আখ্যা দেন। শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি দীর্ঘ সময় শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নিং বডির সদস্য স্বরূপও দায়িত্ব পালন করেছেন। আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের একজন একনিষ্ঠ উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গ্রন্থাগারকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করে গেছেন।

দীর্ঘ ৩২ বৎসরের অধিককাল যাবত শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশাসক হিসাবে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ৫৯ বছর বয়সে এই বরেণ্য শিক্ষক ইন্তেকাল করেন। (ইন্না..................রাজেউন)। খতীব বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত।

ড. কবির উদ্দীন

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (লোহাগাড়া) থানাধীন আধুনগর ইউনিয়নের রশিদেরঘোনা গ্রামের প্রসিদ্ধ মিয়া বাড়ীতে ড. কবির উদ্দীনের জন্ম। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই লোকমান মিয়ার সাথে কুরআন পাঠ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। দুই বছর এই মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করার পর আধুনগর হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে এই স্কুল হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পান। অতঃপর চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল হতে ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৫২ সালে এখান থেকে আই.এ. পাশ করেন। আই.এ. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত এই মর্যাদাবান বিদ্যাপীঠ হতে ১৯৫৬ সালে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৫৭ সালে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ড. কবির উদ্দীন ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এর অধীনে কিংগস কলেজ থেকে অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের কিংগ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকাস্থ নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়েও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব আনজাম দেন।

ড. কবির আন্তর্জাতিক অঙ্গণে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত। তাঁর রচিত পুস্তকাদি সারা বিশ্বে

সমাদৃত। ঢাকাস্থ ডেইলি ষ্টার পত্রিকায় ১৯৯২ সাল হতে দীর্ঘদিন উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'কলাম' লিখতেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী কিছু বই-পুস্তক প্রকাশনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন।

আহমদ ফরিদ

আহমদ ফরিদ ১৯৩৬ সালে ১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন ঐতিহ্যবাহী চুনতি গ্রামের প্রখ্যাত শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাহবুবুর রহমান তৎকালীন জেলা রেজিষ্ট্রার এবং চুনতি গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি। চুনতির এই কৃতি সন্তান কোরানপাঠসহ প্রারম্ভিক মূল শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। দুই বৎসরকাল এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করার পর স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫০ সালে মেট্রিক ও ১৯৫২ সালে আই.এ. পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৬ সালে ইংরেজীতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৫৭ সালে একই বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পড়ালেখা সমাপনান্তে নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমা সরকারী কলেজে ইংরেজী বিভাগের লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে আহমদ ফরিদ কর্মজীবন শুরু করেন। ফেনী কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সি.এস.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সি.এস.পি হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। একজন সি.এস.পি কর্মকর্তা হিসাবে ফেনী মহকুমা কর্মকর্তা (এসডিও) পদে যোগদান করেন ১৯৬১ সালে। এই সুবাদে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (CSP) ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) কর্মকর্তা ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের মত গুরুত্বপূর্ণ পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে Development Administration এর উপর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫-৮৩ সময়কালে তিনি জাতিসংঘের ব্যাংকক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে UN-ESCAP এ উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩-৮৪ মেয়াদকালে বাংলাদেশ চা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ মেয়াদকালে ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান পদেও নিযুক্ত ছিলেন তিনি। চট্টগ্রামস্থ ইউ.এস.টি.সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাস্থ মিনারত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবেও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মুসলিম এন.জি.ও সংস্থা সমূহের সমিতি AMWAB এর চেয়ারম্যান এর পদও অলংকৃত করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে একজন ন্যায়, সৎ, আদর্শ ও ন্যায়পরায়ন কর্মকর্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৫২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে চট্টগ্রাম শহর ও মিরের সরাইয়ে মিছিল-মিটিংয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের এ বিশেষ অবদানের জন্য তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক তাঁকে 'মাতৃভাষা পদক- ২০০৫' প্রদান করা হয়। শিক্ষার প্রসার ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দানের লক্ষ্যে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের অনুদানে বৃহৎ অংকের টাকার একটি নগদ ওয়াকফের মাধ্যমে 'আহমদ ফরিদ স্কলারশীপ' নামে চুনতি মহিলা (ডিগ্রি) কলেজ, চুনতি হাই স্কুল ও চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০০৪ সাল হতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

নিষ্ঠা ও সততার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি ইসলামিক নানা বিষয়ে গবেষণা কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত গবেষণামূলক বইগুলোর মধ্যে An Encounter with Islam এবং Muslim Ummah in the Contemporary World বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ডাঃ লোকমান মিয়া (মরহুম)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর ইউনিয়নের রশিদের ঘোনা গ্রামের কুলীন মিয়াপাড়ায় মরহুম ডাঃ লোকমান মিয়ার জন্ম। পিতা মরহুম মুন্সী হাশমত আলী। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে কুরআন পাঠসহ অন্যান্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পন্নপূর্বক তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৪৪ সালে দাখিল পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যমন্ডিত চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে এল.এম.এফ ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে ১৯৫৬ সালে এল.এম.এফ ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ লোকমান মিয়া হচ্ছেন চুনতি মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্র যিনি একজন সফল চিকিৎসক হিসাবে নন্দিত ছিলেন।

ডাঃ লোকমান মিয়া সমাজকর্মী হিসাবেও সুখ্যাত ও জননন্দিত ছিলেন। আধুনগর হাই স্কুলের আজীবন সদস্যসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবেও দীর্ঘদিন খেদমত আনজাম দিয়েছে। ভদ্র, নম্র, সদাচরণের জন্যও তিনি জনগণের প্রিয়পাত্র স্বরূপ ছিলেন।

মৌলানা মুহাম্মদ মুসলিম খান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া (সাতকানিয়া) থানাধীন চুনতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৩ খ্রিঃ সনের ৭ মে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম মৌলানা আবদুস সোবহান খান মাতা মরহুমা কমর নিগার বেগম। পারিবারিক পর্যায়ে পবিত্র কোরান শিক্ষা সহ প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা সমাপনান্তে মৌলানা মুহাম্মদ মুসলিশ খান ঐতিহ্যমণ্ডিত চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম শিক্ষানিকেতন হতে ১৯৫০ সনে দাখিল ও ১৯৫২ সনে আলিম পাশ করেন তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার পর পারিবারিক সমস্যার কারণে তিনি ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ফাজিল ২য় বর্ষে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৫৪ সনে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছাত্র হিসাবে ছাত্র-শিক্ষক উভয় মহলে অত্যন্ত সমাদৃত ও পরিচিত ছিলেন তিনি। ফলে ফাজিল পরীক্ষা দেওয়ার পর মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ও তাঁর কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অনুরোধে তিনি কিছুদিন চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় স্বেচ্ছাসেবামূলক অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তখন তিনি ফাজিল ক্লাশে আরবী সাহিত্য, ফিক্‌হা- উছুলে ফিক্‌হার মত কঠিন বিষয়াদিতে পাঠদান করেন। তিনি ছিলেন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ ও নিরব গবেষক। তিনি উর্দূ ভাষায় অত্যন্ত উঁচু মানের কবিতা রচনা করতেন।

ফাজিল পাশ করার পর মুসলিম খান (রা.) চট্টগ্রাম নগরস্থ কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে ঐ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং সরকারী কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম হতে ১৯৫৮ সালে আই.কম পাশ করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি খেলা-ধুলার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ফুটবল ও ব্যাটমিন্টন খেলায় তিনি একজন কীর্তিমান খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে একজন দক্ষ ও নিরপেক্ষ রেফারী স্বরূপ অনেক টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেছেন তিনি অত্যন্ত সুনাম ও সফলতার সাথে।

মৌলানা মুসলিম খান সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন। ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম নগরের আন্দরকিল্লায় 'হাবিব প্রিন্টিং প্রেস' নামে এক অত্যাধুনিক ছাপাখানা স্থাপন করেন। 'হিল সাইড ট্রেডার্স' নামে অন্য একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীও ছিলেন তিনি।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে ১৯৬২ সাল হতে ২০০৫

Ghunati.com

সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৪ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহ্যবাহী ১৯ দিন ব্যাপি চুনতি সীরত মাহফিলের পরিচালনা পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। বিগত ৭ অক্টোবর ২০০৭ ইংরেজি মৌলানা মুহাম্মদ মুসলিম খান ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ড. আবু বকর রফিক আহমদ

দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) থানাধীন চুনতি গ্রামে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ তারিখ ড. আবু বকর রফিস আহমদ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের ছিলেন বিশেষ প্রজ্ঞা সম্পন্ন একজন সফল শিক্ষক। মাতা মরহুমা জয়নাব বেগম ছিলেন রত্নগর্ভা এক পূণ্যবতী মহিলা। আবু বকর রফিক আহমদ নিজ পিতার কাছে আরবী, ফার্সি, উর্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৫ সনে এই মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা সরকারী মাদ্রাসায়ে আলিয়ায় কামিল (হাদিস) ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সনে ঐ মাদ্রাসা হতে ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকাস্থ শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ হতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৭৪ সনে প্রথম বিভাগ পেয়ে আরবী ভাষায় সম্মানসহ বি.এ. ডিগ্রি এবং ১৯৭৫ সনে একই বিষয়ে প্রথম বিভাগ পেয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্র হিসাবে সুখ্যাত ছিলেন।

এম.এ পাশ করার পর ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮০ সনে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। সহযোগী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পেয়ে ১৯৮৬ সালে গাজীপুর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৯০ সন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯০ সনে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়াতে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ইহাই আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবেশ। ১৯৯৬ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এ কোরানিক সায়েন্স বিষয়ে অধ্যাপকের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন এবং ওখানে যোগদান করেন। আইআইইউসিতে যোগদানের পর তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের মর্যাদাপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত করা হয়। তখন হতে অদ্যাবধি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইতিমধ্যে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ২০০০ সালে কোরানিক স্টাডি (I'jazul Qur'an) বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, ইসলামিক ষ্টাডিজ ও অন্যান্য শরীয়াহ সম্পর্কিত বিষয়সমূহে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদানের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ড. আবু বকর রফিক গাজীপুর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় 'শরীয়াহ ও ইসলামিক ষ্টাডিজ' বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে এবং পর্যায়ক্রমে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরীয়াহ' অনুষদের ডীন হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর 'শরীয়াহ' অনুষদের ডীন ও প্রো-ভিসির গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. আবু বকর রফিক একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ ও গবেষক। গবেষণামূলক অনেক মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অসংখ্য সেমিনার ও সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদও অলংকৃত করে আছেন।

সৎ, কর্মনিষ্ঠ, বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ দু'শত বর্ষের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অহংকার।

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানার পশ্চিম কলাউজান গ্রামের প্রসিদ্ধ খতীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালে। তাঁর পিতা মৌলানা মাহমুদুল হক খতিবী (রা.) হাফিজুল হাদীস হিসাবে খ্যাত একজন দক্ষ আলিম ও সুবক্তা ছিলেন। মাতা নাজমা খাতুন (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিনী। মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী শৈশবে ফখরুল মুহাদ্দিসীন মৌলানা আমীনুল্লাহ (রা.) এর নিকট প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৫৭ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় জমাতে দহুমে (বর্তমান ৫ম শ্রেণীতে) ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৬৫ সালে প্রথম বিভাগে আলীম এবং ১৯৬৭ সালে ১ম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর সরকারী মাদ্‌রাসায়ে আলীয়া ঢাকাতে কামিল (হাদিস) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৯ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ডিপ্লোমা-ইন-উর্দু (আদীবে কামিল) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। কামিল পাশ করার পর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবী বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের বি.এ অনার্স (আরবি) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৭৪ সালের এম.এ (আরবি) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ছাত্র জীবনে একজন মেধাবী ও ধীসম্পন্ন ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে আরবি ভাষা শিক্ষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফার্সি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ক্রমাগতভাবে পদোন্নতি পেয়ে তিনি উক্ত বিভাগের প্রফেসর ও সভাপতির দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। পরবর্তীতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উর্দূ ভাষায় কবিতাও রচনা করেন।

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী 'Imam Ibn Taimiyyah's Concept of Ijtihad' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

মৌলানা অহিদ আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ শুকছড়ি গ্রামে মৌলানা অহিদ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব মৌলানা আবদুল আজিম একজন জ্ঞানী আলেম মাতা আসিয়া খাতুন একজন খোদাভীরু রত্নগর্ভা গৃহিনী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে প্রথম সবক গ্রহণ করেন তিনি। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান শরীফ পাঠ ও শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করে তিনি ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই ঐতিহবাহি শিক্ষাপিঠ হতে ১৯৫৯ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৬৩ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৬৫ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে কৃতিত্বের সাথে

কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি।

১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন কালারপুল অহিদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় হেড মৌলানা পদে যোগদানের মাধ্যমে মৌলানা অহিদ আহমদ কর্মজীবন তথা শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পটিয়া শাহ্‌চান্দ আউলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় হেড মৌলানা হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ১৯৭৬ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আমিরাবাদ সূফিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং পটিয়া ইয়াসিন আউলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ শুকছড়ি আব্দুল খালেক শাহ আমিরিয়া হোছাইনিয়া হাফেজুল উলুম ফাজিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ০১.০৭.১৯৭৮ হতে অদ্যাবধি এই মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মৌলানা অহিদ আহমদ একজন সফল শিক্ষক, শিক্ষক প্রশাসক ও নিষ্ঠাবান সংগঠক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আ. ন. ম. শামসুল ইসলাম

জন্ম ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে। বাবা মরহুম মোহাম্মদ আলী মিয়া পদুয়া পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার এবং মা মরহুমা হাফিজা আমিনা খাতুন ছিলেন রত্নগর্ভা একজন আদর্শ গৃহিনী। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার বারদোনা গ্রামের আদি বাসিন্দা তাঁরা। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কোরান শিক্ষাসহ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে এই মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ওখান থেকে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে ১৯৮৫ সালে অনার্সসহ বিএসএস এবং ১৯৮৬ সালে এম.এস.এস ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে ইসলামিক আন্দোলনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। নবগঠিত ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন শেষে জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় দায়িত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ এর চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সাবেক সম্পাদক বর্তমানে এই শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে চট্টগ্রাম- ১৪ নির্বাচনী এলাকা (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) থেকে জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন জনাব শামসুল ইসলাম। সংসদ সদস্য হিসাবে তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সদস্যপদও অলংকৃত করছেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি জাতীয় সংসদের সদস্য পদের মত সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়ে মাদ্‌রাসার মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছেন।

এই কর্মবীর সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট এর সেক্রেটারী, আজিজুর রহমান ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা একাডেমি চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক একাডেমি চট্টগ্রাম এর ভাইস-চেয়ারম্যান, জনকল্যাণ ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম এর সদস্য, ইসলামিক সমাজ কল্যাণ কাউন্সিল, চট্টগ্রাম ও চাষী কল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম এর উপদেষ্টা এবং IIUC মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য হিসাবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

মৌলানা এরশাদ উল্লাহ খান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও কুলীন মুসলিম পরিবারে মৌলানা এরশাদউল্লাহ খান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলানা শাহাব উল্লাহ খান বৃটিশ আমলের একজন

বিদগ্ধ বরেণ্য শিক্ষক। পিতার হাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি।

নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম শিক্ষালয় হতে ১৯৫৯ সালে দাখিল, ১৯৬৩ সালে আলিম ও ১৯৬৫ সালে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৬৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অর্থনীতি বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স পাশ করেন এবং ১৯৭১ সালের (১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত) এম.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। তারপর তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এর মহাব্যবস্থাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। সফলতা ও সুনামের সাথে কর্মজীবন শেষ করে তিনি বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

তিনি একজন গবেষক ও কবি হিসাবেও সুখ্যাত।

মৌলানা শফিক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর ইউনিয়নের হরিণা গ্রামে মৌলানা শফিক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৪ সালে। পিতা মরহুম মৌলানা ছিদ্দিক আহমদ একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও সমাজসেবক। তিনি প্রথম সবক পাঠ করেন মরহুম মৌলানা মতিউর রহমান (রা.) এর কাছে।

পারিবারিক স্তরে কুরআন শিক্ষাসহ অক্ষরজ্ঞান লাভ করার পর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৫৯ সালে দাখিল, ১৯৬৩ সালে আলিম ও ১৯৬৫ সালে ফাজিল (সকল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে) পাশ করেন। তারপর ঢাকা সরকারী মাদ্‌রাসা আলিয়াতে কামিল প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১০ম স্থান অধিকার সহকারে কামিল (হাদিস) পাশ করেন।। পড়ালেখা সমাপনান্তে মৌলানা শফিক আহমদ ১৯৬৭ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় আরবি প্রভাষক হিসাবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি চুনতির শাহ সাহেব কর্তৃক স্থাপিত বাইতুল্লাহ জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব হিসাবেও ১৯৮২-১৯৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘদিন দায়িত্ব আনজাম দেন।

তিনি আধুনগর ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৮০-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৌলানা শফিক আহমদ একজন আলোকিত জ্ঞানের অধিকারী আলেম। সুবক্তা হিসাবে তিনি দেশবরেণ্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। সভা-সমিতিতে তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তৃতা শ্রোতাসাধারণকে মোহিত করে। তিনি অত্যন্ত উঁচু মানের কবিতাও রচনা করেন।

মৌলানা মোহাম্মদ জামালউদ্দিন

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানার বড়হাতিয়া ইউনিয়নাধীন রশিদের ঘোনা গ্রামের মিয়া বাড়ীতে ১৯৫০ সালে মৌলানা মোহাম্মদ জামালউদ্দিনের জন্ম। পিতা মৌলানা মোজাফ্ফর আহমদ বিদগ্ধ আলেম মাতা মরহুমা মুহতারেমা মোহসেনা খাতুন চৌধুরানী। পারিবারিক পর্যায়ে কুরআন পাঠসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রাসূলাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা হতে প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় জমাতে শশুমে ভর্তি হন এবং ১৯৬৪ সনে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৬৬ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬৮ সালে প্রথম বিভাগে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। মৌলানা মোহাম্মদ

জামাল উদ্দিন অসাধারণ মেধা ও প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী হিসাবে সুখ্যাত।

১৯৬৯ সালে এম.ই.এস কলেজ হতে এইচ.এস.সি এবং ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে বি.এ. পাশ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৫ সালে ইংরেজীতে এবং ১৯৭৮ সালে আরবীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে এল.এল.বি পাশ করে এডভোকেটশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৮১ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। দক্ষ শিক্ষক হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁকে একাধিকবার চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রচার বিমুখ সাদা-সিধে জীবনযাপনকারী এই শিক্ষক সবিনয়ে এই প্রস্তাব এড়িয়ে যান। গত ডিসেম্বর মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম জজ কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত।

মৌলানা মুহাম্মদ হাছন আলী

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন পুটিবিলা গ্রামে ১৯৫০ সালের ১ মে মৌলানা মুহাম্মদ হাছন আলী জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মরহুম হাজী সেকান্দর আলী মা মরহুমা আছেমা খাতুন। স্থানীয় ফোরকানীয়া মাদ্রাসায় কোরান শরীফ ও অন্যান্য মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার পর ১৯৫৬ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৬০ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৬৫ সালে প্রথম বিভাগে আলিম ও ১৯৬৬ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রামস্থ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৬৮ সালে কামিল (হাদিস) পাশ করেন।

লেখাপড়া সমাপনান্তে ১৯৬৯ সালে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া আমজাদিয়া রফিকুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলানা পদে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষক স্বরূপ কর্মজীবন শুরু করেন। সহকারী মৌলানা পদে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭০ সালের জুন মাসে এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসায় কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসায় সহকারী মৌলানা পদে নিযুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসরাধিক সময় ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসায় কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর নিজ গ্রাম পুটিবিলায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্থানীয় বিত্তবান, দ্বীন দরদী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ১৯৭৪-৭৫ সালে পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ তথা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের একান্ত অনুরোধে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপার/ অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩ বসরাধিক কাল এই পদে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৮৯ সালের আগষ্ট মাসে লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালের মে মাস পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালের জুন মাসে পুনরায় পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করে। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ১৯ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি শিক্ষকতা জীবনেও একজন সফল শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক তথা সংগঠক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মৌলানা মুহাম্মদ হাছন আলী একজন সুবক্তাও বটে। কামিল ক্লাসে পড়াকালীন ১৯৬৮ সালে তিনি চট্টগ্রামস্থ চকবাজার জামে মসজিদের দ্বিতীয় ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে কলাউজান

খালাদাদ খান জামে মসজিদে এবং ১৯৯২-২০০১ সময়কালে লোহাগাড়া খান মুহাম্মদ সিকদার পাড়া জামে মসজিদে অত্যন্ত সুনামের সাথে সম্মানিত খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন। লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নাধীন ছুটারপাড়াস্থ 'বায়তুল আজম' জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন একটি নূরানী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে লোহাগাড়া উপজেলার কেন্দ্রস্থ বায়তুর রহমত জামে মসজিদের খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আলহাজ্ব কাজী মৌলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সূফী মিয়াজি পাড়ায় ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন আলহাজ্ব মৌলানা কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন। পিতা মরহুম হাফেজ মৌলানা হামিদ উদ্দিন মাতা মরহুম নূর জাহান বেগম। তাঁর দাদা মরহুম মৌলানা মুসলেহ উদ্দিন সাহেবের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষায় হাতেখড়ি। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান শিক্ষা ও শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৬২ সালে দাখিল, ১৯৬৬ সালে আলিম ও ১৯৬৮ সালে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পড়ালেখা সমাপনান্তে রসুলাবাদ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে পর্যায়ক্রমে লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর আখতরিয়া মাদ্‌রাসা, চরতি মুহাম্মদীয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া এবং বরমা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ এ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এতদব্যতিত একজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান অধ্যক্ষ স্বরূপ পর্যায়ক্রমে বরমা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ, পশ্চিম বরঘোনা রহমানিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, কেরানীহাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা এবং পটিয়া ইয়াছিন আউলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় নিযুক্ত ছিলেন। সর্বোপরি ১৯৭৫-১৯৮৩ সাল সময়কালে তিনি বিশ্ববরেণ্য অলিকুল শিরোমনি আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রা.) চুনতি এর একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

আলহাজ্ব মৌলানা কাজী নাছির উদ্দিন প্রখর মেধা ও স্মরণশক্তির অধিকারী একজন ছাত্র ছিলেন। কোন বিষয় বিশেষ করে কোন কবিতা একবার পড়লে তা আর ভুলেন না। গভীর জ্ঞান সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান একজন সুবক্তা হিসাবে তিনি জননন্দিত দেশবরেণ্য একজন আলেমে দ্বীন। তাঁর জ্ঞান সমৃদ্ধ মোহনীয় বক্তৃতা যে কোন সভা-সমিতিতে শ্রোতা সাধারণকে মুগ্ধ করে রাখে। বক্তৃতাকালে অমূল্য কবিতামালার উদ্ধৃতি তাঁর বক্তৃতার মূল আকর্ষণ।

শিক্ষানুরাগী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসাসহ দেশের অসংখ্য মাদ্‌রাসার নানামুখী উন্নয়নে মৌলানা কাজী নাছিরউদ্দিন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে কাজ করেছেন।

বর্তমানে তিনি লোহাগাড়া থানাধীন আধুনগর ইউনিয়নের নিকাহ রেজিষ্ট্রার এবং কাজী হিসাবে নিয়োজিত আছেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম ফাজিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি, চুনতি শাহ ফাফেজিয়া হেফজখানা ও এতিমখানার সদস্য এবং রশিদেরঘোনা শাহ হাফেজিয়া রহমানিয়া এবতেদায়ী মাদ্‌রাসার সদস্য হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৌদি আরব, দুবাই, ভারত ও পাকিস্তান সফর করেছেন।

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম কলাউজান খালাচিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ০১.১২.১৯৬০ ঈসায়ী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব এলাহী বখশ এবং মাতা মুহতারেমা সিরাজ খাতুন। তিনি খালাচিপাড়া প্রাইমারী স্কুল ও পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৬৮ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় জামাতে হাফতুমে (বর্তমানে ৮ম) ভর্তি হন। তিনি এ মাদরাসা হতেই মেধাস্থানসহ দাখিল, আলিম ও ১৯৭৫ সালে ফাযিল পাশ করেন। চুনতির ৭ বছরের ছাত্র জীবনেই তার বহুমুখি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। অতঃপর চট্টগ্রাম শহরস্থ দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৭৭ সালে কামিল (হাদিস) পাশ করে প্রায় এক বছর (জুন ১৯৭৭-মার্চ ১৯৭৮) চট্টগ্রাম লোহাগাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় হেড মওলানা হিসাবে শিক্ষকতা করেন।

১৯৭৮ সালে বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কামিল ফিকাহতে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনের শুরু থেকে তিনি মাদরাসা ছাত্রদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালনসহ উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে সারাদেশ সফর, রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয়তা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রজীবনে দৈনিক আজাদসহ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখা নিবন্ধসমূহ নিয়ে ১৯৮০ সালে তার প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম মাদরাসা শিক্ষা কোন পথে ?। এ বছরে প্রকাশিত তার অপর দু'টি বই ইসলামী আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব ও খৃষ্টান ধর্মের গোপন রহস্য।

১৯৮০ সালে কামিল ফিকাহ পাশ করার পর তিনি বায়তুশ শরফের মরহুম পীর ছাহেব হযরত মওলানা আব্দুল জব্বার ছাহেবের সান্নিধ্যে চট্টগ্রাম চলে যান। এ সময় (জানুয়ারি ১৯৮১- ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) তিনি পীর ছাহেব কেবলার একান্ত সচিব, মাসিক দ্বীন দুনিয়ার নির্বাহী সম্পাদক, বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে বহুমুখি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চুনতির শাহ সাহেব নামে খ্যাত আশেকে রসূল (সল.) মওলানা হাফেজ আহমদ (র.) এর একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন এবং ১৯ দিনব্যাপী চুনতী সীরাতুন্নবী (সল.) মাহফিলের শুরু থেকে অনুষ্ঠান ঘোষক ও নিয়মিত আলোচক হিসাবে নিজেকে এখনো সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখেন।

১৯৮২ এর শুরুতে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে ইরানের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তিনি তেহরান গমন করেন এবং রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের অনুরোধে অনুবাদক ও সংবাদ পাঠক হিসেবে বিদেশে চাকরি জীবন আরম্ভ করেন। জনাব শাহেদী ২৮ ফেব্রুয়ারি'৮৩ হতে ২৩ অক্টোবর'৮৯ রেডিও তেহরনের বাংলা অনুষ্ঠানের সহকারী পরিচালক (আনুবাদক ও সংবাদ পাঠক) হিসাবে একটানা প্রায় ৭ বছর বিপ্লবোত্তর যুদ্ধরত একটি দেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। ইরানে অবস্থানকালে ড. শাহেদী ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনীর সঙ্গে দু'বার সাক্ষাতসহ তেহরানে অনুষ্ঠিত প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সন্মেলনে সাংবাদিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৯ সালের শেষদিকে একান্ত নাড়ির টানে দেশে ফিরে আবারো লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ঢাকা ৪৪ পুরানা পল্টনস্থ ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমীর পরিচালক, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ও ১৯৯১ সাল হতে ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালনাধীন ষোলশহর ২ নং গেটস্থ চট্টগ্রাম ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

Ghumati.com

জ্ঞানের অন্বেষণা এখানেও তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা তেজগাঁও কলেজ থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৪ সালে বিএ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ৭ম মেধাস্থান লাভ করে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৬ সনে এম এ প্রিলিমিনারী ও ১৯৯৭ সনে এমএ ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৩ সাল হতে তিনি কর্মজীবনে ঢাকাস্থ*** ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিক্ষা - গবেষণা পরিচালক ও ফারসি ভাষার শিক্ষক ছিলেন এবং জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৫ একবছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়ের ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে ফারসি ভাষার শিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কোর্সটি সেখানে স্থায়ী হয় নি।

জীবনের এ অধ্যায়টিতে তিনি বাংলাদেশ সফরকারী ইরানী প্রিসিডেন্ট রাফসানজানীসহ সকল ইরানী ডেলিগেশনের দোভাষীর দায়িত্ব পালন এবং 'ফার্সি-বাংলা- ইংরেজী অভিধান' সম্পাদনা, 'ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী' নামে মহাকবি হাফেজ শিরাজীর জীবনীগ্রন্থ ও ফারসি ভাষায় আমাদের 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী' রচনা করে বাংলার সাথে ফারসি ও ইরানের ঐতিহাসিক বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

২০০৪ সালে তার এম ফিল ডিগ্রি পিএইচ ডি তে স্থানান্তরিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ইতিহাসে পিএইচ ডি পর্যায়ে প্রথম ফারসি ভাষায় থিসিস লিখে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এরই মধ্যে তিনি বাংলায় বুখারী শরীফের অনুবাদ (অপ্রকাশিত) ও মওলানা রুমীর বিশ্ববিখ্যাত মসনবী শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রথম খন্ড সম্পন্ন ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা।

ড. ঈসা শাহেদী ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত ২০টিরও অধিক গবেষণা পুস্তক ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে ছাপা হয়েছে।

মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, বীর বিক্রম, পিএসসি

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ১৯৬০ সালের ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া মাতা মরহুমা মেহেরুন্নেছা। ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের শিক্ষায় হাতেখড়ি। এই প্রাচীনতম শিক্ষাপিঠে দাখিল পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর ১৯৭০ সালে তিনি দেশের মর্যাদাপূর্ণ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৭৫ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৭৭ সালে এইচ.এস.সি পাশ করার পর তিনি ১৯৭৮ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। দুই বছর বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হন। তিনি সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত মেধাবী, সাহসী ও নিষ্ঠাবান একজন কর্মকর্তা স্বরূপ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

গোলযোগপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৫-৯৬ সালে দায়িত্ব পালনকালে সামরিক কর্মকান্ডে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। তাঁর মেধাসম্বলিত বিচক্ষণতার কারণে অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ঐ সব বীরত্বপূর্ণ সাহসী কর্মকান্ডের জন্য তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

এই সাহসী ও মেধাবী সেনা কর্মকর্তাকে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শান্তি মিশনেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালেও একজন বিচক্ষণ তড়িৎকর্মা সেনাকর্তা হিসাবে

প্রশংসিত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

একজন মেধাবী ও বিশ্বস্ত সেনা কর্মকর্তা স্বরূপ জেনারেল আবেদীন সরকারের অত্যন্ত আস্থাভাজন কর্মকর্তায় পরিণত হন। ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁকে এস.এস.এফ এর মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। মেধা, বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার আলোকে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এই প্রতিভাবান প্রজ্বোল নক্ষত্র প্রাচীনতম শিক্ষালয় চুনতি হাকিমিয়া কামিলি মাদ্‌রাসার মূর্তপ্রতীক স্বরূপ খ্যাত।

মোঃ এরশাদুল হক (ভেট্টো)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার প্রখ্যাত চুনতী গ্রামে প্রসিদ্ধ মুন্সী বাড়িতে মোহাম্মদ এরশাদুল হক ১৯৫১ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা একরামুল হক মাতা ছাবেরা খানম। চুনতি মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৬২ সালে দাখিল পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি.এস.সি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে এম.এস.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজ এ পড়ার সময় থেকেই ছাত্রলীগের সাথে জড়িত হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে গিয়ে ১৯৬৮ সালে কারাবরণ করেন। ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগ এর আইন সম্পাদক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বন ও পরিষদ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধান্তে চট্টগ্রাম জেলা মুজিববাহিনী কমান্ড এর সদস্য (এস.এম.ইউসুফ আহ্বায়ক), চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ যুবলীগ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যুদ্ধ পরবর্তীতে অভিভক্ত সাতকানিয়ার মুজিববাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা এবং সাতকানিয়া থানা আওয়ামী যুবলীগ এর সভাপতি ছিলেন। তিনি হযরত আজমগড়ি (রহ.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা ফজলে হক (রহ.) এর প্রপৌত্র এবং সাতকানিয়া লোহাগাড়া হতে একাধিকবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোস্তাক আহমদ চৌধুরীর জামাতা।

মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

বার আউলিয়ার স্মৃতি ধন্য চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত চরম্বা ইউনিয়নাধীন বিবি বিলা গ্রামে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আবদুস সালাম সিকদার মাতা রাবেয়া বেগম দুজনই তদানীন্তন বৃটিশ আমলের এন্ট্রাস পাশ সুশিক্ষিত। ৫ বছর বয়সে মাতৃক্রোড়েই মৌলানা মুস্তফা কামালের শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান শিক্ষাসহ শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি সমাপনান্তে নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে লোহাগাড়া থানাধীন পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং 'জমাতে হাপ্তম' (১৯৬৪ সন) পর্যন্ত পড়ালেখা করেন তিনি। ১৯৬৫ সনে সাতকানিয়া থানাধীন ঐতিহ্যবাহী গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় 'জমাতে শশুম' (বর্তমান নবম শ্রেণী) এ ভর্তি হন। এখানেই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের দুই অমর সম্রাট হযরত মৌলানা আবদুল মজিদ (বড় হুজুর) (রা.) ও হযরত মৌলানা আবদুর রশিদ (ছোট হুজুর) (রা.) এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। তবে তাঁর অগ্রজ তৎকালীন চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিএসসি বিএড শিক্ষক জনাব ওসমান গনি তাঁকে নিয়ে এসে ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসায় জমাতে পঞ্জুম (বর্তমান ১০ম শ্রেণী) এ ভর্তি করিয়ে দেন। এই প্রতিষ্ঠান হতে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৯৬৬ সালে দাখিল, ১৯৬৮ সালে আলিম, ১৯৭০ সালে ফাজিল এবং ১৯৭২ সালে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল।

কামিল ক্লাশে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিনি এম.ই.এস কলেজে নৈশ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭২ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৮৩ সনে কৃতিত্বের সাথে (শিক্ষা বৃত্তি সহকারে) স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এ শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬ সালে লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার কারণে ১৯৮৯ সালে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি দেয়। ১৯৯৪ সনে আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং অদ্যাবধি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অধ্যক্ষ হিসেবে মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামালের নিষ্ঠা ও উদ্যোগের ফলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয় ১০ (দশ) টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে পাঠ-পঠনের সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অতুলনীয় মর্যাদার স্থানে পৌছাতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৫ সালে উপজেলা প্রশাসন ও ২০০৭ সালে সাহিত্যিক আবুল ফজল ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাঁকে শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা অধ্যক্ষ নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করা হয়।

সৎ, ন্যায় পরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ, বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের অথচ প্রশাসনে ভারসাম্য রক্ষায় পারদর্শী মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গৌরব।

মৌলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন সুকছড়ি গ্রামে মৌলানা মুহাম্মদ হাসান রউফীর জন্ম ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। পিতা মরহুম মৌলানা আবু আহমদ মাতা মরহুমা শিপি আফরুজ। স্থানীয় মক্তবে কোরান পাঠসহ প্রারম্ভিক অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার পর পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন তিনি। এই মাদ্‌রাসায় এবতেদায়ী পর্ব সম্পন্ন করে ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই শিক্ষালয় হতে মৌলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী কৃতিত্বের সাথে ১৯৬৬ সালে দাখিল, ১৯৬৮ সালে আলিম ও ১৯৭০ সালে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৭১ সালে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসায় প্রথম দফা কামিল শ্রেণী খোলার পর তিনি এই মাদ্‌রাসার কামিল (হাদীস) প্রথম ব্যাচে ভর্তি হন এবং ১৯৭১ ও ১৯৭২ দু'বছর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু চুনতি মাদ্‌রাসা কামিল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি না পাওয়াতে তিনি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে কামিল (হাদীস) পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পড়ালেখা সমাপনান্তে ১৯৭৩ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮১ সালে ওমানে মসজিদের ইমামতীর চাকরি নিয়ে বিদেশ গমন করেন এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর প্রবাসী জীবন যাপন করেন। ১৯৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং ব্যবসা আরম্ভ করেন।

চুনতি মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে মৌলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী এছলাহুত্তোলাবার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ১৯৬৯-১৯৭০ মেয়াদকালে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ১৯৯৬ হতে অদ্যাবধি আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আনজাম দিচ্ছেন।

ড. হাফেজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড়হাতিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা মরহুম মৌলানা মোজাফ্ফর আহমদ মাতা মরহুমা মুহতরেমা মোহসেনা খাতুন চৌধুরানী। পারিবারিক পরিমন্ডলে কুরআন পাঠ সম্পন্ন করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে প্রথম বিভাগে ১৯৬৯ সালে দাখিল, ১৯৭১ সালে আলিম ও ১৯৭৩ সালে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপনান্তে ড. এইচ.এম.বদরুদ্দোজা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মানে (আরবী) ভর্তি হন। ১৯৮৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আরবীতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৮৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারপূর্বক এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ২০০৩ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর হিসাবে অধ্যাপনায় রত।

ড. এইচ. এম. বদরুদ্দোজা একজন উঁচুমানের গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। গবেষণাধর্মী তাঁর রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নাল ও ম্যাগাজিনে প্রকাশি হয়েছে। বিভিন্ন সেমিনারে কি-পেপার উপস্থাপন করে প্রশংসিত হয়েছেন।

ড. আহসান সাইয়েদ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানা তথা পৌরসভাধীন দক্ষিণ রামপুর গ্রামে ১৯৬৩ ঈসায়ী সালের ১ মার্চ তাঁর জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম মহাম্মদ আহসান উল্লাহ। সাহিত্যিক নাম 'আহসান সাইয়েদ' নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পিতা মরহুম মৌলানা শফিক আহমদ পেশায় একজন অভিজ্ঞ হাকিম (চিকিৎসক) মাতা মরহুমা মাহফুজা খাতুন আদর্শ গৃহিনী ছিলেন।

ড. আহসান সাইয়েদ সাতকানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে সাতকানিয়া সদরে অবস্থি মাহমুদুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্‌রাসায় জমাতে হাফতুম (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৭২ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৭৭ সালে কামিল পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগ হতে ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে বি.এ অনার্স ও এম. এ পাশ করেন। 'বাংলাদেশে হাদীস চর্চা ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গবেষণা শিরোনামের উপর ড. আহসান সাইয়েদ ১৯৯৮ সালে পি.এইচ.ডি করেন।

চুনতি মাদ্‌রাসায় পড়াকালীন মাদ্‌রাসার পাঠ্য কিতাবপত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বাংলা সাহিত্য পাঠ করতেন। তাঁর ভাষ্য থেকে জানা যায় তিনি আলিম-ফাজিলের ছাত্র থাকাকালেই দুই বাংলার খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের মূল্যবান বই পড়ে ফেলেন। ফলত অল্প বয়সেই তিনি গল্প-কবিতা লেখার কায়দা-কানুন রপ্ত করেন। তাছাড়া চুনতির পল্লী-প্রকৃতি, বিল-ঝিল, পাহাড়-বৃক্ষের অপার সৌন্দর্য তাঁকে সাহিত্য জগতে নিয়ে আসে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

আহসান সাইয়েদ ১৯৭৪ সাল হতে একটানা চার বৎসর চুনতি মাদ্‌রাসার কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন আনজুমনে এসলাহুত তোলাবার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় মাদ্‌রাসার দেয়াল পত্রিকা 'আল ইবরত' নিয়মিত প্রকাশিত হত। ছাত্র হিসেবে মেধা ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী এবং মাদ্‌রাসার সকল কাজে আত্মত্যাগী হওয়ার কারণে চুনতি মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আহসান সাইয়েদ ছিল আলোচিত নাম।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৮৬ সালে পটিয়ার মনসা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে। তিনি ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ খ্রিঃ এই দু'বছর রাঙ্গুনীয়া আলম শাহ্ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার কামিলের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মুহাম্মদ কলেজে অল্প কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে (২০১০ খ্রিঃ) তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।

আহসান সাইয়েদ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী একজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব। এ যাবত তাঁর লিখিত ১০ টিরও বেশী গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ও ইসলামী গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে আরবী ও বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর ২৫ টিরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতিকে সামনে রেখে তিনি এ পর্যন্ত ৪টি ক্যাসেটে নির্দেশক ও উপস্থাপকের ভূমিকায় কাজ করেছেন- যেগুলো দর্শকমনে সাড়া জাগিয়েছে।

দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী ভাবধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ২০০৩ সালে 'নবছন্দ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন জ্ঞানী ও সার্থক শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবে বিস্তর সুনাম। অন্যদিকে ইসলামী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেশজুড়ে রয়েছে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি।

মৌলানা আবু নছর আতীক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে মৌলানা আবু নছর আতীক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের একজন হক্কানী আলেম ও বরেণ্য শিক্ষক ও মাতা মরহুমা মুহতরেমা জয়নাব বেগম একজন আবেদ ও ছালেহা আদর্শ গৃহিনী ছিলেন। পিতার হাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান পাঠসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপনান্তে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই শিক্ষা নিকেতন থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৭১ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৭৩ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭৬ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অবশ্য যথাক্রমে ১৯৮৪ও ১৯৮৯ সালে তিনি আরো দু'বিষয়ে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। পুটিবিলা হামিদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় হেড মৌলানা পদে নিয়ুক্তি পেয়ে মৌলানা আবু নছর আতীক আহমদ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। আগষ্ট ১৯৭৬ হতে অক্টোবর ১৯৭৮ পর্যন্ত সময়ে তিনি কক্সবাজার জেলার মহেশখালি মাদ্‌রাসায় সিনিয়র মৌলানা হিসাবে অধ্যাপনা করেন। সহকারী মৌলানা পদে নিযুক্তি পেয়ে নভেম্বর ১৯৭৮ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৮০ সালের শেষ নাগাদ এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। পদোন্নতির মাধ্যমে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে আরবি প্রভাষক পদে পদায়ন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জানুয়ারি ১৯৮৮ মাসে উপাধ্যক্ষ হিসাবে রংগীখালী দারুল উলুম মাদ্‌রাসা কক্সবাজার এ যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে ঐতিহ্যবাহী গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে অধ্যাপনা করেন। জুলাই ১৯৯৭ সালে নিয়োগ পেয়ে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অদ্যাবধি তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ফুনুনাত, ফেকহা, হাদীস বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে অত্যন্ত সফলতার সাথে পাঠদান করে আসছেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৩ সালে জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০০৬ সাল হতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের

অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি সুচারুরূপে আনজাম দিয়ে আসছেন।

ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৯ খ্রিঃ সনে ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা (মরহুম) মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের একজন বিজ্ঞ আলিম ও বরেণ্য ওস্তাদ, মাতা (মরহুমা মুহতারেমা) জয়নাব বেগম- রত্নগর্ভা বিদূষী রমনী। পারিবারিক পরিমন্ডলে কোরান পাঠ সহ মৌলিক প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৬৯ সালে দাখিল, ১৯৭১ সালে আলিম ও ১৯৭৩ সালে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে প্রথম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. ফারুক অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম (সম্মান) এবং পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পি.এইচ.ডি কোর্স অধ্যয়নকালে তাঁর উন্নতমানের গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিপূর্বে সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি শরীয়ার উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে সিডনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা হিসাবে অস্ট্রেলিয়া গমনের পূর্বে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. ফারুক বিশ্বখ্যাত একজন শরীয়া জ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি যিনি ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এর উপর পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন। তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে ইসলামিক অর্থনৈতিক ধারণার প্রমোটার হিসাবেও কাজ করে থাকেন। বর্তমানে তিনি দুবাই ভিত্তিক হামদান বিন মোহাম্মদ ই- বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৮ সাল হতে তিনি ইসলামিক ফাইন্যান্স কো-অপারেটিভ অস্ট্রেলিয়া লিঃ এর উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিস্থ অস্ট্রেলিয়া মুসলিম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন রত আছেন।

ড. ফারুক একজন মেধাবী গবেষক হিসাবে সুখ্যাত। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অসংখ্য প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে ছাপা হয়েছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে ৪৫ টারও বেশী তাঁর রচিত পেপার উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামিক ব্যাংকিং এর উপর আন্তর্জাতিক জার্নাল অব এক্সেলেন্স এর সম্পাদক এর দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। এতদব্যতীত একাধিক আন্তর্জাতিক ইসলামিক জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য হিসাবেও তিনি কাজ করছেন এবং আন্তর্জাতিক রিভিউ জার্নালের এড হক রিভিউয়ার হিসাবেও তাঁর কর্মকান্ড স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক ময়দানে ড. ফারুকের বিচরণে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মৌলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক

কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন খরুলিয়া গ্রামে মৌলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৬০ ঈসায়ী সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী বাচা মিয়া, মাতা সুফিয়া খাতুন। পারিবারিক ব্যবস্থায় কোরান পাঠসহ প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি ছুরতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কক্সবাজার এ ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা হতে ১৯৭৪ সালে প্রথম বিভাগে ২০ তম স্থান দখল করে প্রথম বিভাগে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর সাতকানিয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭৮ সনে প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৭৮ সালে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮০ সনে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

প্রখর মেধাবী এ জ্ঞানতাপস শিক্ষা জীবনে কোন পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান ছাড়া পাশ করেন নি। দাখিলে ২০তম, আলিমে ৪র্থ, ফাজিলে ৬ষ্ঠ, কামিলে ২য় এবং এম.এ. তে ১ম স্থান অধিকার করে প্রখর মেধা ও ঈর্ষণীয় ধীশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

মৌলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৮০/৮১ সনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ঢাকা মাদ্রাসা-ই আলিয়াতে স্কলারশীপ সহকারে রিচার্স ফেলো হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন এবং 'কাদিয়ানী মতবাদ' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেন। অতঃপর ১৯৮৯ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন।

১৯৮১ সালে সাতকানিয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন মৌলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক। তবে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় প্রভাষক (অতিরিক্ত মুহাদ্দিস) পদে নিয়োগ পান এবং ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই পদে অধ্যাপনা করেন। তাঁর জ্ঞান, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি দেয়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষালয়ের উপাধ্যক্ষ-কাম-ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সাল হতে অদ্যাবধি কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন। যে সমস্ত ছাত্র চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার অর্জনকে সমৃদ্ধ করেছেন মৌলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ড. হেলালউদ্দীন মুহাম্মদ নোমান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নাধীন প্রখ্যাত সূফী মিয়াজি পাড়ায় ড. হেলালউদ্দীন মুহাম্মদ নোমান ১৯৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা দলিলুর রহমান মাতা মুহতরেমা রাজিয়া সুলতানা। পারিবারিক পরিবেশে কুরআন শিক্ষাসহ প্রারম্ভিক অক্ষর জ্ঞান অর্জনের পর ঐতিহ্যধন্য চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম বিদ্যাপিঠ হতে ১৯৮০ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৮২ সালে আলিম, ১৯৮৪ সালে ফাজিল এবং ১৯৮৬ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে প্রথম বর্ষ সম্মানে ভর্তি হন এবং ১৯৯১ সালে আরবিতে প্রথম বিভাগে বি.এ. অনার্স ও ১৯৯২ সালে প্রথম বিভাগে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৪ সালে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করার পর পি.এইচ.ডি কোর্সে ভর্তি হন। 'ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রামের আলেমদের ভূমিকা ১৮৬০-১৯৬০' শিরোনামে তাঁর রচিত সন্দর্ভের উপর তাঁকে ২০০৪ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বি.এ. অনার্স পাশ করার পর ১৯৯১ সালে গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদানের মাধ্যমে ড. নোমান তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ধীশক্তিসম্পন্ন একজন গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি জননন্দিত ও সুখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর লিখিত ৮টির অধিক বই মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্যবই হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং গবেষণাভিত্তিক একটি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মূল্যবান তথ্য সম্বলিত অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-রচনা বিভিন্ন জার্নাল ও ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। বিভিন্ন সেমিনারে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করে সমাদৃত হয়েছেন।

হাফেজ মৌলানা মুহাম্মদ শাহে আলম

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন পুটিবিলা গ্রামে ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে হাফেজ মৌলানা মুহাম্মদ শাহে আলম জন্ম গ্রহণ করেন। মাতার সহযোগিতায় নিজ গ্রামের মক্তবে কোরান শরীফ পাঠ, নামায শিক্ষা ও অন্যান্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শিক্ষা লাভ করার পর ১৯৭৮ সালে চুনতি হাকিমিয়া হেফজখানায় ভর্তি হন তিনি

এবং ১৯৭৯ সালে সফলভাবে হেফজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৮০ সালে পুটিবিলা হামিদিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় জমাতে দহুমে (বর্তমানে ৫ম শ্রেণী) ভর্তি হন এবং ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এখানে পড়ালেখা করেন। ১৯৮৪ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার ১০ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৮৫ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। ১৯৮৭ সালে এই মাদ্রাসা হতে সাধারণ বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১২তম স্থান অধিকার করে ১ম বিভাগে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা হতে ১৯৮৯ সালে ১ম বিভাগে ফাজিল এবং ১৯৯১ সালে মেধা তালিকায় ১৭তম স্থান দখল পূর্বক ১ম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৯২ সালের মে মাসে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক পদে নিযুক্তির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৯৪ সালের শেষ নাগাদ এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, পাঠদান দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাঁকে মুহাদ্দেস পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং অদ্যাবধি এই পদে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মৌলানা হাফেজ শাহে আলম একজন সুবক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি এতই সাবলিল যে তাঁর পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

ড. হাফিজ মাহবুবুর রহমান

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানাধীন বড়হাতিয়া (মালপুকুরিয়া) গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম হাফিজ আবদুল আজীজ। পটিয়া শাহমীরপুরস্থ তাজবিদুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে হিফজুল কুরআন ও এলমত তাজবিদ সমাপনান্তে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা হতে ১৯৬১ সালে ১ম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীন শিক্ষাপীঠ হতে ১৯৬৫ সালে আলিম ও ১৯৬৭ সালে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে চাঁদগাঁও এন.এস.সি মডেল হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এন.এম.সি পাশ করেন। ১৯৭৮ সালে ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা হতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন। ড. হাফিজ মাহবুবুর রহমান ২০০২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল করেন। প্রফেসর ড. এ.এম.এম. শরফুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে "মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম লিপিকলা ঃ সূচনা ও বিকাশ" শিরোনামে তাঁর রচিত অভিসন্দর্ভের উপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাফিজ মাহবুবকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

১৯৬৮ সালে ছাত্র থাকাকালিন সময়ে চট্টগ্রাম কলেজ জামে মসজিদের ইমাম পদে যোগদানের মাধ্যমে ড. হাফিজ মাহবুবুর রহমান কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে সেন্ট মেরী স্কুল, চট্টগ্রাম এর শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয়ের আলাওল হল মসজিদের ইমাম পদে নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রিসার্চ ফেলো (আরবি ও ফার্সি) পদে যোগদান করেন। বর্তমানে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো পদে পদোন্নতি পেয়ে কর্মরত আছেন।

ড. নূর মোহাম্মদ ওসমানী

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন দুলাহাজারা গ্রামে ১৯৬৬ সালে ড. নূর মোহাম্মদ ওসমানী জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি খুটাখালী তমিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে দাখিল ও আলিম পাশ করেন। অতঃপর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা হতে ফাজিলও কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পন্ন করার পর তিনি বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বি.এ. অনার্স ও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। এতদব্যতিত বাংলাদেশের দারুল

এহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর উপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এরপর ড. ওসমানী মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া হতে Islamic revealed Knowledge and heritage এর উপর এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৯৬ সালে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন এন্ড সুন্নাহ স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০২ সালে কুরআন এন্ড সুন্নাহ স্টাডিজ এর উপর পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন এই মেধাবী ছাত্র। ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করার পর তাঁর দক্ষতা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে তাঁকে ২০০৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। কুরআন ও সুন্নাহ স্টাডিজ, ফিক্‌হ, ফুনুনাতসহ সাধারণ বিষয়ে আরবী ও ইংরেজীতে তিনি সুনিপুণভাবে পাঠদান করেন। তাঁর রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন জার্নাল ও ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনারে তিনি বহু পেপার উপস্থাপন করেছেন।

ড. আবুল কালাম মোহাম্মদ শাহেদ

জন্ম ১ মার্চ ১৯৬৭ সন। পিতা ওস্তাজুল আসাতাজা স্বরূপ খ্যাত মরহুম মৌলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের মাতা মরহুমা জয়নাব বেগম চুনতি গ্রামের একজন বিদুষী রমনী। ড. এ.কে.এম. শাহেদ পিতার কাছেই প্রথম সবক গ্রহণ করেন। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান শরীফ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপিঠ হতে ১৯৭৯ সালে দাখিল, ১৯৮১ সালে আলিম এবং ১৯৮৩ সালে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৮৮ সালে আরবি ভাষায় সম্মানসহ বি.এ এবং ১৯৯১ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষার্থে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৭ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০১ সালে মালয়েশিয়ার কেবাংসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ইসলামিক থিউলজি ও ফিলসফির' উপর পিএইচডি করেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর ২০০১ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং ঢাকাস্থ মনারত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এখানে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম কর্তৃক লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। একই বৎসর এপ্রিল মাসে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে তাঁকে পদায়ন করা হয়। আজ পর্যন্ত তিনি সেই পদে সফলভাবে কর্তব্যরত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গবেষণা কর্মের সাথেও সম্পৃক্ত হন। তিনি ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি একাধিক বই রচনা করেছেন। তাঁর বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রখ্যাত চুনতি গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিদ্দিকী পরিবারে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলানা মোহাম্মদ আবদুন নূর ছিদ্দিকী একজন বিদগ্ধ আলেমে-দ্বীন ও বরেণ্য ওস্তাদ ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে কুরআন পাঠ ও প্রারম্ভিক অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি এতদ অঞ্চলের প্রাচীনতম শিক্ষাপিঠ চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হতে রফিক সিদ্দিকী প্রথম বিভাগে ১৯৬৮ সালে দাখিল, ১৯৭০ সালে আলিম ও ১৯৭২ সালে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৭৪ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায়

chunati.com
pioneering village based website

উত্তীর্ণ হন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা শেষান্তে রফিক সিদ্দিকী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৮০ সালে কৃতিত্বের সাথে চারুকলায় এম.এ.ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৪ সনে জার্মানী থেকে টেক্সটাইল ডিজাইন ও প্রিন্টিং এর উপর পোষ্টগ্রেজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

রফিক সিদ্দিকী একজন কীর্তিমান জননন্দিত চারুকলা শিল্পী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি সুলতানা জুট মিলসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং' হিসাবে দীর্ঘদিন সুনাম সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি 'শান্তা মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজী'তে ফ্যাশন ডিজাইন ও টেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মুহাম্মদ জহিরুল হক

কক্সবাজার জেলার রামু থানাধীন গর্জনিয়ার পূর্ব বোমাংখিল গ্রামে ১৯৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারি মৌলানা জহিরুল হকের জন্ম। বাবা মৌলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল মা শামসুন্নাহার বেগম। স্থানীয়ভাবে কুরআন শরীফ পাঠ ও অন্যান্য অক্ষর জ্ঞান হাসিল সম্পন্ন করার পর তিনি কক্সবাজার হাসেমিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮৮ ঈসায়ী সনে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় আলীম শ্রেণীতে ভর্তি হন। দু'বছর এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করে ১৯৯০ সালে আলীম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৯২ সালে চট্টগ্রামস্থ দারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে ফাজিল পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ হতে সম্মানসহ বি.এস.এস ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ.এস.এ)'র অধীনে লেখাপড়া করে কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন এর উপর ২০০০ সালে ডিপ্লোমা করেন। লেখাপড়া সমাপনান্তে গ্রাফিক ডিজাইন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। এই বিষয়ে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি উন্নতমানের ল্যাবও স্থাপন করেন যেখানে তিনি কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা রকম গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতোমধ্যে তিনি দেশের একজন প্রথম সারির চারুলিপি শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আরবি ক্যালিগ্রাফির উপর প্রথম একক প্রদর্শনী করে প্রশংসিত হয়েছেন। ২০০২ সালে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে ফ্যাশন ডিজাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে দর্শকবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ২০০২ সালে তিনি ঢাকা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতীয় আর্ট প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং দর্শক ও আয়োজকবৃন্দের নজর কেড়েছেন। ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে ফ্যাশন ডিজাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে সমাদৃত হন। ২০০২ সালে সানফ্লাওয়ার প্রথম আলো ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২য় পুরস্কার এবং ২০০৩ সালে কনকা-প্রথম আলো ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২য় পুরস্কার অর্জনের দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জনাব জহিরই চুনতি মাদ্‌রাসা তথা মাদ্‌রাসা শিক্ষিত প্রথম ব্যক্তি যিনি চারুলিপি শিল্পে সর্বমাত্রিক খ্যাতি লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে একক এবং প্রথম ডিজিটাল ক্যালিগ্রাফারের মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

জনাব জহিরুল হকের একক উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম কম্পিউটার গ্রাফিক ট্রেনিং শুরু হয়। ফলে চট্টগ্রাম মহানগরী ছাড়িয়ে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র এই সেক্টরের চাহিদা পূরণ হয়েছে। বর্তমানে তার ছাত্ররা জাপান-যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু দেশে সুনামের সাথে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ইব্‌ন মৌলানা আবু মুহাম্মদ এজহারুল হক কক্সবাজার জিলার খরুলিয়া

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯০ সালে দাখিল প্রথম বিভাগে এবং ১৯৯২ সালে প্রথম বিভাগে আলিম পাশ করেন তিনি। পরবর্তীতে ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৯৪ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৮ম স্থান এবং ১৯৯৬ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করেন। ড. যুবাইর একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে আলিম পাশ করার পর একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবি প্রথম বর্ষ অনার্সে এবং তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসায় ফাজিল বর্ষে ভর্তি হন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে কামিল (হাদিস) এর পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করে আরবিতে বি.এ. অনার্স পাশ করেন এবং ১৯৯৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

লেখাপড়া সমাপনান্তে ড. যুবাইর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ইতিমধ্যে পদোন্নতি পেয়ে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পেয়েছেন। ২০১০ সালে "Perso- Arabic Elements in Chittagonian Bangla : A Linguistic Analysis" শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর লিখিত ও রচিত একাধিক প্রবন্ধ/রচনা দেশীয় বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মুহাম্মদ রুহুল কাদের

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন রত্ন প্রসবিণী খ্যাত চুনতি গ্রামের প্রসিদ্ধ সিকদার বাড়িতে মুহাম্মদ রুহুল কাদের ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলানা মুহাম্মদ এয়াহায়া (রা.) বিদগ্ধ আলেম, প্রখ্যাত হাকিম ও বরেণ্য শিক্ষক ছিলেন মাতা মুহতারেমা মাহমুদা খাতুন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষায় হাতে খড়ি। এই ঐতিহাসিক শিক্ষা নিকেতন হতে ১৯৮২ সালে দাখিল, ১৯৮৪ সালে আলিম, ১৯৮৬ সালে ফাজিল ও ১৯৮৮ সালে কামিল (সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে) পাশ করেন। ১৯৯০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় বি.এ. অনার্স এবং ১৯৯১ সালে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৯৬ সালের ৫ মে আহমদিয়া করিমিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় বাংলা বিষয়ের প্রভাষক হিসাবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন মুহাম্মদ রুহুল কাদের। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে চন্দনাইশ আমানত ছফা বদরুন্নেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৩ সালের ২৩ জুন চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়া জোনে অবস্থিত বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজে বাংলার প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অদ্যাবধি এই পদে নিয়োজিত আছেন।

মুহাম্মদ রুহুল কাদেরের সাহিত্যিক নাম হল রুহু রুহেল। তিনি সাহিত্য জগতে নন্দিত একজন লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বাংলা ব্যাকরণ ও বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সাহিত্য সাময়িকীতে তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

জে.ইউ.এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা গাজিয়ে বালাকোট তাজুল আউলিয়া মৌলানা আবদুল হাকিম সিদ্দিকী (রা.) এর প্রপৌত্র আমানুল্লাহ সিদ্দিকীর কনিষ্ঠ পুত্র জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর হোসাইন সিদ্দিকী ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চুনতি হাকিমিয়া প্রাইমারি স্কুল হকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তথায় এক বৎসর অধ্যয়ন করত ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে এক বৎসর অধ্যয়ন করে মা-বাবার ইচ্ছায় ও হযরত শাহ্ হাফেজ আহমদ (র.) (চুনতির শাহ সাহেব) কেবলার বিশেষ নির্দেশনায় স্কুলে আর লেখাপড়া না করে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় জমাতে দাহুমে (বর্তমানে ৫ম শ্রেণী) ভর্তি হন। ১৯৮৩ সালে

১ম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৬ সালে আলিম ১৯৮৮ সালে ১ম বিভাগে ফাজিল ও ১৯৯০ সালে কামিল (হাদীস) পাশ করেন। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯১ সালে লোক প্রশাসনে বি.এ অনার্স এবং ১৯৯২ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য অনার্স ও মাস্টার্সে মেধা তালিকায় যথাক্রমে ৫ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৯৭ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে প্রবেশনারী অফিসার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ইসলামী ব্যাংকে দীর্ঘ প্রায় ৮ বৎসর কর্মজীবন অতিবাহিত করে একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এরপর ২০০৫ সালে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেডের ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয় মেজর নিয়ে এম.বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তিনি বেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি একজন কৃতি ফুটবলার ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন। লেখাপড়া ও খেলাধুলার ন্যায় লেখালেখিতেও তার হাত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ হতে প্রকাশিত "জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন" এ "মহানবী (সঃ) এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা" ও লোক প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা শিরোনামে তার দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে বিভিন্ন দেশ তথা মায়ানমার, ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব সফর করেন। বর্তমানে তিনি সাউথ ইষ্ট ব্যাংক এর সিডিএ এভিনিউ ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় ম্যানেজার অপারেশন পদে কর্মরত আছেন।

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন

চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতকানিয়া উপজেলার উত্তর রামপুর গ্রামে মৌলানা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন জানুয়ারি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা (মরহুম হাফেজ মৌলানা) নূরুল হক মাতা হোছনে আরা বেগম। পারিবারিক পরিমন্ডলে কোরান শিক্ষা ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি সোনাকানিয়া মজিদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৮৩ সালে প্রথম বিভাগে পাশ করে সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তারপর গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮৫ সালে প্রথম বিভাগে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তারপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় ফাজিল প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে ১৯৮৭ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় কামিল (হাদিস) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৮৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। এরপর মৌলানা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৯৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে আরবীতে বি.এ. অনার্স পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

পড়ালেখা সমাপনান্তে ১৯৯৫ সালে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় আরবি প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। অক্টোবর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ মাসে গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় নিযুক্তি পেয়ে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালের শেষ নাগাদ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর নিয়োগ পেয়ে ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত এই পদে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৩ সালে আরবি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক

হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতিমধ্যে তিনি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী এর অধীনে পি.এইচ.ডি. করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

মৌলানা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। সফল শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অব্যাহত আছে।

লুৎফুল কাদের

চট্টগ্রাম জেলাধীন লোহাগাড়া উপজেলার সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে ১৯৭১ সালে লুৎফুল কাদের জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাকিম মৌলানা মুহাম্মদ এয়াহায়া (রা.) মাতা মাহমুদা খাতুন। ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় তাঁর শিক্ষায় হাতেখড়ি। এই প্রাচীনতম শিক্ষালয় হতে তিনি ১৯৮৪ সালে দাখিল, ১৯৮৬ সালে আলিম, ১৯৮৮ সালে ফাজিল ও ১৯৯০ সালে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৯২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৯৩ সালে একই বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৯৮ সালে চন্দনাইশ আমানত ছফা বদরুন্নেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজে ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০০ সালে কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন কলেজে ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি এই পদে নিয়োজিত আছেন।

মৌলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলাধীন বাবুনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মৌলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করে। পিতা মরহুম শায়খুল হাদীস মৌলানা মুহাম্মদ আমীন দেশবরেণ্য নিবেদিতপ্রাণ ওস্তাদ মাতা মুহতারেমা সাজেদা বেগম খোদাভীরু বিদূষী রমনী। পিতার কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি এবং অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন। নিজ গ্রামের বাবুনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৫ সালে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন তিনি। এই প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ হতে ১৯৭০ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৭২ সালে প্রথম বিভাগে আলিম ও ১৯৭৪ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসায় কামিল (হাদিস) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মৌলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক। মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ সম্মানে ভর্তি হন। যথানিয়মে অধ্যয়ন করে ১৯৮১ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্র হিসাবে তিনি ওস্তাদবৃন্দের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

১৯৮৪ সালে বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম এ উপাধ্যক্ষ পদে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে এই দায়িত্ব আনজাম দেন। ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে সহকারী পরিচালক পদে নিযুক্ত হন তিনি। দক্ষতা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা বিবেচনা করে পর্যাক্রমে তাঁকে উপ-পরিচালক ও পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন রত। মৌলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন গবেষক, লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ এবং সুবক্তা। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত ও অনূদিত ২৯টিরও অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কাজী মৌলানা মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর ইউনিয়নের সুফি মিয়াজি পাড়ায় কাজী মৌলানা মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের জন্ম। পিতা মৌলানা এয়াকুব মাতা মুহতরেমা মাহবুবা খাতুন। পারিবারিক পর্যায়ে কোরান শিক্ষাসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণের পর স্থানীয় হাতিয়ারপুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন তিনি। অতঃপর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় জমাতে দহুমে (বর্তমানের ৫ম শ্রেণীতে) ভর্তি হন। এই গৌরবমন্ডিত শিক্ষাপিঠ হতে ১৯৮২ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৮৪ সালে প্রথম বিভাগে আলিম, ১৯৮৬ সালে প্রথম বিভাগে ফাজিল এবং ১৯৮৮ সালে প্রথম বিভাগে ৯ম স্থান অধিকার করে প্রথম শ্রেণীতে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এই মেধাবী ছাত্র। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে যে সকল ওস্তাদবৃন্দের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মরহুম মৌলানা মোহাম্মদ আমীন সাহেব, মৌলানা আবদুর রশীদ সাহেব, মৌলানা আজিজুল হক, মরহুম মৌলানা কামাল উদ্দিন মুছা খতিবী, অধ্যক্ষ আ. ক. ম. আবদুল কাদের মহোদয়বৃন্দের সুদৃষ্টি ও আন্তরিকতার কথা মৌলানা কাজী মৌলানা ফজলুর রহমান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। এরপর মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হতে কামিল (ফিকাহ) ডিগ্রি লাভ করেন।

লোহাগাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় আরবি প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। মৌলানা কাজী ফজলুর রহমান অত্যন্ত মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের কারণে অল্পদিনের মধ্যে কক্সবাজার জেলার রঙ্গীখালী কামিল মাদ্‌রাসায় মোহাদ্দিস হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে আরাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় এবং রাঙ্গুনীয়া আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসায় প্রভাবান মোহাদ্দিস হিসাবে হাদিস, তাফসীর ও অন্যান্য ফুনুনাত বিষয়ে সফলভাবে পাঠদান করেন। তারপর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষানিকেতন উম্মল মদারেস স্বরূপ খ্যাত দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মোহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন এবং ছহীহ বোখারীসহ অন্যান্য হাদিস ও তাফসির বিষয়ে পাঠদান করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সুপারিওয়ালা পাড়া জামে মসজিদে দীর্ঘ ১২ বৎসর খতীব ও ইমামের দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৬ সাল হতে বাইতুশ শরফ এলাকার নিকাহ রেজিস্ট্রার ও কাজী হিসাবে দায়িত্ব আনজাম দিচ্ছেন মৌলানা কাজী মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ খান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মোহাম্মদ সাজ্জাদ খানের জন্ম ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। পিতা মরহুম মৌলানা মুসলেম খান মাতা মরহুমা রায়েহা বেগম উভয়ই চুনতি গ্রামের অধিবাসি। পারিবারিক পরিমণ্ডলে কোরান শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হতে তিনি ১৯৮৬ সালে দাখিল, ১৯৮৮ সালে আলিম পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯০ সালে ফাজিল পাশ করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা শেষ করার পর মোহাম্মদ সাজ্জাদ খান চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে প্রথম বর্ষ সম্মানে ভর্তি এবং ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এস.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এস.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। একাডেমিক তথা আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করার পর চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, জার্মান ফেডারেশন অব স্মল বিজনেস এবং টেকনোনেট এশিয়া সিঙ্গাপুর কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এক্সিকিউটিভ ডেভল্যাপমেন্ট প্রোগ্রাম এর উপর ১৯৯৬ সালে

বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ খান একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি এয়ার ওশেন লজিষ্টিকস ইনকর্পোরেটেড এর স্বত্বাধিকারী। এস.কে.এফ ফ্যাশন ঢাকা এবং নোমা আরকিট্যাক্টস ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

বিচক্ষণ মোহাম্মদ সাজ্জাদ খান সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথেও সম্পৃক্ত। চুনতি সমিতি ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া সমিতি, ঢাকা শাখার আজীবন সদস্য, আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের সাংগঠনিক সম্পাদক এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদও তিনি অলংকৃত করেছেন।

মুহাম্মদ আজিজুল ওয়াদুদ (হেলাল)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামের সিকদার বাড়িতে মুহাম্মদ আজিজুল ওয়াদুদ ১৯৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ হারুন মাতা দিলারা বেগম। কুরআন পাঠ প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান লাভ করার পর ১৯৮২ সালে তিনি ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় জমাতে ইয়াজ দহমে (বর্তমানের ৪র্থ শ্রেণীতে) ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিল এবং সকল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৯৯০ সালে আলিম, ১৯৯২ সালে ফাজিল এবং ১৯৯৪ সালে কামিল (হাদিস) পাশ করেন।
ছাত্র জীবনে আজিজুল ওয়াদুদ 'শাপলা বয়েজ ক্লাবের' সভাপতি, শিশু সংগঠন 'ফুলকুড়ি আসর' এর লোহাগাড়া থানা পরিচালক এবং এসলাহুত তোলাবার ভি.পি. স্বরূপ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালে সাতকানিয়া কলেজ হতে বি.এস.এস. পাশ করেন। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এস.এস পাশ করেন।

১৯৯৬ সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ২০০২ সাল পর্যন্তএই ব্যাংকে কর্মরত থাকার পর ২০০২ সালে প্রিমিয়ার ব্যাংকে যোগদান করেন। বর্তমানে প্রিমিয়ার ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার এস.পি.ও তথা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ইনচার্জ এর দায়িত্বরত আছেন।

Chunati.com

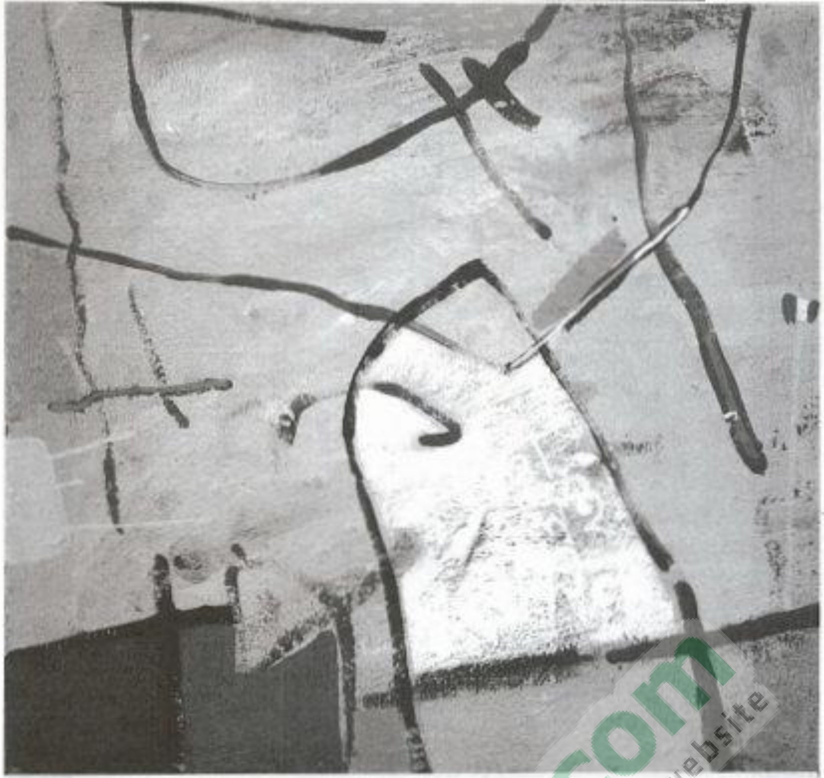

আরবি প্রবন্ধ ও তৎকালীন একটি রিপোর্ট

কবিতাগুচ্ছ

অ্যালবাম

Chunati.com
Pioneer in village based website

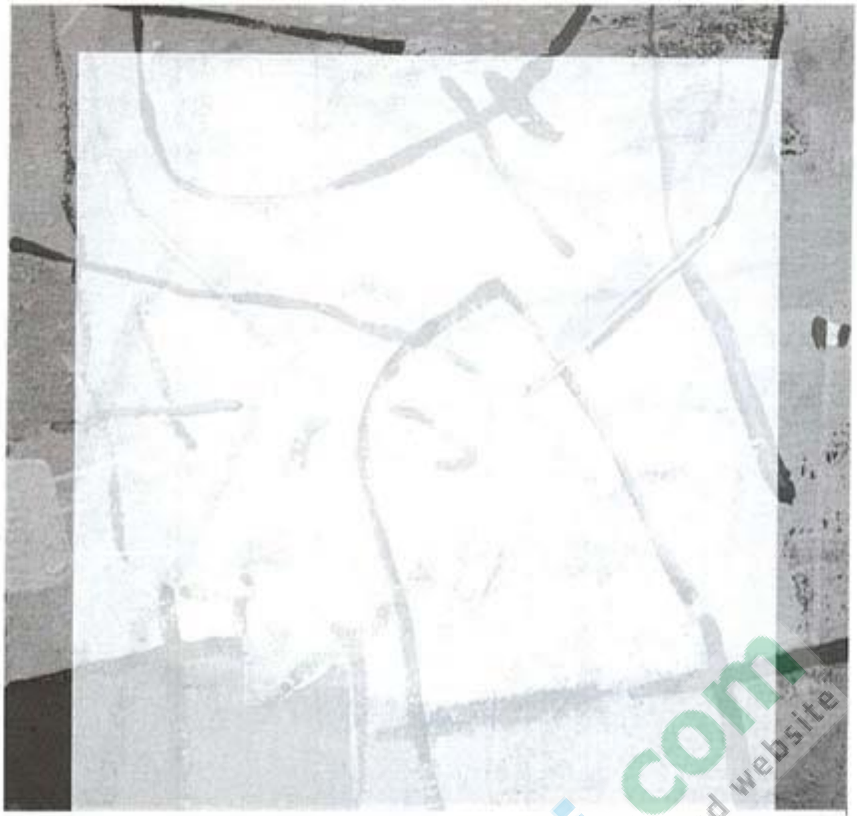

আরবি প্রবন্ধ ও তৎকালীন একটি রিপোর্ট

- القضاء في ضوء القرآن والسنة
  আ.ফ.ম. ওয়াহিদুর রহমান
- طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں
  আল্লামা ফজলুল হক

কবিতাগুচ্ছ

- শাহ সূফি মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
- ড. শব্বির আহমদ
- ড. আনওয়ারুল হক খতিবী
- মুসলিম খান
- ড. মুহাম্মদ ঈসা শহিদী
- মুহাম্মদ সৈয়দ নূর (কবিতার ভাবানুবাদসহ)

কমিটি সমূহ অ্যালবাম

- দৃশ্যপটে চুনতি মাদ্‌রাসা
- চুনতি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র

القضاء في ضوء القرآن والسنة

أ.ف.م.وحيد الرحمن محمد إسماعيل
الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   قسم القضاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلي يوم الدين.

فإن موضوع القضاء في الشريعة الإسلامية من المواضيع التي تهم الفرد والجماعة والدولة في المجتمع الإسلامي، شرع الإسلام القضاء لأنه وسيلة لتحقيق العدل والعدالة ورد الحقوق إلى أصحابها فينتشر الأمان بين الناس، وتصان دماؤهم وأموالهم وأغراضهم وغاية الشريعة أن يمارس كل إنسان حقه ويحافظ على حقوق الأخرين وتحقق السعادة والطمأنينة والأمن والأمان في الحياة.

إن الإنسان مدني الطبع من جانب ومفطور على الشر والنزوح عن الحق والتجاوز للحد والاعتداء على الغير والطمع بما في يده والتهرب من أداء واجبه والتعسف في استعمال حقه ولذلك كانت الحاجة إلى القضاء ماسة وضرورية وحتمية.

فالقضاء ركن من أركان الدولة وجزء هام ورمز للسيادة والاستقلال للأمة. فالأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان كل مجدها ودلالة على تطور العقل فيها ودرجة التفكير التي وصلت إليها. وبالعدل قامت السموات والأرض وهو أساس العمران وأقوى دعامة لاستتباب الأمن واستقرار النظام ورقي المجتمع وتقدم الأمة، في الحقيقة أن القضاء سلطة الفصل بين المتخاصمين. وحماية الحقوق العامة، بالأحكام الشرعية. فالقضاء سلطة ملزمة للفصل بين الخصومة وهي إحدى سلطة الدولة لحماية الحقوق ؛ولتطبيق الشريعة بإلتزام الأحكام الشرعية, وإلزام الناس لها. ومنع ما يضر الفرد والجماعة. حكاماً أو محكومين موظفين ام مواطنين عاديين.

وتتجلى أهمية القضاء في الشريعة الإسلامية حيث ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع كما أن العقل يؤيد ذلك ويحث عليه أما الكتاب الكريم فقد وردت آيات كثيرة جدا تنص على الحكم والقضاء. وتوجب على الأنبياء وعامة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أن يفصل بين الناس في منازعاتهم وخلافاتهم وأن ذلك شطر من وظيفتهم، كما جعل القرآن الكريم الإيمان متوقفاً على التقاضي والتحاكم بشرع الله ودينه مع قبول الحكم ووجوب تنفيذه. واذكر بعض هذه الآيات الشريفة :

(1) قال الله تعالى : {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله * ولا تكن للخائنين خصيما" [النساء: 105/4].

فالحكم بين الناس إحدى غاية الرسالة السماوية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف شرعاً بالحكم بين الناس، ورد الحقوق إلى أصحابها مهما كانت صفتهم وعقيدتهم.

(2) قال الله تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) (ص: أ 26/38)

فهذه الآية تجعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءاً من مهمات النبي ووظيفة لازمة لخليفة الله في أرضه.

(3) قال الله تعالى : {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات . وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب،إن الله قوي عزيز}. (الحديد 57)

فالآية نصت على إنزال الكتاب والميزان على الرسل   ثم نصت على الغاية والهدف من إنزال الميزان (ليقوم الناس بالقسط) وهو العدل. وقرن الله تعالى ذلك بإنزال الحديد ليكون إشارة إلى القوة اللازمة للقاضي في فصل الخصومة وإقامة العدل، وتنفيذ الحكم، ليتم النصر لله في تطبيق شرعه ودينه.

(4) قال الله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضت ويسلموا تسليماً} النساء 65/4

فقد ربط الله تعالى الإيمان بقبول التحاكم إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

أ.ف.م وحيد الرحمن محمد إسماعيل ولد في محافظة كوكسبازار ببنجلاديش ، وأحد خريجي (المدرسة الحكيمية العالية بصوناتي. شيتاغونغ) وعين محاضراً في قسم اللغة العربية في المدرسة الإسلامية بمحمد بور   ذكا   ببنجلاديش. ثم حصل علي منحة لمواصلة دراسته بجامعة ام القرى مكة المكرمة   في المملكة العربية السعودية، وهو ولايزال طالباً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بقسم القضاء بجامعة أم القرى.

(5) قال الله تعالى {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا} النور **48/24**

(6) قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة **44/5**.

وقال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة **45/5**

وقال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} المائدة **47/5**.

فالآيات الثلاثة تطلب الحكم بما أنزل الله تعالى في كتابه وشرعه وذلك يتوقف على إقامة الدولة الإسلامية وتنظيم القضاء فيها.

(7) قال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به} النساء **58/4**

فالآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (إذا كانت الآية قد أوصت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.

(9) قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} النحل **90/16**

فالله يأمر بالعدل وهو الأنصاف والقسط والتسوية في الحقوق بين الناس وإيتاء الحق والمعروف لذي القربى وينهى عن المنكر والبغي.

ولما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، قال له أعدْ عليّ فأعادها، فقال له الوليد : والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر.

(**10**) قال الله تعالى : {ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً   النساء **10/5**

وهذه الآية تدل على أن التحكام بين الناس واجب إلى شرع الله وحكمه دون غيره من أحكام الطواغيت.

الأحاديث الشريفة في القضاء:

وهي أحاديث كثيرة وتمتاز بأنها تطبيق للقرآن الكريم، وبيان للآيات السابقة وتنفيذ عملي للقضاء والحكم في الإسلام. والدعوة إلى إقامة العدل وكيفية تنظيم القضاء وأصول العمل فيه.

(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. (متفق عليه)

(2) قال عليه السلام : لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته بالحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها (متفق عليه)

(3) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضانة عندما جاءته امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع منها ولدها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تتزوجي". (رواه احمد وابو داود

(4) جاءت حبيبة بنت سهل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ، وكانت زوجة ثابت بن قيس بن شماس، وأعلنت أنها لا تريد البقاء مع زوجها، وأنها في مقابل ذلك ترد له ما أعطى فاستحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له (خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها رواه أبو داود) وهو أول خلع في الإسلام.

(5) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً من الصحابة قضاة إلى الأمصار وكان بعضهم يجمع الإمارة والقضاء وبعضهم يختص بالقضاء فقط، فمن ذلك:

[أ] ما رواه الإمام علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت، يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي في القضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضى حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فمازلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد. (رواه الترمذي وأبو داوود).

Chhunati.com Pioneer in village based website

[ب] روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله، قال، فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال اجتهد رأي، ولا آلو (أي لا أقصر) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله).

الإجماع :

فطن المسلمون على مشروعية القضاء وإلى أهمية القضاء والعدل ولم يخالف أحد في ذلك، وقد بينه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واهتموا به وتولاه كثير منهم. وطلبوه من غيرهم، وعين الخلفاء الراشدون ومن بعدهم القضاء في حاضرة الدولة الإسلامية، وفي جميع الأمصار والأقطار التي شع فيها نور الإيمان والإسلام.

فمن أمثلة ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة عيّن عمر بن الخطاب قاضياً وقال له : اقض بين الناس. فأني في شغل، والقول المشهور لأبي بكر: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله".

وقال الصحابي عمير بن سعد وإلى حمص لعمر رضي الله تعالى عنه (ما يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف، وضربا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل".
ولما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة أرسل الصحابة قضاة إلى الأمصار.

المعقول :

لاشك أن الإنسان اجتماعي بطبعه وإنه يعيش في جماعة، لأن الإنسان مفطور على الأنانية وحب الغلبة والطمع والجشع والاستئثار على غيره والعدوان عليه. والتنازع والتجاذب والتظالم، وكل ذلك يوجب عقلاً وجود القضاء، ويفرض غقامة العدل بينهم، والواقع وأوضاع العالم أكبر دليل والتاريخ خير شاهد، فلابد من دولة تقيم العدل. وتطبق الأحكام.

ومن هنا اعتبر الفقهاء والعلماء والأئمة أن علم القضاء من أجل العلوم قدراً وأعزها مكاناً وأشرفها مركزاً. لأن يحفظ الحقوق والأنفس، ويأخذ على يد الظالم والمعتدي، وبين الحلال والحرام وهو من وظائف الأنبياء والمرسلين.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأول، والمسئول الوحيد عن القضاء وهو النبي المصطفى، والرسول المجتبى، والمشرع المعصوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه القضاء، وهو الذي اختاره الله للنبوة واصطفاه للتبليغ، وأيده بالوحي الشريف والعصمة وفضله على غيره نقلاً وروحاً. وجسماً وخلقاً وخُلقاً وذكاء وفطنة، وحرسه بالملائمة وسدد خطاه فهو اشهر القضاء، واعدل القضاة، وأعظم القضاة.

الترغيب في القضاء والترهيب منه:

إن القضاء في الإسلام يمثل صورة مشرقة في التاريخ الإسلامي، ويتبوأ مركزاً مهماً في الشريعة الغراء، ويحتل ركنا أساسياً في الفقه الإسلامي وتتمثل فيه الصورة الحقيقية للتطبيق الصحيح لأحكام الله تعالى، وقام فعلاً بهذه الوظيفة العظيمة المقدسة، وأقام العدل، ونفذ حكم الله تعالى فكان مفخرة الأمة في تاريخها المجيد، حتى صار مضرب المثل في النزاهة والحياد والعدل والقسط، وكان القضاة المسلمون، في الجملة والغالب، وأنموذجاً رائعاً، ومثلاً عالياً لمن ينشر الحق والعدل.

ومن هنا أردت أن أتناول هذا الجانب المضيء من تاريخ أمتنا بعرض هذه الأدلة الراشدة.

[أ] عن عائشة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة، قالوا : الله أعلم، قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وإذ حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم (متفق عليه).

[ب] وفي الحديث الصحيح : (سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه: الحديث فبدأ بالإمام العادل (متفق عليه).

Ghunati.com
Pioneer in village based website

[ج] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا : (رواه مسلم).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أقضي يوماً أحب إليّ من عبادة سبعين سنة، وكذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الأجر، قال الله تعالى : {وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} سورة المائدة 42.

وكل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد فإنما هي في قضاة الجور من الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ولي القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين (رواه أبو داوود والترمذي).

فقد أورده أكثر العلماء في معرض التحذير من القضاء ولكن رأى بعض العلماء. هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته، وأن المتولى له مجاهد لنفسه وهواه، وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق، إذ جعله ذبيح الحق امتحاناً، لتعظم له المثوبة امتناناً، فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم، فلم يأخذه في الله لومة لائم حتى قادهم إلى أمر الحق، وكلمة العدل، وكفهم عن دواعي الهوى والعناد، جُعل ذبيح الحق لله، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة، وقد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، ومعقل بن يسار وأبا موسى الأشعري رضوان الله أجمعين، القضاء، فنعم الذابح ونعم المذبوحون.

فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم، لا عن القضاء، فالجور في الأحكام وأتباع الهوى فيه هو من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال الله تعالى {وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطباً} سورة الجن (15).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعز الناس على الله، وأبغض الناس إلى الله، وأبعد الناس من الله، رجل ولاه الله من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً يعدل بينهم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عمل بالحق في قضائه فهو في الجنة، وقاضٍ علم الحق فجاء متعدياً فذاك في النار، وقاضٍ بغير علم واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار) رواه أبو داوود وابن ماجه والحاكم والمستدرك).

وقد قال الله تعالى : {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} سورة العنكبوت 69.
فيجب على من دخل القضاء بذل الجهد في القيام بالحق والعدل.

القضاء ما بين الإسلام والقانون الوضعي:
لاشك أن القوانين الوضعية أنظمة مدنية دنيوية لا غير، فكل أحكامها تتعلق بالظواهر، وكل مرتكزها على قوة السلطة الزمنية، وكل جزاء منها وعقوباتها منحصرة في الجانب الدنيوي، فلا مكان فيها للحلال والحرام ولا لبواطن الأمور ونوايا القلوب ولا لعقيدة الحساب بين يدي الله ودخول الجنة والنار.

كما أن القوانين الوضعية الأوربية على الخصوص وإلى حد كبير قد غفلت الجوانب الأخلاقية والمثالية وبفقدان هذا العنصر الأخلاقي في القوانين الوضعية أبيح الزنا إلا في حالات معينة كالإكراه، وأبيح شرب الخمر والمسكرات وأبيح صنعها والاتجار فيها، وأبيحت الخلاعة، وفتحت المراقص والملاهي وأبيح القمار والربا وضاعت أمور كثيرة وفضائل جمة لأن ضياعها لا يرفع إلى الحاكم.

Ghunati.com Pioneer in village based website

أما الشريعة الإسلامية، فهي نظام روحي ومدني، ديني ودنيوي تعتمد على وازع الإيمان والخلق بجوار اعتمادها على قوة السلطان ورقابة الدولة، وتضع الجزاء الأخروي جنبا إلى جنب مع الجزاء الدنيوي وتقيداً للمسلم بفكرة الحلال والحرام، وتجعل الأمر حلالا بناء على ظاهره وحقيقته وليس بناء على الصور والظواهر التي يبنى عليها القضاء حكمه بالضرورة.

إن الصفة الدينية والربانية للشريعة الإسلامية تفرغ على تشريعاتها قدسية لا نظير لها وتغرس في أتباعها حبها واحترامها، ولهذا يسارع المسلم إلى تنفيذ أوامرها مطمئن القلب بدافع الضمير والإيمان لا بسوط الشرطي، وقد جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائعاً مختاراً لينفذ فيه حكم الله في جريمة الزنا التي اقترفها خفية ولم يضبطه فيها شرطي ولا قدم أحد شكوى ضده، ذهب إلى يد العدالة واعترف بالجريمة وطلب العقوبة ليطهر نفسه من الإثم والعصيان وشتان بين هذا المؤمن الطائع الطاهر الذي قدم نفسه إلى حكم الله وقضائه عن اختيار وطواعية بين الشعب الأمريكي الذي رفض أن تمنع عنه الخمر رغم اقتناعه العقلي بضررها. فقد أصدرت أمريكا عام **1919**م قراراً عن طريق البرلمان من أجل منع الخمر وأنفقت في تنفيذ ذلك مبلغاً ضخماً دعاية ضدالخمر، تحملت في سبيل تنفيذ قانون التحريم ما لا يقل عن مائتين وخمسين مليون دولار في مدة أربعة عشر عاماً، وأعدمت في هذه المدة ثلاثمائة نفس وسجنت خمسمائة واثنين وثلاثين ألف نفس، وبلغت الغرامات ستة عشر مليون دولار، ولكن كل ذلك لم يزد الأمريكيين إلا شغفاً بالخمر وازدياداً في الإقبال عليها فاضطرت الحكومة سنة **1933**م إلى إلغاء هذا القانون وإباحة الخمر إباحة مطلقة.

الخاتمــــــــــة:وفي الختام أقول لبين لما سبق أن القضاء في الإسلام محقق للاستقرار الاجتماعي وإقامة العدل والأمن والطمأنينة. أنه فريضة محكمة، وسنة متبعة به، يجتمع الشرع والحكم، وتقوم الدنيا والدين. ويلزم الناس بالحق المبين وهو مسلك وعر ومركب خطر، وبقدر خطورته كان فيه الفضل العظيم لمن تولاه، وقام بحقه، فهو مسئولية كبرى، ورعاية عظمى.

لذا فقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة بمشروعيته، والأمر به، وذكر فضله، مع بيان أن ذلك لمن قام به حق القيام، واجتهد في إصابة الأحكام، كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط}.

يقول الله سبحانه وتعالى : {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} العلم يزداد أهمية وفريضة، ويعظم منزلة وقدراً ويكثر أجراً ونفعاً لمن ولي القضاء وتمييز للحلال والحرام وإقامة لمصالح الخلق، وتثبيت لقواعد الحق، لذا فإنه يتأكد على القاضي الاجتهاد في طلب العلم لحاجة ماسة، وإذا تقرر هذا فإنه ما من شك في وجوب العمل بالعلم والدعوة إلى الله وأن الدعوة إلى الله لتتأكد أهميتها، وتعظم مسؤوليتها على القضاة لما آتاهم الله من سلطان، وعز وبرهان مع رفعة المنزلة وقبول الكلمة، وكم من قاضٍ نفع الله به البلاد والعباد، ودعم خيره الحاضر والباد.

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب القبول والنجاح والرقي والازدهار لمدرستنا الحبيبة (المدرسة العالية الحكيمية بصوناتي شيتاغونغ) وأن يجعلها سبباً من أسباب تحقيق أمنيتنا بإقامة الدولة الإسلامية التي تقوم بالقضاء والعدل والقسط والإنصاف والله ولي التوفيق والقادر على ذلك. وما ذالك علي الله بعزيز.

وفقنا الله جميعاً لإستشعار أهمية القضاء وأنه مسئولية كبرى ونعمة عظمى. فمن قام بالمسئولية. واجتهد في نصح الرعية فاز بالأجر العظيم، ومن قصر وفرط فهو في خطر جسيم فما أحوج الناس عامة والمسلمون خاصة إلى هذه النعمة العظيمة.

المراجع والمصادر:(1) تفسير ابن كثير,(2)كتاب القضاءللشيخ عبد الله بن عمر,(3)تاريخ القضاء في الاسلام ,محمد الزحيلي ,(4) النظريات الفقهية ـــ ا.د.ياسين بن ناصر الخطيب

Ghunati.com Pioneer in village based website

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طالبانِ علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں ۔

از حضرت مولانا محمد فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم اعلیٰ جیونتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ چاٹگام ۔

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

امابعد ! آپ حضرات جو جیونتی مدرسۂ حکیمیہ کے طلبائے قدیم ہیں آپ کی اس انجمن اور جمعیت واتحاد کے مقاصد و اغراض کا مطالعہ کرکے میں نے آپ کے بعض سرگردہ لیڈر کے سامنے گذارش کی تھی کہ آپکے اس عظیم الشان من حیث الاغراض اجلاس کی صدارت کیلئے کسی قابل ترین وسیع المعلومات غائر النظر حقائق بین اور دور حاضر کے حالات زیر دبم پر آگاہ انسان کو نامزد کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور اپنی سابقہ رائی پر مصر رہے

آپکے مقاصد واغراض کچھ ایسے بحث طلب اور رموز آمیز امور واقع ہوئے ہیں کہ اگر ان کے متعلق کوئی مقرر کچھ بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اسکو مسلمانوں کے دورِ روشن اور اسلام کے ایام طلوع وضیار کے حالات وکوائف کی طرف ایک محققانہ نظر ڈالنی ہوگی تاکہ وہ آپکے سامنے ان اسرار و رموز کو صحت و واقعیت کے ساتھ پیش کریں جن کی برکت سے وہ دین ودنیا ہر دونوں حیثیت سے اللہ جل شانہ کے محبوب ترین خلائق تھے اور کامیابی وسرخ روئی کے اعتبار سے فائز المرام ترین گروہ انسان تھے۔ کرۂ ارض کے جس مقام پر وہ قدم رکھتے تھے غلبہ ونصرت، فتح وحکومت، دولت وسیاست، قیادت وسیادت، شوکت ومحبوبیت انکے قدم چومتی تھیں۔ جس ملک پر انکی حکومت قائم ہوتی تھی وہاں امن وامان، عیش وآسائش، توافر ارزاق اور فراوانی اسباب معائش کا وہ حال ہوتا تھا جسکی مثال ونظیر نہ مل سکتی تھی، رعایا باوجودِ اختلافِ مذہب وبغض وعناد کے اپنی عداوت قدیمہ کو فراموش کرکے انکی مدح سرائی میں بلبل ہزار داستان بنجاتے تھے بنی نوع انسان کی بحث چھوڑئیے کواکب وسیارات، مواشی وطیارات، جمادات ونباتات، عناصر وعوامر جبال ذبحور اور وحوش وطیور پر بھی انکی حکومت نافذ تھی، اقوام عالم انکے عروج برق رفتار سے حیرت زدہ احبار وعلماء یہود حسد وحیرت سے بے تاب، رہبان نصاریٰ رشک و غیرت میں بیچو ماہی بے آب، سلاطین ارض اپنے مستقبل کی فکر میں بے قرار بیچو سیماب نظر آتے ہیں۔

آخر وہ کون سی حقیقت تھی کہ جس نے بافوق العادت برق رفتاری کے ساتھ تلے آسمان کے بلکہ ورے آسمان تک انکو یوں ابھارا کہ مخلوق کے حوصلے میں ان کے اوپر کوئی اوپر ہی نہ تھا۔

ع پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی
ستارے جسکی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے (اقبال)

ع خاکم بہ نور نغمۂ داؤد بر فروز
ہر ذرۂ مرا پر و بال شرر بدہ

(دعای اقبال)

نہایت مختصراور جامع الفاظ میں آپ اگر اس سوال کا جواب دیں تو آپ کو کہنا ہوگا کہ دور روشن وطلوع وضیائے اسلام کے مومن تھے بمصداق لا تہنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ، اور مسلم تھے بمصداق : یا ایھا الذین اٰمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ، ایمان وعمل بالارکان کے مجموعہ کا نام اسلام ہے اور ایمان کے معنی ہیں تصدیق بالجنان پھر تصدیق نام ہے تصور مع الحکم کا اور تصور مع الحکم مترادف ہے یقین واعتقاد کا - اب واضح ہوگیا اسلام عبارت ہے علم وعمل یا یقین وعمل یا عقائد واعمال سے یہی سبب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں ایمان کی دعوت ہے ساتھ ہی عمل صالح کی دعوت ہے ، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین اٰمنوا وعملوا الصّٰلحٰت فلھم اجر غیر ممنون ، اجر سے مراد اجر دنیوی واخروی ہے ، لاوجہ للتخصیص ، وعد اللہ الَّذِیْنَ اٰمنوا وعملوا الصّٰلحٰت منھم مغفرۃ وَّاجرا عظیمًا نیز ، من اٰمن باللہ والیوم الاٰخر وعمل صالحًا فلھم اجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ای لا فی الدنیا ولا فی الاٰخرۃ ، ایضا ان الذین اٰمنوا وعملوا الصّٰلحٰت لھم جنات تجری من تحتھا الانھار ذٰلک الفوز الکبیر ، اس آیت میں اجر آخرت کا ذکر ہے - اور جنت کے معنی میں نعیم مراد ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انعامات خداوندی میں کوئی تحدید وتضییق نہیں ہے - نیز ، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین اٰمنوا وعملوا الصّٰلحٰت ، اس آیت شریفہ میں مومنین عاملین مستثنیٰ عن الخسران ہیں فھم لیسوا بخاسرین لافی الدین ولا فی الاٰخرۃ ، عدم الخسران فیھما ھو عین الفوز والفلاح والسعادۃ فیھما - آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ اخلاق قرآنی کو عمل جامہ پہنا کر اہل عالم کے لئے ایک اسوۂ حسنہ قائم کردیں جسکا اتباع کرکے عالم جہاں میں گروہ انسان انسانی فطری شرافت کے ساتھ بے داغ زندگی بسر کریں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے انک لعلیٰ خلق عظیم ، اس خلق عظیم کی شرح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کان خلقہ القراٰن .

ان اوصاف کے مسلمان کیا کبھی کمزور ہوسکتے ہیں - کوئی مادہ پرست طاقت کیا ان پر غلبہ کرسکتا ہے ؟ وہ تو خدائی طاقت سے طاقتور رہیں ، ہزاروں تاریخی سچے واقعات روز روشن کی طرح واضح ہیں ، کہ مسلمانوں نے دس گونہ زائد بلکہ اس سے بھی بہت زائد تعداد کے دشمنوں سے لڑکر دور دراز ملکوں میں باوجود بے سروسامانی کے غلبہ حاصل کیا ہے ، حالانکہ دشمن بلحاظ آن زمان خطرناک سامان جنگ کے ساتھ آمادۂ پیکار تھے .

ؔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو ، پختہ ہوجائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو

نیز

مرد مؤمن با خدا دارد نیاز - ما تبو سازیم تو باما بساز

عزم او خلاق تقدیر حق ست - روز ہیجا تیر او تیر حق ست

نیز

مرد حر محکم ز ورد لاتخف - ما بمیدان سر بجیب او سر بکف

لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی : خوف مت کھا (کیونکہ باطل بے نتیجہ کار) بے شک تو ہی فتحیاب ہوگا ۔

کوئی قوم جب ایمانی قوت واستحکام کے ساتھ محکم ہو تو اسکو مادی قوتیں ہرگز مغلوب نہیں کرسکتیں بلکہ بقاعدہٗ ۔ مَنْ لَہٗ المولیٰ فلہ الکل ہر قسم کی مادی قوتیں بھی اس قوم کے ہاتھ آجاتی ہیں مسلمانان دور روشن باوجود یکہ بالکل بے سروسامان تھے ، تمام بڑی بڑی مادی طاقتیں انکے سامنے ہیچ ہوگئیں ، اور تمام ملک ان ہی کے ہاتھ آگئیں ،ضیغم اسلام غازی انور پاشانے بخارا کو مرکز بناکر روس کے ماتحت زبردست وسیع علاقے کے مسلمانوں میں تحریک پیدا کی کہ سب کو اسلامی اخوت واتحاد میں منضبط کرکے ایک عالیقدر ملت اسلامیہ استوار کریں اور روس کی بددینیوں اور الحاد ـ نوازیوں ،اسلام دشمنیوں سے مسلمانوں کو چھڑا کر یہاں اسلامی حکومت قائم کریں ،جہاد شروع ہوگیا ،عقلائی روس نے دیکھا کہ اگر یہاں کے سب مسلمان متحد ہوجائیں اور انکے دلوں میں جذبات قرآنی زندہ ہوں پھران سے مقابلہ کرنا محال ہے انہوں نے خفیہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع کیں اور قبائلی افتراق کی بنیاد پر ہر ہر مسلمان علاقے کے ایک ایک دولتمند سردار سے ملکر کہا کہ آپ اپنے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کرلیجئے ہم آپ کی تائید میں ہیں ،مستقل وآزاد حکومت وسلطنت آپکی ہوگی ، آپ کیوں اپنی ہستی کو انور پاشا کی تحریک میں گم کردیں؟ ان کے پھسلانے میں سب آگئے دس بارہ چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہوگئیں ، ترکمانستان ، قازقستان ،تاجیکستان ، ازبکستان ،کرغیزیہ تاتارستان ،آذربائیجان وغیرہ قبائلی ریاستیں ہیں ، انور پاشا کے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور باقی مسلمان حرص وآز کے پھندے میں پھنسے ، نتیجہ یہ ہوا کہ انور پاشا ان درندوں کے ہاتھ شہید ہوئے اور تحریک ملت اسلامیہ ختم شد ،ان آزاد سلطنتوں کا یہ حال ہے کہ کس موسم میں کس زمین پر کونسی زراعت ہوگی اس کی اجازت وحکم بھی ماسکو سے حاصل کرنا لازم ، تمام مدارس بند ،اسلامی تعلیم معدوم ،بڑی بڑی مساجد جامعہ سینما ہال بنے ہوئے ہیں ۔ حج ممنوع مسلمانان عالم سے تعلقات قائم کرنا ممنوع نعوذ باللہ منہا ۔ انسان کی عقل حیران ہوجاتی ہے ایسا کیوں ہوا ،؟ اس لئے ہوا کہ ان مسلمانوں میں ایمانی قوت واستحکام نہ رہنے کے سبب وہ محکم نہ تھے بندۂ حرص آز ہوکر سلطنت کے نشہ میں چور ہوگئے ، اور برباد ہوئے اگر محکم باستحکام ایمانی ہوتے تو چالباز ان روس کی مکاری میں نہ آتے اور ملت اسلامیہ قائم ہوجاتی ،اسوقت روس کی سلطنت وقوت اس ملت اسلامیہ کے آگے ایک چیونٹی سی رہ جاتی ، اس ایمانی قوت واستحکام کے نہ رہنے سے یہ لوگ کمزور وضعیف تھے اور قاعدہ ہے پھر یہ قاعدہ ہر طبقہ کے مخلوق میں رائج ہے کہ کمزور زور آور کا لقمہ بنے ،ادنی اعلی کے حق میں فنا یا کالفنا ہوجاتے ہیں حیوانات کو انسان کھاجائے چھوٹے اور کمزور حیوانات کو بڑے حیوانات کھاجائے چنانچہ مچھلیوں سانپوں جنگلی درندوں بلکہ نباتات میں بھی یہی دستور جاری ہے ، مولانا روم فرماتے ہیں

ع ـ جملہ عالم آکل وماکول داں ۔

ہر کیف استحکام وقوت واقتدار وغلبہ اور فتح ونصرت محکم مسلمانوں کا حق ہے ،کمزوری اور ضعیفی وناتوانی ایک فوری موت کا پیغام ہے ۔

ہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ، (اقبال)

مسلمانوں کا اپنی عالمگیر اخوت وقومیت اسلامیہ کو فراموش کر کے بندۂ حرص وآز ہو کر قبائلی عصبیت اور نسلی ولسانی ووطنی تفریقات میں پھنس جانا اپنی ہلاکت کو بلا لینا اور فلک الافلاک سے تحت الثریٰ میں انحطاط کرنا ہے، اس باب میں علامہ اقبالؒ بتاتے ہیں

ے غبار آلودۂ رنگ ونسب ہیں بال و پر تیرے ، تو اے مرغ حرم اُڑنے سے پہلے پرفشاں ہوجا
یہ ہندی وہ خراسانی یہ تورانی وہ ایرانی ، تو اے شرمندۂ ساحل اچھل کر بے کراں ہوجا
بتانِ رنگ وخوں کو توڑ کر ملت میں گم ہوجا ، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

نیز :-

ے فارغ از باب وام واعمام باش .. ہمچو سلمانؓ زادۂ اسلام باش،

حضرت سلمان فارسیؓ سے جب ان کا شجرۂ نسب دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواباً فرمایا ۔

سلمان بن اسلام ۔

ملت اسلامیہ کی روح پرور وسدابہار عالمگیر اخوت وقومیت سے منحرف ہو کر قبائلی، علاقہ واری عصبیت اور لسانی نسلی ووطن پرستی کے دلدل میں پھنس جانا صرف نفسانی اغراض وغیر مسلمانہ کم نظری ہوس پرستی کے سبب ہوتا ہے فرنگی لوگ جو سیاسی قمار بازی ومکاری میں بغایت ہشیار وعیار ہیں خوب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جہانگیر جاذب عالم اخوت وملت اگر یوں بحال رہی تو دنیا کی تمام طاقتیں ایک دن انکے سامنے سرنگوں ہو جائینگی ، ادھران نباضوں نے مسلمانوں کی ایمانی قوت وجذبات اخلاص میں جو فتور آگیا تھا اسکو بھی تاک لیا ، ایسی سازش کی اور یوں پھسلایا کہ ان کو حرص وآز خود پرستی وعصبیت وقبائلیت کے نشے میں مست بنادیا ۔ اور اس ملت کو بہت سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ، عرب کو پھر سنگاپور جاوا سماترا وغیرہ جزائر کو دیکھئے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بانٹکر اور کمزور بناکر مدتوں سے ان پر سرداری کرتے رہے نبض شناس علامہ اقبالؒ نے فرنگیوں کی مکاری کے باب میں کہا

ے فریاد ز افرنگ ودلاویزیٔ افرنگ ۔ فریاد ز شیرینی وپرویزی افرنگ
عالم ہمہ ویران ز چنگیزی افرنگ ۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز۔
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز
از خواب گراں خیز ۔

اسلام کے سلم الکل واضح راستہ چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹک جانا اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مذلتوں میں مبتلا ہونے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ۔ اور اعدائے اسلام کی سازشوں اور سحر سازیوں کے متعلق بھی ہشیار فرمادیا ہے يُرِيدُوْنَ

ليطفئوا نور الله بافواههم . (الآیۃ) اور عالمگیر اخوت اسلامی کی طاقت سے طاقتور ہونیکی طرف رغبت دلائی گئی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه . مگر افسوس ہم تو یوں بھٹک گئے کہ واپس لوٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ،

ے اللہ کی راہ ابتک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا،

مسلمانوں میں جبتک خداطلبی رہی دنیا لوٹ پوٹ ہو کر ان کے قدم چومتی رہی اور جب مسلمانوں نے دنیاطلبی شروع کردی تو دنیا ان سے دور بھاگی :- ان الارض یرثھا عبادی الصالحون ۔ کَلِمَۃُ اللّٰہِ ھی العلیا ۔ لگ لگ کہو نہ لگے مت لگ کہو تو لگے، کرۂ ارض پر مسلمانوں کی حکومتیں شمار میں کم نہیں ہیں مگر سب کمزور اور بڑی طاقتوں کے دست نگر۔ اگر آج بھی ان کے آپس میں رابطۂ اتحاد و ملت اسلامیہ استوار ہو جائے تو رنگ ہی بدلجائے دنیا کا۔

انجمن کے مقاصد

اب لیجئے آپ کی انجمن کے مقاصد میں جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنوتی حکیمیہ سینیر مدرسہ کے معیار تعلیم کو یوں ترقی دیجائے کہ اس سے ایسے ذی استعداد علماء پیدا ہوں جو زبان و قلم سے مسلمانوں کو دور حاضر کی مغربیت زدگی و لادینیت سے محفوظ رکھنے کے قابل ہوں۔ مادہ پرست کج شعور انسانوں کے بیجا اعتراضات اور بے محل تجاویز و بیانات کے کما حقہ صحیح و درست ترکی بترکی جوابات اور دندان شکن تردیدات پیش کرسکیں۔ میں آپ کو آپ حضرات کی عالی ہمتی اور بلند حوصلگی پر مبارکباد کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حق تعالےٰ شانہٗ آپ کو توفیق دے۔

آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ادیان قبل از اسلام کا یہ حال رہا کہ ان کے انبیائے مرسلین دنیا سے رخصت ہو کر ایک صدی کا زمانہ گذرنے نہ پاتا تھا کہ مذہب اور اس کی آسمانی کتاب میں ہزاروں مداخلت بیجا اور تحریفات و تلبیسات واقع ہو کر وہ مخزن الاباطیل والاغلاط بن جاتی تھی۔ اس کی اصلی صورت یوں مسخ ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور تک ممکن نہ تھا۔ بخلاف مذہب اسلام کے کہ آج ڈیڑھ ہزار سال کا طویل زمانہ گذر رہا ہے مگر کیا مجال کہ اس کی کتاب یا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرِمو برابر فرق آتا۔ خود خدائے قدوس نے وعدہ منصوص فرمادیا ہے کہ "اِنّا نحنُ نزّلنا الذِکرَ و اِنّا لَہٗ لَحافِظُوْنَ"۔ اور مسلمانوں پر لازم کردیا ہے کہ "وَلتکنْ مِنکم اُمّۃٌ یَدعُونَ اِلی الخَیرِ و یأمُرُوْنَ بِالمَعرُوْفِ و یَنْھَوْنَ عَنِ المنکرِ" ظاہر ہے کہ دعوت الی الخیر کا مقدمہ و موقوف علیہ یہی ہے کہ اس خیر کی کما حقہ حفاظت ہو اور خیر سے مراد مذہب حق (اسلام) اور اس کی کتاب قرآن ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد تبلیغ و اشاعتِ اسلام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلیبلغ الشاھِدُ الغائِبَ۔ بلِّغوا عَنِّی ولو آیۃً وغیرہا۔ پھر ادھر تنبیہ و تہدید ہے کہ "مَنْ کذَبَ عَلَیَّ متعمِّداً فلیتبوّأ مقعدَہٗ مِنَ النّارِ" ادھر حکم ہے کہ تبلیغ کرو۔ اور اُدھر حکم حتمی ہے کہ ایک حرف بھی غلط یا جھوٹ نہ ہونے پائے۔

اعدائے اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی غرض سے زبان و قلم، سنان و علم سب کچھ استعمال کیا۔ تخریبی تدابیر میں ان سے جس قدر ہو سکتی تھی اس میں کوئی کسر نہ رکھی گئی۔ اب مسلمانوں میں محافظین و

مجاہدین اسلام بھی دو فریق ہو گئے، اول اصحاب العلم والقلم دوئم ارباب السیف والعلم۔ فریق اول نے اعدائے اسلام کی دروغ بافیوں اور بے اصل اعتراضوں کا یوں استیصال کیا کہ وہ لوگ قرناً بعد قرنٍ جدو جہد کے بعد بالآخر مبہوت اور یکے بکے ہو گئے۔ ادھر کتاب وسنت اور آثار وروایات اور اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگہبانی کی کہ دنیا کی نظر کے سامنے ان کو روشن آفتاب کی طرح بے داغ نمایاں کر دیا۔ اور اہل عالم کے روبرو اسلام کی کھلی دعوت کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر ادیان کی تحریفات وتلبیسات کی دھجیاں اڑادیں اور انکا کچا چٹھا نکالدیا۔ معاندین اسلام کے بڑے بڑے عقلاء وحکماء کو مجبوراً اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن تحریف سے پاک اور آثار رسول تمام نقائص سے مبرّاہیں مارگولیس جیسا کہ معاند وحاسد مؤرخ

کو کہنا پڑا کہ میں نے تمام بانیانِ مذاہب کے احوال پر محققانہ نظر ڈالی مگر افسوس کہ وہاں اندھیر ہی اندھیر ہے اور اگر کہیں ذرا سی جھلک محسوس ہوئی بھی مگر اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا۔ ہاں جب میں نے پیغمبر اسلام کے احوال کی طرف توجہ ڈالی تو دیکھا کہ یہاں سب کچھ بالکل واضح اور روشن ہے۔ یہاں روز روشن ہے نہ کوئی خود یہاں دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔

فریق ثانی یعنی ارباب السیف والعلم نے بڑی بڑی ہزاروں سال کی پرانی مادی طاقتوں کے سامنے ایسی داد شجاعت دی اور جان نثاری کا وہ جوہر دکھایا کہ دشمنان اسلام حیرت زدہ وششدر تھے۔ اور انکے آزمودہ کار، جہاندیدہ افراد کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ مسلمان اگرچہ ظاہری مادی طاقت کے اعتبار سے کچھ قابل ذکر نہیں ہیں۔ لیکن اونکے سینوں کے اندر ایسی چیز موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ کبھی مغلوب یا فنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مخفی نہ رہنا چاہئے کہ یہ ارباب سیف مجاہدین ان ہی اہل علم وقلم کے تربیت وتعلیم دادہ وزائیدہ ہیں۔ انہیں حضرات ہی نے انکے سینوں کو آباد کیا اور جذبات ایمانی وانوار روحانی کی آماجگاہ بنادیا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ قوم وملت، مذہب ودین کی حفاظت وترقی کی جڑ علم ومعرفت ہے اور بس؛ دیگر اسباب عروج علم ہی کے زائیدہ ہونگے۔ یہی سبب ہے کہ کتاب اللہ اور سنن رسول ﷺ میں علم کی اس قدر تاکید وترغیب اور فضیلت وتوصیف دیکھتے ہیں۔ علم جان ہے، زندگی ہے حرکت مِنَ الظلمة اِلی النور ہے اور حرکت ایک فعل ہے پس علم وعمل کی وابستگی نشأتی ہے خیالی نہیں ہے۔ علم وعرفان سرمایۂ قلب ودماغ ہے اس کا جلوہ قال وحال، گفتار وکردار میں ہے مگر یہ قال وگفتار بغیر کردار کے مذموم وبے اثر ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مالا تفعلون؟ نیز اَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وتَنسَوْنَ اَنفُسَكُمْ؟

واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی ٭ برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی ٭ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

واعظ ومبلغ کے دل خود جذبات ایمانی سے پرنہ ہو اور لذت اعمال کے مشتاق نہ ہو تو غیروں کو وہ کیونکر پابند اعمال بننے کا شوق دلادے۔ از دل خیزد بر دل ریزد۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہی دل کو لگتی ہے حسن بیان وفصاحت لسان کے سبب جو جوش وخروش دیکھتے ہیں یہ اثر نہیں ہے ایک فوری کیفیت سریع الزوال ہے۔

کیا یہ علم ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر عزت وعظمت اور قوت واقتدار سب کچھ ہم سے کیوں چھن گیا۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مَا بِاَنْفُسِہِمْ نیز ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَہَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مَا بِاَنْفُسِہِمْ کیا جو علم مطلوب ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ مطلوب وسیلۂ

فلاح ہے ہو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ واقعی نہیں ہے ۔اگر ہزاروں میں دو چار ایسے اوصاف کے نکلیں بھی تو وہ الشاذ کالمعدوم ہیں تاہم ایسے حضرات کے اثر و توجہ اور ملفوظات و مکتوبات سے مسلمانوں میں کچھ تو رمق جان محسوس ہوتی ہے ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ درسگاہوں کی عمومی حالت کے متعلق کہ یہ سب ہماری تشنگی کو بجھانے میں ناکام ہو رہی ہیں ۔ ہمیں ضرورت ہے زندہ طلبہ و زندہ

علماء کی جن کے انفاس سے قوم و ملت کو سیرابی و سرشاری حاصل ہو ۔ اب تو ہمارا یہ حال ہے ۔

تو در دل نالۂ زارے نداری ٭ کہ در تن جان بیدارے نداری
دریں گلشن کہ گل چیدن حلال ست ٭ تو زخمے از سرِ خارے نداری

موجودہ ملت اسلامیہ کے اندر جان ڈالنے کے لئے ایسی برگزیدہ ہستیوں کی ضرورت ہے جو

ضمیرے بحر نا پیدا کنارے ٭ دلِ ہر قطرہ موج بیقرارے

اور وہ حضرات ایسے مرد مسلمان ہوں جو ؎

چہ باید مرد را طبعے بلندے مشرب نابے ٭ دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانِ بے تابے

اے طلباء سابقین مدرسہ حکیمیہ چنوتی آپ حضرات تو ما شاء اللہ سب ہی ممتاز علماء ہیں ۔ آپ کو تو ہم قدیمی محبت و پیار کے سبب طلباء کے خطاب سے بلا رہے ہیں ۔ ہم آپ کے بہت ہی شکر گذار ہیں کہ آپ ہمارے بعض پرانے خوابوں کو جو ابتک رویا ہی رویا رہ گئے تھے واقعیت کا جامہ پہنانے کے عزم مصمم کر چکے ہیں ۔ ہم نے آپ کے سامنے مسلمانوں کی تشنگی اور احتیاج و نقائص کی نوعیت کو اپنی ناقص سمجھ اور تجربہ کے بموجب ظاہر کر دیا ہے ۔ اب آپ پر لازم ہے کہ بیان کردہ نقص دکمی کو پورا کرنے کے لیے جو لائحہ عمل کارگر ہو اس کی تشکیل فرمائیں ۔

میں اس متعلق آپ کو چند باتیں بحیثیت مشورہ عرض کر رہا ہوں ۔ (۱) آپ کی انجمن کے مقصد اعظم و اہم جس کے حق میں ابھی بحث ہو چکی اس کی اہمیت کو آپ حضرات کما حقہ تصور کریں ۔ درحقیقت یہ ایک خاص مذہبی غیر سیاسی معنوی انقلاب کی دعوت ہے ۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کے دینی حالات کا جائزہ لینے سے اور فرقہائے باطلہ نیز دہریت و لادینیت نواز گروہوں کی اسلام دشمنی کو معاینہ کر کے آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ جو شرعی حیثیت سے بھی لازم ہو چکی ہے پس آپ سمجھ لیں کہ کسی انقلابی تحریک میں جو مردانِ کار محرک اول ہونگے اونکے عزم و ارادہ اس قدر پختہ اور اٹل ہونا ہے کہ ہر ایثار کے موقع اور ہر دفع موانع کی منزل پر پوری بجالیت و استقلال سے پیش قدمی کرے ۔

(۲) جس تعلیم گاہ کو آپ مرکز عمل قرار دیکر کام شروع کریں اس کے متعلق امور مندرجہ کی تحقیق و تصدیق حتمی لازم ہے ۔ (الف) اس کے نظام مالیات ، نظام تعلیم ، نظام تربیت اطفال پر آپ کو حتمی استمراری اقتدار ہو ، رسمی اکثریتی نہیں ۔ ایسا نہ ہو کہ پرواز شروع ہو کر یا کسی قدر اقدام کے بعد شر انگیز فتنہ ابھرے اور تمام سعی و اجتہاد درہم برہم ہوں (ب) وہ درسگاہ فی الحال ٹائٹل کلاسوں تک ترقی یافتہ ہو فبہا والّا غیر مبہم عجلت کے ساتھ اس کو اس منزل تک پہونچانا ہے ۔

(ج) مدرسہ میں تعلیم و تربیت اخلاق دونوں کی بالکل برابر اہمیت ہو (د) اسلوب تعلیم کی تیسر بہدف اصلاح ہو مدرسہ میں جدید نافذ شدہ اسلوب تعلیم کے حاذق معلمین کا تقرر ہو (۳) کتبخانۂ مدرسہ کے علاوہ ایک الگ غیر سرکاری قومی دار الکتب و المطالعہ کی تاسیس ہو جس میں دور جدید و قدیم کے خلاف اسلام شائع شدہ رسائل و کتب اور انکی مدافعت

میں دور جدید و قدیم کے رسائل و کتب کا ذخیرہ ہو مناظرہ اور دیگر فنون ضروریہ کی کتابیں نیز احادیث و تفاسیر و شروحات اور سیر و تواریخ کے ذخیرے کافی ہوں پھر اس کے ضمن میں ایک دار التصنیف ہو اور اس کا انتظام ایک ذی استعداد صاحب طول باع وسیع المعلومات شخص کا حوالہ ہو عالم سے کامل تک کے طلباء پر ان کے اوقات فرصت میں حسب حیثیت مطالعہ کا فرمان و انتظام ہو ۔

(۴) ۔ مدرسہ کے سرکاری فنڈ کے علاوہ ایک الگ قومی فنڈ کافی مقدار میں ہو اور روز افزوں اضافہ اس میں ہوتا رہے

(۵) ۔ انجمن طلباے قدیم کی حمایت میں ایک جمعیۃ الاخوان کی تاسیس ہو ، اس میں طلباے قدیم لازماً ہونگے انکے علاوہ عوام مسلمین و دیگر علماء و فضلاء ممبر رہ سکیں گے ۔ اس جمعیت کے مقاصد (الف) انجمن طلباے قدیم کی حمایت و اعانت (ب) تبلیغ و اشاعت (ج) دار الکتب و المطالعہ کی توسیع (د) قومی فنڈ کی تقویت وغیرہا ہونگے ۔

(۶) ۔ جمعیت الاخوان کی ممبری کے لئے فیس داخلہ متعین ہو ۔ پھر ہر ممبر کے مالی مقدور کے مناسب ماہوار چندہ مقرر ہو ۔

اب میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں ۔ آپ خود جب کام کریں گے اپنا تجربہ و ضرورت کی بنا پر دفعات کے محو و اثبات و اضافہ کریں گے میں نے تو بطور نمونہ ایک تصوراتی تصویر کھینچی ہے جو بروقت موزوں یا ناموزوں ہو سکتی ہے

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین ۔ اللّٰہم وفّقہ لما تحبّ وترضیٰ

یہ وہ تاریخی تقریر ہے جو مرحوم حضرت مولانا محمد فضل اللہ (سابق ناظم اعلی جنوتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ) نے ۱۹۶۲ء میں انجمن طلبائے سابقین کی طرف سے منعقد کردہ سب سے پہلے سیمنار میں رکھی تھی اور وہ صدارتی تقریر تھی ، یہ تقریر ہو بہو پیش کیجارہی ہے ۔ اس میں بڑی جامعیت ہے ، تقریر اگرچہ اردو میں ہے لیکن اس میں بڑی کشش ہے اور بڑے ادبی اسلوب میں پیش کی گئی ہے ، اور اس میں بڑے تاریخی حقائق پیش کئے گئے ہیں اور آج بھی یہ تقریر فضلاء اور طلبہ کے لئے مشعل راہ بن سکتی ہے ، اس افادیت کے پیش نظر یہ تقریر نشر کیجارہی ہے ۔

از

ابو الرضا محمد نظام الدین ندوی

گلہائے عقیدت

بتقریب جشن دوصدی منجانب طلبۂ سابقین ولاحقین چنوتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ لوہاغاڑا، چاٹگام۔

بمورخۂ ۲۰۱۱/۱/۱۵ء بروز شنبہ

از کسیر القلم: محمد قطب الدین، بیت الشرف

رحمت رحمان ہے یہ انجمن　　فضل کے احسان ہے یہ انجمن
معدن علم وہنر ہے مدرسہ　　حکمت یونان ہے یہ انجمن
محسن اکوان اساتذ یک بیک　　ان کے بس فیضان ہے یہ انجمن
شاہ صاحب ظاہر ہے ومولی حبیبؒ　　اختریؒ والان ہے یہ انجمن
سربکف تیار طلبہ سابقین　　عشق کا میدان ہے یہ انجمن
سلسلہ شرع وملل ہمیں بہم　　روز وشب طوفان ہے یہ انجمن
یادگار صالحین وکاملین　　مرشد دوران ہے یہ انجمن
ناشر اسرار شاہاں معتبر　　ناصر ادیان ہے یہ انجمن
نور اعظم گڑہ محیط بیکراں　　لمعۂ جیلان ہے یہ انجمن
حل عقدہ دائرہ مشکل کشا　　لعل صد مرجان ہے یہ انجمن
مرجع خلّان ومجمع خاص وعام　　مرکز عرفان ہے یہ انجمن
نجم تاباں درّ ہے شمس بازغہ　　شگفشدی سیلان ہے یہ انجمن
دوصدی برسی عجب ہے شملن　　کیلئے جولان ہے یہ انجمن
یہ حکیمی گلشن و والی نذیرؒ　　قصر عالیشان ہے یہ انجمن
واعظان قوم ہیں شیرین زباں　　ہردم دہر آن ہے یہ انجمن
ابتدا انتہا محنت کشاں　　ظاہر وتبیان ہے یہ انجمن
قطب دیں تیرا قصیدہ نا تمام　　خادم مہمان ہے یہ انجمن

Chunati.com Pioneer in village based website

چنوتی مدرسہ

پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد

ہے مدرسہ حکیمی کوہ چنوتی پر عیاں
آب پاشی کر رہا احساں نذیری ہم عناں

زندگی کو پائی تم نے سامیہ کے نام پر
مشتمل تھی خدمت لے لوٹ والفت بے کراں

تجھ پہ اب آں ناز کرتے ہیں جملہ خوشہ چیں
گھر کے ساری گود پر آئے امید سیل رواں

اس پہ ہے مبنی سروش سروری خاص وعام
ہے جبین کعبہ بر واور تم رہے روح رواں

الفت عشرت کا نکتہ لگ پڑا دامن پہ جو
تیری دم سے سب کو ملا لے اجتماعی ذوق شاں

اہل دانش عہد نو کا ہے فریفتہ تم پہ سب
تیری اغوش خوشامد ہے کھلا ہر طالباں

انجمن جو تیرے جلوے سے ہوا ملجائے خلق
بر طفیل اسکے رہے نظر عنایت درفشاں

پرورش جو کی ہمیشا مردمیداں کے گروہ
سرفروشی میں نمایاں عصر ساز زماں

مہر انکی باز رحمت نور الفت سایہ فگن
خادمین ہر سابقین ولاحقین خورد وکلاں

نایاب ہے ہر وقت حامی گامزن ہوں خود بخود
ہے چنوتی کے اہل قابل اسکے پاسبان

Chunati.com
pioneer in village based website

یادرفتگان

پروفیسر ڈاکٹر محمد انوار الحق خطیبی

مجھے ہم دم گلزار حکیمی یاد آتا ہے
مولانا عبد حکیم وشاہ نذیر یاد آتے ہیں

مجھے جب بھی گلشن نذیری یاد آتا ہے
ماہر عبد سبحان وبوطاہر ناظر یاد آتے ہیں

مجھے اب باغبان گلزار حکیمی یاد آتے ہیں
نور حسین وشفیق نیز علامہ فضل اللہ یاد آتے ہیں

مجھے سدا حامیان باغ حکیمی یاد آتے ہیں
خان طاہر ودانش دانشمند یاد آتے ہیں

مجھے ہر دم مالیاں گلشن نذیری یاد آتے ہیں
میر اختر وحافظ شاہ چنوتی یاد آتے ہیں

مجھے اس وقت لالہ زار چنوتی یاد آتا ہے
حج وجیہ اللہ وخان بہادر حسن یاد آتے ہیں

مجھے جب بھی چنوتی کا شاندار ماضی یاد آتا ہے
تو شیخ ناصر الدین ومنصف شکور علی یاد آتے ہیں

کسی محفل میں شمع جب جلوہ گر ہوتی ہے
تو عارف فضل حق وحکیم منیر یاد آتے ہیں

کہیں جب سننے میں آتی ہیں محو بدعت کی باتیں
تو مولانا محمود حق وشیخ عبد جبار یاد آتے ہیں

مجھے ہر دم گلزار حکیمی کے پھول یاد آتے ہیں
عبد نور وخاکی نیز موسیٰ خطیبی یاد آتے ہیں

کہیں جب سننے میں آتے ہیں فقہ وحدیث کے چرچے
تو شیخ الحدیث امین ومفتی ابراہیم یاد آتے ہیں

نوٹ: وابستگان چنوتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ نیز چنوتی کے بعض اکابر کے یاد میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔

Chunati.com
Connect in village based website

چنوتی حکیمیہ مدرسہ (عقیدت)

محمد مسلم خان

اے درس حکیمی تیرا احساں و کرم ہے
اطراف کے ارمان سدا تو نے نوازا

گھر گھر میں ہوا علم و عمل تجھ سے رسائی
در در پہ دیا رشد و ہدایت کے جلا کر

طلاب کے غُلت کو مٹھا کر کیا سیراب
تعلیم سے تقدیر بہت تو نے سنوارا

اسلاف کے طالب میں مبارک و امین ہیں
قاسم کی کشش طالبوں کے دلمیں سوا ہے

شبیر و قطب بکر و ناصر اور خطیبی
شمس کے مانند حسن عبد کے تصغیر

اور ہیں یاں شاہ کمال احمد عزیزل
اشفاق سراج افتاب عثمان رضا بھی

محفوظ امانت ہیں یاں قوم کے ودیعت (طالبعلم)
اظہار تشکر ہے بس اَی ارباب اجابت

تعداد بہت رہگئے تذکار کے قابل
ترکِ تغافل نہیں طوالت کے خطر ہے

اے مسلم ھائم! حرف علم سے تو بہت دُور
تعظیم سے اُٹھ تخلیق تیرا دیباچہ نہوگا

کوئی بھی یہاں آ کے تہی دست نہ پھرا ہے
ایک تو ہی رہا تیرا نہ جھولی کو بھرا ہے

Ghunati.com
Pioneer in village based website

چنوتی

محمد مسلم خان

عبد الحکیم جس زمین میں علم و ادب سکھایا
منصف نے جس چمن میں توحید کا گیت گایا

شاہ بو شریف نے جہاں پیغام حق سنایا
ناصر نے اِس زمین میں اپنا مرقد بنایا

یوسف نے جس زمین میں شام و سحر گزارا
شاہ نذیر نے یان اصلی وطن بنایا

فضل حق نے جسمیں درسِ طریقت ادا کی
حافظ نے جسکی مٹی میں رمیز سیرت سکھائی

ابراہیم نے یان رسموں کے بُت کو توڑا
قدرت نے جس زمین سے علم و عمل کو جوڑا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

عطاء اللہ کے ہجرت سے ملی جس خاک کو سعادت
اس خاک میں رعونت کا اثر آب بھی بقا ہے

Chunati.com Pioneer in village based website

কলরোল

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

হাসিখুশি কলরোল প্রীতিগান প্রীতিদোল
মালির আজ আগমনে ফুলবনে হিন্দোল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

মালি তব আগমনে মোরা সব কচিপ্রাণ
আনন্দ ও উল্লাসে একসুরে গাহি গান,
শ্রদ্ধা ও সালামের প্রাণভরা গীতিরোল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

তব এই বাগানের যতসব বুলবুল
গান গাহে তৌহীদের, গান শুনে ফুটে ফুল,
আমরা সে ফুলকলি আহ্লাদে উতরোল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

চুনতিতে শিক্ষার এই মহা অংগন
দীপ্তিতে করিতেছে সারাদেশ রওশন,
ইসলামী শিক্ষার ইহা এক দৃঢ় মূল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

অলিদের হাতে গড়া পূত এই গুলজার
তব কাঁধে আমানত পড়িয়াছে আজ তার,
সুশোভিত করো যেন চেয়ে আছে অলিকুল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

সত্যের দীপ শিখা হাতে আজ চুনতির
দেশ জাতি আলোকিত প্রেমে নূর নবীজীর,
জান্নাত কাননের বহে বায়ু হিল্লোল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

রাত জাগা সন্যাসী,দিনে ঘোড় সওয়ারী
বুকে পাক কুরআন, হাতে তেগ দু'ধারী,
সত্যের গান গাহি আমরা সে শার্দুল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

মোদের এই আলয়ে যত কিছু দরকার
প্রয়োজন মিটে দিন লিখুনিতে আপনার,
দোয়া করুন আমাদের, আবেদন এ আকুল।
হাসিখুশি কলরোল ।।

Chunati.com Pioneer in village based website

کلمات چند بہ اظہار تشکر رب العالمین وتذکرۂ اکابر صالحین واسلاف کاملین وباغبانان گلزار حکیمی وعرق ریزان چمستان نذیری، بتقریب دوصد سالہ اجتماع چنوتی حکیمیہ کامل مدرسہ، چنوتی لوہا گاڑا، چاٹگام۔

بمورخۂ ۱۵/۱/۲۰۱۱ء بروز سنیچر

از قلم: محمد سید نور، چنوتی

گلشن عبد الحکیم کو عز و ناز ساری ہے آج
قال اللہ قال الرسول روز وشب جاری ہے آج

فضل رب اس میں نہاں اور جلوۂ خیر الانام
شور ہے اہل فلک کو نور افشانی سے آج

سرور کون و مکاں خود پاک قدم رکھا یہاں
جن کے دم سے ہے مزین شکل نورانی سے آج

بانیِ کامل ہیں غازی حضرت عبد الحکیم
قطرۂ فانی جو تھے و بحر بے فانی ہے آج

حامی از سر تا قدم حضرت شاہ نذیر
نیر تاباں نہیں لیکن ضیا باقی ہے آج

ان کی اخلاص اور کاوش سے یہ گلشن پر بہار
دن بدن بڑھتے ہیں رونق فیض روحانی سے آج

سنہ اٹھارہ سودس (۱۸۱۰) میں اس گلستاں کی بنا
دوصد سالہ جشن دلکش منعقد ہوتی ہے آج

شاہ شریف و بوشریف شہ حکیم وشہ شکور
ان کے صدقے زندہ گلشن خندہ پیشانی سے آج

شاہ اختر، شاہ جبار اس باغ کے تھے باغباں
ان کے دلداری و کوشش کا ثمر جاری ہے آج

عارف حق فضل حق شاہ اور تفضّل باصفا
ان کے قربانی و احساں ضوفشاں ہوتی ہے آج

علامہ فضل اللہ، ناظر شاہ حبیب وشاہ شفیق
منصب اعلی میں پہنچا ان کے قربانی سے آج

شاہ حافظ کی نظر سے درجۂ کامل تمام
ہے درس جاری بخاری دُرّ لاثانی سے آج

عبد باری، عبد سبحاں بو الھاشم شیر خدا
بے غرض خدمت کا تاثیر ابتلک جاری ہے آج

اس ادارہ کو سجائے تھے مظفر، نور حسین
اسکے ہر گوشہ مزین پھول زیبائی سے آج

تھے رشید احمد ضیاء الحق حکیم یحیٰ منیرؒ
تاثریا ہے رسائی ان کے نگرانی سے آج

قطب دوراں قطب دیں جسمیں نذیری فیض ہے
رہنمائے سالکاں ہیں بوئے عرفانی سے آج

ہیں مبارک اور امیں عبد الرشید وعبد نور
شان حکیمی اور نذیری رونما ہوتی ہے آج

ڈکٹر شبیر و خطیبی اور عبید ہم رفیق
جوگل خو شرنگ ہر سو بو مہکتی ہے آج

یہ دبستانِ چنوتی مرکز علم و ہدی
علم ظاہر علم باطن کا سبق جاری ہے آج

خوشہ چینان چنوتی سابقین ولاحقین
گود مادر میں ہیں حاضر ناز برداری سے آج

تا ابد نظرِ کرم رکھو حکیمی باغ پر
باد صرصر سے بچالو پُر نگہبانی سے آج

عند لیباں مرحبا دیتے ہوئے آنے لگے
جن وملائک صف بصف یاں میہماں ہوتی ہے آج

ای خدا سرسبز رکھ تو اس گلستاں کو مُدام
عرض ہے بس نورؔ کا یہ چشم گریانی سے آج

Chunati.com Pioneer in village based website

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও নিবেদিত প্রাণ মহাপুরুষ ব্যক্তিত্বের স্মরণে ঃ

মুহাম্মদ সৈয়দ নূর
উর্দূ কবিতার ভাবানুবাদ

শাহ আবদুল হাকিমের গুলবাগিচার কত গর্ব অহংকার আজ।
দিবা নিশি কুরআন হাদিসের শিক্ষা দীক্ষা চলছে আজ।
আল্লাহর কৃপা নবীর করুণা আছে এতে বিরাজমান
সরওয়ারে কাউনাইন স্বয়ং এ বাগানে করেন পদার্পণ
আকাশে বাতাসে সৃষ্টিকূলের জয়ধ্বনিতে মুখরিত আজ।

যাঁর উছিলায় এ দ্বীনি বাগান পরেছে নূরানী তাজ।
প্রতিষ্ঠাতা তার গাজিয়ে বালাকোট শাহ আবদুল হাকিম
ছিল ক্ষুদ্র বিন্দু যা মহাসাগরের রূপ নিল যে তা আজ।

সংস্কারে নিবেদিত হলেন মহান সাধক হযরত শাহ নজির
দীপ্ত মশাল নাই তবে তাঁর জ্যোতি আজো করছে বিরাজ।
তাঁর নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় লভিল আজি পূর্ণতা
ধাপে ধাপে বাড়ছে শোভা তাঁর রূহানী ফয়েজে আজ

১৮১০ সালে হল এ দ্বীনি বাগানের সূত্রপাত
দু'শ বছরের বর্ষপূর্তি মহা সমারোহে হচ্ছে আজ।
শাহ শরীফ ও আবু শরীফ, শাহ হাকিম ও শাহ শাকুর
সুবাসে তাঁদের বাগান সজীব, সুজলা সুফলা হল আজ।
শাহ আখতর ও শাহ জব্বার ছিলেন এ নিকেতনের কর্ণধার
তাদের চেতনায় তাদের প্রেরণার সুফল সবাই পাচ্ছে আজ।

শ্রেষ্ঠ তাপস ফজলে হকও হাকিম তফজ্জল নিষ্ঠাবান
তাদের ত্যাগ ও তিতীক্ষার দান বিশ্বজুড়ে রয়েছে আজ।
আবু তাহের নাজের আর ফজলুল্লাহ শাহ হাবীব ও শাহ শফিক
হাল ধরেছেন যুগে যুগে শীর্ষস্থানে পৌঁছল আজ।

শাহ হাফেজের সুদৃষ্টিতে হল কামিল শ্রেণীর জন্মলাভ
বুখারী শরীফের পাঠচর্চা জাঁকজমকে হচ্ছে আজ।

দরসে হাদীসে রং দিয়েছেন আল্লামা আবদুল হাই নিজামী
তাঁরই প্রতি মণিমুক্তা প্রস্ফুটিত হচ্ছে আজ
আবদুল বারী, আবদুস সোবহান শেরে খোদার অবদান
তাদের সেবায় তাদের শ্রমের স্মৃতি বহন করছে আজ।

হেড মৌলানা মুজাফফর আর নুরুল হোসাইন তত্ত্বাবধায়ক
জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান ফুলের সুঘ্রাণ সবাই পাচ্ছে আজ।
রশীদ আহমদ জিয়াউল হক হাকিম ইয়াহয়া শাহ মুনীর
তাদের শ্রম ও তাঁদের ত্যাগের খ্যাতি লাভ করল আজ।

শাহ কুতুবউদ্দীন লাভ করেছেন শাহ নজীরের রূহানী ফয়েজ
মারেফাতের সুবাস নিয়ে সালেকীনের দিশারী আজ।
মৌলানা মোবারক, আমীন, আবদুর রশীদ, আবদুন নূর
শানে নজীর ও শানে হাকিমের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে আজ।

ডক্টর শব্বীর ওবায়দুল্লাহ, খতিবী আবু বকর রুফিক
বাগে চুনতির গোলাপ তারা সুঘ্রাণ সবাই পাচ্ছে আজ।
চুনতির দ্বীনি মাদ্‌রাসাটি আজ জ্ঞান গরিমার আবাসস্থল
জাহেরি বাতেনি শিক্ষার ধারা পুরোদমে চলছে আজ।

নজিরী কাননের লালিত পুষ্প্য সাবেক্বীন ও লাহেক্বীন
মায়ের কোলে ফিরে এসে গর্ব অহংকারে মত্ত আজ।
আমরণ রাখ বাগানের খবর সার্বক্ষণিক সুনজর
বাঁচাও কুফরীর ছোবল হতে পরাও তাকে নূরানী তাজ।

বুলবুলিরা মারহাবা রবে আসছে ছুটে মহাসমাবেশে
জ্বীন ফেরেশতা সারি সারি সম্মেলনে আসূল আজ।
ওহে প্রভু! রাখ বাগান চির সবুজ চির অম্লান
আরাধনা এটাই শুধু নূরের সিক্ত নয়নঅধিরাজ।

বর্তমান গভর্নিং বডির সদস্যদের তালিকা

ক্রঃ নং	সদস্যবৃন্দের নাম ও ঠিকানা	পদবী	ক্যাটাগরী	মন্তব্য
০১	মাননীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চট্টগ্রাম	সভাপতি	পদাধিকার বলে সদস্য	
০২	আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসলাম খান চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	সহ সভাপতি	দাতা ক্যাটাগরী	
০৩	আলহাজ্ব শাহ মাওঃ মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন পীর সাহেব বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম	সদস্য	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের মনোনীত বিদ্যোৎসাহী সদস্য	
০৪	আলহাজ্ব ডঃ আবু বকর রফিক আহমদ প্রো-ভিসি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ভিসি কর্তৃক মনোনীত বিদ্যোৎসাহী সদস্য	
০৫	আলহাজ্ব মাওঃ কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	সদস্য	প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরী	
০৬	সাতকানিয়া সরকারী কলেজ চট্টগ্রাম এর ব্যবস্থাপনা বিভাগের জ্যৈষ্ঠতম প্রভাষক	সদস্য	ডি.জি মহোদয়ের মনোনীত বিদ্যোসাহী সদস্য	
০৭	জনাব মাওঃ হাফিজুল হক চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	সদস্য	অভিভাবক ক্যাটাগরী	
০৮	জনাব এডভোকেট মিনহাজুল আবরার চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	সদস্য	অভিভাবক ক্যাটাগরী	
০৯	জনাব হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ মূসা পশ্চিম চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	সদস্য	অভিভাবক ক্যাটাগরী	
১০	জনাব অধ্যাপক নুরুল আবসার সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)	সদস্য	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১১	জনাব মাষ্টার মোজাফফরুল ইসলাম সিঃ সহঃ শিক্ষক	সদস্য	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১২	জনাব মাষ্টার মুহাম্মদ এয়াকুব এবতেদায়ী সহঃ শিক্ষক	সদস্য	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১৩	জনাব ডাঃ মাহমুদুর রহমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	সদস্য	চিকিৎসক	
১৪	জনাব আবু নছর আতিক আহমদ উপাধ্যক্ষ	ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব	পদাধিকার বলে সদস্য	

Ghunati.com Pioneer in village based website

বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
০১	জনাব আবু নছর আতীক আহমদ	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	কামিল (ট্রিপল) ১ম শ্রেণী এম.এ ১ম শ্রেণী	জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (প্রেসিডেন্ট) স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ২০০৩
০২	জনাব মুহাম্মদ শাহে আলম	সহকারী অধ্যাপক (হাদিস)	কামিল ১ম শ্রেণী	
০৩	জনাব মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন	শাইখুল হাদিস	কামিল ১ম শ্রেণী	
০৪	জনাব মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ	সহকারী অধ্যাপক (আরবী)	কামিল ২য় শ্রেণী	
০৫	জনাব মুহাম্মদ নূরুল আবসার	সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)	এম.এ ২য় শ্রেণী	
০৬	জনাব ফারুক হোছাইন	সহকারী অধ্যাপক (আরবী)	কামিল ১ম শ্রেণী এম.এ ১ম শ্রেণী	
০৭	জনাব মুহাম্মদ ছাবের হেলালী	সহকারী অধ্যাপক (আরবী)	কামিল ২য় শ্রেণী	
০৮	জনাব মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক	প্রভাষক (আরবী)	কামিল ১ম শ্রেণী	
০৯	জনাব হামিদুর রহমান	প্রভাষক (ইসঃ ইতিহাস)	এম.এ ২য় শ্রেণী	
১০	জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমীন	প্রভাষক (ইংরেজী)	এম.এ ২য় শ্রেণী	
১১	জনাব মুহাম্মদ কাছেম	সহকারী মৌলভী	কামিল ২য় শ্রেণী	
১২	জনাব মুহাম্মদ শফাআত হোছাইন	সহকারী মৌলভী	কামিল ১ম শ্রেণী	
১৩	জনাব মুহাম্মদ জিয়াউল করিম	সহকারী মৌলভী	কামিল ১ম শ্রেণী	
১৪	জনাব মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন	সহকারী মৌলভী	কামিল ১ম শ্রেণী	
১৫	জনাব মুহাম্মদ মোজাফফরুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.কম. ৩য় শ্রেণী	
১৬	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	বি.এস.সি. বি.এড ১ম শ্রেণী	
১৭	জনাব জালাল আহমদ	সহকারী শিক্ষক	বিএ.বি.এড ২য় শ্রেণী	
১৮	জনাব এনযামুল হক	সহকারী শিক্ষক	(শরীর চর্চা)	
১৯	জনাব মুহাম্মদ রবি উল্লাহ	দাখিল ক্বারী	কামিল ২য় শ্রেণী	
২০	জনাব মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন	এবতেদায়ী প্রধান	কামিল ২য় শ্রেণী	
২১	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ ফারুকী	এবঃ সহঃ মৌলভী	কামিল ২য় শ্রেণী	
২২	জনাব মুহাম্মদ আনিছুর রহমান	এবঃ ক্বারী	কামিল ২য় শ্রেণী	
২৩	জনাব মুহাম্মদ এয়াকুব	এবঃ সহঃ শিক্ষক	বি.এস.এস, বি এড ২য় শ্রেণী	
২৪	জনাব মুহাম্মদ আনছারুল ইসলাম	সহঃ গ্রন্থাগারিক	বি.এ ও কামিল ২য় শ্রেণী	
২৫	জনাব শববীর আহমদ	অফিস সহকারী	কামিল ২য় শ্রেণী	
২৬	জনাব মোজাফফর আহমদ	অফিস সহকারী	কামিল ২য় শ্রেণী	
২৭	জনাব মুহাম্মদ নূরুল কবির	দপ্তরী	৮ম শ্রেণী পাশ	
২৮	জনাব মুহাম্মদ এরফানুল হক	মালী	৮ম শ্রেণী পাশ	
২৯	জনাব খাইর আহমদ	দারোয়ান	৮ম শ্রেণী পাশ	
৩০	জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল	নৈশ প্রহরী	৮ম শ্রেণী পাশ	

হেফজখানার শিক্ষকবৃন্দ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
০১	জনাব আলহাজ্ব হাফেজ হারুনুর রশিদ	পরিচালক		
০২	জনাব হাফেজ মুহাম্মদ তাহের	সহঃ শিক্ষক		
০৩	মাওঃ শাহেদুল ইসলাম	সহঃ শিক্ষক		
০৪	জনাব হাফেজ আব্দুল ওহাব	সহঃ শিক্ষক		

আঞ্জুমনে তোলবায়ে সাবেক্বীন

(প্রাক্তন ছাত্র সমিতি)
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ডাক ঃ শুকুর আলী, থানা ঃ লোহাগাড়া, জেলা ঃ চট্টগ্রাম।

কার্যকরী পরিষদ ঃ ২০১০ ও ২০১১ ইং সেশন

ক্রম	পদবী	নাম ও পরিচিতি
১	সভাপতি	মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী, আমিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
২	সিনিয়র সহ সভাপতি	মাওলানা হাফিজুল হক খোকন, আঃ খাঃ শাহ আঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।
৩	সহ সভাপতি	মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ , ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্‌রাসা।
৪	সহ সভাপতি	মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ শাহে আলম, মুহাদ্দেস, অত্র মাদ্‌রাসা।
৫	সহ সভাপতি	মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ নোমান, রবি সেবা, কক্সবাজার।
৬	সহ সভাপতি	মাওলানা কফিল উদ্দীন, চুনতি, চট্টগ্রাম।
৭	সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা অলি উদ্দীন মুহাম্মদ, চুনতি, চট্টগ্রাম।
৮	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	মাওঃ গালিব মোঃ আসাদুল্লাহ ইসলামাবাদী, সহ-সভাপতি, সাতকানিয়া মঃ কলেজ
৯	সহকারী সম্পাদক	মাওলানা আবু মূসা খালেদ জামীল, মুহাদ্দেস, গারাঙ্গিয়া আঃ মাদ্‌রাসা।
১০	কোষাধ্যক্ষ	মাওলানা ফারুক হোছাইন, প্রভাষক, অত্র মাদ্‌রাসা।
১১	সাংগঠনিক সম্পাদক	মাওলানা মোহাম্মদ সাজ্জাদ খান, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১২	অফিস সম্পাদক	মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল করিম, সহকারী মাওলানা, অত্র মাদ্‌রাসা।
১৩	প্রচার সম্পাদক	মাওলানা মোজাম্মেল হক, সুপার, রশিদাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা।
১৪	শিক্ষা ও তামুদ্দনিক সম্পাদক	মাওলানা রুহুল কাদের, প্রভাষক, বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ।
১৫	প্রকাশনা সম্পাদক	মুহাম্মদ জহিরুল হক, ডিজিটাল কালার ওয়েভ, আন্দরকিল্লা।
১৬	সদস্য	মাওলানা ওসমান গণি, অধ্যক্ষ, মজিদিয়া মাদ্‌রাসা।
১৭	"	মাওলানা মমতাজুর রহমান, লামারবাজার স্কুল, চট্টগ্রাম।
১৮	"	মাওলানা নূরুল আলম, অধ্যক্ষ, বাজালিয়া হেঃ ইঃ ফাজিল মাদ্‌রাসা।
১৯	"	মাওলানা কামাল উদ্দিন, আইআইইউসি, চট্টগ্রাম।
২০	"	মাওলানা শায়ায়াত উল্লাহ ফারুকী, আরবি বিভাগ, চবি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ক্রম	পদবী	নাম ও পরিচিতি
২১	সদস্য	মাওলানা জোবাইর হোসাইন ছিদ্দিকী, আধুনগর ইসলামিয়া মাদ্রাসা।
২২	”	মাওলানা মসিহুল আজিম খান ছিদ্দিকী, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৩	”	জে. ইউ. এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, চট্টগ্রাম।
২৪	”	মাওলানা এহছানুল হক বদরী, সুপার বড় ডেওলা মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা।
২৫	”	মাওলানা মোহাম্মদ নাঈম, ৩১০ সিডিএ এভিনিউ, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
২৬	”	মোহাম্মদ সা'দুর রহমান, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৭	”	মাওলানা আবু মাসুম খান, লিবার্টি গ্রুপ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৮	”	মুহাম্মদ আজিজুল ওয়াদুদ হেলাল, প্রিমিয়ার ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
২৯	”	মোহাম্মদ সাজেদ খান, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩০	”	মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন কবির, রিয়াজউদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম।
৩১	”	মাওলানা মনছুর আলী, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩২	”	মাওলানা আ.ন.ম. নোমান, কলাউজান শাহ রশিদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।
৩৩	”	মাওলানা ছৈয়দ উদ্দিন ছিদ্দিকী, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩৪	”	মাওঃ আবদুল মালেক ইবনে দিদার (মোজাহিদ), শাহ মঞ্জিল, চুনতি।
৩৫	”	মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব, আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।
৩৬	”	মাওলানা ছাবের আহমদ, সুপার, হারবাং দাখিল মাদ্রাসা।
৩৭	”	মাওলানা জাফর সাদেক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম, চট্টগ্রাম।
৩৮	”	মাওলানা কাজী মুহাম্মদ হেলাল, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩৯	”	মাওলানা নূরুল আবসার, ফুয়াদ এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম।
৪০	”	মাওলানা রফিক আহমদ, রয়েল বোর্ডিং, কক্সবাজার।
৪১	”	মাওলানা জহিরুল আলম, ফতেয়াবাদ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
৪২	”	মাওলানা মাহমুদুল হক, চুনতি, ফাতেমা বতুল মহিলা মাদ্রাসা।
৪৩	”	মাওলানা শহিদ আহমদ, ইউছুফ মঞ্জিল, চুনতি।
৪৪	”	মাওলানা মনজুর আলম, বড়ইতলী, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৪৫	”	মাওলানা রাশেদ হোসাইন নসিম, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৪৬	”	মাওলানা আবদুল কাদের, শিক্ষক, আধুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৪৭	”	মাওলানা আনসারুল ইসলাম, চুনতি মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Pioneer in village based website

২০০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে সমন্বয় কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উপকমিটির সদস্যবৃন্দ, গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্যবৃন্দ, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ এবং চুনতির আপামর জনগণসহ যারা আর্থিক ও কায়িক শ্রম দিয়ে এ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিদের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

১. জনাব মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী
২. শাহ সূফি মাওলানা কুতুবউদ্দীন
৩. জনাব আবুল কালাম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক , টি.কে.গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ)
৪. সাইফুল আলম মাসুদ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস. আলম গ্রুপ)
৫. নূরুল ইসলাম (চেয়ারম্যান, নোমান গ্রুপ)
৬. আজিজুল হক চৌধুরী (নান্না মিয়া, চেয়ারম্যান আজিজ গ্রুপ)
৭. জনাব হেলাল হুমায়ুন
৮. আলহাজ্ব মাওলানা আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী
৯. আলহাজ্ব আবু তাহের
১০. আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
১১. আলহাজ্ব ইদ্রিছ মিনহাজ
১২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (চেয়ারম্যান, চুনতি ইউ.পি)
১৩. জনাব আনোয়ার কামাল
১৪. জনাব ছাইফুল হুদা সিদ্দিকী
১৫. জনাব আরমানুল হক চৌধুরী
১৬. জনাব নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী
১৭. সাদিউল ইসলাম মুরাদ (ই.ডি.কনফিডেন্ট)
১৮. জনাব মুহাম্মদ মাহবুব খান
১৯. জনাব কাশশাফুল হক শেহজাদ
২০. জনাব মুহাম্মদ নজরুল হুদা
২১. জনাব ডাঃ আব্দুস সালাম ওসমানী (আবু)
২২. জনাব মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান (ভাইস প্রিন্সিপাল, মেট্রোপলিটন কমার্স কলেজ)
২৩. জনাব কাজী আরিফুল ইসলাম
২৪. জনাব মুহাম্মদ শরীফ (ঢাকা)

Chhunati.com Pioneer in village based website

অনিবার্য কারণে যে সব তোলবায়ে সাবেক্বীনের নাম স্মৃতির পাতায় সংযুক্ত করা হয় নাই তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত করা হইল ঃ

ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. এনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢবি।

মোহাম্মদ ফেরদৌস হোসাইন চৌধুরী
প্রভাষক
এম. শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ অফিসার
চট্টগ্রাম কাষ্টম সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সেলিম
ম্যানেজার
লাকী শিপিং এজেন্সী লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ শফি
সহকারী শিক্ষক
হালিশহর মধ্যমুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ লিয়াকত হাসান তালুকদার
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
চট্টগ্রাম।

গালিব মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ইসলামাবাদী
সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ
চট্টগ্রাম।

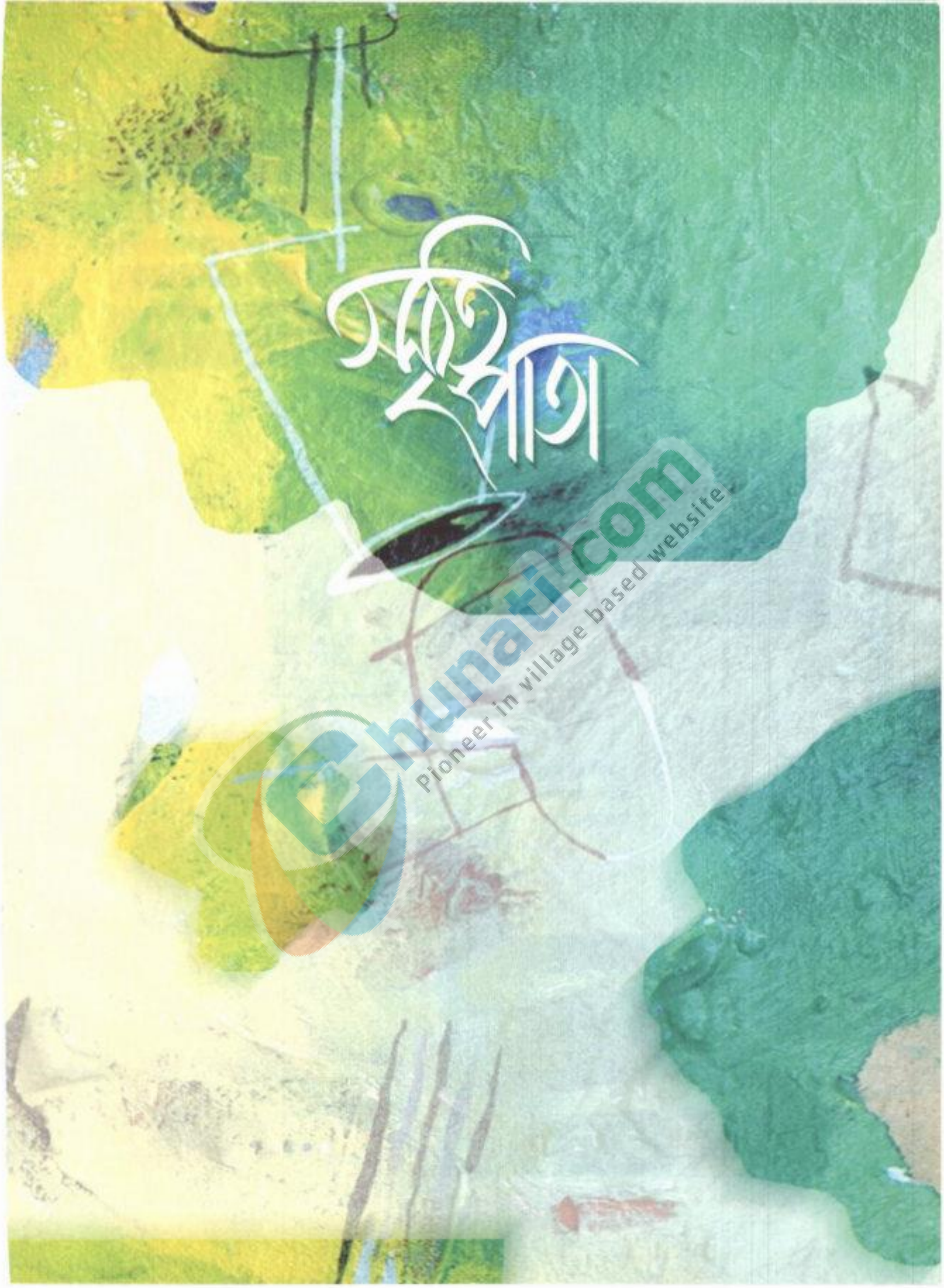

Ebhunati.com
Pioneer in village based website

অ্যালবাম

চুনতী হাকিমিয়া
কামিল মাদ্‌রাসার
ফিকাহ্‌ ভবন

মসজিদ ও
প্রশাসনিক ভবন

চুনতী হাকিমিয়া
কামিল মাদ্‌রাসার
ইবতেদায়ি ভবন

চুনতী হাকিমিয়া
কামিল মাদ্‌রাসার
হেফজ খানা

Chunati.com
Pioneer in village based website

অ্যালবাম

চুনতী হাকিমিয়া
কামিল মাদ্‌রাসার
দক্ষিণ প্রবেশদ্বার

মাদ্‌রাসার
প্রধান গ্রন্থাগার

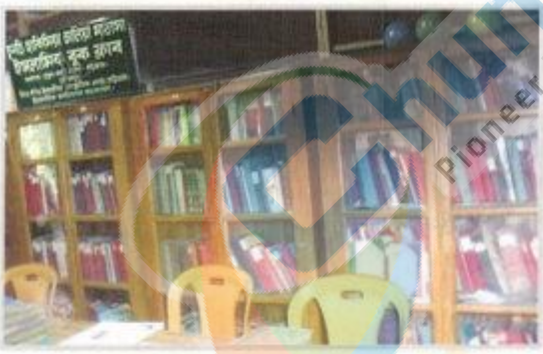

চুনতী হাকিমিয়া
কামিল মাদ্‌রাসার
ইসলামিক বুক ক্লাব

মাদ্‌রাসার
গ্রন্থাগার ভবনের
পাঠকক্ষ

Pioneer in village based website

অ্যালবাম

১৯৯৫ সালে প্রাপ্ত
শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সনদ
ও স্বর্ণপদক

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদ পত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নিজামী

প্রিন্সিপাল মুহাদ্দিস, চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

চনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হইল।

১৯৯৩ সালে প্রাপ্ত
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সনদ

১৯৯৩ সালে প্রাপ্ত
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
হিসেবে প্রাপ্ত ক্রেস্ট

২০০৩ সালে
শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও
সনদ গ্রহণ করছেন

Chunati.com
pioneer in village based website

মাওলানা আবদুর রশীদ
মুহাদ্দেস (অবঃ)
চুনতী হাকিমিয়া কাঃ মাদরাসা

মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী
মৌলানা পাড়া
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
সভাপতি
বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

ড. শব্বির আহমদ
অধ্যাপক (অবঃ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম
সংসদ সদস্য
সাতকানিয়া-লোহাগাড়া-১৪।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক
উপ-উপাচার্য
আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী
বিভাগীয় প্রধান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অবঃ)
চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা অহিদ আহমদ
অধ্যক্ষ
[illegible]

মাওলানা মোজহের হোছাইন
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব কাজী ফৌজুল আজীম খান ছিদ্দীকী
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

এরশাদ উল্লাহ খান
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

মাওলানা হোসাইন আহমদ
শায়খুল হাদীস
সীতাকুণ্ড কামিল মাদরাসা।

কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
নুর জাহান মনজিল
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ড. হাফিজ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (আরবি-ফার্সি)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম।

মোবশ্বের আহমদ সিদ্দিকী
হিলভিউ হাউজিং সোসাইটি
পশ্চিম ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ হাছন আলী
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত)
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাঃ মাদরাসা

ড. এইচ.এম. বদরুদ্দোজা
অধ্যাপক (ইঃ স্টাডিজ বিভাগ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মেজর জেনারেল মিয়া মোঃ জয়নুল আবেদীন
বীর বিক্রম, পিএসসি
মহা পরিচালক, এসএসএফ।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ
আল-আরাফাত অপটিকেল
১২, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আহমদ হোছাইন
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল
হুলাইন মুহাম্মদীয়া খাইরিয়া সিঃ মাদ্রাসা।

আজিজ আহমদ
ইউসুফ মঞ্জিল, চুনতী
চট্টগ্রাম।

আবু নছর আতীক আহমদ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

মুহাম্মদ আজিজুল হক
ভাইস প্রিন্সিপাল
কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শাহে আলম
মুহাদ্দিস
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
অধ্যক্ষ
[illegible] ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবু বকর
অধ্যক্ষ
কলাউজান শাহ্ রশিদিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ ফৌজুল কবির
সহকারী অধ্যাপক
বরচুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা।

ফেরোজ উদ্দীন আহমদ
অধ্যক্ষ
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্রাসা।

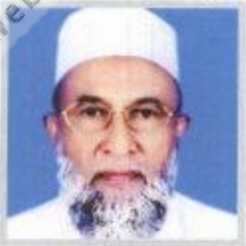

মুহাম্মদ হাসান রউফী
সুখছড়ি, আমিরাবাদ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ হাফিজুল হক
সহকারী অধ্যাপক
দঃ চকমড়ি আব্দুল খাঃ শাহ ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ হাসান ছিদ্দীকী
চুনতী, শুকুর আলী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ অলি উদ্দীন
১৮ রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার
মুন্সেফ লেইন, চট্টগ্রাম।

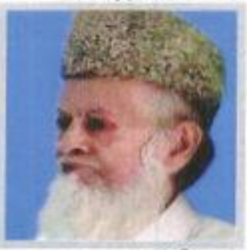

মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন
সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস (অবঃ)
সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব
সাবেক খতীব
মাঝির ঘাট বিবি মসজিদ, চট্টগ্রাম।

ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান
সহকারী অধ্যাপক
পাহাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক (আরবি বিভাগ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক
সহকারী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
জোয়ারা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

hunari.com
Pioneer in village-based website

ড. আহসান সাইয়েদ
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

রাশেদুল হক
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী
বিভাগীয় প্রধান
শাহ মরিয়ম ইউঃ অব ফ্রিঃ টেকনোলজি।

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ এরশাদুল হক
ভাইস প্রেসিডেন্ট
গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ।

মোহাম্মদ ইসমাঈল মানিক
প্যাসিফিক জিন্স লিঃ
ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

এ.কে.বি.এম.এ ইউসুফ খতিবী
প্রভাষক
পদুয়া আইনুল উলুম দারুস্সুন্নাহ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ছাবের হেলালী
আরবী প্রভাষক
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফৌজুল কবির
সহকারী শিক্ষক (অবঃ)
মাইজবিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
সহ-সম্পাদক
মাসিক দ্বীন দুনিয়া, বায়তুশ শরফ।

ছলাহ্ উদ্দীন বেলাল
বায়তুশ শরফ
আনজুমন ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ মমতাজুর রহমান
হেড মাওলানা
পোস্তার পাড় সিটি কঃ বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

মাহমুদুল হাসান আনছারী
প্রিন্সিপাল
পদুয়া আইনুল উলুম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ তৈয়ব
প্রধান শিক্ষক
কিশলয় আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার
আই.এফ.আই.সি ব্যাংক
রিজিওনাল অফিস, আগ্রাবাদ।

জহির উদ্দীন মুহাম্মদ ইলিয়াস
অধ্যক্ষ
আমজাদিয়া রফিকুল উঃ ফাঃ ডিঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুচ আনওয়ারী
অধ্যক্ষ
চরতিয়া আনওয়ারুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ রমিজ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

আবু নছর মুহাম্মদ হাস্সান
উপাধ্যক্ষ
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

শব্বির আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ জমির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
আমজাদিয়া রফিকুল উঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আলম
অধ্যক্ষ
হাশিমপুর মকবুলিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আলম
অধ্যক্ষ
বাজালিয়া হেদায়তুল ইসলাম ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিকদার
সহকারী অধ্যাপক
এম.ই.এস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

মাহমুদুল হক ওছমানী
উপাধ্যক্ষ
সোহাগপাড়া ইসলামিয়া কাঃ ডিঃ মাদ্‌রাসা

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রহিম
অধ্যক্ষ
আহমদিয়া ভলম পীর সিঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ নুরুল আবছার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফুয়াদ এন্টারপ্রাইজ লিঃ।

ড. নুর মোহাম্মদ ওসমানী
সহকারী প্রফেসর
আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া।

ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ শাহেদ
সহযোগী অধ্যাপক
আইআইইউসি

মোহাম্মদ রফি উল আলম
সহকারী অধ্যাপক
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ শওকত উল্লাহ্ ফারুকী
সহকারী অধ্যাপক
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

আবু মুসা মুহাম্মদ খালেদ জমীল
মুহাদ্দিস
গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ কাদেরী
অধ্যক্ষ
ছৈয়দাবাদ এমদাদুল উঃ আহঃ সিঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ হারুনর রশীদ
সহকারী অধ্যাপক
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আয়ুব
সহকারী অধ্যাপক
আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ্
ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার
সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক লিঃ, খাতুনগঞ্জ।

মোহাম্মদ ইছমাইল
উপাধ্যক্ষ
আবদুল খালেক শাহ আঃ উঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জোবাইর হোসাইন সিদ্দিকী
সহকারী অধ্যাপক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোখতার আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

কবির উদ্দিন আহমদ
প্রধান শিক্ষক (অবঃ)
পহরচাঁদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আকতার কামাল
আই.বি.পি. মাঠ
কক্সবাজার।

মুহাম্মদ শফিউল হক জিহাদী
সহকারী অধ্যাপক
রঙ্গী খালী দারুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল মুস্তফা
সহকারী অধ্যাপক
পহরচাঁদা ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

শাজাআত উল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

মমশাদুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত প্রঃ শিক্ষক ও সহঃ প্রঃ শিক্ষক
চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ জোমাল উদ্দীন খান
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
জেসো ভাটা হাট লিমিটেড।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
খতিব
কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ।

শব্বির আহমদ
ইবতেদায়ী সুপার
বায়তুশ শরফ আদর্শ কাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ শফাআত হোছাইন
সহকারী মাওলানা
চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

কাবুল আহবার
চুনতি, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

সব্বির আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
কলাউজান শাহ রশিদিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন
দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা।

ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী
মেডিকেল অফিসার
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
রঙ্গী খালী দারুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ওসমান গণী
উপাধ্যক্ষ
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মুনীরুল আলম
উপাধ্যক্ষ
সাতকানিয়া আলিয়া এম.ইউ. কাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবদুল কাদের নিজামী
মুহাদ্দিস
গারাংগিয়া ইসলামিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মনির আহমদ
প্রধান শিক্ষক (অবঃ)
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

আহমদ কবির
আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আইয়ুব
পুটিবিলা, সাতগরিয়া পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ ছরওয়ার আলম ছিদ্দীকী
প্রোঃ সালমা কিতাব মঞ্জীল
৬নং, জামে মসঃ মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ।

মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক (অব)
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

মুহাম্মদ আবদুর রহীম
প্রধান শিক্ষক (অবঃ)
দঃ হরিণা সরঃ প্রাঃ বিঃ

সৈয়দ জাকের আহমদ
খতিব
মুহাম্মদ হোসাইন সিকদার জামে মসজিদ।

সৈয়দ আহমদ কুতুবী
জিকিরের ইমাম
বাগঘুজা শরফ, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ইবরাহিম
সহ-মৌলভী
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাঃ মাদরাসা।

মাওলানা আকবর আহমদ
আল-মদিনা হোমিও হল
এম.চর হাট, পুটিবিলা, লোহাগাড়া।

মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ
বড় মিয়া পাড়া
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ এমরান
আরবী প্রভাষক
কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক
সুফি মিয়াজীর পাড়া
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আবু মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন
উপ-মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসক)
বাংলাদেশ কেমিঃ ইন্ডাঃ কর্পোঃ, ঢাকা।

আবুল বরকাত মোঃ হোছন চৌং
সিনিয়র সহকারী মৌলানা
আধুনগর ইসঃ ফাঃ মাদরাসা

মুহাম্মদ নছরুল্লাহ খান ছিদ্দিকী
শিক্ষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ আলী
সুপারিনটেনডেন্ট
আলীকদম ইসঃ দাঃ মাদরাসা।

ফয়েজ আহমদ
হরিনা, আধুনগর
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
এ.এ.ও
চুনতী বন্য প্রাণীর অভয়রণ্য অঞ্চল, লোহাগাড়া।

নছির আহমদ
সাবেক উপাধ্যক্ষ
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ নুরচ্ছফা
এবতেদায়ী প্রধান
আমিরাবাদ সুঃ আঃ মাদরাসা।

রফিক আহমদ
প্রধান শিক্ষক
আধুনগর সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
হোসাইন মেডিকেল হল
আধুনগর বাজার, লোহাগাড়া।

ছালেহ আহমদ
অধ্যক্ষ
রুমখা পালং ইসঃ আঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরী
উপাধ্যক্ষ
কল্লাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আঃ মাদরাসা

মুহাম্মদ সাইয়েদ নুর
সহকারী মাওলানা
বারতুশ শরফ আদর্শ কাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম
সহকারী অধ্যাপক
পদুয়া আঃ উঃ দাঃ সুন্নাহ মাদরাসা।

মোহাম্মদ মোবারকুল হক
শিক্ষক
পশ্চিম পাড় আঃ খাঃ সিঃ কঃ উঃ বিদ্যালয়

দলিলুর রহমান আনছারী
সাবেক সদস্য
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

চৌধুরী মুহাম্মদ মুমিনুল হক
সহকারী মৌলানা
লোহাগাড়া ইসঃ ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আলম
খতীব
হুদাইবিয়া খানকায়ে জামে মসজিদ

সৈয়দ মুহাম্মদ নাছেরুল হক চিশতী
পীর সাহেব
দক্ষিণ সুখছড়ি, দরবেশ হাট।

মোহাম্মদ রশিদুর রহমান
হেড মাওলানা
কৈয়ারবিল উঃ বিদ্যালয়।

নজির আহমদ
প্রোঃ ফারুক স্টোর
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আব্দুর রহমান
সহ মৌলভী
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাঃ মাদরাসা।

মৌলানা মোহাম্মদ শওকত আলী
শুকুর আলী, চুনতী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আজিজুল হক
সিনিয়র মৌলানা
দঃ শুকছড়ি আঃ খাঃ শাহ ফাঃ মাদরাসা

মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুচ
চৌধুরী টাওয়ার
আল-রহমান ডেকোরেশন কোং, চট্টগ্রাম।

হাফেজ আলতাফুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক
এম.ই.এস উচ্চ বিদ্যালয়

তোফায়েল আহমদ
মুন্সী পাড়া, চুনতী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Pioneer in village based website

মোহাম্মদ ইউছুফ
কেয়ারী ইলিশিয়াম
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ মাহফুজুল হক খতিবী
সুপার
পশ্চিম কলাউজান খতিবীয়া মাদরাসা।

নূর আহমদ
প্রোঃ নূর ফার্মেসী
আধুনগর খানহাট বাজার, লোহাগাড়া।

মাহমুদুল হক
ইউনাইটেড ফ্লোয়ার মিল
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ জহির উদ্দিন
দাখিল ক্বারী
আধুনগর আখতারিয়া দাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ আইয়ুব
অধ্যক্ষ
জাফরাবাদ ফাজিল মাদরাসা, চন্দনাইশ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেলুল হক
সহকারী অধ্যাপক
পহরচাঁদা ফাজিল মাদরাসা, চকরিয়া।

আহমুদুর রহমান
সুলতান মৌলানা বাড়ী
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ ওসমান ফারুকী
সহকারী মৌলানা
দঃ গুঃ আঃ খাঃ ফাজিল মাদরাসা।

মোহাম্মদ তসলিম
প্রোঃ তাস ইঞ্জিনিয়ারিং
৩১০ সিডিএ এভিনিউ, বহদ্দার হাট।

মোহাম্মদ এনায়ত উল্লাহ
শিক্ষক
হারবাং হামেদিয়া দাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ ওবাইদ হোছাইন ছিদ্দিকী
প্রোঃ নিউ আজগরিয়া লাইব্রেরী
১৬নং শাহী জামে মসঃ মার্কেট, আন্দরকিল্লা।

মোহাম্মদ নুরুল হক
প্রধান শিক্ষক
দঃ পুটিবিলা সুফি ফকির রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ।

সুফি কামাল উদ্দিন আহমদ
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ফারইস্ট ইসঃ লাইফ ইন্স্যুঃ, লোহাগাড়া।

হাফেজ মোঃ এনামুল হক হাকিমী
সহকারী মৌলভী
চকরিয়া উম্মাহাতুল মোমেনীন মঃ দাঃ মাদরাসা।

হেলাল উদ্দীন আহমেদ
প্রধান শিক্ষক
চকঢালা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
আরবী প্রভাষক
গর্জনিয়া ফইজুল উলুম ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ আবু তাহের
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত)
গর্জনীয়া ফইজুল উলুম ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ নাজের
পারঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

আহমদুল হক
এস্টেট অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

hunati.com
Pioneer in village based website

মোহাম্মদ শেহাব উদ্দীন জিহাদী
ইব. সহকারী মাওলানা
লোহাগাড়া ইসলামীয়া ফাঃ ডিঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল আমিন
প্রভাষক (আরবি)
কলাউজান শাহ্ রশিদিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

হাফেজ মৌঃ মুঃ আতিকুর রহমান
খতিব
বেপারী পাড়া জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ কোরবান আলী
আরবী প্রভাষক
মজিদিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

নজির আহমদ
সহকারী শিক্ষক
পশ্চিম চরম্বা সুফিয়াবাদ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ তৈয়ব উল্লাহ্ নাছের
সহকারী সিনিয়র মৌলানা
চরম্বা জামেউল উলুম ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা।

আকবর আহমদ
সহকারী শিক্ষক
দঃ পুটিবিলা শাহ সুফি রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

রাশেদ হোসাইন মুহাম্মদ নসিম
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবিদুর রহমান
শিক্ষক
বড়হাতিয়া এশাআতুল উঃ ফাজিল মাদ্রাসা।

মাওলানা জহুরুল ইসলাম
সহকারী সুপার
খদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফোরকান
সহকারী শিক্ষক
পূর্ব পুটিবিলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ গোলাম কাদের
ইবি সহকারী মৌলভী
বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আঃ কাজী মাঃ মোঃ ফজলুর রহমান
কাজী অফিস
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

মৌঃ মোহাম্মদ ছমি উদ্দীন
সহকারী
সড়ইয়া এবতেদায়ী।

মুশতাক আহমদ
আরবী প্রভাষক
ছৈয়দাবাদ দুদু ফকির আলিম মাদ্রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন
আরবী প্রভাষক
পদুয়া আইনুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা।

ছৈয়দুল আলম
বড় মিয়াজি পাড়া
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নূরুল কবির
ইবতেদায়ী প্রধান
হাশিমপুর মকবুলিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল আলম
প্রধান মাওলানা
সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
গ্রন্থাগারিক
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাযিল মাদ্রাসা।

Pioneer in village based webpage

আ.হ.ম. নোমান
রবি আজিয়াটা লিমিটেড
স্পেসিয়ালিস্ট, রবি সেবা, কক্সবাজার।

মোজাম্মেল হক
এম. হক রিয়েল এস্টেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আহমদ কবির
চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ দলিলুর রহমান ছিদ্দিকী
চিরিঙ্গা পৌরসভা
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন
সহ-সুপার
জয়নুল আবেদীন মহিউল্লাহ দাঃ মাদ্রাসা।

মনজুর আলম
প্রধান মৌলানা
ডাঃ মাজহারুল হক হাইস্কুল।

ছৈয়দ মুহাম্মদ মুছা
শিক্ষক
কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ইলিয়াছ মোহাম্মদ শোয়াইব
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

হামিদ উল্লাহ খান
এডিশনাল চীফ কেমিষ্ট (অবঃ)
বারেককৃত কেমিকাল কমপ্লেক্স।

মোহাম্মদ কৌতুল কবির
অধ্যক্ষ
জনাহা মোহাম্মদীয়া দাঃ আলিম মাদরাসা।

মুহাম্মদ আবদুল গাফফার
সহকারী শিক্ষক
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরম্বা।

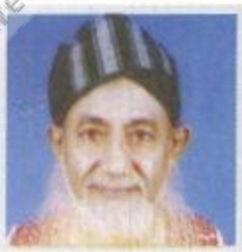

মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম
ব্লক- বি, চান্দগাঁও আ/এ
চট্টগ্রাম।

হোছাইন আহমদ
পূর্ব কলাউজান, মিয়াজি পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জালাল আহমদ ছিদ্দিকী
ইমাম
সিকদার পাড়া জামে মসজিদ।

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
প্রভাষক
সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ।

আলহাজ্ব শওকত আলম
চুনতি, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ সেলিম ফোরকান
রত্নাবী ষ্টোর
ইয়াকুব বিল্ডিং, আমীর মার্কেট, চট্টগ্রাম।

মহিউদ্দিন আহমদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সরকারী টেলিফোন বিভাগ।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ইউসুফ মঞ্জিল
চুনতি, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ
সহকারী মাওলানা
কানাইমাদারী ইসঃ কাঃ সুঃ দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ শাহ আলম
খতীব
বিবিরবিলা চরম্বা।

মোহাম্মদ আশরফ হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
বরইতলী উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী
মসজিদে বেলার মার্কেট
মদীনা মনোয়ারা, সৌদিআরব।

মুহাম্মদ ইদ্রিস হেলালী
সহকারী শিক্ষক
কলাউজান দারুস্সুন্নাহ আলিম মাদ্রাসা।

আবু তৈয়ব ফারুকী
সিনিয়র মৌলভী
আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন মুনিরী
ক্বারী
দঃ শুকছড়ি খালেকীয়া মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ
সহকারী শিক্ষক
গোয়াচুলিয়া পালং সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ছৈয়দ উদ্দিন ছিদ্দিকী
ম্যানেজার (ইনসপেকশন)
কোয়ালিটি ইনস পেকশন সার্ভিস।

মুহাম্মদ নূরুল আলম
সহকারী মাওলানা
হারবাং হামেদিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মাহমুদুল হক
পেশ ইমাম
হযরত খাজা কালু শাহ জামে মসজিদ।

কাজী ছাবের আহমদ
জমজম প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান
প্রধান শিক্ষক
হলিলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন খতীবি
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল্লাহ
সিনিয়র প্রভাষক
ডাঃ ফজলুল হাজেরা ডিগ্রী কলেজ।

মোহাম্মদ রফিকুল হক
প্রভাষক
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলিয়া মাদ্রাসা।

কাজী মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
অফিসার (কমার্শিয়াল)
এ.এস.এম. কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ।

জে.ইউ.এম. বাবর হোসাইন সিদ্দিকী
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
সিডিএ এভিনিউ শাখা, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
খতীব ও পেশ ইমাম
সন্দ্বীপ কলোনী শাহী জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ আলম
মদিনা টেলিকম
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

hunati.com
Pioneer in village based website

মোহাম্মদ সরওয়ার আলম
সুপার
রাদামাটি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স।

জামাল উদ্দীন
আরবি প্রভাষক
আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ তজল্লী আজাদ
প্রধান মাওলানা (সহকারী শিক্ষক)
সিটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

আবু ওমর মুহাম্মদ ফারুক
ফারুক ক্লথ ষ্টোর
সিটি কমপ্লেক্স, লোহাগাড়া।

মুহাম্মদ আমিনুর রশিদ
আরবি প্রভাষক
পেকুয়া আনোয়ারুল উলুম ইসলামিয়া আঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আব্দুস সবুর
ফিল্ড সুপারভাইজার
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন।

মুহাম্মদ রুহুল কাদের
প্রভাষক
বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন
প্রভাষক
ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ
সুপার
দিগর পানখালী দারুল উলুম মহিলা দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মুজাম্মেলুল হক
সুপার
রশিদাবাদ মোহাম্মদিয়া সুন্নিয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম
সহ-মৌলভী
রশিদাবাদ মোহাম্মদিয়া সুন্নিয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ রুহুল আবছার আনচারী
সহ মৌলভী
বরমা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মাওলানা আনিছুল মোস্তফা
সুপার
খদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শব্বির আহমদ
প্রধান শিক্ষক
রশিদের ঘোনা শাহ্ হাফেজিয়া রহঃ ইবঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
ডুলাহাজারা ইসলামিয়া মাদরাসা
ডুলাহাজারা, চকরিয়া।

মাহমুদুল হক
সহকারী মৌলভী
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্রাসা।

আব্দুশ শুকুর
মক্কা মোকাররমা, সৌদি আরব।

মোরশেদুল মন্নান কুতুবী
সুপার
আল ফারুক আদর্শ মাদ্রাসা।

আব্দুল মোনয়েম কাতেবী
দুবাই।

মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (মুজিব)
চেয়ারম্যান
আল হেরা ফোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ।

Pioneer in village based website

জালাল আহমদ
অধ্যাপক
জাফর আহমদ ডিগ্রী কলেজ, সাতকানিয়া।

এমদাদুল হক
সহকারী শিক্ষক
বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মুহাম্মদ আয়াজ
সেক্রেটারী
আল নাজদা ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবদুন নয়ীম
সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের বিল্ডিং
দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ এনামুল হক
সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের বিল্ডিং
দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ লুৎফুল কাদের
প্রভাষক
কুলগাও সিটি কর্পোরেশন কলেজ।

মোহাম্মদ ইউচুপ আলী
সহকারী শিক্ষক
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ফারুক
সহকারী শিক্ষক
দুরদুরী মুহাঃ সিনিয়র মাদরাসা, সাতকানিয়া।

মুহাম্মদ ফরিদুল আলম
সুপার
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম দাঃ মাদ্রাসা।

আবদুল খালেক
হারবাং বার আউলিয়া মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবুল কালাম
আরবী প্রভাষক
পদুয়া আইনুল উঃ দারুঃ ফাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ জহিরুল আলম
শিক্ষক
পুটিবিলা হামিদিয়া ফাজিল মাদরাসা।।

কাজী মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
গাছবাড়ীয়া কলেজ গেইট
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শরাফত উল্লাহ্
সহকারী অফিসার
ইসলামী ব্যাং বাঃ লিঃ, চকবাজার।

নুরুল আমিন
বিউটি এন্ড ফ্যাশন
পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

জহির আহমদ
প্রোঃ এশিয়ান গিফট গার্ডেন
আধুনগর খান প্লাজা

আমিনুল ইসলাম
হাফেজ নুরুল হক ট্রেডিং সেন্টার
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নুরুল আবছার
আরবী প্রভাষক
আরবিয়া মারফিয়া ইসঃ আঃ মাদরাসা।

নূর আহমদ
মার্কেটিং অফিসার
পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন, ঢাকা।

মোহাম্মদ রাশেদুল হক
ইউনিট অফিসার
ইসলামি ব্যাংক, লোহাগাড়া।

আমিনুর রহমান ছিদ্দীকী
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সৈয়দ মোস্তফা আয়ুব
শিক্ষক
মাদার্শা সোনাকানিয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ নূরুল হক
সুপার
বড়হাতিয়া মাল পুকুরিয়া দিঃ উঃ মাদ্‌রাসা।

আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছাদেক
সহকারী অধ্যাপক
আমজাদিয়া রঃ উঃ ফাঃ মাদরাসা।

মনসুর আলী
চুনতী, জনুর আলী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

শব্বির আহমদ
অফিস সহকারী
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

হাফেজ মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
বামাইছড়ি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স।

হেকিম খাঃ মোহাম্মদুর রহমান
২য় ডি,
রহমানিয়া ইউনানী দাওয়া খানা

মুহাম্মদ আবদুর রহমান
অধ্যক্ষ
সাতকানিয়া বায় আউলিয়া হাঃ আঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ সরওয়ার আলম
তত্ত্বাবধায়ক
মিশকাতুন্নবী (সঃ) দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
ইবি প্রধান
বড়হাতিয়া এশাআতুল উলুম ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ ইসহাক
পরিচালক
বিসমিল্লাহ স্টোর, বাকলিয়া।

আনোয়ারুজ্জামান মুহাম্মদ আশরফ আলী
ইমাম
এগ্রনি ওয়্যার লিমিটেড।

মহিউদ্দিন হক চৌধুরী
সিনিয়র মৌলভী
কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদরাসা।

এহছানুল হক
ইবতেদায়ী প্রধান
ফাতেমা মহিলা আলিম মাদরাসা।

মুহাম্মদ আবদুল হক
মুদ্রণ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মৌঃ আবুল ফারাহ
পেশ ইমাম ও খতীব
হরিণাবিল পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ।

মোজাফফর হোছাইন
তাজ নিউ মার্কেট
বদরখালী।

মৌঃ নুরুল আমিন
সহকারী
বিএইচসি শিশু মঙ্গল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মোস্তাক আহম্মদ
হক হাউজ
ফুলশী, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন মুনিরী
সিনিয়র শিক্ষক
কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন।

এ.বি.এম. কফিল উদ্দীন
ইউসুফ মঞ্জিল
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ ফরিদ আহমদ
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহিউদ্দীন চৌধুরী
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
বি.এস.এ গ্রুপ অব কোম্পানী।

এম.এম. বরকত উল্লাহ্
ম্যানেজার এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ইসলামী ব্যাংক, লোহাগাড়া শাখা।

নঈম কাদের
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
নানুপুর লায়লা কবির ডিগ্রী কলেজ।

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম
হাকেমিয়া ফার্মেসি
চুনতী ডেপুটি বাজার, চট্টগ্রাম।

এম. এম. ইউনুচ
প্রিন্সিপাল অফিসার
গ্রামীন ব্যাংক, ঢাকা।

ফরিদ আহমদ
সুপারিটেন্ডেন্ট
আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

রেজাউল হক
ফাইরোজা ট্রেডিং
আমানত খান টাওয়ার, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
গ্রন্থাগারিক কাম শিক্ষক
বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা।

সৈয়দ মুসতাফা মুনীরুদ্দীন (আখতার)
প্রজেক্ট পরিচালক
সিস্থলার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড।

মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ কুতুবী
সিনিয়র শিক্ষক
দক্ষিণ-পশ্চিম বাকলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ইউনুছ
তানজিলা স্টোর
দঃ শুকছড়ি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা শব্বির আহমদ
সহকারী মৌলভী
দঃ শুকছড়ি আঃ মাঃ শহ ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ কাশেম
সহকারী অধ্যাপক
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা।

মোঃ জাহেদ হোসাইন
সুপার
রাজঘাটা সুন্দরী পাড়া দাখিল মাদরাসা।

আনোয়ার কামাল
চুনতী, শুকুর আলী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মৌলভী মোহাম্মদ ইদ্রিছ
চুনতি বড় মিয়াজীর পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ ছগির আহমদ
সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট
মেহেরনামা আলমাছিয়া দাখিল মাদরাসা।

Pioneer in village based website

মোহাম্মদ আবুজর গেফারী
ইবি প্রধান শিক্ষক
আলীকদম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল হক
সহ-সুপার
বরমা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

এহছানুল হক বদরী
সুপার
রওনক আবেদীন মহিউল্লাহ্ দাখিল মাদ্‌রাসা।

মাও. মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল
সহকারী শিক্ষক
মজিদিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ ফারুকী
সুপার
কেনাখালী হেদায়াতুল উলুম দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান
চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নুরুচ্ছফা
সিনিয়র শিক্ষক
রেলওয়ে হাঃ কঃ সিটি কর্পোঃ উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ জাফর সাদেক
ইমাম ও খতিব
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ।

হেলাল উদ্দীন মোঃ মুছা
দাখিল ক্বারী
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্‌রাসা।

আ.ন.ম. এনামুল করীম আনছারী
আরবী প্রভাষক
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাঃ ডিঃ মাদ্‌রাসা।

মোজাহেরুল হক
সহকারী মৌলানা
পদুয়া আইনুল উলুম দারুল্লাহ্ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আজিজুল হক
খতিব
মসজিদ বায়তুশ শরফ, বান্দরবান বাস স্টেশন।

মাওলানা আবদুস শুকুর
সিনিয়র মাওলানা
আরবিয়া মারুফিয়া ইসঃ সিঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নাজেম উদ্দিন
এবতেদায়ী প্রধান
চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
পূর্ব কোনাখালী, সিকদারপাড়া
চেয়ুশিয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।

শেখ আহমদ
সিনিয়র মৌলানা
উত্তর আমিরাবাদ এম.বি. উচ্চ বিদ্যালয়।

আ.জ.ম. জমির উদ্দীন আহমদ
সহকারী সুপার
বান্দরবান ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

আবুল কাসেম
ই.বি. শিক্ষক
দঃ চকঝড়ি আব্দুল মালেক শাহ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মাহমুদুর রহমান
এবতেদায়ী প্রধান
দঃ চকঝড়ি মালেকীয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আবুল হোছাইন আজাদী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আল-মুআহহাদ-আল-হাদায়া।

আবু নছর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন
এক্মিয়াম কম্পিউটার
এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম আনচারী
সহকারী শিক্ষক
২৭নং চরম্বা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবু তাহের
আল-আকসা স্টোর
আধুনগর খান হাট বাজার, লোহাগাড়া।

মুহাম্মদ শাহাদাত হোছাইন
সহকারী সুপার
কাকারা তাজুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা।

আরেফ বিল্লাহ মুহাম্মদ মুশফিক হোসাইন
সহকারী মৌলভী
বড়হাতিয়া এশাআতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ ফারুকী
জুনিয়ার মৌলভী
চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

শব্বীর আহমদ ওসমানী
আরবী প্রভাষক
আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম ছিদ্দিকী
সহকারী শিক্ষক
মিরেরখিল রহমানীয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান
সহ-মৌলভী
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

মোজাফ্ফর আহমদ
অফিস-সহকারী
চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মসিহুল আজিম খান ছিদ্দিকী
কাজী অফিস, দারোগাহাট
পূর্ব মাদারবাড়ী, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

এ.বি.এম. এবাদুর রহমান
অফিস সহকারী
চুনতি মহিলা কলেজ।

মোহাম্মদ আবু সাদেক খান
কাটিং ইনচার্জ
সিয়ামস সুপিরিয়র লিমিটেড।

মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সুপার
চেমুশিয়া মোহছেনিয়া ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ মনির উদ্দিন
সহ-সুপার
চকরিয়া উম্মাহাতুল মোমেনীন মহিলা দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবুল হোছাইন আনছারী
সুপার
চকরিয়া উম্মাহাতুল মোমেনা মহিলা দাঃ মাদ্রাসা।

মাওলানা ফরিদুদ্দীন খতীবি
পঃ কলাউজান
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

এ.বি.এম এনামুল হক শিকদার
প্রভাষক
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

আব্দুল কাদের
প্রভাষক
পদুয়া আইনুল উলুম দারুল্লাহ ফাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ ইদ্রিস
সহকারী মৌলভী
গারাঙ্গীয়া রব্বানী মহিলা মাদরাসা।

মুহাম্মদ সা'দুর রহমান
ব্যবস্থাপক
মেহরিন সিন্ডিকেট, আগ্রাবাদ বা/এ।

মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (শাবাব)
বেষ্ট ফাউন্ডেশন লিমিটেড
সাপুরী টাওয়ার, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।।

মুঃ হাফিজুল ইসলাম আবুল কালাম আযাদ
শাহ্ মঞ্জিল, চুনতী
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নাঈম
প্রোঃ তাস ইঞ্জিনিয়ারিং
৩১০, সিডিএ এভিনিউ, বহদ্দারহাট।

মোহাম্মদ আব্দুল গনি
মালিক
আল মদিনা স্টিল কর্পোরেশন।

মাওলানা মুহাম্মদ শফকত উল্লাহ
অফিস সহকারী ও কম্পিউটার অপারেটর
বিস্ফোরক পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আজিজুল হক
আল-আরাফাত অপটিক্যাল
১২, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।

কুতুব উদ্দিন মুহাম্মদ ফয়সল
হাওলা শাড়ী মেলা
ওয়েস্টার্ন প্লাজা, ওয়াপদা রোড, চকরিয়া।

মুহাম্মদ খোরশিদুল আলম
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
আল-ইখওয়ার ইন্টাঃ ট্রাঃ এন্ড হজ্ব কাফেলা, চট্টগ্রাম।

ফয়সল আল হাদী
রিয়াদ, রিয়াদ
সৌদিআরব

মুহাম্মদ আবু ইউছুফ
সেফটি ইনচার্জ
প্যাসিফিক জিন্স, সি.ই.পি.জেড।

এম জহুর আহমদ
ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান
চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১।

মুহাম্মদ আরিফুর রাশিদ
সিনিয়র শিক্ষক
চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মক্কা এন্টারপ্রাইজ
কলাতলী, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন চৌধুরী
প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস)
আমিরাবাদ সুফিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শোয়াইব
সহকারী শিক্ষক
আল হেরা আদর্শ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
মালিক
মেসার্স আমানত সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ।

সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক (আরবি)
পালেগ্রাম হাকিম মিঞা শাহ সিঃ মাদ্রাসা।

আবুল কাসেম
মেসার্স খদিজা স্টোর
পশ্চিম মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম।

মুঃ আইয়ুব আলী আনসারী
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
কলাউজান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ
এভিপি ও ম্যানেজার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, বান্দরবান শাখা।

মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন
আরবী প্রভাষক
আমজাদিয়া রফিকুল উলুম ফাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ হাশেম
সহকারী অধ্যাপক
রাজা পালং এমঃ উঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
খতিব
রশিদের যোনা কালু সিকদার পাড়া জামে মসজিদ।

আবদুল করিম
নবরূপা
ওয়েষ্টার্ন প্লাজা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

জমিল আহমদ
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ।

মুহাম্মদ আয়ুব আলী
সিনিয়র শিক্ষক
জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়

মুহাম্মদ ফোরকানুল হক
আরবী প্রভাষক
ওবাবিয়া মারুফিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ইলিয়াছ
ইবি প্রধান
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
সহকারী মাওলানা
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

হাজী মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সহকারী শিক্ষক
গৌড়স্থান উচ্চ বিদ্যালয়।

মুঃ আবদুস সাত্তার
সহকারী মৌলানা
বায়তুশ শরফ আখতারিয়া আদর্শ আঃ মাদ্‌রাসা।

হারুনুর রশীদ
জুনিয়র মৌলভী
চরম্বা জাঃ উঃ ইঃ দাখিল মাদ্‌রাসা।

মৌঃ খাদেমুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
হাতিরডেরা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

আবু মোজাফফর মোঃ জহিরুল হক
সহকারী মৌলভী
মজিদিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ফিরোজ আলম হোছাইনী
সহকারী অধ্যাপক
বন্দরখালী এম.এস. ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ইছহাক
প্রবাসী, মদীনা শরীফ
সৌদি আরব।

মুহাম্মদ আখতার হোছাইন
ডি.এম.
মেসার্স আল আমীন ট্রেডার্স

মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন
সহ সুপার
আমিরুল মিল্লাত দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন নোমান
মুহুরী
আনছারীয়া কাজী অফিস, আন্দরকিল্লা।

শফীউল আলম
ইমাম ও খতীব
বাহারছড়া জামে মসজিদ, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ হাসিন আল আবরার
চুনতী, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শহীদুল হক
প্রভাষক আরবী
কক্সবাজার হাসেমিয়া কামিল মাদরাসা।

ফৌজুল আজিম
দোহা, কাতার।

মুহাম্মদ আবরারুল ইসলাম
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

এ. কে. এম. আব্বাস উদ্দীন
চেয়ারম্যান
জেনুইন টেকনোলজি এন্ড রিসার্চ লিঃ।

মুহাম্মদ আবদুর রহিম
সহকারী অফিসার (ক্যাশ)
প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ।

মুহাম্মদ গোলাম কাদের
অফিসার গ্রেড-১
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

জসীম উদ্দিন মুহাম্মদ তারেক
মালিক
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।

শহীদ আহমদ
ইউসুফ মঞ্জিল
চুনতি, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদুল হক
উর্ধ্বতন সহকারী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হাফেজ মুহাম্মদ সাজেদুল কাদের
সহকারী শিক্ষক
উত্তর বড়হাতিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মাওলানা ছৈয়দ শফিউর রহমান
উত্তর রামপুর, সাতকানিয়া
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আসরারুল ইসলাম
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
সহকারী মৌলভী
দক্ষিণ চিরবাড়ী মহিলা দাঃ মাদ্রাসা।

আইয়ুব আলী খান
জাফরাবাদ, চন্দনাইশ
চট্টগ্রাম।

মাওলানা ছৈয়দ আহমদ
ইকুইটি ভিলেজ
মির্জারপুল, মুরাদপুর।

মাওলানা আবু ওমর মোহাম্মদ সাদেক
সাগরপাড়, কক্সবাজার।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী
হামী বিল্ডিং, প্যারেড কর্ণার, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ মুহিব্বুল আরেফিন
ইউ.এস.এ।

মোহাম্মদ সাঈদ
কাটাখালী, ডুলহাজারা
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন
সুপার
কাকারা তাজুল উলুম দাখিল মাদরাসা।

মুহাম্মদ আবুল বশর
সহ-সুপার
হারবাং হামেদিয়া দাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ শামীম আকতার
আধুনগর দেওয়ানের পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ হাছান
প্রভাষক
কলাউজান শাহ রশিদিয়া দাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ আবদুল খালেক নেজামী
ইবতেদায়ী প্রধান
সাতবাড়িয়া বার আউঃ হাঃ সিঃ মাদরাসা।

আজিজুর রহমান
মধ্য কোনাখালী
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মাওলানা মুঃ মুসলিম উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
চুনতী জানসার ভিভিপি রেজিঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ।

মুহাম্মদ আব্দুল গফুর
সহকারী অধ্যাপক (আরবী)
ফাতেমা বতুল মহিলা আঃ মাদরাসা, চুনতী।

মঞ্জুরুল হক
প্রভাষক
পুটিবিলা হামেদিয়া দাঃ মাদরাসা।

নূর মুহাম্মদ নছিমুল হক
প্রধান শিক্ষক
চুনতী হাকিমিয়া এবঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
প্রধান শিক্ষক
উখিয়া মডেল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
অধ্যক্ষ
কলাউজান দারুলহুদা আলিম মাদরাসা।

মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান
আরবী প্রভাষক
আমিরাবাদ সুফিয়া আলীয়া মাদরাসা।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
প্রোঃ রাসেল টেইলার্স
নূর মোহাম্মদ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ হাসান
হাসান এন্ড সন্স
বড় বাজার, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
ডেপুটি ডাইরেক্টর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আমির হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
সরকারী মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম।

শব্বির আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
চরজব্বার রহমানিয়া ইসঃ দাঃ মাদরাসা, নোয়াখালী।

মুহাম্মদ আবুল কাশম
এডমিনিসট্রেশন ডাইরেক্টর
লোহাগাড়া সিটি হাসপাতাল।

মুহাম্মদ সাজ্জাদ খান
সি. ই. ও
এয়ার ওশান লজিস্টিক্স।

মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রাজিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ।

ফরিদ উদ্দীন সিদ্দিকী
ম্যানেজার
ইয়াংওয়ান, সি.ই.পি.জেড।

মোহাম্মদ আবু মাছুম খান
লিবার্টি গ্রুপ
আইয়ুব ট্রেড সেন্টার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

জনাব মাওলানা আবদুল ওয়াছেহ
সহকারী মৌলভী
পুকুরিয়া আনছারুল উলুম ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন বদরী
প্রভাষক
বলরখালী এম.এস. ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফজলুল হক খতিবী
সহকারী সুপার
পশ্চিম কলাউজান খতিবীয়া দাখিল মাদ্রাসা।

আহমদুল কবীর চৌধুরী
অগ্নি বাজী ডেভেলপার লিঃ
বি.এম. প্লাজা, ৩৫ জুবলী রোড, চট্টগ্রাম।

মৌলানা মোহাম্মদ ওবাইদুল হক
সুপারিনটেন্ডেন্ট
দক্ষিণ হাঃ ভান্ডারী পাড়া দাখিল মাদ্রাসা।

এ.টি.এম আবু তাহের নাজের
সিনিয়র মৌলভী
বটতলী শফিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

আবু আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
ছদাহা মুহাম্মদীয়া আলিম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
আরবী প্রভাষক
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক
সালমা কিতাব মঞ্জিল
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন
এক্সিকিউটিভ
মেসার্স কে.টি.এস লজিস্টিক লিঃ।

মুহাম্মদ তমিজ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
বটতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মেসার্স আমিরাবাদ স্টোর
হাজী সমশু বিল্ডিং, লোহাগাড়া।

হাফেজ সগীর আহমদ
সহকারী ইমাম
লালখান বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ জুনাইদ হোছাইন ছিদ্দিকী
আন্জুমানিয়া লাইব্রেরী
জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা।

মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন
মক্কা শরীফ, সৌদি আরব।

মুহাম্মদ অলি আহমদ
সহকারী মৌলভী
গারাংগিয়া ইসলামিয়া রহমানী ফাঃ মাদ্রাসা।

Pioneer in village based website

ফারুক হোছাইন
আরবি প্রভাষক
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ জিয়াউল করিম
সিনিয়ার শিক্ষক
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
মজিং হেডম্যান পাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জিহাদী
পেশ ইমাম
বর্ণা পাড়া জামে মসজিদ, পাহাড়তলী।

মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন
ই.বি. ক্বারী
হাছনদণ্ডী এম. রহমান সিঃ মাদ্‌রাসা।

মোঃ শাহ্ জাহান
সহকারী মৌলভী
আধুনগর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
সহকারী মৌলভী
মদিনাতুল মডেল ইঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ইমাম
কুতুবদিয়া শাহী জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ জাহেদুল হক
সরকারী মাওলানা
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম দাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
মদীনা শরীফ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
জুনিয়র মৌলভী
দক্ষিণ কাঞ্চনা শাহ রঃ ইসঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
সহকারী মৌলভী
জলদী হোসাইনিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

আহমদ হোসাইন কুতুবী
হেড মাওলানা
মীর নোয়াবুল হক মেমোরিয়াল হাই স্কুল।

মুহাম্মদ শামসুল আলম
সুপার (ভারপ্রাপ্ত)
আল-গিফারী (রাঃ) আঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আবুল বশর
শিক্ষকতা
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ মুফিদুল আলম
অফিস সহকারি
মদিনাতুল উলুম মডেল ইনঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ছদরুল আমিন
সহকারী মৌলভী
উজানটিয়া এ.এস. সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ বেলাল উদ্দীন
জনারাম আদর্শ রেজিঃ
প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ আবুল হোছাইন
অফিস সহকারী
দক্ষিণ শুকছড়ি আঃ মাঃ শাঃ কাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ নুরুল হোছাইন
সহকারী
দক্ষিণ ঢেমশা হাজারবীল কাঃ এবঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আজিজুল ওয়াদুদ (হেলাল)
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ
খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন
সুলভ বিতান
রেয়াজউদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম।

কাজী রফিক আহমদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
হোটেল রয়েল, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সুপার
সালাম নূর আদর্শ মহিলা মাদরাসা।

মুহাম্মদ মনির উদ্দিন
সিনিয়র অফিসার
ইসলামী ব্যাংক, চাক্তাই শাখা।

মুহাম্মদ জুনাইদুল হক
সহকারী নির্বাহী
বি.এস.এ গ্রুপ অব কোম্পানী প্রাঃ লিঃ।

মুহাম্মদ হাছন জামাল
সহকারী শিক্ষক
রশিদাবা মোঃ সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আমিন
আরবী প্রভাষক
হাশিমপুর মকবুলিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ রবিউল্লাহ
ক্বারী
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আজিজ উদ্দীন সিদ্দিকী
সহকারী মাওলানা
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ মুহিব উল্লাহ
হিমছড়ি, পর্তনিয়া
রামু, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ফেরদৌছ আলম
পানত্রিশা, এম, চর হাট
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সরওয়ার কামাল
একাউন্ট অফিসার
এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানি।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
এম.ডি
মেসার্স দি ডায়মন্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী।

মোহাম্মদ নুরুচ্ছফা
সহকারী মৌলভী
পদুয়া আইনুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
প্রভাষক
ছদাহা মুহাম্মদীয়া খাইরিয়া আলিম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মোবারক আলী
আরবি প্রভাষক
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
ইবি. প্রধান
চরম্বা জামেউল উলুম ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
সহকারী মৌলভী
পারাগুপিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মাওলানা আমীমুল ইহসান
স্বত্বাধিকারী
হোটেল ও.আই.সি. লোহাগাড়া মোটর স্টেশন।

মুহাম্মদ জহিরুল হক
ডিজিটাল কালার ওয়েভ
৩৭ রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা।

মুহাম্মদ সাজেদ খান
প্রাইম সোর্সিং লিমিটেড
২৩৫ খাতুনগঞ্জ (৩য় তলা), চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নজীব উল্লাহ
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
নয়াবাজার ইসলামী ব্যাংকিং শাখা, ঢাকা।

মুহাম্মদ আবদুল মন্নান
ইবি, সহকারী শিক্ষক
কলাউজান শাহ রঃ ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ শহিদুল হক হোছাইনী
মুফাচ্ছির (সহকারী অধ্যাপক)
ছিপাতলী জি.এম. কামিল এম.এ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ওবাইদুল হক
সিনিয়র মৌলভী
আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ছাবের আহমদ
সুপার
বরইতলী হামেদিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ইউসুফ
ইঃ বিঃ ক্বারী শিক্ষক
কলাউজান শাহ রশিদিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ বারেক উল্লাহ
এশাতুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা
বড়হাতিয়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আকতার হোছাইন চৌং
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
কলাউজান দারুলজন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ রফিকুল হক (বাবুল)
মেসার্স সামিয়া ট্রেডিং
থানা রাস্তার মাথা, চকরিয়া।

মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন
প্রিন্সিপাল অফিসার
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

মোহাম্মদ শোয়াইব
প্রিন্সিপাল অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মাওলানা নুরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
বরইতলী দাখিল মাদ্‌রাসা।

মৌলানা আহমদ হোসাইন
ইবতেদায়ী প্রধান
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম দাঃ মাদ্‌রাসা।

ফেরদৌস আলম
সহকারী শিক্ষক
৫০নং গৌড়স্থান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
এবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক
দক্ষিণ হাশিমপুর ডাক্তারী পাড়া দাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম
অধ্যক্ষ
হুলাইন হযরত এঃ আঃ হাঃ আঃ আলিম মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ
এ.ভি.পি
প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ।

মুহাম্মদ আবু তাহের
সিনিয়র শিক্ষক
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
সহ সুপার
উত্তর গাঁথাছড়া বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স।

ফোরকান আহমদ
বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স।

মোহাম্মদ ছাইদুল হক
সহকারী মাওলানা
রাঙামাটি বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ
প্রভাষক
হাশেমিয়া কামিল মাদরাসা, কক্সবাজার।

মৌলানা ওসমান গণী
ইবতেদায়ী মাওলানা
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ তছলিমুল হক
বিক্রয় প্রতিনিধি
নোমান গ্রুপ অব ইণ্ডাস্ট্রিজ।

মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক
হারবাংপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ মীর কাসেম
আরবি প্রভাষক
আমজাদিয়া র.উ. ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
শিক্ষক
রাঙামাটি বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল হোসাইন
মক্কা টাওয়ার, দরবেশ হাট
ডি.সি. রোড, লোহাগাড়া।

মোবারক আহমদ
সহকারী
মিশকাতুন্নবী (সঃ) দাখিল মাদ্‌রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন (আজম)
সুপারিনটেন্ডেন্ট
কাল ফকির পাড়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা।

তাহের আহমদ
আরবি প্রভাষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসা।

ইশরাত জাহান
এবতেদায়ী সহকারী মাওলানা
চুনতী ফাতেমা বতুল মঃ আঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
গর্জানিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জহীরুল হক
আরবি প্রভাষক
ছুরতিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

মৌলানা জমির উদ্দিন
সুপার
বরইতলী দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আবদুল আলীম
খতিব ও পেশ ইমাম
ফরিয়াদি কুল বাইতুল মামুর জামে মসজিদ।

আব্দুল্লাহ
আরবী প্রভাষক
কেরানী হাট ফাজিল মাদ্‌রাসা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আবদুল মালেক মুহাম্মদ ইবনে দিনার
শাহ্ মঞ্জিল মৎস্য খামার
এস.এস. পোল্ট্রি ফার্ম

মুহাম্মদ তৈয়ব আলী
ডাক্তারী
চরম্বা মাস্টার হাট শাহ মজিদিয়া ফার্মেসী।

মুহাম্মদ গোলাম রসূল
সিনিয়র শিক্ষক
পদুয়া এ.সি.এম উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগাড়, চট্টগ্রাম।

নূর মোহাম্মদ
মাইজবিলা, চরম্বা, নোয়ারবিলা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ ইউনুস
ইয়ংওয়ান, ওয়াইসিএল
সি.ই.পি.জেড, চট্টগ্রাম।

ফৌজুল কবির
সহকারী মৌলভী
ছদাহা আদর্শ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান
শিক্ষক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মুহাম্মদ নেছারুল হক
আহমদ মঞ্জিল, দোভাষী পাড়া
কাঞ্চনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম
সহ-সুপার
পেকুয়া আদর্শ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
আরবী প্রভাষক
বান্দরবান ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলিয়া মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ
সহ-সুপার
দক্ষিণ পুইছড়া মদিনাতুম উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফেরদৌস আলম
সিনিয়র মাওলানা
চরম্বা জামেউল উলুম ইসঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ইদ্রিস
হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক
আমিরাত জনকল্যাণ আবাসিক শিক্ষা কমপ্লেক্স।

আ.ক.ম হামিদুল হক
সহকারী মৌলানা
মিশকাতুন্নবী (সাঃ) দাখিল মাদ্রাসা।

মাহমুদুল হক
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
পদুয়া আইনুল উলুম দারুচ্ছুন্নাহ ফাঃ মাদ্রাসা।

মোঃ জমিরুল আলম
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ।

মাহফুজা খাতুন
সহকারী মৌলভী
ইসলামিয়া মঃ কাঃ মাস্টার্স মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ জামাল হোসেন
সহকারী শিক্ষক
উত্তর মেহেরনামা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
সহকারী মাওলানা
পহরচাঁদা ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শামসুল আলম
অফিস কাম শিক্ষক
চরম্বা জামেউল উঃ ইঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক
এক্সিকিউটিভ অফিসার
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

মোহাম্মদ আমিনুল হক
আল-আরাফাত অপটিক্যাল
১২, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন
এন হোসাইন মেডিকেল হল
পেকুয়া, কক্সবাজার।

হাফেজ রফিক আহমদ নূরী
ইমাম ও খতীব
চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগীয় জামে মসজিদ।

এস.এম. আমানুল হক
সুপার
দঃ হরিণা দারুল ফালাহ শাহ রঃ ইবঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল ঈমান
সহকারী শিক্ষক
রাজঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ নুরুল আবছার
সহকারি শিক্ষক
দঃ [illegible] দারুল ফালাহ শাহ রঃ এঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম
সিনিয়র অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত
সুপার
মোহেরনামা আলমাছিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

আবুল ফজল
ঝাউতলা, প্রধান সড়ক
কক্সবাজার।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
মালিক
শাহ আজম বৃক্ষ বিতান নার্সারী।

মুহাম্মদ শফিউল আলম
প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক
হযরত শাহ ওমর ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জহিরুল আলম
সহকারী মাওলানা
বটতলী ইসলামিয়া সিঃ আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আনছারুল ইসলাম
লাইব্রেরীয়ান
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
আরবি প্রভাষক
কেরানী হাট জামেউল উলুম ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ছৈয়দ আলম সিরাজী
সহকারী মৌলভী
রামখাঁ পালং ইসঃ আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ইসমাইল
ডি.এম
পদুয়া চর্ম চিকিৎসালয়, পদুয়া।

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

কৌকবা জাহান সাকী
শাহ মঞ্জিল
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
রংমহল, ভুলাহাজারা
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ খাজা মঈন উদ্দীন
আরবী প্রভাষক
সাতকানিয়া আলিয়া মাঃ উঃ কাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
ইঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রভাষক
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা।

মাশুক আহমদ ফারুকী
সহ-সুপার
পুকুরিয়াখালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা।

মীর মুহাম্মদ আরিফুল হক
সহকারী মৌলানা
ছোয়াবাদ ই.ইউ.ডি.এফ আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
আরবি প্রভাষক
পদুয়াচাঁদা ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আলী হোসাইন
প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস)
পেকুয়া আনোয়ারুল উঃ ইঃ আঃ মাদ্‌রাসা।

মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা
[illegible] ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, লোহাগাড়া।

মোহাম্মদ আবছারুল হক
আবছার স্টোর চাম্বল বাজার
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ একরামুল হক
প্রব প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ইসলামি ফাউন্ডেশন

মুহাম্মদ আজান উল্লাহ
সহ-সুপার
দোয়াবকিলা কাঃ আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ সলীম উল্লাহ্
সহকারি মৌলভী
ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
বাংলা প্রভাষক
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী মৌলভী
বড়হাতিয়া হযরত আঃ হিঃ মঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ ইউছুফ
ইবতেদায়ী প্রধান
কলাউজান শাহ রশিদিয়া দাঃ মাদ্‌রাসা।

মৌলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন ছিদ্দিকী
সিনিয়র সহকারী মৌলানা (১ম)
দক্ষিণ হাশিমপুর আঃ পাঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম
আরবী প্রভাষক
বাহারুল শরফ আঃ আদর্শ আঃ মাদ্‌রাসা।

জি.এ.এম. সাইফুল হক
উপাধ্যক্ষ
পদুয়াচাঁদা ফাজিল মাদ্‌রাসা।

রেজাউল করিম
বদু শাহের জামে মসজিদ
আমিরাবাদ, লোহাগাড়া।

মুহাম্মদ এনামুল হক
এবতেদায়ী প্রধান
বরইতলা দাখিল মাদ্‌রাসা।

Pioneer in village based website

আ.ফ.ম. ওয়াহিদুর রহমান
উম্মুল কোররাহ বিশ্ববিদ্যালয়
মক্কাতুল মুকাররমাহ, সৌদিআরব
ইসলামী আইন বিভাগ

আ.ন.ম নোমান
আরবি প্রভাষক
কলাউজান শাহ রশিদিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ।

মাহমুদুল হাসান
অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
প্রবেশনারী অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
সহকারী মৌলভী
হুদাহ্ আদর্শ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফরিদুল আলম
অফিস এক্সিকিউটিভ
মিলেনিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল।

মুহাম্মদ আব্বাস উদ্দীন
প্রিন্সিপাল অফিসার
সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড।

মোহাম্মদ ওসমান গণি
সহকারী সুপার
রহমানিয়া মদিনাতুল উলুম দাঃ মাদ্রাসা।

নূরুল কবির
দপ্তরি
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আবছার
হেড মৌলানা
কলাউজান সুখছড়ি গৌর উচ্চ বিদ্যাপীঠ।

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী মৌলানা
হযরত ফাতিমা (রাঃ) বাঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন
এন.টি. মোবাইল সেন্টার
রিয়াজউদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ জাফর আলম
সহ-সুপার
হযরত ফাতিমা বালিকা দাঃ মাদ্রাসা।

সিরাজুল ইসলাম
সহকারী
মধ্য কোনাখালী বাঃ কুঃ নূঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নিজামুল হক
সিনিয়র অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

রফিকুদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
রশিদার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ ইদ্রিস আহমদ
সুপার
পুকুরিয়াখালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন
সহ-সুপার
হুদাহ্ আদর্শ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শাহ আলম সিকদার
হিসাব রক্ষক
ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিমিটেড।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নাছিম আহমদ
কবির মোহাম্মদ
সিকদার পাড়া রশিদের ঘোনা

মাওলানা ফরিদুল আলম
সহকারী মৌলভী
খদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ জামাল হোসাইন
পূর্ব মুহুরী পাড়া
গাউছিয়া কমপ্লেক্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর
আরবি প্রভাষক
পতেঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ হুমায়ুন করিম
আরবি প্রভাষক
বায়তুশ শরফ আঃ আদর্শ আঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম
সহকারী অফিসার গ্রেড- ১
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মুহাম্মদ ছৈয়দ আলম
সহকারী শিক্ষক
আধুনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ নুরুল কবির
সিনিয়র সহকারী মৌলভী
আমীন মিল্লাত ইঃ দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
রহমানিয়া মঃ উঃ দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবুল কাসেম
সহকারি মৌলভী
রহমানিয়া মঃ উঃ দাখিল মাদ্রাসা।

আবদুল হান্নান
লাইব্রেরীয়ান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আসলাম ইকবাল খাঁন
অফিস ব্যবস্থাপনা
স্ট্যান্ডার্ড স্কুল এন্ড কলেজ।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
সহকারী মৌলভী
বাইশারী শাহ্ নূরুদ্দীন দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মোতাহেরুল ইসলাম
সহকারী মাওলানা
সুখছড়ি রহঃ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ নুরুল আজিম
উপাধ্যক্ষ
হাশিমপুর মাকবুলিয়া ফাঃ ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন
সিনিয়র শিক্ষক
পারাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ইউসুফ
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আইডিয়েল কিন্ডারগার্টেন স্কুল।

মামুনুর রশিদ
এম.ডি
পদুয়া প্রিন্টিং প্রেস।

মুহাম্মদ মোখতারুল আলম
প্রধান শিক্ষক
হাজী মোস্তাক আহমদ চৌঃ উচ্চ বিদ্যালয়।

শেখ আহমদ
শিক্ষক
আধুনগর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
ফার্মেসী, আধুনগর।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন
অফিস সহকারী
কোনাখালী হেদায়তুল উলুম দাঃ মাদরাসা।

মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ
সহ-সুপার
দারুল আরকাম একাডেমী।

কায়সার এমরান মুহাম্মদ হেলাল
সহকারী কর্মকর্তা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
সেখেরখীল, বাঁশখালী
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সিকদার
সহকারী মৌলভী
কেওচিয়া মুজহেরুল হক ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার
সহকারি ব্যবস্থাপক
এস, কে, শীপ ইয়ার্ড, সীতাকুন্ড।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
জুনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড।

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
সহকারী মৌলভী
বায়তুশ শরফ আদর্শ কাঃ মাদ্রাসা।

আবু দাউদ মুহাম্মদ শাহ্ শরীফ
সহকারী শিক্ষক
চিটাগাং আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।

আব্দুল মান্নান
সহ সুপার
পূর্ব কতেহ আলী ওয়াইসী মহিলা মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ
সহকারি মৌলভী
আমজাদিয়া রফিকুল উঃ ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শাহে আলম
সহকারী মৌলভী
রূপকানিয়া আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

তাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
আল-ইহসান একাডেমী।

মুহাম্মদ শাহজাহান
কো-অর্ডিনেটর
মানারাত রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।

জসিম উদ্দিন
থ্রি ষ্টার ট্রাভেলস
চিরিঙ্গা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
খতীব ও পেশ ইমাম
হাজী ইউসুফ আলী জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ
সহকারী মৌলভী
খদীজাতুল কুবরা মহিলা মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবু তাহের
প্রভাষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারী মৌলভী
বরইতলী দাখিল মাদ্রাসা।

hunafi.com
Pioneer in village based website

মুহাম্মদ আবছারুল হক
পরিচালক
আল রিফাহ হজ্ব কাফেলা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

মোহাম্মদ শাহাদাত হোছাইন
এস.এম.পি.ও
এপেক্স ফার্মা লিঃ।

মুহাম্মদ রেজাউল হক হোছাইনী
সহকারী শিক্ষক
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ শওকত হোছাইন
সহকারী শিক্ষক
সরফভাটা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়।

আ.স.ম. এহছানুল হক
সহকারি শিক্ষক
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ।

মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান
সহকারি শিক্ষক
সাতগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আকতার হোসাইন
সহকারি মৌলভী
সাতবাড়িয়া বার আঃ হাঃ সিঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবদুল করিম
রামপুর, পশ্চিম উমখালী
সাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
হেড মৌলানা
নাপিতচর চৌমুহনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবু ইউছুফ
সহকারী মৌলভী
গর্জনিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা।

মোঃ নুরুল হক
বিশাল চুমকী হাউস
বড়বাজার, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ এরশাদুল হক
অফিসার
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

মোঃ এনামুল হক
আহমেদ ব্রাদার্স
পৌরসভা মার্কেট, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার
রামপুর, সাহারবিল
চকরিয়া, কক্সবাজার।

নূর মোহাম্মদ নোমান
সহকারী
ঈদমনি কাদের আলী দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ কফীল উদ্দীন
আরবি প্রভাষক
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুঃ ইয়াছিন
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
দারুল হিকমাহ্ একাডেমী।

মোহাম্মদ ফারুক ইকবাল
ডুলাহাজারা বাজার।

মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন
ইবতেদায়ী প্রধান
মদীনাতুল উঃ মঃ ইনঃ দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন
অতিরিক্ত আরবী প্রভাষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

নূরুল ইসলাম
মেসার্স এন, ইসলাম ট্রেডার্স।

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
রাজাখালী বহুমুখী নেঃ উঃ ইঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবুল বশর
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বরমা ইসলামিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আজিজুল হক
আরবি প্রভাষক
বায়তুশ শরফ আঃ আদর্শ আঃ মাদ্রাসা।

মোঃ নূরুল হাকিম
বাইশারী মাহ নূরুদ্দীন দাখিলা মাদ্রাসা।

কাজী শাহেদুল ইসলাম
অংশীদার
ইসলামাবাদ ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেডিং এজেন্সী।

মোহাম্মদ আমির আবদুল আজিজ
সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট
ঈদগড় বদর মোকাম জাঃ ফেঃ দাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বড়ুয়াতলিয়া হঃ আঃ ছিঃ মঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নূর-উস-সাফা
সুপার
দক্ষিণ কাঞ্চনা শাহ্ রঃ ইসঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
চুনতী ডেপুটি পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ সৈয়দ হোসাইন
সুপার
মদিনাতুল উলুম মঃ ইঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ মনওয়ার আলী
সহকারী শিক্ষক
লোহাগাড়া নয়ুমুন্নিছা আদর্শ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

কফিল উদ্দিন মোহাম্মদ জোবাইর চৌধুরী
ডি.জি.এম
সানম্যান গ্রুপ, সিডিএ, চট্টগ্রাম।

মোতাহের হোছাইন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
তোফাজ্জল এন্ড ব্রাদার্স লিঃ

হাঃ কবির আহমদ
সহকারী শিক্ষক
নোয়ার বিলা কাঃ আঃ দাঃ মাদ্রাসা।

আবু হানিফা মুহাম্মদ নোমান
সহকারী
পূর্ব পুটিবিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ ছগির
সহকারী শিক্ষক
আল্ হেরা আদর্শ স্বতন্ত্র এবঃ মাদ্রাসা।

এম.এস, নোমান হোসাইন সিকদার
সহকারী শিক্ষক
বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ নুরুল আলম
সহকারী শিক্ষক
বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ ফরমান উল্লাহ
আরবী প্রভাষক
দঃ সুখছড়ি আঃ খাঃ শাহ্ উঃ ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আহছান উল্লাহ
জুনিয়র মৌলভী
জাফরাবাদ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
উপকূলীয় মেডিকেল হল
পেকুয়া বাজার।

মুহাম্মদ মাসুম
সহকারী মৌলভী
গুরুন্যারা মুহাম্মদীয়া সুন্নীয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ
দানেশ সিকদার পাড়া জামে মসজিদ
বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া।

আব্দুল মোমেন
এবতেদায়ী প্রধান
সুফী ফতেহ আলী ওয়াঃ মঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মহি উদ্দিন
সহকারি শিক্ষক (আরবি)
ধর্মের ছড়া আদর্শ নুরানী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
সহকারি শিক্ষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শরাফত হোছাইন
প্রভাষক
মুহিউস্‌সুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা।

মোবারক আহমদ
সহকারী শিক্ষক
সূফী ফতেহ আলী ওয়াঃ মঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবু তাহের
সহকারী শিক্ষক
রাজ্জাক চৌং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
সহকারী মৌলভী
হযরত সমাইয়া (রাঃ) মহিলা মাদরাসা।

মোহাম্মদ জাবিদ ইকবাল
সুগন্ধা আবাসিক এলাকা
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
ইবি প্রধান
মিশকাতুন্নবী (সঃ) দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
লোহাগাড়া শাখা।

এম. ইব্রাহীম কবির
সাপ্লাই এডমিন ম্যানেজার
মধুবন ব্রেড এন্ড বিস্কুট ইন্ডঃ প্রাঃ লিঃ।

নুরুদ্দীন মোঃ জাহাঙ্গীর (সেলিম)
মার্কেটিং অফিসার
ডাচ বাংলা ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা।

মোঃ জমির উদ্দিন
খাজা ভিলা
শোলকবহর, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
স্টোর ম্যানেজার
চিটাগাং ভেনিস মিলস লিঃ।

খাতুন বিলকিস আফযা
চেয়ারম্যান বাড়ী, চেয়ারম্যান পাড়া
বান্দরবান সদর।

মুহাম্মদ নুরুজ্জামান মনজু
সহকারী শিক্ষক
আল-ফারুক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

মৌলানা মাস্তক আহমদ ছিদ্দিকী
সিকদার পাড়া, চকরিয়া
কক্সবাজার।

হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী
রুমা এন্ড ব্রাদার্স
১৩/৫ অশ্বিনী ম্যানসন, টেরীবাজার।

মুহাম্মদ হামেদ হোসাইন
অফিসার
ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম
এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং
আরএসআরএম

মোঃ আজিজুল হক
মেসার্স ভি.আই.পি. কর্ণার
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ নুরুল আলম
আল-আরব কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম
পেশ ইমাম
সোয়ান সি মসজিদ ও ইঃ কঃ সেন্টার

মুহাম্মদ হোসাইন
সহকারি অফিসার
সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স।

মুহাম্মদ আব্দুল কাদির
সহকারী শিক্ষক
উত্তর হারিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর
৬নং নতুন বাহারছড়া জামে মসজিদ
কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ইসমাইল
আল মদিনা এন্টারপ্রাইজ
মুন্সেফ বাজার, চুনতি, লোহাগাড়া।

মোহাম্মদ শাহে আলম
আতিয়ার পাড়া, চরম্বা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মাইমুনা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
আমতলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোঃ আবদুল হালিম
আরবি প্রভাষক
গারাঙ্গিয়া রব্বানী মহিলা ফাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আবদুচ ছবুর
অফিস সহকারি
লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ ছাবের
সহকারি মৌলভী
রূপকানিয়া আহমদিয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মাওলানা রওশন জন্নাত
ই.বি. প্রধান
খদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ বেলাল উদ্দীন
আইবিবিএল
লোহাগাড়া শাখা।

শামীমা আখতার
সহকারি মৌলভী
ফাতেমা বতুল মহিলা মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবুল কালাম
সহকারী মাওলানা
পশ্চিম কলাউজান খতিবীয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ খালেদ মাছরুর
ইসলামিয়া সোলতানিয়া
ইবতেদায়ী মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ নুরুল হক
সহকারী মৌলানা
কেওঁচিয়া মুজাহিরুল হক ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মিজানুর রহমান
আর ইসরা
পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

বাদশা মোহাম্মদ শাহ আলম
অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

আ.ন.ম. জুবাইর
সহকারি মৌলভী
আরবিয়া ফারুকিয়া ইসঃ সিনিয়র মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
জুনিয়র অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মোহাম্মদ মমতাজ হোছাইন খান
গ্রাফিক্স ডিজাইনার
আইকন কম্পিউটার, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ মুহী উদ্দিন
সুপার
টি. ডং রহমানিয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ দিদারুল হক
ডি. এম
ফুলকলি, পদুয়া শাখা।

মাহমুদুর রহমান এয়াছিন
খতিব ও পেশ ইমাম
আজুশাহ দায়ুয়া পুকুর জামে মসজিদ।

মুঃ মুহিউদ্দিন নাছের
আরবি প্রভাষক
দক্ষিণ চিব্বাড়ী মহিলা মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
সহকারী শিক্ষক
এস. কে. ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ স্কুল।

মুহাম্মদ এনয়ামুল হক
আরবি প্রভাষক
বাজালিয়া হেদায়াতুল ইসলাম কাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
সুপার
কেওচিয়া মুজাহেরুল হক ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ ফারুকী
ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার
তোফায়েল এন্ড ব্রাদার্স লিমিটেড।

মুহাম্মদ আবদুল হামিদ
সহকারী মৌলভী
বড়হাতিয়া হঃ আঃ হিঃ মঃ দাঃ মাদ্রাসা।

জামাল উদ্দিন
প্রভাষক (আরবি)
গজানিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন
আরবি প্রভাষক
মজিদিয়া ইসলামিক আলিম মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান
আল-আরব কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মোঃ ইকবাল হোছাইন
আরবি প্রভাষক
পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

আব্দুল জব্বার আল মামুন
সুপার
হযরত আবু বকর ছিঃ দাখিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ হোছাইন
দারুল হিকমা
আল-ইসলামিয়া কিন্ডারগার্টেন।

আবু রেজা মোহাম্মদ সুফিয়ান
সহকারী মৌলভী
বারদোনা বেতাঈয়া শাহ আঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

দেলোয়ার হোসেন রশিদী
সাংবাদিক
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সোহরাওয়ার্দী হল।

মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী
আধুনগর, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ বেলাল উদ্দীন
প্রধান শিক্ষক
তারাবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

লুকমানুল ইসলাম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আশেক উদ্দিন
শিক্ষক
দারুল ঈমান প্রি ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ফজলুল কাদের
সাহার বিল, চকরিয়া
কক্সবাজার।

মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ
অলিরহাট, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সোহরাওয়ার্দী হল।

মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম
শিক্ষক
ইমাম আজম (রহঃ) একাডেমী।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
দ. পুইছড়ি, শাইয়র পাড়া
বহদ্দারহাট, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

মৌঃ আব্দুল মজিদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

খাতুন রূহ আফযা
মাহমুদুল হক মাস্টারের বাড়ি
বরইতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ ফারুকুর রশিদ
বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
শিক্ষক
বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ হারুন
রশিদের ঘোনা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আবু জাফর মুহাম্মদ খালেদ
মরতুজা বিল্ডিং, ধনিয়ালা পাড়া
ডি.টি. রোড, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ বেলাল আশরফী
গ্রন্থাগারিক
ফতেহনগর অদুদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আবদুল হাকিম
সহ-সুপার
বড়হাতিয়া হযরত আঃ ছিঃ মঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ
হাওলা শাড়ী মেলা
ওয়াপদা রোড, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সহকারী মৌলভী
চিব্বাড়ী মহিলা আলিম মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
ই.বি প্রধান
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
প্রভাষক
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আবদুর রহিম
সিনিয়ার এক্সিকিউটিভ
জিওপি, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ জকরিয়া হোসাইন
চুনতি, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ ইসমাইল
সহকারী
নাছিরা ফজলুল্লাহ রাঃ আদর্শ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ নূরুল হুদা (মাহমুদ)
ম্যানেজার
বড়হাতিয়া ব্রিক ফিল্ড লিঃ।

মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন
অধ্যক্ষ
রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ জঃ আঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ রিদওয়ানুল ইসলাম
ম্যানেজার
মেসার্স মাহবুব স্টোর, বড় বাজার, কক্সবাজার।

জহির উদ্দিন
সহ সুপার
গৌড়স্থান আখতারুল উলুম দাঃ মাদ্‌রাসা।

মওঃ আব্দুল করিম
সহকারি শিক্ষক
উত্তর হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ সরওয়ার কামাল
আল ফারুক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

মুহাম্মদ ফরিদুল আলম
এম.ডি
ইসলামিয়া ক্লথ স্টোর।

মুহাম্মদ তৈয়বুর রহমান
সহ-সুপার
ঠাকুর দিঘী নূরুল কোঃ দাঃ মঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ রফিক আহমদ
ক্বারী
আধুনগর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ এনামুল হক
আরবি প্রভাষক
ইসলামিয়া রব্বানি মহিলা ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ নূরুল আবছার
বারাইয়া কাটা, বারবাকিয়া, পেকুয়া
কক্সবাজার।

মুহাম্মদ আনছার উল্লাহ
সহকারী মৌলভী
দঃ কাঞ্চনা শাহরশিদিয়া ইসঃ ফাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম
বাঁধন
এ. ছালাম শপিং কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
মরিয়মনগর, রাঙ্গুনিয়া
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নূরুন্নবী
সহকারী মৌলভী
সুখী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী মঃ দাঃ মাদরাসা।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
এডিশনাল টিচার
হাশিমপুর মকবুলিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ ইসমাইল
এক্সিকিউটিভ
রাফা সফট সিস্টেম।

মুহাম্মদ তাহের
পশ্চিমের গলি
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

আবুল ইরফান মুহাম্মদ মামুন
ছদাহা, সাতকানিয়া
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আতাউল হক
সহকারী মৌলভী
রশীখালী দারুল উঃ ফাযিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ শিবলী নোমান
বদরখালী
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন
সহকারী মৌলভী
ছদাহা মোহাম্মদীয়া খাঃ আঃ মাদ্‌রাসা।

আবদুর রাজ্জাক
দক্ষিণ মিঠাছড়ি
রামু, কক্সবাজার।

শহীদুল ইসলাম
চুনতি, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

সালাহ উদ্দিন মাহমুদ
চুনতি, ইউসুফ মজিল পাড়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ এহেসানুল হক
উত্তর মেহেরনামা, পেকুয়া
কক্সবাজার।

মুহাম্মদ রফিক
ফজুর পাড়া
ছদাহা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

ছরোয়ার কামাল
প্রধান শিক্ষক
দারুল ঈমান প্রি ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।

মোঃ শফাআত হোছাইন
মাইজ পাড়া, ডুলাহাজারা, চকরিয়া
কক্সবাজার।

কামরুল হাসান
ছাত্র
চট্টগ্রাম কলেজ।

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
শাহ মজিদিয়া আখতারুল উঃ মাদ্‌রাসা।

আব্দুল আজীজ মুহাম্মদ শোয়াইব
সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাস
চট্টগ্রাম কলেজ।

মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক
এফ রহমান হল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ জাহাংগীর আলম
বি. এম
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ।

মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক
সহকারী শিক্ষক
ওয়াসী একাডেমী টেকনাফ।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
এম, এম
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ।

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন
সহকারী প্রধান
উত্তর বড়হাতিয়া আদর্শ ইবঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ মুর্তজা আলী
সহকারী শিক্ষক
চুনতি অফিসার ডি.ডি.পি রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
মালয়েশিয়া।

মুহাম্মদ সেলিমুল করিম
সহকারী শিক্ষক
হযরত শাহ উমর (রাঃ) ইবঃ মাদ্‌রাসা।

হেলাল উদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
হযরত ওসমান (রাঃ) তাঃ কোরান একাডেমী।

মোহাম্মদ এরফানুল হক
এম.এল.এস.এস
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
বাঘাইছড়ি বাঃ শঃ জঃ আঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আবু লোকমান
সহকারী মাওলানা
রাঙামাটি বাঃ শরফ জঃ আঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

দেলাওয়ার হোসাইন
সহকারী মৌলভী
দ্বীপচরতী দারুল ইসলাম দাঃ মাদ্‌রাসা।

শোয়াইব মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন
মাষ্টারহাট, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণী
মুয়াজ্জিন ও সহকারী পেশ ইমাম
আধুনগর ইসঃ বাঃ ফাঃ জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ এহইয়া জামাল
ছাত্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ আশরাফুল মোস্তফা
সহকারী মৌলভী
বড়হাতিয়া হঃ আঃ ফিঃ মঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আতাউল্লাহ খালেদ
বগচতর, কমারআলী
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

chunati.com
Pioneer in village based website

মুহাম্মদ আবু তালেব
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ডাঃ এম. নুরুল কামাল
লাইফ ডেন্টাল কেয়ার
চকরিয়া পৌরসভা।

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
সহকারী মৌলানা
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোছাইন
সহকারী শিক্ষক
লোহাগাড়া পাবলিক স্কুল।

মুহাম্মদ এরফানুল ইসলাম
নতুন পাড়া, ফুলাহজারা
চকরিয়া, কক্সবাজার।

রফিউল করিম
চিরিংগা, চকরিয়া
কক্সবাজার।

হাফেজ মুহাম্মদ রফিক
বরইতলী
চকরিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
নয়াপাড়া ছিদ্দিকীয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নবী হোছাইন
নিউ ভাই ভাই
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ এন্ড মটরস

মোহাম্মদ মনজুর আলম
সহকারী শিক্ষক
নয়াপাড়া ছিদ্দিকীয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নোমান
সহকারী শিক্ষক
হাজিয়ান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

আবু নাছের মুহাম্মদ শোয়াইব
চরম্বা, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
হোটেল সুপার
নর্দান স্কুল এন্ড কলেজ।

মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন
লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম।

ছৈয়দ আহমদ
সহকারী মৌলভী
চরম্বা দারুল আরকাম একাডেমী।

মোহাম্মদ সলিম
সিনিয়র শিক্ষক
বদর শাহ (রঃ) একাডেমী।

মুহাম্মদ ইসমাঈল
পি আর ও
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন।

মুহাম্মদ ইসমাঈল
ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ এরশাদুল হক
বালুখালী, উখিয়া, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ
ছাত্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমাম বায়হাক্বী
সিরাজউদ্দৌল্লা রোড
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী সুপার
আল হেরা আদর্শ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ আসগর হুসাইন
ইমাম ও খতিব
বায়তুশ শরফ আখতরিয়া পাড়া জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ হাসান শরীফ
সহকারী শিক্ষক
বাথাইতড়ি বায়তুশ শঃ জঃ আঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
চট্টগ্রাম।

আ.ছ.ম নোমান ছালেহ
সুপার
দ্বীপচরতী দারুল ইসলাম দাঃ মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান
সিনিয়র সহকারি মৌলভী
পশ্চিম কলাউজান খতিবীয়া দাঃ মাদ্রাসা।

মোহাম্মদ ইসমাইল
ফিল্ড অফিসার
উপকূলীয় ও জলাভূমি জীব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান
এ্যাসিসট্যান্ট অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

এহসানুল হক
সহকারী শিক্ষক
রিজেং রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

এস.এম. জমির হোসাইন
হেড মৌলানা
দরবেশকোটা উচ্চ বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
ইসমাইল স্টোর
এ. ছালাম শপিং কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান
খতীব ও পেশ ইমাম
আলীকদম কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।

মুহাম্মদ আজিজুল হক
সুপার
হাজিয়ান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

মোহাং নুরুল আবসার
মেসার্স জনতা ট্রেডার্স
পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুঃ নূরুল হোছাইন
সহকারী শিক্ষক
চকরিয়া ক্যাডেট মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
সহকারী
কাজী অফিস, আধুনগর।

খোরশেদুল আলম
সহকারী শিক্ষক
চিকাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মোহাম্মদ ঈসা
সহ-সুপার
শাপলাপুর দারুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ নুরুল আলম
এবং সহকারী শিক্ষক
আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

Pioneer in village based website

আ.খ.ম. মুমিনুল হক
৩৭ রাজাপুকুর লেইন (৩য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ এনামুল হক
হালকাকারা, চকরিয়া পৌরসভা
কক্সবাজার।

মোহাম্মদ শাহে আলম
স্বাস্থ্য সহকারী
টেকনাফ সরকারী হাসপাতাল

মুহাম্মদ শোয়াইব
সৌদি আরব।

মুহাম্মদ নুরুল মুহছেন
আরবি প্রভাষক
কলাউজান শাহ্ রশিদিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (মুছা)
ঢেমুশিয়া, চকরিয়া
কক্সবাজার।

মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন
আরবি প্রভাষক
দক্ষিণ চকরিয়া আঃ খাঃ শাঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ সমিরুল ইসলাম
আরবি প্রভাষক
... ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা।

হাফেজ নেছার উদ্দীন
মালিক
নিউ সুমাইয়া পোলট্রি ফিড এন্ড চিকস

মুহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম
সুপার
আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহঃ) আদর্শ মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ আনোয়ারুল করিম
খতিব
সোবান সী মসজিদ ও ইসলামিক কঃ সেন্টার।

এ.এ.এম. ছরওয়ার কামাল
ডো.এস.ডি.পি
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ।

অলি আহমদ
সহকারী মৌলভী
দারুত তাওহীদ ইসলামিয়া বাঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ বদিউল আলম
আরবি প্রভাষক
বান্দরবান ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

জাফর আলম
সহকারী মৌলভী
হাইদর্গাও গোবিন্দরখীল গাঃ ছোঃ আঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

আলমগীর মুহাম্মদ শাবান
নীচ ফুড এন্ড বিরানী হাউস
লাবণী, কক্সবাজার।

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
শেখেরখীল, বাঁশখালী
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আবদুল মন্নান
অফিস সহকারী
মাহফিলের সীরতুন্নবী (সাঃ)

মোঃ রাশেদুল আলম
মেসার্স এস. এম. কর্পোরেশন
নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

নূর মুহাম্মদ কাওছার উদ্দীন
মার্কেটিং সুপারভাইজার
ইম্পেক্ট কম্পিউটার, আবু ধাবি।

Pioneer in village based website

রাইহান মোহাম্মদ কাইছার
চট্টগ্রাম কলেজ।

মুহাম্মদ সোলাইমান
দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান
জহুরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
ছাত্র
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোছাইন
হাজী আল মদিনা স্টোর
চকরিয়া, কক্সবাজার।

আল আদীল মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
ছাত্র
আইআইইউসি।

মুহাম্মদ এনাম উল্লাহ
বাঁশখালী হামেদিয়া
রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম সিকদার
বাঁশখালী হামেদিয়া
রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা।

হাফিজুর রহমান (আব্বিদ)
রুমঘাটা
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন
মক্কা ট্রেডার্স
তামাকুমন্ডি লেইন, রিয়াজউদ্দীন বাজার।

এইচ.এম. কুতুব উদ্দিন
পেশ ইমাম
বিনিময় টাওয়ার, তামাকুমন্ডি লেইন।

মোহাম্মদ এয়াকুব মিয়া
আই ফ্যাশন
জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।

এ.এস.এম এমদাদ উল্লাহ
ইকুইটি ভিলেজ
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবু তাহের
বড়হাতিয়া
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ছৈয়দা খানম
সহকারী শিক্ষিকা
গৌড়স্থান আঃ উঃ দাঃ মাদ্‌রাসা।

হাফেজ হুমায়ুন কবির
ঈদগাঁও বাস স্টেশন
কক্সবাজার।

মোছাম্মৎ ছুরে জান্নাত
আধুনগর
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন
শিক্ষক
বড়ইতলী দাখিল মাদ্‌রাসা।

মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন
বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আয়েশা বেগম
অনুর আলী
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Chunati.com Pioneer in village based website

এস.এম. মারুফুল ওয়াদুদ
সরকারী সিটি কলেজ।

মোহাম্মদ মুজিবুল হক (মজিব)
মডার্ণ হক লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
চকরিয়া কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
ছাত্র
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সৈনিক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন কাউছার
সরকারী মাদরাসা-ই আলিয়া
ঢাকা।

মুহাম্মদ ছলিমুর রহমান
চট্টগ্রাম কলেজ।

মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম
বাটালি রোড, এনায়েত বাজার
চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ নরুল কবির
ছাত্র
আ'মিরুল মিল্লাত, ঢাকা।

মুহাম্মদ কাউছার উল্লাহ
ছাত্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ মাহাদী হোছাইন ছিদ্দিকী
দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা
চট্টগ্রাম।

মুঃ মুর্শেদ আলম
চিটাগাং স্টেশনারী
মদীনা মার্কেট, মোগলটুলী, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
আ'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা
ঢাকা।

মুহাম্মদ ফিরোজ ছিদ্দিকী
চকবাজার পারচিভিল হিল
ইমদাদ পার্ক।

মুহাম্মদ নিয়াজ মুরশেদ
ডি.সি. রোড
কুসুমবাগ আবাসিক এলাকা।

মুহাম্মদ শওকত হোসাইন
কেয়ারী ইলিশিয়াম এপার্টমেন্ট
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

এ.এস.এম আবদুল্লাহ
ইকুইটি ভিলেজ
মির্জাপুল, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

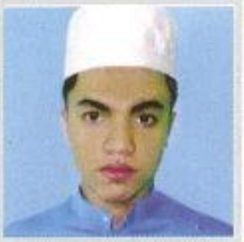

মুহাম্মদ আবদুল হান্নান
ছদাহা
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবদু রহিম
নৈশ প্রহরী
ঘাইট মারা মহিউসসুন্নাহ দাঃ মাদ্‌রাসা।

মুহাম্মদ আবু হামেদ
চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (কুতুব)
কুতুব মোটর
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ ইলিয়াছ
সহকারী মৌলভী
বরইতলী দাখিল মাদ্‌রাসা।

বেলাল উদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
শাহ মজিদিয়া কিন্ডারগার্টেন।

মোহাম্মদ এরফানুল হক
দি অক্সফোর্ড টেলিকম
চকরিয়া শপিং, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী শিক্ষক
দারুল হিকমা একাডেমী।

শামসুল হুদা
সিনিয়র আরবী শিক্ষক
পি.এম. খালী বালিকা দাঃ মাদরাসা।

মোঃ আবদুল মজিদ
সিনিয়র শিক্ষক (হোস্টেল সুপার)
বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমী।

মুজাহিরুল ইসলাম
জুনিয়র অফিসার
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ।

মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন
হারবাং বার আউলিয়া মাদ্‌রাসা।

রফিক আহমদ
প্রধান শিক্ষক
উজিরভিটা মাইলষ্টোন কিন্ডার গার্ডেন।

এরশাদুল হক
খুটাখালী, চকরিয়া
কক্সবাজার।

উসমান সরওয়ার
ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

আহমদ কবির
এম. রহমান সু ষ্টোর
নিউ সুপার মার্কেট, চকরিয়া, কক্সবাজার।

মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক
আই.টি অফিসার
তোফাজ্জল এন্ড ব্রাদার্স লিমিটেড।

ইকরামুল হক
হোছাইনুল হক এন্ড ব্রাদার্স।

মুহাম্মদ শেখ ফরিদ উদ্দীন
এম.এ (ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ সাইয়েদুল আবরার
আবদুল খালেক মঞ্জিল
গুলকবহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ
মেসার্স ইলিয়াছ ব্রাদার্স
চকরিয়া, কক্সবাজার।

আবুল মনছুর
মধ্যম কাঞ্চনা, সাতকানিয়া
চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ শফিকুল আলম
হোয়ানক, মহেশখালী
কক্সবাজার।

রুকন উদ্দীন মোঃ আব্দুল আহাদ
আখতারিয়া পাড়া, আধুনগর
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

Pioneer in village based website

প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ
উন্নত প্রযুক্তির কারণেই এখন আমরা দিতে পারছি স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ কনফিডেন্স ভ্যাকুয়াম লবণ
VACUUM EVAPORATION প্রযুক্তিতে সুইজারল্যান্ড-এর প্লান্টে বাংলাদেশে প্রস্তুত।
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রিত দেশের প্রথম VACUUM খাবার লবণ।
COMPUTERIZED SPRAY IODIZATION MACHINE-এর মাধ্যমে পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন মেশানো নিশ্চিত করা হয়। ফলে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণ করে দেয় সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা।
আজই সচেতন হোন, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করুন
Confidence
VACUUM SALT
100% PURE
VACUUM EVAPORATED
কনফিডেন্স
ভ্যাকুয়াম লবণ
দানায় দানায় আস্থা